পবিত্র জীবনযাপনের মতবাদ ও অনুশীলন

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিস্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: ড. র‍্যানডাল ডি. ম্যাকএলওয়েন

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom -এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৫

১. পবিত্রতার সৌন্দর্য ৭

২. পবিত্রতা হল সম্পর্ক ২৩

৩. পবিত্রতা হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ৩১

৪. পবিত্রতা হল পৃথকীকরণ ৪৫

৫. পবিত্রতা হল অবিভক্ত হৃদয় ৬৭

৬. পবিত্রতা হল ধার্মিকতা ৭৯

৭. পবিত্রতা হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা ৯৩

৮. পবিত্রতা হল আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ১১১

৯. আত্মার পূর্ণতায় পবিত্র জীবন যাপন করা ১৩৩

১০. পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসদৃশতা ১৪৭

১১. পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সহভাগিতা ১৭১

১২. একটি পবিত্র জীবন কি সম্ভব? ১৮৩

১৩. ফাইনাল প্রজেক্ট ১৯৯

সুপারিশকৃত সহায়ক গ্রন্থসমূহ ২০১

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ২০৩

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কোর্সের বিবরণ

এই কোর্সটি পবিত্র জীবনযাপন সম্পর্কে একটি বাইবেলভিত্তিক বর্ণনা দেয় যা ঈশ্বর একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাছ থেকে আশা করেন এবং তার জীবনের সেই ক্ষমতায় পরিপূর্ণ করেন।

ক্লাস লিডারদের জন্য ব্যাখ্যা এবং নির্দেশিকাসমূহ

এই কোর্সটি পবিত্র জীবনযাপনের বিশ্বাসসূত্র এবং অনুশীলন অনুসন্ধান করে। আপনাকে প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৯০-১২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করতে হবে, এবং সেইসাথে ক্লাসের পরে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য সময় দিতে হবে।

এই ► চিহ্নটি একটি **প্রশ্ন আলোচনা**-কে নির্দেশ করে। যখন আপনি এগুলির একটিতে আসবেন, এটির অনুসরণকারী প্রশ্ন(গুলি) জিজ্ঞাসা করুন, এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর আলোচনা করার সুযোগ দিন। নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে প্রত্যেকে শিক্ষার্থীই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রয়োজন হলে, আপনি শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকতে পারেন।

বহু ফুটনোট **শাস্ত্রাংশ** নির্দেশক। যদি পদ(গুলি) অধ্যায়ে লেখা না থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের সেগুলি দেখতে বলুন এবং ক্লাস চলাকালীন সেগুলি পড়ে শোনাতে বলুন। বিশেষভাবে নির্দেশ করা না থাকলে, অধ্যায়ে লিখিত সমস্ত শাস্ত্রাংশই বাইবেলের বাংলা সমকালীন সংস্করণ (BCV) থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের দুটি করে **অ্যাসাইনমেন্ট** আছে:

১। নির্ধারিত বিষয়ের ওপর একটি **ছোটো প্রবন্ধ**। ক্লাস লিডারের বিবেচনার ভিত্তিতে, এই প্রবন্ধটি একটি রচনার আকারে লিখিত হতে পারে বা মৌখিকভাবে উপস্থাপিত হতে পারে।

২। একটি **শাস্ত্রাংশ মুখস্ত** করার অ্যাসাইনমেন্ট। এগুলি প্রতিটি ক্লাস সেশনে পর্যালোচিত হওয়া আবশ্যিক। কোর্সের শেষে, পুরো কোর্স জুড়ে যত পদ তারা মুখস্থ করেছে সেগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

এই কোর্সের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে তারা শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। ক্লাস লিডারের অবশ্যই শিক্ষার্থীদেরকে **তাদের পড়ানোর দক্ষতা বিকাশে সুযোগ** দেওয়া উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাস লিডারের মাঝে মাঝে কোনো শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পাঠ্য অংশের একটি ছোটো ভাগ পড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি **ফাইনাল প্রজেক্ট** প্রস্তুত করবে। এই প্রজেক্টটিতে পবিত্র জীবন বিষয়টির ওপর তিনটি প্রচার বা শিক্ষামূলক বিষয় থাকবে। এটি পবিত্র জীবনযাপনের বাইবেলভিত্তিক বা বাস্তব পরিপ্রেক্ষির ওপর হতে পারে। সম্ভব হলে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিটি প্রচার বা শিক্ষামূলক বিষয় উপস্থাপন করতে পারে এবং সেগুলি ক্লাস লিডারের জন্য রেকর্ড করতে পারে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী **শেফার্ডস গ্লোবাল ক্লাসরুম (Shepherds Global Classroom) থেকে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়**, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোর্সের শেষে সম্পূর্ণ অ্যাসাইমেন্টগুলির রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফর্ম দেওয়া হবে।

পাঠ ১
পবিত্রতার সৌন্দর্য

পাঠের উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে, শিক্ষার্থী:

(১) ঈশ্বরের পবিত্রতার সৌন্দর্য এবং আমাদের পবিত্র করার জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা তার সমাদর করবে।

(২) পবিত্রতা বিষয়ক ভুল ধারণাগুলি ত্যাগ করবে এবং পবিত্রতার বাইবেলভিত্তিক ধারণাগুলি গ্রহণ করবে।

(৩) পবিত্র হওয়া মানে কী তা একজন নতুন বিশ্বাসীকে বোঝাতে সমর্থ হবে।

(৪) ১ পিতর ১:১৪-১৬ মুখস্ত করবে।

কোর্সের ভূমিকা

পবিত্রতা হল বাইবেলের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। শাস্ত্রে, ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন তিনি কে: তিনি একজন পবিত্র ঈশ্বর (লেবীয় পুস্তক ১৯:২)। তারপর, ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন তাঁর অনুগ্রহে আমরা কী হয়ে উঠতে পারি: আমরা হয়ে উঠতে একটি পবিত্র জাতি (১ পিতর ১:১৫-১৬)।

প্রত্যেকজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর মধ্যে, পবিত্রতার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমরা তাঁর মতো হতে আকাঙ্খিত। দুঃখজনকভাবে, অধিকাংশ আধুনিক মন্ডলী একটি ভুল ধারণাকে মেনে নিয়েছে যে পবিত্রতা অসম্ভব। খ্রীষ্টসদৃশ হতে চাওয়ার পরিবর্তে, বহু ভণ্ড খ্রীষ্টিয়ান পরাজিত, পাপপূর্ণ জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছে। একটি বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের পরিবর্তে, বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী "পাপের সাথে বোঝাপড়া" করে নিয়েছে।

প্রায় শতাধিক বছর আগে, ভারতে আসা এক অন্যতম মহান মিশনারী জন হাইড (John Hyde) বলেছিলেন, "বর্তমানে আমাদের যা প্রয়োজন তা হল পবিত্রতার পুনর্জাগরণ।" যদি সেটা তখনের জন্য সত্যি হয়, তাহলে এটি ২১ শতকের এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর জন্যও নিশ্চিতভাবে সত্যি।

যদি পবিত্রতা ঈশ্বরের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারি, "পবিত্র হওয়া মানে কী?" যদি পবিত্রতা শাস্ত্রে নির্দেশিত থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারি, "একটি পবিত্র জীবন যাপন করা কি সম্ভব?"

এই কোর্সে, আমরা শিখব ঈশ্বর কী বোঝাতে চান যখন তিনি বলেন, "তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।" পবিত্রতা বিষয়ক বাইবেলের বার্তাটি বুঝলে, আমরা দেখব যে একটি পবিত্র জীবন প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্যই সম্ভব। প্রতিটি অধ্যায়ে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

১। আমরা বাইবেলের কিছু শব্দের মানে নিয়ে চর্চা করব যেমন *পবিত্র, শুচিকরণ,* এবং *সিদ্ধ*। এই অংশটি পবিত্রতার একটি বাইবেলভিত্তিক থিওলজি বা ঈশতত্ত্ব।

২। আমরা পবিত্র জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপট নিয়ে চর্চা করব। একটি পবিত্র জীবন, একটি শুচি হৃদয়, এবং একটি খ্রিষ্টসদৃশ আত্মার বিষয়ে বাইবেল কী বলে তা আমরা শিখব।

৩। আমরা এক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন সম্পর্কে জানব যে প্রকাশ করে পবিত্র হওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়। আমরা দেখব একজন পবিত্র ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে কেমন আচরণ করেন।

পাঠ্য এবং আলোচ্য শাস্ত্রাংশ

এই অধ্যায়টিতে এগোনোর আগে, নিম্নলিখিত প্রতিটি শাস্ত্রাংশ ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন। এটি এমন কিছু বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে যা আমরা এই অধ্যায়ে চর্চা করব।[1]

► লেবীয় পুস্তক **১৯:২** পড়ুন। এই অংশটি অনুযায়ী, কেন ইস্রায়েলকে পবিত্র হতে হবে?

► **১** পিতর **১:১৫-১৬** পড়ুন। বিশ্বাসীদের আচরণ কেমন হতে হবে?

► ইব্রীয় **১২:১৪** পড়ুন। এই অংশটি অনুযায়ী, কোন দুটি গুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অবশ্যই অন্বেষণ করতে হবে যদি তারা প্রভুকে দেখতে চায়?

► ১ থিষলনিকীয় ৪:৩-৮ পড়ুন। ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে কোন পাপগুলি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন? ঈশ্বর কীসের জন্য তাঁর লোকদের ডেকেছেন?

► প্রকাশিত বাক্য ২০:৬ পড়ুন। যারা প্রথম পুনরুত্থানে অংশ নেবে তাদের আত্মিক চরিত্র কেমন হওয়া উচিৎ?

পবিত্রতার সৌন্দর্য

► যখন আপনি শোনেন যে একজন ব্যক্তিকে "পবিত্র" হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন কোন চিত্রটি আপনার মনে ফুটে ওঠে? আপনার সেই চিত্রটি কি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক? কেন?

এক মিশনারি একবার এক বৃদ্ধ আফ্রিকান প্রধানের সাথে দেখা করেন। প্রধান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী কে?" মিশনারি উত্তর দিয়েছিলেন, "একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাঁর শত্রুর গবাদি পশু চুরি করে না। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাঁর শত্রুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায় না। একজন খ্রিষ্টবিস্বাসী তাঁর শত্রুকে হত্যা করে না।"

প্রধান বলেছিলেন, "বুঝলাম। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়া আর বৃদ্ধ হওয়া একই ব্যাপার! যখন আমি যুবক ছিলাম, আমি আমার শত্রুকে আঘাত করেছিলাম এবং তার স্ত্রী ও গবাদি পশু চুরি করেছিলাম। এখন আমি আমার শত্রুকে আঘাত করার ক্ষেত্রেও যথেষ্টই বৃদ্ধ; মানে আমি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী!"

দুঃখজনকভাবে, বহু মানুষ একটি পবিত্র জীবনযাপনের বিষয়ে এই রকমই ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে যে পবিত্রতা হল একগুচ্ছ পাপকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তারা ঈশ্বরের বাক্যে পবিত্রতার সৌন্দর্যের বিষয়ে যা শেখানো হয়েছে সেটিকে হারিয়ে ফেলে।

[1] এই প্রশ্নগুলি Rev. Timothy Keep দ্বারা সংগৃহিত।

পবিত্রতা সম্পর্কিত ভুল ধারণা

ঈশ্বর একজন পবিত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের লোকদেরকেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এই বার্তাটিই বাইবেলের কেন্দ্রবিন্দু। তবুও, পবিত্রতা নিয়ে চারিদিকে নানারকম ভুল ধারণা আছে।

১। **কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে কেবল কিছু লোকই পবিত্র হতে পারে।** তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দুটি দলে ভাগ করে। প্রথম দলটি হল তাদের বিশ্বাসে খ্রিষ্টীয়ান, এবং তারা খ্রীষ্টকে তাদের মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা তাদের কাজে এবং আচরণে ঈশ্বরকে বিশ্বস্তভাবে মান্য করে না। দ্বিতীয় দলটিতে এমন খ্রিষ্টিয়ানরা আছে যারা একটা উচ্চতর স্তরে পৌঁছে গেছে, যেমন পুরোহিত, পালক, বা সাধু। এই ধারণা অনুযায়ী, কেবল কিছু মানুষই পবিত্র হতে পারে।

২। **কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে অন্যদের কাছ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে আমরা পবিত্র হয়ে উঠতে পারি।** বহু বছর আগে, কিছু “পবিত্র লোক” মরুভূমিতে বাস করতে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি সমতল থেকে অনেক বেশী উচ্চতায় অবস্থিত এক মাচায় ৩৭ বছর কাটিয়েছিল। সে বিশ্বাস করত যে আমরা অন্যদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারি।

৩। **কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে যখন আমরা মারা যাই, কেবল তখনই আমরা পবিত্র হয়ে উঠি।** তারা বিশ্বাস করে যে আমরা এই জীবনে কখনোই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে পারব না, কিন্তু আমরা তখনই পবিত্র উঠব যখন আমরা মারা যাব। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত্যু আমাদের শত্রু নয়, বরং আমাদের বন্ধু। মৃত্যুতেই, আমরা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য যে উদ্দেশ্য আছে তা অর্জন করি।

৪। **কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে আমরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পবিত্র হয়ে উঠি।** তারা বিশ্বাস করে যে আমরা একটা কোনো স্টাইল মেনে বা “করা উচিৎ এবং করা উচিৎ নয়”-এর তালিকা অনুসরণ করার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠি। তারা বিশ্বাস করে যে পবিত্রতা হল বাইরের পোশাকের মতো, একটি পরিবর্তিত হৃদয় নয়।

৫। **কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি পবিত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র আত্মার ভাষায় কথা বললে বা অলৌকিক ঘটনা ঘটলে।** তারা পবিত্রতাকে একটি জীবন দিয়ে পরিমাপ করে না, বরং চিহ্ন এবং অলৌকিকতা দিয়ে বিচার করে।

৬। **অবশেষে, বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে পবিত্রতা অসম্ভব!** তারা বিশ্বাস করে যে পবিত্রতা একটি আদর্শ বিষয় যা ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের সবচেয়ে ভালো কাজটা করার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দিয়েছেন, কিন্তু এটা এই পৃথিবীতে বাস্তব বিষয় নয়। এই বিশ্বাস নিয়ে, কেউ ঈশ্বরের “পবিত্র হও” আদেশটি অর্জন করতে পারে না।

তবে, পবিত্র হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হল এমন একটি আদেশ যা তিনি আমাদেরকে তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য মেনে চলতে বলেন। ঈশ্বর একজন উত্তম পিতা; তিনি আমাদের কখনোই এমন কিছু করতে বলেন না যা তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে করা অসম্ভব। পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বর আমাদের যা বানাতে চেয়েছেন তা হওয়া। আমাদের নিজেদের ক্ষমতায়, একটা পবিত্র হৃদয় অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে, প্রত্যেক বিশাসীর জন্য একটি পবিত্র হৃদয় সম্ভব। পবিত্রতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে আসে, আমাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী নয়।

▶আপনি যেখানে পরিচর্যা কাজ করেন সেখানে পবিত্রতার ভুল ধারণাগুলির মধ্যে কোনটি বেশি প্রচলিত? আপনার আঞ্চলিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে কি পবিত্রতা সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত হয়?

পবিত্রতার বাইবেলভিত্তিক চিত্র

উপরে উল্লিখিত পবিত্রতার নেতিবাচক ধারণাগুলি বাদ দিয়ে, বাইবেল পবিত্রতাকে ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর সম্ভবনা হিসেবে দেখায়। সেই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন যেগুলিকে বাইবেলে পবিত্র বলা হয়েছে। সেগুলির কোনোটিই কুৎসিত বা ঘৃণ্য নয়; তারা সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

- ঈশ্বরের পবিত্র প্রকৃতি সুন্দর এবং গৌরবময় (যিশাইয় ৬:১, ৩; গীত ১০৫:৩)।
- ঈশ্বরের মন্দির এবং তাঁর আরাধনার জন্য ব্যবহৃত জিনিসগুলি সুশোভিত ছিল (লুক ২১:৫, যিশাইয় ৬৪:১১, যাত্রাপুস্তক ২৮:২)।
- ইজরায়েলকে বলা হত পবিত্র জাতি যে অন্য জাতিকে ঈশ্বরের কাছে আকৃষ্ট করবে (যিশাইয় ৪৯:৩)। তার পবিত্রতা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল (১ রাজাবলী ৮:৪১-৪৩); এটি তাদের দূরে সরিয়ে দেয়নি।□
- চার্চকে একটি পবিত্র জাতি বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ১:২, ১ পিতর ২:৯). সে তার বরের জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত (ইফিষীয় ৫:২৭, প্রকাশিত বাক্য ১৯:৭, প্রকাশিত বাক্য ২১:২)।

এই চিত্রগুলোর প্রত্যেকটিই আকর্ষণীয়। বাইবেল দেখায় যে সত্যিকারের পবিত্রতা অবমাননাকর এবং ভয়ের বিষয় নয়। উপরন্তু, এটি আমাদের স্বর্গস্থ পিতার একটি প্রেমময় উপহার। যদি আমরা পবিত্রতাকে সঠিকভাবে বুঝি, তাহলে আমরা অবশ্যই একটি পবিত্র হৃদয় এবং একটি পবিত্র জীবনের জন্য ক্ষুধার্ত হব। বাইবেল যেভাবে পবিত্রতার শিক্ষা দেয় যদি আমরা সেভাবে পবিত্রতার বিষয়ে প্রচার করতে পারি, তাহলে আমাদের লোকেরাও আবশ্যিকভাবে একটি পবিত্র হৃদয় এবং একটি পবিত্র জীবনের জন্য ক্ষুধার্ত হবে। পবিত্রতা একজন প্রেমিক পিতার তরফ থেকে একটি সুন্দর উপহার।

পবিত্রতার সৌন্দর্য ঈশ্বরের আদি সৃষ্টিতে দেখা যায়

ঈশ্বর একটি নিখুঁত পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন

শুরু হয়েছিল এদেন উদ্যানে, এক অপরূপ সুন্দর বাগান। আপনি এতদিন অবধি সবচেয়ে মিষ্টি যে ফলটি খেয়েছেন তার কথা ভাবুন; এদেনের ফল তার চেয়েও বেশী মিষ্টি। আপনি এতদিন অবধি সবচেয়ে সুন্দর যে ফুলটি দেখেছেন তার কথা ভাবুন; এদেনের ফুলগুলো তার চেয়েও বেশী সুন্দর দেখতে ছিল। ঈশ্বর একটা নিখুঁত পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, পাপের প্রভাবমুক্ত এক পৃথিবী। তিনি কষ্ট, চোখের জল, বা মৃত্যুহীন এক পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বর মূলত ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্কের পৃথিবী তৈরি করেছিলেন। কোনোকিছুই মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আলাদা করতে পারে না। প্রত্যেকদিন, ঈশ্বর আদম এবং হবার সাথে দেখা করতে

□ আপনি বলতে পারেন, "ফরিশীদের ব্যাপারটা কী? তারা 'পবিত্র লোক' বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা অন্যদের বিতাড়িত করত।" আমরা এই অধ্যায়গুলিতে দেখব যে ফরিশীদের "পবিত্রতা" খাঁটি পবিত্রতা ছিল না। তাদের ধার্মিকতা একটি লোকদেখানো পেশা ছিল, সত্যিকারের পবিত্রতা ছিল না।

আসতেন। অন্য কোনো প্রাণীর কাছে এই সুযোগটা ছিল না। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্কের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। এদেন উদ্যানে, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে যথাযথ শান্তি বিরাজ করত।

শয়তান ঈশ্বরের নিখুঁত পৃথিবীকে বিকৃত করেছিল

শয়তান এই নিখুঁত পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। ঈশ্বরের তৈরি প্রতিটি জিনিসকে শয়তান ঘৃণা করত। তবে সবকিছুর ওপরে, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কটাকে শয়তান ঘৃণা করত। সে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের এই সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

শয়তান মানুষকে সরাসরি ধ্বংস করতে পারত না, তাই সে ঠিক করেছিল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যবর্তী সম্পর্কটা নষ্ট করে দেবে। শয়তান জানত যে ঈশ্বর পবিত্র এবং সেই ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র প্রতিকৃতিকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। পবিত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র মানুষ একটি অভেদ্য সম্পর্কে বাস করত, কিন্তু শয়তান মানুষকে পাপে প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে এই সম্পর্ক নষ্ট করতে পেরেছিল।

শয়তান একটি সাপের রূপ ধরে হবার কাছে এসেছিল। সাপ ঈশ্বরের আদেশের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। সে জানতে চেয়েছিল, "সত্যিই কি ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই বাগানের কোনও গাছের ফল খেয়ো না'?" সে চেয়েছিল হবা ঈশ্বরের উত্তমতার বিষয়ে সন্দেহ করুক। হবা উত্তর দিয়েছিল, "আমরা বাগানের গাছগুলি থেকে ফল খেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, 'বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।'" (আদিপুস্তক ৩:১-৬)।

আদম ও হবাকে ভালো-মন্দের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার জন্য সাপ ঈশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সাপ বলেছিল, "অবশ্যই তোমরা মরবে না। কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যখন তোমরা এটি খাবে, তখন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, ও তোমরা ভালোমন্দ জানার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।" সাপ হবাকে অহংকারের পথে উস্কানি দিয়েছিল, "তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে" (আদিপুস্তক ৩:৪-৫)।

হবা ফলটা খেয়েছিল, সেটি আদমকে দিয়েছিল, এবং সেও খেয়েছিল। আদম এবং হবা জানত যে তারা ঈশ্বরের নিয়ম অমান্য করেছে। যখন ঈশ্বর বাগানে এসেছিলেন, তারা লজ্জিত ছিল এবং তাঁর কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে থাকা নিবিড় বন্ধুত্ব ভেঙে গিয়েছিল।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির ওপর থেকে হাল ছেড়ে দেননি

তাদের পাপের জন্য, ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদেন উদ্যান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। পাপ ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে থাকা সম্পর্কটি ভেঙে দিয়েছিল। পাপ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার জন্য, ঈশ্বর মানুষকে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একা ছেড়ে দেননি। ঈশ্বর বলতেই পারতেন, "আদম, এই বিপর্যয়ের কারণ তুমি। এটা তোমার সমস্যা! আমি এর মধ্যে নেই।" বরং, একজন প্রেমিক ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীর অংশ হয়ে গেলেন এবং আমদের পাপের জন্য একটি নিরাময় প্রদান করলেন।

এই নিরাময়ের মধ্যে ছিল ক্ষমার পথ। একজন পবিত্র ঈশ্বর এবং বিপথগামী মানুষের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য ঈশ্বর একটি উপায় প্রদান করেছিলেন। চার্চ সবসময় প্রচার করে, "পাপীরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ধার্মিক হতে পারে।" ক্রুশের মাধ্যমে, আমরা আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা পেতে পারি।

এটা একটা অসাধারণ বিষয়! কিন্তু কিছু কিছু সময়ে চার্চ ঈশ্বরের নিরাময়ের অন্য অংশটি ভুলে যায়। পাপের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিধান কেবল ক্ষমা করার পথটি নয় বরং পুনঃস্থাপন করাও। ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তি মানুষের মধ্যে পুনঃস্থাপন করার জন্য একটি উপায় দিয়েছেন।

"তোমরা পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত হতে পারো, কিন্তু কখনোই পাপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হবে না", এটা বলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন না। না! ঈশ্বর একটি উপায় প্রদান করেছিলেন যার দ্বারা মানুষ পবিত্র হতে পারে। ঈশ্বর বাগানে পবিত্র লোকদের সাথে হাঁটাচলা করতেন; তিনি একজন পাপীর সাথে চলাফেরা করতে পারেন না। ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে সুসম্পর্ক চান, তাই তিনি আমাদের পবিত্র করার জন্য একটি উপায় প্রদান করেছিলেন।

গোটা শাস্ত্র জুড়ে, আমরা ঈশ্বরকে তাঁর লোকদের পবিত্র করে তুলতে দেখি যাদের সাথে তিনি সুসম্পর্কে থাকতে পারেন। ঈশ্বর বলেননি, "আমি জানি তোমরা পাপী, কিন্তু তোমাদের পাপের ক্ষেত্রে আমি আমার চোখ বন্ধ রাখব আর মনে করব তোমরা ধার্মিক।" পরিবর্তে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর লোকদের তিনি পবিত্র করবেন।

> তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করো ও তাঁর পথে চলো তাহলে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর শপথ অনুসারে তোমাদের তাঁর পবিত্র প্রজা হিসেবে স্থাপন করবেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৯)।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র করতে চান। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর লোকদের জন্য। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছে যে তাঁর লোকেরা "আখ্যাত হবে পবিত্র প্রজা, এবং সদাপ্রভুর মুক্তিপ্রাপ্ত লোক বলে" (যিশাইয় ৬২:১২)।

পবিত্রতার সৌন্দর্য ঈশ্বরের প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়

পতনের কারণে, মানুষ আর পবিত্র রইল না। আমরা দ্রুত ঈশ্বরের পবিত্র প্রকৃতি ভুলে গেছিলাম। ঈশ্বর আমাদের তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে দেবতাদের তৈরি করেছি – ঈর্ষান্বিত, ঘৃণাপূর্ণ, এবং অহংকারী।

বাবিলীয়রা মর্দক (Marduk)-এর কাহিনী শোনায়, যে তার নিজের মাকে হত্যা করে প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছিল। গ্রীকরা জিউস (Zeus)-এর কাহিনী শোনায় যার একাধিক স্ত্রী ছিল। রোমানরা বাক্কাউস (Bacchus)-এর কাহিনী শোনায়, যে মদ্যপান এবং যৌনতার দেবতা।

এই দেবতারা পবিত্র ছিল না । যারা এই দেবতাগুলোর আরাধনা করত তারা তাদের দেবতাগুলোর মতোই ছিল। তারা মিথ্যে বলত, চুরি করত, এবং ঠকাতো ঠিক যেমন তাদের দেবতারা মিথ্যে বলত, চুরি করত, এবং ঠকাতো। পাপী মানুষ পাপী দেবতা তৈরি করেছিল। পরিবর্তে, এই দেবতারা মানুষকে পাপ করে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিল। আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতাদের মতোই হয়ে উঠেছিলাম।

যিহোবা এরকম মিথ্যে ঈশ্বরদের মতো নন। ঈশ্বর হলেন পবিত্র। বারংবার, শাস্ত্র ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। লোহিত সাগর পেরিয়ে যাওয়ার পর, ইজরায়েলের লোকেরা তাদের পবিত্র ঈশ্বরের আরাধনা করেছিল। তারা গেয়েছিল, "দেবতাদের মধ্যে কে তোমার মতো, হে সদাপ্রভু? তোমার মতো কে—পবিত্রতায় মহিমান্বিত..." (যাত্রাপুস্তক ১৫:১১)।

গীতরচক গেয়েছেন, “তথাপি তুমিই পবিত্র; ইস্রায়েলের প্রশংসায় তুমিই অধিষ্ঠিত” (গীত ২২:৩)। ইজরায়েল ঈশ্বরকে তাঁর পবিত্রতার জন্য প্রশংসিত করেছিল। গীতরচক ঈশ্বরকে বলেছেন “ইজরায়েলের পবিত্রতম” (গীত ৭১:২২; গীত ৭৮:৪১; গীত ৮৯:১৮)।

ভাববাদীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঈশ্বর পবিত্র। গীতসংহিতার রচয়িতার মতো তাঁরা ঈশ্বরকে বলেছেন “ইস্রায়েলের পবিত্রতম” (যিশাইয় ৫:১৯; যিশাইয় ১০:২০; যিরমিয় ৫০:২৯; যিরমিয় ৫১:৫; যিহিষ্কেল ৩৯:৭)। যিশাইয় তাঁকে সম্মানিত করে বলেছেন, “কারণ যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি চিরকাল জীবিত থাকেন ও যাঁর নাম পবিত্র” (যিশাইয় ৫৭:১৫)। পবিত্রতা ঈশ্বরের চরিত্রের এতটাই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যে ঈশ্বরের কাছে তাঁর পবিত্রতার শপথ করা তাঁর নিজের নামে শপথ করার সমান ছিল (আমোষ ৪:২; আমোষ ৬:৮)। হবক্‌কূক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঈশ্বরের চোখ এত পবিত্র যে তিনি মন্দ দেখতে পান না (হবক্‌কূক ১:১৩)। ভাববাদীরা জানতেন যে ঈশ্বর পবিত্র।

স্বর্গে ঈশ্বরের আরাধনা তাঁর পবিত্রতাকে উদযাপন করে। সরাফেরা (Seraphim) বন্দনা করে, “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু” (যিশাইয় ৬:৩)। প্রকাশক যোহন দেখেছিলেন চারটি প্রাণী ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা গাইছে, “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন এবং যিনি আছেন এবং যিনি আসছেন!” (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮)। ঈশ্বর হলেন একজন পবিত্র ঈশ্বর।

ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য যে পরিকল্পনা আছে তাতে পবিত্রতার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়

একজন পবিত্র ঈশ্বর মানব জাতিকে তাঁর সাথে সুসম্পর্কে থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন, কিন্তু আমাদের পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করেছিল। তবুও, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেহেতু কেবল পবিত্র লোকেরাই একজন পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতে পারে, তাই তিনি আমাদের পবিত্র করার জন্য একটি উপায় প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বর সেই লোকদের পবিত্রতার মানে শিখিয়েছিলেন যারা পবিত্র ছিল না। এগুলি হল সেই পদ্ধতির দুটি অংশ:

১। ঈশ্বর মানুষকে এক পবিত্র ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মর্দক, জিউস, এবং বাক্কুস শক্তিশালী ছিলেন কিন্তু অনৈতিক ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর নিজেকে শক্তিশালী এবং পবিত্র রূপে প্রকাশ করেছেন।

২। ঈশ্বর মানুষকে পবিত্র মানুষদের স্বভাব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন, “তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি পবিত্র” (লেবীয় পুস্তক ১৯:২)। যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাঁর লোকদেরও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

যিশাইয় একটি পাপী জাতির কাছে প্রচার করেছিলেন। পাপ ঈশ্বরের লোকদের সৌন্দর্য নষ্ট করেছিল। ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি থেকে, ইজরায়েল বন্দীদশায় পতিত হওয়া এক পরাজিত জাতির লজ্জাজনক পর্যায় পরিণত হয়েছিল। তার আর কোনো সৌন্দর্য ছিল না; সে ছিল এক অপমানিত দাস। কিন্তু যিশাইয় এমন এক দিনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যেদিন ইজরায়েলের ধার্মিকতা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেইদিন, ইজরায়েল সদাপ্রভুর হাতের এক সৌন্দর্যের মুকুট হয়ে উঠবে (যিশাইয় ৬২:১-৩)।

যারা বাইবেলে পবিত্রতার বার্তাটি ভুল বুঝেছে তারা মূলত পবিত্রতাকে আইনবাদ, কঠোর নিয়মাবলী, এবং কঠিন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করে। এটি পবিত্রতার বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিকোণ নয়। উপরন্তু, পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের নিজস্ব

পবিত্রতার সৌন্দর্য প্রকাশ করা। পবিত্র হওয়া একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্কে বাস করার আনন্দপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। বাইবেলে, পবিত্রতা কখনোই একটি বিষাদের বিষয় নয়; এটি আনন্দ এবং সৌন্দর্যের একটি রূপক!

বাইবেলে, ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্বভাব প্রকাশ করেছেন। তারপর, ঈশ্বর তাঁর লোকদের শিখিয়েছেন কীভাবে পবিত্র জীবন যাপন করতে হয়। এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে তিনি তাঁর লোকেদের সেটি হয়ে ওঠার ক্ষমতা দেবেন যা হয়ে ওঠার জন্য তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে, ঈশ্বর একটি পবিত্র জাতি তৈরি করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের মধ্যে পাপকে এড়িয়ে যাননি; পরিবর্তে, তিনি আমাদের পবিত্র করেছেন। একজন পবিত্র ঈশ্বর একটি পবিত্র জাতির সাথে সুসম্পর্কে থাকতে চান।

পবিত্র হওয়া বলতে কী বোঝায়?

তাঁর বাক্যের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের শিখিয়েছেন পবিত্র হওয়ার অর্থ কী। যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের শেখাতে শুরু করেছিলেন, তখন তারা পবিত্রতার ব্যাপারে কিছুই জানত না। তারা কখনো এক পবিত্র ঈশ্বরকে বা এক পবিত্র মানুষকে দেখেনি। ঠিক যেমনভাবে আমরা একটা বাচ্চাকে ভাষা শেখাই সেইভাবেই ঈশ্বর পবিত্রতার মানে শিখিয়েছিলেন।

যখন আমরা একটি ছোটো শিশুকে পড়াই, আমরা একটা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করি আর বলি, "চেয়ার।" আমরা একটা গাড়ির দিকে নির্দেশ করি আর বলি, "গাড়ি।" আস্তে আস্তে শিশুটি বিভিন্ন শব্দের মানে শেখে। একটি শিশু "ভালোবাসা" শব্দটির মানে শেখে তার মায়ের কাছ থেকে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যমে। একটি শিশু "ন্যায়বিচার" শব্দটির মানে শেখে যখন তার বাবা-মা তাকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেয়।

ঈশ্বর একইভাবে আমাদের পবিত্রতার মানে বুঝিয়েছেন। ভ্রষ্ট মানুষ হিসেবে, আমরা জানতাম না পবিত্র হওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়। ঈশ্বর ধীরে ধীরে বাক্যের চিত্রের মাধ্যেম তাঁর লোকদের কাছে পবিত্রতার মানে প্রকাশ করেছেন যা চিত্রায়িত করে পবিত্রতা বলতে আসলে কী বোঝায়। বাইবেল থেকে পবিত্রতা শব্দটিরে অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখি:

১। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা** (২ করিন্থীয় ৬:১৬-১৮)। আদিপুস্তকে পবিত্র লোকেরা (হনোক এবং অব্রাহামের মতো ব্যক্তিরা) আসলে এমন লোক ছিলেন যারা ঈশ্বরের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করতেন। পবিত্র লোকদের জীবনকে দেখানোর মাধ্যমে, ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন যে একজন পবিত্র ব্যক্তি হল এমন এক ব্যক্তি যার ঈশ্বরের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে।

২। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের স্বরূপকে প্রতিফলিত করা** (কলসীয় ৩:১০, ২ করিন্থীয় ৩:১৮)। পবিত্রতা একটি মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র নয়। পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য। ইস্রায়েলকে পবিত্র হতে বলা হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর পবিত্র (লেবীয় পুস্তক ১৯:২)। পবিত্র হওয়া মানে হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের স্বরূপকে প্রতিফলিত করা। পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের মতো হওয়া।

৩। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত হওয়া** (যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৪, লেবীয় পুস্তক ২০:২৬). বাইবেলে প্রথমবার *পবিত্র* শব্দটি যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এটি এমন একটি দিনকে নির্দেশ করে যে দিনটি ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক হয়েছিল (আদিপুস্তক ২:৩)। সাব্বাত বা বিশ্রামবার (Sabbath Day) দিনটি পবিত্র ছিল; এটিকে অন্য ছয়দিনের থেকে আলাদা করা হয়েছিল বা এটি পৃথক ছিল। যেমনভাবে একটি শিশু "চেয়ার" শব্দটির মানে শেখে, সেভাবেই ঈশ্বর সপ্তম দিনটিকে নির্দেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "এটি পবিত্র।"

৪। **পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া** (১ রাজাবলী ৮:৬১)। এই ইতিহাসভিত্তিক বইগুলিতে, ঈশ্বর *নিখুঁত* শব্দটি এমন লোকদের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন যাদের একটি অবিভক্ত হৃদয় ছিল। পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারে দৃঢ়মনস্ক থাকা। একটি পবিত্র হৃদয় ঈশ্বরকে কোনোরকম বিভেদ ছাড়াই ভালোবাসে।

৫। **পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি ধার্মিকতার জীবন যাপন করা** (কলসীয় ১:২২, তীত ২:১২, ১৪)। ভাববাদীরা সেইসব মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন যারা মনে করত, "আমরা মন্দিরে আরাধনা করি এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। আমরা পবিত্র।" ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে রীতি মেনে চলাই যথেষ্ট নয়। পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বর এবং অন্যদের সামনে ধার্মিকভাবে জীবন যাপন করা। পবিত্র লোকেরা ন্যায়বিচার করে, প্রেম প্রদর্শন করে, এবং ঈশ্বরের সাথে নম্রভাবে চলে (মীখা ৬:৮)।

৬। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে যথার্থভাবে ভালোবাসা** (মথি ২২:৩৬-৪০)। সুসমচারগুলি দেখায় যিশুখ্রিষ্টের জীবনে ঈশ্বরের পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ। যিশুর একটা পবিত্র হৃদয় ছিল যা পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছিল। যিশুর দুটি পবিত্র হাত ছিল যা অন্যদের প্রতি যথার্থ ভালোবাসা প্রদান করেছিল। যিশু দেখিয়েছিলেন যে পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এবং আমরা যেমন নিজেদের ভালোবাসি তেমনই আমাদের প্রতিবেশীদেরকেও ভালোবাসা।

৭। **পবিত্র হওয়ার মানে হল পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় জীবনযাপন করা** (যিহিষ্কেল ৩৬:২৭, ইফিষীয় ৫:১৮)। প্রেরিতে, আমরা এমন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উদাহরণ দেখি যারা ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, তাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করতেন। আমরা কেবল তখনই হই পবিত্র যখন আমরা পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় বাস করি।

৮। **পবিত্র হওয়ার মানে হল খ্রিষ্টসদৃশ হওয়া** (রোমীয় ৮:২৯)। যিশু ছিলেন একটি পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র দুই হাতের যথার্থ উদাহরণ। পত্রগুলি দেখায় যে সাধারণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে যিশুখ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সম্ভব। পত্রগুলি মূলত দৈনন্দিন ভিত্তিতে একটি পবিত্র জীবন যাপন করার একটি নির্দেশিকা প্রদান করে। এই পত্রগুলি আমাদের শেখায় যে কীভাবে খ্রিষ্টসদৃশ ব্যক্তিদের মতো জীবনযাপন করতে হয়।

৯। **পবিত্রতা আমাদের ঈশ্বরকে দেখার জন্য প্রস্তুত করে তোলে** (১ যোহন ৩:২-৩, ইব্রীয় ১২:১৪)। এদনে, ঈশ্বর একটি উদ্যান প্রস্তুত করেছিলেন যেখানে পবিত্র লোকেরা আমাদের পিতার সাথে নিখুঁত সম্পর্কে থাকতে পারত। পাপের কারণে, আমরা সেই উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেননি। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায়ে, আমরা দেখি যে ঈশ্বরের লোকেরা একদিন তাঁর মুখ দর্শন করবে। কোনো পাপী মানুষ তাঁর দিকে তাকাতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র মানুষদের প্রস্তুত করছেন যারা তাঁর উপস্থিতিতে অনন্তকাল থাকবে। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর লোকদের জন্য।

> "আমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, কারণ এটা হল একটি মহৎ উদ্দেশ্য যার জন্য খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন। মানুষকে তাদের অন্তরে পাপের আধিপত্য থেকে রক্ষা না করে সেটির অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা বলা সমস্ত শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যের বিরোধিতা করে। যীশু একজন পরিপূর্ণ পরিত্রাতা। তিনি কেবল পাপের দোষ দূর করেছেন তা নয়; তিনি এটির শক্তিকে ধ্বংস করেছেন।"
>
> -বিশপ জে. সি. রায়াল (J.C. Ryle)-এর বক্তব্য থেকে গৃহিত

উপসংহার: এক পবিত্র ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন

ড. জন স্টট (Dr. John Stott) বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম বিখ্যাত খ্রিষ্টীয় প্রচারক ছিলেন। তাঁর শেষ প্রচারগুলির একটিতে, ড. স্টট ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে বলেছিলেন।[3] আমরা বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছি; আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে আনীত হয়েছি। কেন? আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল আমাদের খ্রিষ্টের সদৃশ করে তোলা। ড. জন স্টট বলেছিলেন, "খ্রিষ্টসদৃশতা হল ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

নতুন নিয়মের তিনটি বাক্য আমাদের দেখায় কীভাবে খ্রিষ্ট-স্বরূপে আমাদের বৃদ্ধি পৃথিবীতে আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই পাঠ্যাংশগুলি একজন বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্রতার গুরুত্বটি প্রকাশ করে।

রোমীয় ৮:২৯ অতীতের দিকে দেখে এবং তাঁর সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে:

> কারণ ঈশ্বর যাদের পূর্ব থেকে জানতেন, তিনি তাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য দান করবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, যেন তিনি অনেক ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজাত হন।

ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্য হল যেন আমরা তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হই। শুরু থেকেই, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে খ্রিষ্টের মত করে তোলা। রোমীয় ৮:২৮ প্রতিজ্ঞা করে যে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের জন্য সবকিছুই একসাথে মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই প্রতিজ্ঞাটি তাদের জন্য যারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে আহূত। তাঁর উদ্দেশ্য কী? ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য হল তাঁর সন্তানদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে তৈরি করা। ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন আমাদের পবিত্র করার জন্য।

> "মানবজাতির জন্য ঈশ্বর একটি চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করেছেন – পবিত্রতা। তাঁর একটি উদ্দেশ্য হল সাধুদের সৃষ্টি করা। তিনি মানবজাতিকে রক্ষা করতে এসেছিলেন কারণ তিনি তাদেরকে পবিত্র হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

পৌল কলসীয় মন্ডলীর খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তাদের জীবনে ঈশ্বর যে অসাধারণ পরিবর্তন এনেছিলেন তা স্মরণ করিয়েছিলেন: এক সময় তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে এবং তোমাদের মন্দ আচরণের জন্য অন্তরে ঈশ্বরের শত্রু হয়েছিলে; কিন্তু ঈশ্বর এখন খ্রিষ্টের মানবদেহে মৃত্যুবরণের দ্বারা তোমাদের সম্মিলিত করেছেন।" খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা, এই লোকেরা যারা ঈশ্বরের শত্রু ছিল, তারা এখন তাঁর সাথে সম্মিলিত হয়েছে। ঈশ্বরের নিজের কাছে তাদের সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যটি পৌল তারপর এই বিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়েছিলেন: তিনি তাদের সম্মিলিত করেছেন, যেন তাঁর সাক্ষাতে তাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়রূপে উপস্থিত করেন (কলসীয় ১:২১-২২)।

পৌল শুধু এটা বলেননি, "তোমরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছ যাতে তোমরা অনন্তকাল স্বর্গে কাটাতে পারো।" এটা একটা অসাধারণ সমাচার! কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সুসমাচার নয়। পৌল বলেছেন, "তোমরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছ যাতে তোমরা পবিত্র হতে পারো।" ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল তাঁর সন্তানদের পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক করা।

---

[3] Keswick সভায় জন স্টটের বক্তৃতা (জুন ২০, ২০১৪)। ২০শে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে https://www.leightonfordministries.org/2014/06/20/john-stott-address-at-keswick/ থেকে সংগৃহিত।

২ করিন্থীয় ৩:১৮ বর্তমানের দিকে দৃষ্টি রাখে এবং দেখায় কীভাবে এই উদ্দেশ্য বর্তমানে বিশ্বাসীদের জীবনে পরিপূর্ণ হচ্ছে:

> আর আমরা সকলে, যারা অনাবৃত মুখমণ্ডলে প্রভুর মহিমা দর্পণের মতো প্রতিফলিত করছি, আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মহিমায় রূপান্তরিত হচ্ছি, যে মহিমা প্রভু, যিনি আত্মা, তাঁর কাছ থেকে আসে।

পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আমরা গৌরবের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবর্তিত হচ্ছি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা তাঁর সন্তানদের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতিদিন আমরা আরো বেশী করে খ্রিষ্টের মত হয়ে উঠছি।

১ যোহন ৩:২ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে:

> প্রিয় বন্ধুরা, বর্তমানে আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং আমরা কী হব, তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আমরা জানি, যখন তিনি প্রকাশিত হবেন আমরা তাঁরই মতো হব, কারণ তিনি যেমন আছেন, আমরা তেমনই তাঁকে দেখতে পাব।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি এমন একটি দিনের কথা বলে যেদিন আমরা ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখব। সেইদিন আমরা তাঁর মত হব। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে এবং শাশ্বতভাবে সাধিত হবে। জন স্টট উক্তি করেছেন, “আমরা খ্রিষ্টের সাথে থাকব, খ্রিষ্টের মত, অনন্তকাল।”

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, একটি পবিত্র জীবনের জন্য আমাদের সাধনা হল নিজেদের সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করা যেদিন আমরা ঈশ্বরকে এবং আমাদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্যকে পূরণ হতে দেখব। পবিত্রতায় বৃদ্ধির জন্য এটি আমাদের একান্ত কাম্য হওয়া উচিৎ। প্রতিদিন আমরা আরো বেশী করে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি।

পবিত্রতার একটি প্রার্থনা

‘অবশেষে, সমাপ্ত, তোমার নতুন সৃষ্টি; আমাদের পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক হতে সাহায্য করো; তোমার মধ্যে নিখুঁতভাবে সজ্জিত তোমার মহান পরিত্রাণ আমাদের দেখতে সাহায্য করো: মহিমা থেকে মহিমা পরিবর্তিত, যতদিন না আমরা স্বর্গে আমাদের স্থান গ্রহণ করছি, আমরা তোমার আরাধনা গাই এবং সবকিছু তোমার সামনে রাখি, আমরা আশ্চর্য, প্রেম এবং প্রশংসায় অভিভূত।‘

-চার্লস ওয়েসলি (Charles Wesley)

পবিত্রতা কোনো মানুষের ধারণা নয়; পবিত্রতা হল ঈশ্বরের চরিত্র। পবিত্রতা বলতে আমরা যা বুঝি তা আসলে বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বরের চরিত্রের উপর ভিত্তিশীল। যত বেশী আমরা তাঁর মত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি, তত আমরা ঈশ্বরের শ্বাশত উদ্দেশ্যের সাথে সহায়তা করি। পবিত্রতা হল প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের অন্তনকালীন উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিৎ যাতে আমাদের হৃদয়ে এবং জীবনে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – স্যামুয়েল কাবু মরিস

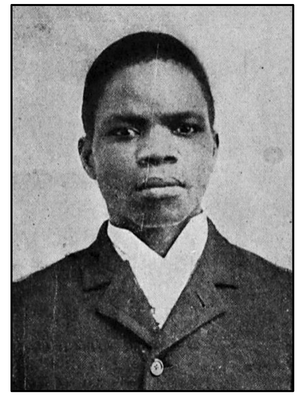

১৮৭৩ সালে পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়া দেশে স্যামুয়েল মরিস (Samuel Morris)[4] প্রিন্স কাবু (Prince Kaboo) নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি এক আদিবাসী প্রধানের ছেলে ছিলেন। যখন তার বাবা যুদ্ধে হেরে যান, কাবুকে মুক্তিপণ হিসেবে আটকে রাখা হয়। একদিন কাবু একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পান এবং স্বর্গ থেকে এক রব শোনেন যা তাকে পালিয়ে যেতে বলেছিল। যে দড়ি দিয়ে তাকে বেধে রাখা হয়েছিল সেটি আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, এবং কাবু দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে যান।

তিনি দিনের পর দিন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে মনরোভিয়া শহরে পৌঁছান। সেই শহরে এক যুবক তাকে চার্চে আমন্ত্রণ জানায়। যখন কাবু সেই চার্চে যান, এক মিশনারি তাকে পৌলের জীবন পরিবর্তনের কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন। তিনি যখন স্বর্গ থেকে আগত সেই আলো এবং রবের কথা বলেন, তখন কাবু বুঝতে পারেন যে সেই রবই তিনি জঙ্গলে থাকার সময়ে শুনেছিলেন! তারপর তিনি অল্প দিনের মধ্যে খ্রিষ্টকে তার মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করেন এবং স্যামুয়েল মরিস নামে বাপ্তাইজিত হন।

পরবর্তী দু'বছর স্যামুয়েল মরিস তার বাইবেল অধ্যয়নকালে বাড়ি রং করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি বিশেষ করে পবিত্র আত্মার বিষয়ে এবং আত্মার শক্তিতে জীবন যাপনের বিষয়ে জানতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। একজন মিশনারি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যা জানেন সবই তাকে শিখিয়েছেন, এটা জানার পর মরিস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার শিক্ষক কে ছিলেন?" তিনি তাকে আমেরিকানিবাসী এক প্রচারকের কথা বলেছিলেন যাঁর নাম স্টিফেন মেরিট (Stephen Merritt)। কোনো টাকা-পয়সা এবং পরিবহন ছাড়াই আমেরিকা যাওয়ার জাহাজ ধরতে মরিস পায়ে হেঁটে নিকটবর্তী এক বন্দরে পৌঁছান। তিনি আত্মায় জীবনযাপনের ব্যাপারে আরো জানতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

তিনি জাহাজের অপেক্ষায় সমুদ্রের ধারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যখন জাহাজটি আসে, মরিস ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করেন তাঁকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন প্রত্যাখান করেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার দুই কর্মী পালিয়ে যায়। তখন ক্যাপ্টেন মরিসকে বলেন যে তাকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছানোর বিনিময়ে জাহাজে কাজ করে দিতে হবে। যাত্রাকালে জাহাজের কর্মীরা তার সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলিই তাকে করতে দেওয়া হয়। তবে, স্যামুয়েল সবসময় তার সকল কর্মীবন্ধুদের প্রতি খ্রিষ্টের প্রেম দেখিয়েছিলেন, ফলস্বরূপ জাহাজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছানো অবধি ক্যাপ্টেন এবং বেশীরভাগ কর্মী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

মরিস নিউ ইয়র্কে পৌঁছে স্টিফেন মেরিট-এর মিশন খুঁজে পান এবং তাঁর পবিত্র আত্মার বিষয়ে আরো জানার ইচ্ছার বিষয়টি তাকে জানান। মিঃ মেরিটের একটি মিটিংয়ে যাওয়ার ছিল তাই তিনি মরিসকে সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করতে বলেন। যখন তিনি সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসেন, তিনি দেখেন মরিস একটি প্রার্থনা সভা পরিচালনা করছেন। আমেরিকায় তাঁর প্রথম রাতে, স্যামুয়েল মরিস প্রায় ২০ জন লোককে খ্রীষ্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

---

[4] ছবি: "Samuel Morris", *Samuel Morris: A Spirit Filled Life* (১৯২১), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JORDAN-READ-MERITT(1921)_Samuel_Morris._A_Spirit_Filled_Life.jpg, থেকে সংগৃহিত। পাবলিক ডোমেইন।

স্টিফেন মেরিট স্যামুয়েল মরিসকে টেলর ইউনিভার্সিটি (Taylor University)-তে ভর্তি হতে সাহায্য করেছিলেন যাতে তিনি লাইবেরিয়াতে প্রচারকার্যের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। মরিস কোনো টাকা-পয়সা ছাড়াই কেবল ঈশ্বরের বিধানের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে ইন্ডিয়ানার ক্যাম্পাসে পৌঁছেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন, “দয়া করে আমাকে এমন একটা ঘর দিন যেটা কেউ চায় না।” গভীর রাতে তাঁর সহপাঠীরা তাকে তার পিতার সাথে কথা বলতে শুনতে পেত। ঈশ্বরের প্রতি তার পরম বিশ্বাস ক্যাম্পাসের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী চার্চগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল।

যদিও মরিস লাইবেরিয়াতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে ঈশ্বরের একটা ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। টেলর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার দু’বছরের মধ্যে মরিস নিউমোনিয়ায় মারা যান। তার মাত্র ২০ বছর বয়স ছিল, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় শান্তিতে ছিলেন। স্যামুয়েল ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন, “এটা আমার কাজ নয়। এটা তাঁর কাজ। আমি আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি। আফ্রিকাতে কাজ করার জন্য তিনি আমার চেয়েও ভালো লোকদের পাঠাবেন।”

মরিসের জীবন এত লোককে প্রভাবিত করেছিল যে তাঁর শেষযাত্রায় শ’য়ে শ’য়ে লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। বেশ কিছু সহশিক্ষার্থী “প্রিন্স কাবুর স্মরণে” সেবাকার্যের জন্য মিশনারি হিসেবে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন।

টেলর ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট বলেছেন, “স্যামুয়েল মরিস ছিলেন টেলর ইউনিভার্সিটির জন্য ঈশ্বর প্রেরিত এক দূত। তিনি ভেবেছিলেন তিনি তার মিশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এখানে এসেছিলেন। কিন্তু আসলে ঈশ্বর তাকে সারা পৃথিবীর জন্য তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে টেলর ইউনিভার্সিটিকে প্রস্তুত করে তুলতে পাঠিয়েছিলেন। যারা তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিল, সকলেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মহৎ তথা সরল বিশ্বাস দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিল।”

বর্তমানে ইন্ডিয়ানার ওয়েন ফোর্টে স্যামুয়েল মরিস-এর কবরে একটি স্মারক ফলক আছে, যাতে লেখা আছে:

স্যামুয়েল মরিস
১৮৭৩-১৮৯৩
প্রিন্স কাবু
পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী
বিখ্যাত খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মবাদী
সরল বিশ্বাসের প্রেরিত
আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনের প্রবক্তা

স্যামুয়েল মরিস-এর ক্ষণকালীন জীবন দেখায় যে প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। একটি পবিত্র হৃদয় এবং একটি পবিত্র জীবনই হল প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

১ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্রতার সৌন্দর্য ঈশ্বরের আদি সৃষ্টিতে দেখা যায়। ঈশ্বর একটি পাপহীন নিখুঁত পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।

(২) পবিত্রতার সৌন্দর্য ঈশ্বরের প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর হলেন একজন পবিত্র ঈশ্বর।

(৩) ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য যে পরিকল্পনা আছে তাতে পবিত্রতার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। যদিও পাপ মানুষের চরিত্রকে অপবিত্র করেছিল, তবুও ঈশ্বর তাঁর পবিত্র লোকদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেননি। একজন পবিত্র ঈশ্বর এবং স্খলিত মানবতার মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে, ঈশ্বর শিখিয়েছিলেন:

- একজন পবিত্র ঈশ্বর কেমন হন
- একজন পবিত্র মানুষ কেমন হয়

(৪) পবিত্রতা সম্পর্কে একাধিক ভুল ধারণা আছে। যেমন:

- কেবল কিছু লোকই পবিত্র হতে পারে।
- অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে আমরা পবিত্র হয়ে উঠতে পারি।
- যখন আমরা মারা যাই, কেবল তখনই আমরা পবিত্র হয়ে উঠি।
- আমরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পবিত্র হয়ে উঠি।
- একজন ব্যক্তি পবিত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র আত্মার ভাষায় কথা বললে বা অলৌকিক ঘটনা ঘটলে।
- পবিত্রতা অসম্ভব।

(৫) পবিত্রতা সম্পর্কিত সত্যটি হল সহজ। এটি হল যে পবিত্রতা বলতে আসলে কী বোঝায়:

- পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের স্বরূপকে প্রতিফলিত করা।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত হওয়া।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি ধার্মিকতার জীবন যাপন করা।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে যথার্থভাবে ভালোবাসা।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় জীবনযাপন করা।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল খ্রিষ্টসদৃশ হওয়া।
- পবিত্রতা আমাদের ঈশ্বরকে দেখার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

(৬) নতুন নিয়মের তিনটি বাক্য আমাদের একজন বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্রতার গুরুত্বটি দেখায়।

- রোমীয় ৮:২৯ দেখায় যে ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে গঠন করা।
- ২ করিন্থীয় ৩:১৮ দেখায় যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কারণ আমরা প্রতিদিনই খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হই।
- ১ যোহন ৩:২ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতাকে প্রকাশ করে; যখন আমরা ঈশ্বরকে দেখব, তখন আমরা তাঁর মতো হয়ে উঠব।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) মনে করুন এক নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসী আপনাকে বলেছে, "আমি বাইবেলে পড়েছি যে ঈশ্বর আমাদের পবিত্র হতে বলেছেন কারণ তিনি পবিত্র। এটা একপ্রকার অসম্ভব! পবিত্র হওয়ার মানে কী?" এই নতুন বিশ্বাসীর জন্য এক পাতার মধ্যে একটি উত্তর লিখুন। আপনার পরবর্তী ক্লাসে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের উত্তর পড়তে হবে। ক্লাসে উত্তরগুলি আলোচনা করার জন্য সময় দিন।

(২) ১ পিতর ১:১৪-১৬ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

(৩) এই কোর্সে একটি ফাইনাল প্রজেক্ট অন্তর্ভুক্ত আছে যা ক্লাসের শেষ দিনে জমা দিতে হবে। আপনি এখন থেকেই এই প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করতে পারেন। এই প্রজেক্টির ব্যাপারে বিশদে জানতে কোর্সটির শেষে দেখুন।

পাঠ ২
পবিত্রতা হল সম্পর্ক

পাঠের উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের লোকদের সাথে দৈনন্দিন সম্পর্কের জন্য তাঁর বন্দোবস্তের তারিফ করবে।

(২) স্বীকার করবে যে আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে পবিত্র হই, যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

(৩) ঈশ্বরের সাথে একটি দৈনন্দিন সম্পর্ক তৈরিতে সময় কাটানোর জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে।

(৪) অন্যান্য নতুন বিশ্বাসীদেরকে ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে সমর্থ হবে।

(৫) ১ যোহন ১:৬-৭ মুখস্ত করবে।

অব্রাহাম: এক ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের সাথে গমনগমন করতেন

কল্পনা করুন যে আপনি ৭৫ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি, আপনি মূর্তি উপাসকদের দেশে থাকেন, এবং একদিন আপনি হঠাৎ ঈশ্বরের রব শুনলেন! আপনি কীভাবে উত্তর দেবেন?

ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, “তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়স্বজন ও তোমার পৈত্রিক পরিবার ছেড়ে সেই দেশে চলে যাও, যা আমি তোমাকে দেখাতে চলেছি।” (আদিপুস্তক ১২:১) “সবকিছু ত্যাগ করো এবং আমাকে অনুসরণ করো!” ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেননি তিনি তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবেন। তিনি শুধু বলেছিলেন, “আমাকে অনুসরণ করো।”

অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং উর থেকে হারণ, এবং হারণ থেকে কনান দেশ পর্যন্ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করেছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশের বাধ্য হয়ে ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশী পথ অতিক্রম করেছিলেন।

অব্রাহাম সেই প্রতিজ্ঞাগুলি বিশ্বাস করেছিলেন যেগুলি অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন, যদিও সারার সন্তানধারণের বয়স

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

“প্রভু, আমি আমার সব পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য,
আমার সব ইচ্ছা এবং আশা ত্যাগ করছি
এবং আমার জীবনের জন্য তোমার ইচ্ছা গ্রহণ করি।
আমি নিজেকে, আমার জীবন, আমার সব,
চিরকালের জন্য তোমার হওয়ার উদ্দেশ্যে
তোমার কাছে সমর্পণ করি।
তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে পূর্ণ করো এবং আবদ্ধ করো,
তুমি যেমন চাও সেভাবে আমাকে ব্যবহার করো,
তুমি যেখানে চাও সেখানে আমাকে পাঠাও,
তোমার সমস্ত ইচ্ছা আমার জীবনে সিদ্ধ করো
এখন এবং চিরকাল যেভাবেই হোক।”

- বেটি স্ট্যাম (Betty Stam)
(চীন দেশে নিহত শহীদ)

পেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে প্রতিজ্ঞার দেশ দেবেন, যদিও কনান দেশে তাঁর কোনো অধিকৃত জমি ছিল না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে বহু জাতির পিতা করবেন, যদিও তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

পরজাতীয় সমাজ থেকে একজন ব্যক্তি, অব্রাহাম, ঈশ্বরের বন্ধু বলে আখ্যাত হয়েছিলেন (যাকোব ২:২৩)। তিনি ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করতেন।

► আপনার ক্লাসের তিনজন সদস্যকে এতক্ষণ অবধি তাদের ঈশ্বরের সাথে চলার কোনো সাক্ষ্য প্রদান করতে বলুন। কীভাবে এই চলা শুরু হয়েছিল? আপনার এই পথ চলাকালীন আপনি কী কী শিখেছেন?

পঞ্চপুস্তক (Pentateuch)-এ পবিত্রতা: ঈশ্বরের সাথে চলা

পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করেন; তারা ঈশ্বরের সাথে সময় কাটান। যেহেতু তারা ঈশ্বরের সাথে চলেন, ফলত তারা অনেক বেশী তাঁর মতো হয়ে ওঠেন। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের সাথে চলা, ঈশ্বরের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য।**

ঈশ্বর এদেন উদ্যানে আদম এবং হবার সাথে হাঁটাচলা করতেন। পাপ এই আদর্শ সম্পর্কটি ভেঙে দেওয়ার পর, আদম এবং হবা নিজেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়েছিল। পাপ মানুষকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল।

পাপ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল; পাপ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল; আদম হবাকে দোষারোপ করেছিল। আদম এবং হবা একই পাপের ভাগীদার ছিল, কিন্তু পাপ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল। তাঁর সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হল এই যে তারা তাঁর সাথে এবং একে অপরের সাথে শান্তিতে জীবন যাপন করুক। শয়তানের উদ্দেশ্য হল আমাদের সাথে ঈশ্বরের এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া।

পাপ ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর এই সম্পর্কটি পুনঃস্থাপনের জন্য একটি উপায় প্রদান করেছিলেন। সমস্ত বলিদান এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটি উপায় প্রদান করেছিল। আমরা মানুষের ক্ষমতার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারি না; আমরা এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে পবিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠি।

গোটা পুরাতন নিয়ম জুড়ে, আমরা বহু পবিত্র ব্যক্তির উদাহরণ পাই যারা ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করতেন। তাঁরা একটি সুন্দর বাগানে ঈশ্বরের সাথে হাঁটার সুযোগ পাননি। পাপের কারণে, মানুষ এখন ঈশ্বরের সাথে পাপের একটি অন্ধকারময় পৃথিবীতে হাঁটাচলা করে। কিন্তু একটি পাপপূর্ণ পৃথিবীতেও, ঈশ্বরের সাথে হাঁটা সম্ভব। এটাই পবিত্রতা।

ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে আত্মসংযম প্রয়োজন

ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্টভাবে চলতে গেলে সাংসারিক অভিলাষকে “না” বলতে পারার মতো আত্মসংযম প্রয়োজন (তীত ২:১২)। যোষেফ বিদেশে এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময়ে যোষেফ যৌন প্রলোভনের ~~স্বীকার~~ সম্মুখীন হয়েছিলেন। ঈশ্বরের সাথে যোষেফের সম্পর্ক তাঁকে এই প্রলোভনের প্রতি উত্তর দিতে সহায়তা করেছিল। অন্যরা বলতেই পারে, “এই আনন্দটা দারুণ; আমি হলে ভালো করে মজা করতাম।” কিন্তু যোষেফ বলেছিলেন, “...কীভাবে আমি এ ধরনের জঘন্য কাজ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করব?” (আদিপুস্তক ৩৯:৯)। যোষেফ কেবল শারীরিক অভিলাষের স্বার্থে ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

আমরা আত্মসংযমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করি না। এটা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা আমাদের পবিত্র করে তোলে। আমরা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি; অনুগ্রহের দ্বারা আমরা পবিত্র হয়েছি। তবে, অনুগ্রহ মানে এই নয় যে আত্মসংযম অপ্রয়োজনীয়।

ডালাস উইলার্ড লিখেছেন, "অনুগ্রহ প্রচেষ্টার বিরোধী নয়; অনুগ্রহ এটিকে উপার্জনের বিরোধী।"[5] পথ চলতে গেলে প্রচেষ্টা প্রয়োজন, কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলস্বরূপ আসে। আমাদের প্রচেষ্টা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপার্জন করে না; আমাদের প্রচেষ্টা হল তাঁর অনুগ্রহের প্রতি একটি আনন্দপূর্ণ প্রত্যুত্তর। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমরা আমাদের ক্ষমতা দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি না, কিন্তু আমরা আত্ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি (১ করিন্থীয় ৯:২৫-২৭)।

ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে বাধ্যতা প্রয়োজন

ঈশ্বর অব্রাহামকে এমন এক স্থানে যেতে বলেছিলেন যা তিনি কখনো দেখেননি। "অতএব সদাপ্রভুর কথামতো অব্রাম চলে গেলেন..." (আদিপুস্তক ১২:৪)। অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে একটি বাধ্যতার জীবনে গমনাগমন করেছিলেন। একটি পবিত্র হৃদয় হল একটি বাধ্য হৃদয়:

> বিশ্বাসেই অব্রাহাম, যে স্থান তিনি ভাবীকালে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবেন, সেই স্থানে যাওয়ার আহ্বান পেয়ে গন্তব্যস্থান না জেনেই, বাধ্যতার সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন (ইব্রীয় ১১:৮)।

ঈশ্বর অব্রাহামকে কনান দেশে যাওয়ার জন্য ম্যাপ দেননি। তিনি অব্রাহামকে ভ্রমণের বিষয়ে বিশদে জানিয়েও দেননি। তিনি কেবল অব্রাহামকে বলেছিলেন অনুসরণ করতে – এবং অব্রাহাম তা মেনে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে বাধ্যতা প্রয়োজন। একটি পবিত্রতার জীবনের জন্য বাধ্যতা আবশ্যিক (১ পিতর ১:২; রোমীয় ৬:১৬, ২২)।

> "আত্মিক বিষয়বস্তু বোঝার নিয়ম জ্ঞান নয়, বরং বাধ্যতা।"
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

ঈশ্বরের সাথে পথ চললে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়

যখন অব্রাহাম তাঁর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন সেখানে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ ছিল না। অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে একটি বিশ্বাসের জীবনে গমনাগমন করেছিলেন। ঈশ্বরের সাথে চলার ফলস্বরূপ আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে শিখি। আমরা যত তাঁর সাথে সময় কাটাই তত আমাদের বিশ্বাস গভীর হয়। এটি অব্রাহামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তিনি তার দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেয়েও বড় একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কনান দেশে ঈশ্বর অব্রাহামকে তার পুত্র ইসাহাককে বলি দিতে বলেছিলেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি বহু জাতির পিতা হবেন। বহু বছর পর, অব্রাহাম এবং সারার এক পুত্র হয়েছিল। কিন্তু এখন, ঈশ্বর অব্রহামকে তাঁর পুত্র ইসাহাককে বলিস্বরূপ দান করতে বললেন। ইব্রীয় পত্রের লেখক লিখেছেন, "বিশ্বাসে অব্রাহাম, ঈশ্বর যখন তাঁকে পরীক্ষা করলেন, তিনি ইস্‌হাককে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন" (ইব্রীয় ১১:১৭)।

যেহেতু অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে পথ চলতেন, তাই তিনি তাঁকে বিশ্বাস করতেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে চলতেন, তাই তিনি ঈশ্বরকে এমনকি তখনও বিশ্বাস করতেন যখন তিনি ঈশ্বরের আদেশ পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারতেন না। অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাস বৃদ্ধির এক সম্পর্কে পথ চলতেন।

---

[5] Dallas Willard, *Hearing God* (Westmont: InterVarsity Press, 2012), 254

ঈশ্বরের সাথে পথ চলার বিষয়টি চায় যে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে চলি, তখন আমরা কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁকে বিশ্বাস করি। আমরা ঈশ্বরকে অনুমতি দিই সেটি করার যা তিনি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।

এই নীতিটি গোটা শাস্ত্র জুড়ে দেখা যায়। বিভিন্ন অকল্পনীয় পরীক্ষাতে, ইয়োব শিখেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন। নির্বাসনকালে, যিরমিয় খারাপ থেকে উত্তমতা আনতে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন (যিরমিয় ২৯:১০-১৪)। শরীরে আটকে থাকা কাঁটার যন্ত্রণাতে, পৌল শিখেছিলেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর জন্য যথেষ্ট, কারণ ঈশ্বরের শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে (২ করিন্থীয় ১২:৯)।

অব্রাহাম এবং ঈশ্বরের লোকদের এই ইতিহাসভিত্তিক কাহিনীগুলি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের সাথে পথ চলার মধ্যে তাঁর আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস একইসাথে অন্তর্ভুক্ত। যত আমরা তাঁর সাথে চলি, ততই তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস গভীরতর হয়।

ঈশ্বরের সাথে পথ চলা হল একটি স্বতন্ত্র সম্পর্ক

পথচলার চিত্র শাস্ত্রে খুবই প্রচলিত। দুঃখজনকভাবে, ইস্রায়েল প্রায়শই ঈশ্বরের সাথে চলার পরিবর্তে পাপের সাথে চলত। ইস্রায়েলের বহু রাজা পাপে পরিচালিত হয়েছিলেন। তাঁরা পাপের সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। অবিয় সেই সমস্ত পাপই করেছিলেন যা তাঁর বাবা তাঁর আগে করে গিয়েছিলেন (১ রাজাবলী ১৫:৩)। অন্যান্য রাজারাও ঈশ্বরের পথে না চলে তাঁদের বাবাদের পথে চলেছিলেন। তাঁরা পাপের সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন; তাঁরা ঈশ্বরের সাথে চলেননি।

> "যদি আমি জগতের সাথে চলি, তাহলে আমি ঈশ্বরের সাথে চলতে পারি না।"
> - ডোয়াইট এল. মুডি
>
> (Dwight L. Moody)

ঈশ্বরের সাথে পথ চলা হল একটি অসাধারণ সম্পর্ক। ঈশ্বর এক ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর (যাত্রাপুস্তক ৩৪:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৪; যিহোশূয় ২৪:১৯)। আপনি ঈশ্বরের সাথে এবং পাপের সাথে একসঙ্গে হাঁটতে পারে না। গীতরচক ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা জানতে চেয়েছেন (গীত ১৫:১)। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার জন্য কী কী প্রয়োজন?

> সেই করবে যে আচরণে নির্দোষ, যে নিয়মিত সঠিক কাজ করে, যে অন্তর থেকে সত্য কথা বলে; যার জিভ কোনও অপবাদ করে না, প্রতিবেশীর প্রতি কোনও অন্যায় করে না, এবং অপরের কোনও নিন্দা করে না (গীত ১৫:২-৩)।

মালাখি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কথার মাধ্যমে সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করেছ।" ইস্রায়েল জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমরা কীভাবে তাঁকে ক্লান্ত করেছি?" মালাখি উত্তর দিয়েছিলেন, "এই বলে, 'সবাই যারা মন্দ কাজ করে তারা সদাপ্রভুর চোখে ভালো এবং তিনি তাদের উপর খুশি'" (মালাখি ২:১৭)। ইজরায়েল স্বেচ্ছায় পাপ করা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে থাকতে চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে মালাখি সাবধান করেছিলেন যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত বিচারের দিন আসতে চলেছে। সেইদিন, যারা পাপ করে তারা শুকনো ঘাসের মতো হবে (মালাখি ৪:১)। একজন পবিত্র ঈশ্বর কখনোই পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলার পরিবর্তে অন্যান্য জাতির পাপ অনুসরণ করার জন্য নিন্দা করেছিলেন। "কারণ তোমরা আমার নিয়ম ও শাসন পালন করোনি বরং তোমাদের চারপাশের জাতিদের অনুরূপ হয়েছ" (যিহিষ্কেল ১১:১২)। ইজরায়েল যখন পাপের পথে চলছিল তখন তাদের পক্ষে ঈশ্বরের সাথে চলা সম্ভব ছিল না। ইজরায়েলের পক্ষে কখনোই

ঈশ্বরের পথে এবং পাপের পথে একসাথে হাঁটা সম্ভব ছিল না। যদিও তারা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ছিল, তবুও ঈশ্বর তাদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। তারা পাপের সাথে চলার সময় ঈশ্বরের সাথে চলতে পারে না।

পবিত্রতার অনুশীলন: ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করা হল একটি বহমান সম্পর্ক

ঈশ্বরের সাথে চলার ফলে আমরা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিবরণ ৬ অধ্যায়ে মোশি ঈশ্বরের সাথে চলার অর্থ কী তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ইজরায়েলের লোকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের নিয়মের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। কখন? সবসময়:

> তোমাদের সন্তানদের তোমরা সেগুলি বারবার শেখাবে। ঘরে বসে থাকার সময় ও যখন তোমরা পথে চলবে, শোবার সময় ও যখন ঘুম থেকে উঠবে তাদের সেই সময় বলবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭)।

একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সঙ্গে চলে সে তাঁর সাথে একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে। সেখানে "সাধারণ জীবন" এবং "মন্ডলী সংযুক্ত জীবন"-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পবিত্র লোকেরা "রবিবারের খ্রীষ্টিয়ান" নয় যারা কেবল মন্ডলীতে ঈশ্বরের সেবা করে। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের সাথে একটি ধারাবাহিক, ক্রমবর্ধমান সম্পর্কে থাকতে চায়।

যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের সাথে একটি দৈনন্দিন, ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তারা দ্রুত অন্য দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যখন শলোমন ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি দ্রুত তাঁর স্ত্রীদের মিথ্যে দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এমনকি প্রথম মন্ডলীও এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। পৌলের হাত ধরে একটি নাটকীয় পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ইফিষীয় মন্ডলীর পথ চলা শুরু হয়েছিল। প্রেরিত যোহন কিছুকালের জন্য তাদের যাজক হিসেবে কাজ করেছিলেন। যিশুর মা মরিয়ম, ইফিষে থাকতেন। তাদের কাছে সুসমাচারের বাস্তবতা সম্পর্কে এক অসাধারণ উন্মুক্ত জ্ঞান ছিল। কিন্তু এক প্রজন্মের মধ্যে, যোহন এই সতর্কবার্তাটি শোনান:

> তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে: তুমি তোমার প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করেছ। অতএব ভেবে দেখো, কোথা থেকে কোথায় তোমার পতন হয়েছে। তুমি মন পরিবর্তন করো ও প্রথমে যে কাজগুলি করতে সেগুলি করো (প্রকাশিত বাক্য ২:৪-৫)।

কী ঘটেছিল? যেহেতু তারা তাদের প্রথম প্রেমের আবেগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেহেতু ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, ফলস্বরূপ তাদের প্রেম শীতল হয়ে পড়েছিল।

আমরা এটি মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখি। আপনি ভাবতে পারেন একজন ব্যক্তি যে একজন সুন্দরী নারীকে বিয়ে করেছে, দেওয়ালে তাদের বিয়ের সার্টিফিকেটও সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু কখনো তার সাথে সময় কাটায়নি? তাদের বিয়েটা কি স্বাস্থ্যকর? না! একটি স্বাস্থ্যকর বিবাহিত জীবন গড়ে তোলার জন্য একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেটের চেয়েও বেশী কিছু প্রয়োজন। একটি সুস্থ বিবাহ বছরের পর বছর ধরে বৃদ্ধি পায় কারণ দুই ব্যক্তি একে অপরের প্রতি তাদের ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একইভাবে, আমরাও ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসায় ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য আহূত। ঈশ্বরের সাথে চলার মানে হল তাঁর সাথে ক্রমাগত সময় কাটাতে থাকা। ঈশ্বরের সাথে চলার মানে হল তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকা। এটাই হল পবিত্র হওয়ার অর্থ।

চলা হল একটি ক্রমাগত বা ধারাবাহিক কাজ। এটি একটি ক্রমাগত, বহমান সম্পর্ককে বোঝায়। একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকেন। ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার মুহূর্তটিই এই পদ্ধতির সমাপ্তি নয়। একটি পবিত্র জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে ক্রমাগত চলাও অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরের সাথে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল নতুন জন্মের মাধ্যমে এবং ততদিন চলবে যতদিন না আমরা ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখছি। পবিত্রতার জীবন হল একটি বহমান সম্পর্ক।

যিশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে আত্মিক জীবন *সম্পূর্ণভাবে* তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর নির্ভরশীল।

> তোমরা আমার মধ্যে থাকলে, আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব। নিজে থেকে কোনো শাখা ফলধারণ করতে পারে না, দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অবশ্যই সেটিকে যুক্ত থাকতে হবে। আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, তোমরাও ফলবান হতে পারো না। "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না (যোহন ১৫:৪-৫)।

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী মনে করে যে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক হল একটা "পাপীর প্রার্থনা" যা একটি সামান্য পরিবর্তিত জীবন দ্বারা অনুসৃত হয়। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বাইবেলভিত্তিক চিত্রটি একদমই আলাদা। খ্রীষ্টিয় জীবন দ্রাক্ষালতার সাথে সংযুক্ত (যোহন ১৫:১-১৭)। আমাদের আত্মিক জীবন দ্রাক্ষালতার সাথে দৈনন্দিন সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। দ্রাক্ষালতা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শাখা দ্রুত মরে যায়; একজন খ্রীষ্টিয়ান যে দ্রাক্ষালতা থেকে বিচ্ছিন্ন সেও দ্রুত মারা যায়।

ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে যা প্রয়োজন তা হল তাঁর সাথে সময় কাটানো। আপনি কারোর সাথে সময় না অতিবাহিত করে তাঁর সাথে চলতে পারেন না। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের সাথে সময় কাটান। তাঁরা মাঝে মাঝে ব্যবসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য আনন্দ ত্যাগ করেন যাতে তাঁরা ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাতে পারেন। তাঁরা জানেন যে ঈশ্বরের সাথে তাঁদের সম্পর্কের চেয়ে কোনোকিছুই বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমনভাবে মরিয়ম যীশুর পায়ের কাছে বসেছিলেন, তেমনই পবিত্র লোকেরাও জানেন যে একটা জিনিস প্রয়োজনীয় যা হল ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানো (লূক ১০:৪১-৪২)।

পবিত্র লোকেরা একটি অগ্রাধিকার হিসেবে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটান। তাঁরা জানেন যে প্রার্থনা এবং শাস্ত্রপাঠ অন্য যেকোনো কাজের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ – এমনকি প্রচারকার্যের চেয়েও। তাঁরা মনে রাখেন যে যীশু প্রায়শয়ই তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য খুব ভোরে উঠতেন, ফলস্বরূপ তাঁরাও প্রার্থনায় সময় কাটানোর একটি অভ্যাস তৈরি করেছেন।

পবিত্র লোকেরা বোঝেন যে ঈশ্বরের সাথে চলার মানে হল তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা। তাঁরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সংবেদনশীল। তাঁরা কেবল এই প্রশ্নটিই করে থেমে থাকেন না, "এই কাজটি করা কি পাপ?" তাঁরা প্রশ্ন করেন, "এটা কি আমাকে ঈশ্বরের আরো কাছে নিয়ে যাবে?" তাঁরা প্রতিটি সিদ্ধান্তে ঈশ্বরকে খুশি করতে চান। কারণ পবিত্র লোকেদের হৃদয় পবিত্র, তাঁরা তাদের দুই হাতকে পাপের কবল থেকে বিরত রাখতে সতর্ক। তাঁরা জানেন যে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্কে থাকতে গেলে আমাদেরকে সেই সবকিছু থেকে পৃথক থাকতে হবে যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।

► দ্রাক্ষালতার সাথে একটই গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বাস্তব উপায়গুলি কী কী?

► কোন তিনটি চ্যালেঞ্জ ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে বাধা দেয় এমন তিনটি চ্যালেঞ্জ কী কী?

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন - ফ্রান্সেস রিডলি হ্যাভারগাল

ফ্রান্সেস হ্যাভারগাল (Frances Havergal) -এর বাবা চার্চ অফ ইংল্যান্ড-এর একজন প্রচারক ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি খ্রিষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।[6] সারাজীবন হ্যাভারগাল (১৮৩৬-১৮৭৯) ঈশ্বরের সাথে নিবিড়ভাবে চলতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আহা, তিনি আমাকে একটি পবিত্রকৃত পাত্র বানিয়েছেন এবং প্রভুর ব্যবহারের জন্য (প্রস্তুত করেছেন)!" এমন অনেক সময় হয় যখন আমি তাঁর জন্য এতটাই ভালোবাসা অনুভব করি যে সেটি বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার কাছে নেই... কিন্তু আমি আরো কাছে যেতে চাই। এটি কেবল শাস্ত্র জানা নয়, বরং তাঁর সাথে থাকা, যা এটি দেবে।" যেহেতু তিনি ঈশ্বরের সাথে চলতেন, ফলস্বরূপ তিনি তাঁর ভীষণ কাছাকাছি থাকতে পেরেছিলেন।[7]

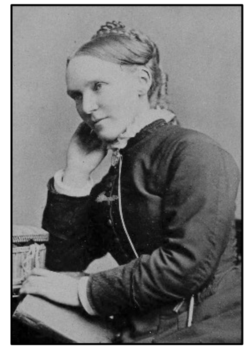

১৮৭৩ সালে হ্যাভারগাল সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি "ঈশ্বরের আত্মার ক্রমাগত পবিত্র করার ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পবিত্র হয়েছিলেন।" ঈশ্বরের সাথে তাঁর পথচলাকে বাধা দেওয়ার মত কিছুই ছিলা না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সমর্পণের প্রার্থনা, "প্রভু আমার এ জীবন তোমায় করি সমর্পণ" এক বিখ্যাত স্তবগান হয়ে উঠেছে।

হ্যাভারগাল সবকিছু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। এটাই হল ঈশ্বরের সাথে চলার অর্থ। তাঁর এতই কাছে থাকতে হবে যে সবকিছুই তাঁরই হবে। সারাজীবন ঈশ্বরের সাথে চলার পর, হ্যাভারগালের শেষ কথাগুলি ছিল, "সুন্দর! স্বর্গে প্রবেশদ্বারের এত কাছে থাকা অসাধারণ! আশীর্বাদে ধন্য বিশ্রাম!" তাঁর ভাই লিখেছিলেন তাঁর মুখ "আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল, যেন তিনি তাঁর সাথেই কথা বলছেন।"

মিস. হ্যাভারগাল ঈশ্বরের সাথে চলতেন; তিনি একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরের সাথে হাঁটা কেবল বাইবেলের সময়কালের লোকদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল তা নয়। আপনি আজকেও ঈশ্বরের সাথে হাঁটতে পারেন; আপনি পবিত্র হতে পারেন।

---

6 ফ্রান্সেস হ্যাভারগাল-এর কাহিনীটি Wesley L. Duewel, *Heroes of the Holy Life* (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 80-89 থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে।

7 ছবি: "Frances Ridley Havergal", *Christmas Sunshine with Love and Light for the New Year* (1886), পাবলিক ডোমেইন https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frances_Ridley_Havergal.jpg থেকে উপলব্ধ করা হয়েছে।

প্রভু আমার এ জীবন তোমায় করি সমর্পণ – ফ্রান্সেস হ্যাভারগাল

প্রভু আমার এ জীবন, আমার হস্ত পদদ্বয়, লহ মম কণ্ঠস্বর,

স্বর্ণ-রৌপ্য নিঃশেষে – লহ মম ইচ্ছা যে, প্রীতি-ভক্তি সমুদয়।

তোমায় করি সমর্পণ, গ্রহণ করো দয়াময়, গাহি স্তুতি নিরন্তর,

সঁপি তোমার উদ্দেশে – মিশুক তব ইচ্ছাতে, অর্পণ করি তব পায়।

দিন ও দণ্ড সর্বক্ষণ, তোমার প্রিয় কার্যে তা লহ ওষ্ঠ রসনা, বল ও বুদ্ধি যা আমার

হৃদয় মাঝে সর্বক্ষণ, মম দেহ-আত্মা-প্রাণ করুক তব সংকীর্তন, রত থাকুক সর্বদা, করি মুক্তি ঘোষণা,

করো তুমি ব্যবহার, করো তোমার সিংহাসন, গ্রহণ করো দয়াবান – আমেন।

২ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্রর হওয়া মানে হল ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করা।

(২) ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে সাংসারিক অভিলাষকে “না” বলতে পারার মতো আত্মসংযম প্রয়োজন।

(৩) আত্ম-শৃঙ্খলা অনুগ্রহের শক্তিকে অস্বীকার করে না। আমরা অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি; আমরা অনুগ্রহের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছি।

(৪) ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বরের সাথে এবং পাপের সাথে একসঙ্গে চলতে পারি না।

(৫) ঈশ্বরের সাথে চলতে গেলে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা আস্থা প্রয়োজন।

(৬) ঈশ্বরের সাথে চলার মানে হল ঈশ্বরের সাথে একটি ধারাবাহিক, দৈনন্দিন সম্পর্কে গড়ে তোলা।

(৭) একটি পবিত্র জীবনের জন্য দ্রাক্ষালতার সাথে একটি দৈনন্দিন সম্পর্ক প্রয়োজন। আমাদের আত্মিক জীবন সর্বোতভাবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) মনে করুন যে একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসী আপনাকে বলেছে, “আমি ঈশ্বরের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক চাই। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কিন্তু তাঁর সাথে কীভাবে আমি আমার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি তা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার। আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাই না, তাই মনে হয় তিনি অনেক দূরে আছেন। আমি কী করতে পারি?” একটি এক পাতার চিঠি লিখুন যেটিতে আপনি এই বিশ্বাসীকে বুঝতে সাহায্য করবেন যে সে কীভাবে ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারে। আপনার পরবর্তী ক্লাস মিটিংয়ে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের উত্তর পড়ে শোনাবে এবং উত্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করবে।

(২) ১ যোহন ১:৬-৭ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৩

পবিত্রতা হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি

পাঠের বিষয়বস্তু

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার সমাদর করবে।

(২) যে পদ্ধতিতে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করেন সেটি বুঝবে।

(৩) দৈনন্দিন তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তর করার জন্য ঈশ্বরকে তাঁর পরিকল্পনা সাধনে অনুমতি দেবে।

(৪) মনে রাখবে ২ করিন্থীয় ৩:১৭-১৮ ।

মোশি: এক উজ্জ্বল মুখাবয়বের ব্যক্তি

মোশির জীবনে এই দিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৭-২৩)। তিনি ফৌরণের প্রাসাদে বড় হয়েছিলেন। পৃথিবীর বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু এই দিনটিতে, ফৌরণের চেয়েও মহান একজনের সাথে মোশির দেখা হয়েছিল। তিনি যিহোবার সাথে দেখা করেছিলেন, অব্রাহাম, ইসাহাক, এবং যাকোবের ঈশ্বর।

মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ফারাওয়ের সৈন্যদলকে লোহিত সাগরে ধ্বংস করতে দেখেছিলেন। কিন্তু এই দিন, মোশি ঈশ্বরকে জ্বলন্ত ঝোপ বা লোহিত সাগরেরও ঘটনার থেকেও বেশী কাছ থেকে দেখেছিলেন।

এইদিন মোশি যিহোবার উপস্থিতিতে ছিলেন। মোশির কেবল একটাই অনুরোধ ছিল, “তোমার মহিমা এখন আমাকে দেখাও।” ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে সেটি অসম্ভব। “তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে না; কারণ কেউ আমাকে দেখে বেঁচে থাকে না।” কিন্তু ঈশ্বর মোশির প্রতি একটি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন:

> আমার কাছাকাছি একটি স্থান আছে যেখানে তুমি পাষাণ-পাথরের উপরে গিয়ে দাঁড়াতে পারো। আমার মহিমা যখন পার হবে, তখন আমি তোমাকে সেই পাষাণ-পাথরের এক ফাটলে রেখে দেব এবং যতক্ষণ না আমি পার হয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ তোমাকে আমি আমার হাত দিয়ে ঢেকে রাখব। পরে আমি আমার হাত সরিয়ে নেব ও তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে; কিন্তু আমার মুখ দেখা যাবে না (যাত্রাপুস্তক ৩৩:২১-২৩)।

মোশি ঈশ্বরের মহিমার কেবল একটি ছোট্ট অংশ দেখেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁবুতে ফিরে আসেন, তাঁর মুখে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রতিবার যখন মোশি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতেন, “তখনই তারা দেখত যে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। তখন মোশি যতক্ষণ না সদাপ্রভুর সাথে কথা বলার জন্য ভিতরে যেতেন ততক্ষণ তাঁর মুখে একটি আবরণ দিয়ে রাখতেন” (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৩৫)। মোশির মুখ ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিফলিত করত। মোশি এক মহিমান্বিত মুখের ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি; আমরা তাঁর মহিমা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। যদি পাপ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিনষ্ট করেছিল, তবুও ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করতে চান। পবিত্র হওয়া মানে হল আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো হয়ে ওঠা। তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করাই হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হল পবিত্রতা

► একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথা চিন্তা করুন যিনি পবিত্রতার প্রতিভূ। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কোন চরিত্রগুলি আমরা সেই ব্যক্তির জীবনে দেখতে পাবো?

পঞ্চপুস্তক বা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই দেখায় যে ঈশ্বর হলেন একজন পবিত্র ঈশ্বর। যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তিনি তাঁর লোকদেরকেও পবিত্র হতে বলেছেন। আমরা আমদের স্বর্গস্থ পিতার স্বরূপ প্রকাশের জন্য সৃষ্টি হয়েছি; আমরা পবিত্র হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল তাঁর সন্তানদের তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলা।

কারোর প্রতিমূর্তি ধারণ করার অর্থ হল সেই ব্যক্তির মতো দেখতে হওয়া। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি। এর মানে এই নয় যে ঈশ্বরের আমাদের মতো একটি মুখ আছে; এর মানে হল যে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রকৃতি প্রতিফলিত করার জন্য তৈরি হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির আয়না হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। ঠিক যেমনভাবে একটি আয়না একজন মানুষের মুখ প্রতিফলিত করে, তেমনভাবে আমরাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলনের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।

> **পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা**
>
> “প্রভু, আমার আত্মাকে তোমার দর্পণ করো, কেবল তুমিই আমার মধ্যে দীপ্ত হও, যাতে সকলে দেখতে পায় তোমার প্রেম...”
>
> - ব্ল্যাঞ্চ মেরি কেলি
>
> (Blanche Mary Kelly)

যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ এবং পবিত্র, ঠিক তেমন শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার জন্যই আমরা সৃষ্টি হয়েছি। **পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করা।** ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের আদেশ দিয়েছেন, “পবিত্র হও।” কেন? কারণ ঈশ্বর পবিত্র। আমাদের তাঁর মতো হতে হবে (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৫, ১ পিতর ১:১৬)। আমরা পবিত্র জাতি হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছি; আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছি।

আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি

সৃষ্টিকার্যের অন্তিম বিষয়টি হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টি (আদিপুস্তক ১:২৭)। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন সবকিছুই উত্তম ছিল, কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর মতো করে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত করেছিলেন (গীত ৮:৫)।

মানুষের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি। পৌল লিখেছেন যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং গৌরব (১ করিন্থীয় ১১:৭)। আমরা ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলনের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।

পতনের কারণে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বিনষ্ট হয়েছিল

পাপ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিনষ্ট করেছিল। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল; আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ে, “পৃথিবীর সব মানুষজন তাদের জীবনযাপন নীতিভ্রষ্ট করে তুলেছিল” (আদিপুস্তক ৬:১২)। মানুষ ঈশ্বরের থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়েছিল যে তাদের অন্তরের চিন্তাভাবনার প্রতিটি প্রবণতা কেবল মন্দ হয়েই থেকে গিয়েছিল (আদিপুস্তক ৬:৫)।

সৃষ্টির সময়ে মানুষকে যে গৌরব প্রদত্ত হয়েছিল তা লজ্জায় পরিণত হয়েছিল। পৌল সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন মানুষ ঈশ্বরের থেকে মিথ্যে দেবতাদের কাছে মন পরিবর্তন করে ঠিক কী কী হারিয়েছিল। পতনের কারণে, মানুষ প্রতিমার সাথে অক্ষয় ঈশ্বরের মহিমা বিনিময় করেছিল। তার ফলস্বরূপ, রোমীয় ১:২৩-২৮ বলে ঈশ্বর:

- "অশুদ্ধ যৌনাচারের প্রতি তাদের হৃদয়কে পাপপূর্ণ অভিলাষে সমর্পণ করলেন।"
- "তাদের ঘৃণ্য কামনাবাসনার সমর্পণ করেছেন।"
- "তাদের ভ্রষ্ট মানসিকতার কবলে সমর্পণ করেছেন।"

এই সবিকছুই হল পতনের ফল। পাপের কারণে, মানুষের গৌরব লজ্জায় পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বিনষ্ট হয়েছিল; মানুষ আর তার সৃষ্টিকর্তার মতো রইল না।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তাঁর লোকদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত হচ্ছে

এই সবকিছুর পরেও ঈশ্বর মানুষকে একা ছেড়ে দেননি। সমস্ত বলিদানই ছিল পাপের শাস্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার একটি উপায়। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি আমাদের পাপের শাস্তি দেওয়ার চেয়েও বেশী গভীর। ঈশ্বর মানুষকে পবিত্র করতে চান কারণ তিনি পবিত্র।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলা (রোমীয় ৮:২৯)। যেহেতু তাঁর প্রতিমূর্তি আমাদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত হয়েছে, ফলস্বরূপ পাপের লজ্জা আমাদের মধ্যে থেকে মুছে গেছে এবং আমরা পুনরায় ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করছি। এটি বাইবেলের মূল বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম:

- আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি (আদিপুস্তক ১-২)।
- পাপের ফলে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বিনষ্ট হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩)।
- আদিপুস্তক ৩:১৫-এ মশীহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করে এবং স্বর্গে শেষ করে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করছেন।

যোহন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যদি আমরা তাঁর মধ্যে থাকি, তাঁর আবির্ভাবকালে আমরা নিঃসংশয় থাকতে পারি এবং তাঁর আগমনের সময় তাঁর সাক্ষাতে যেন লজ্জিত না হই (১ যোহন ২:২৮)। যেহেতু আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছি, ফলত আমরা সেই গৌরব পুনরুদ্ধার করেছি যা পতনের ফলে হারিয়ে গেছিল। আমাদের লজ্জা মুছে গেছে, এবং আমরা তাঁর পুনরাগমন আত্মবিশ্বাসের সাথে দেখতে পারি। যত আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বেড়ে উঠছি, আমরা তত বেশী পবিত্র হচ্ছি। যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাঁর লোকেরাও পবিত্র।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশের জন্য ইস্রায়েল আহূত হয়েছিল

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে এক পবিত্র জাতি হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বর ইজরায়েল ইস্রায়েলকে অন্যান্য জাতির কাছে তাঁর বিশেষ উপস্থাপক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের মতোই পৃথক করেছিলেন যে অন্যান্য জাতির কাছে তাঁর পবিত্র ভাবমূর্তি প্রকাশ করবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যাজকদের এক রাজ্য হতে বলেছিলেন। “তোমরা আমার জন্য যাজকদের এক রাজ্য এবং পবিত্র এক জাতি হবে” (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬)। একজন যাজকের কাজ ছিল মানুষের কাছে ঈশ্বরকে উপস্থাপন করা। ইস্রায়েলের দায়িত্ব ছিল সমস্ত জাতির কাছে ঈশ্বরকে উপস্থাপন করা। ঈশ্বর ইজরায়েলকে অন্যান্য জাতির কাছে তাঁর পবিত্র ভাবমূর্তি প্রকাশ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এই দায়িত্ব পূরণ করার জন্য, ইস্রায়েলের পবিত্র হওয়া আবশ্যক ছিল।

যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তখন সে ঈশ্বরের পবিত্র প্রকৃতি প্রতিফলিত করেছিল; সে ঈশ্বরের পবিত্রতার একটি আয়না হয়ে উঠেছিল। যখন ইস্রায়েল মূর্তি উপাসক হয়ে উঠেছিল, তখন সে সেইসব মূর্তিদের পাপপূর্ণ ভাবমূর্তি প্রতিফলিত করত; সে মিথ্যে দেবতাদের পাপের একটি আয়না হয়ে উঠেছিল। যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের মতো হতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সে জগতের কাছে তার উদ্দেশ্য পূরণেও ব্যর্থ হয়েছিল।

মন্ডলী ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশের জন্য আহূত

নতুন নিয়মে, মন্ডলীকে ঈশ্বরের পবিত্র জাতি হয়ে উঠতে বলা হয়েছে। চার্চকে এক যাজক হতে বলা হয়েছে যে জগতের কাছে ঈশ্বরের উপস্থাপক স্বরূপ।

> কিন্তু তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সম্প্রদায়, এক পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ নিজস্ব এক প্রজা, যেন তোমরা তাঁরই গুণকীর্তন করতে পারো, যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আহ্বান করে তাঁর আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে নিয়ে এসেছেন (১ পিতর ২:৯)।

ঈশ্বর যেমন সমস্ত জাতির কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রকাশের জন্য ইজরায়েলকে বেছে নিয়েছিলেন, তেমনি কীভাবে ঈশ্বর আমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর মহান আলোতে আহ্বান করেছেন তা সারা জগতের কাছে বলার জন্য তিনি মন্ডলীকে বেছে নিয়েছিলেন । যারা তাঁকে চেনে না তাদের কাছে তাঁর প্রকৃতি উপস্থাপন করার জন্য ঈশ্বর চার্চকে বেছে নিয়েছিলেন। এটি করার জন্য, মন্ডলীকে অবশ্যই ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিফলিত করতে হবে। তার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে, মন্ডলীকে পবিত্র হতেই হবে।

যখন মন্ডলী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, সে ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল; সে ঈশ্বরের পবিত্র ভসবমূর্তি প্রতিফলিত করত। যখন মন্ডলী জনপ্রিয়তা, সম্পত্তি, এবং ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হল, সে তার উপাস্য দেবতাদের মতো হল; সে তার মিথ্যে দেবতাদের পাপপূর্ণ মনোভাব প্রতিফলিত করতে শুরু করল। যখন মন্ডলী ঈশ্বরের ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে ব্যর্থ হল, তখনই সে সারা জগতের কাছে নিজের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হল।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপিত হচ্ছে

আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার স্বরূপে সৃষ্টি হয়েছিলাম। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছিলাম, কিন্তু পতনের ফলে সেই প্রতিমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এখনো বিদ্যমান (আদিপুস্তক ৯:৬), কিন্তু এটি পাপের ফলে ঢাকা পড়ে গেছে।

মনে করুন যে একজন ব্যক্তি চীনদেশে খননের কাজ করে একটি বহু প্রাচীন সুন্দর ফুলদানি খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমে এটি দেখতে মোটেই তেমন সুন্দর লাগবে না, এটি ধুলো আর মাটিতে ভর্তি থাকবে। সাধারণ কেউ এটা দেখে বলতে পারে যে, “আরে এটা ফেলে দাও। এটা কোনো কাজের নয়!” কিন্তু একজন দক্ষ ব্যক্তি জানেন যে ধুলোর আড়ালে একটি সুন্দর সম্পদ লুকিয়ে আছে।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পতনের ফলে নষ্ট হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পাপের ধুলো এবং মাটিতে ঢাকা পড়ে গেছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তিকে পুনঃস্থাপন করছেন। "কারণ ঈশ্বর যাদের পূর্ব থেকে জানতেন, তিনি তাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য দান করবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন" (রোমীয় ৮:২৯)। যেহেতু যীশু তাঁর পিতার স্বরূপ, ঠিক তেমনই আমরাও আমাদের পিতার স্বরূপ। পবিত্রতা হল "ঈশ্বর-সদৃশতা"; পবিত্রতা হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির পুনঃস্থাপন।

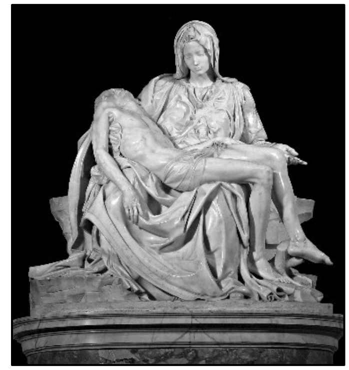

মাইকেল এঞ্জেলো-র *পিয়েটা* (Pieta)[8] হল ইতালির অন্যতম বিখ্যাত ভাস্কর্য। ১৯৭২ সালে, একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি একটি হাতুড়ি দিয়ে ভাস্কর্যটি ভেঙে দেয়। সেই ক্ষতি সারাই করার জন্য শিল্পীরা বহু মাস ধরে কাজ করেছিলেন। কারণ এই ভাস্কর্যটি খুবই মূল্যবান, তাঁরা আসল অবয়বটি পুনরায় প্রতিস্থাপন করার জন্য খুব সতর্কভাবে কাজ করেছিলেন। আজকে, আপনি খুঁজেই পাবেন না যে ভাস্কর্যটি ঠিক কোথায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। শিল্পীরা *পিয়েটা-কে* এটি মূল সৌন্দর্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

পতনের সময়ে, পাপ ঈশ্বরের মহান সৃষ্টিকে বিনষ্ট করেছিল। পাপ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে নষ্ট করেছিল। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান, তাই তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করা শুরু করেছিলেন। পতনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত, ঈশ্বর মানবজাতিকে আমাদের আসল সৌন্দর্যে পুনঃস্থাপন করার জন্য অনুগ্রহের মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল আমাদের মধ্যে তাঁর সুন্দর প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করা।

বহু মানুষের মধ্যে সুসমাচার বিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ ধারণা আছে। সুসমাচার বিষয়ে তাদের ধারণাটি হল:

১। আমি একজন পাপী ছিলাম।

২। ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

৩। আমি এখন স্বর্গে যেতে পারি।

এটি সুসংবাদ – কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সুসমাচার নয়! সুসমাচারের সুসংবাদটি ঈশ্বরের শাশ্বত উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দেয়:

১। আমি একজন পাপী ছিলাম।

২। ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

৩। ঈশ্বর আমার মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তিকে পুনঃস্থাপন করছেন।

৪। স্বর্গে, আমি তাঁর মতো হব, কারণ তিনি যেমন তেমনভাবেই আমি তাঁকে দেখতে পাবো (১ যোহন ৩:২)। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তাঁর লোকদের জন্য পরিপূর্ণ হবে।

---

[8] ছবি: "Michelangelo's Pieta 5450 cut out black" taken by Stanislav Traykov on December 4, 2005, edited by Niabot দ্বারা সম্পাদিত, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cut_out_black.jpg, licensed under CC BY 2.5, থেকে সংগৃহীত, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন।

এটা বিস্ময়কর, তাই না? ঈশ্বর আপনাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন *কারণ তিনি আপনাকে তাঁর মতন করে তুলতে চান।* এটাই হল পবিত্র জীবনের সৌন্দর্য। একটি পবিত্র জাতি হিসেবে, আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে প্রতিস্থাপিত হচ্ছি।

> "একজন ব্যক্তির জীবনে পবিত্র আত্মার অদম্য প্রমাণ হল যীশু খ্রীষ্টের সাথে দ্ব্যর্থহীন পারিবারিক সাদৃশ্য, এবং তাঁর মতো নয় এমন সবকিছু থেকে মুক্তি।"
>
> -অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে একটি প্রেমময় সম্পর্কে থাকতে পারেন। ঈশ্বর কনানীয়দের মতো জীবন-যাপন করার জন্য ইজরায়েলীয়দের মুক্ত করেননি। তিনি তাদের মুক্ত করেছিলেন যাতে তারা তাঁর মতো হয়ে উঠতে পারে।

একইভাবে, আমরা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাস করার জন্য এবং তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য পরিত্রাণ পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে আমরা যেমন তিনি পবিত্র তেমন পবিত্র হয়ে উঠতে পারি। আমরা তাঁর মহিমা প্রতিফলিত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিলাম।

পবিত্রতার অনুশীলন : পবিত্রতা এবং ব্যক্তিত্ব

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে একজন পবিত্র ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট ধরণের ব্যক্তিত্ব থাকবে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই যে প্রশ্নটি ছিল সেটির উত্তরে ফিরে যাওয়া যাক: "একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কথা চিন্তা করুন যিনি পবিত্রতার প্রতিভূ। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কোন চরিত্রগুলি আমরা সেই ব্যক্তির জীবনে দেখতে পাবো?" আপনি কি তাদের প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছিলেন? আমরা সাধারণত সেটাই করি!

মূলত, যখনই আমরা নতুন নিয়ম পড়ি, আমরা দেখি যে পঞ্চাশত্তমী (Pentecost)-র দিনে সব ধরণের ব্যক্তিত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। সব ধরণের মানুষ আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর পরে, শিষ্যেরা হঠাৎ করে একটি ভিন্ন ধরণের মানুষে পরিণত হয়ে যাননি। পরিবর্তে, ঈশ্বর একটি নতুন পদ্ধতিতে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁদের সাধারণ ব্যক্তিত্বের *মাধ্যমে* কাজ করেছিলেন।

থোমা হঠাৎ করে একজন জ্ঞানী, আশাবাদী ব্যক্তিতে পরিণত হননি। তার মৃত্যুর সময়ে, থোমা সম্ভবত নিশ্চুপ এবং আত্মদর্শী ছিলেন। শিমোন পিতর হঠাৎ করে কোণায় সকলের দৃষ্টির আড়ালে বসে থাকা একজন শান্ত ব্যক্তি হয়ে ওঠেননি। এমনকি পঞ্চাশত্তমীর পরে, পিতর সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি আত্মবিশ্বাসে বলেছিলেন, "কিছুতেই নয়, প্রভু!" (প্রেরিত ১১:৮)।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্রকরণ সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে নষ্ট করে না। উপরন্তু, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, তখন তাঁর প্রতিমূর্তি আমাদের ব্যক্তিত্বের *মাধ্যমে* দীপ্ত হয়।

আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দীপ্ত হওয়া কি সম্ভব?

এটি দৈনন্দিন জীবনে কেমন দেখতে হবে? একজন প্রতিযোগী, বহির্গামী ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব একইরকম থাকবে। একজন লাজুক ব্যক্তি যিনি ভিড় এড়িয়ে চলেন তিনি লাজুকই থাকবেন। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই, পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে তাঁদের ব্যক্তিত্ব পরিমার্জিত করার অনুমতি দেন যখন তাঁরা এমন কিছু ক্ষেত্র দেখেন যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করে না ।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পাস্টার গিদিয়োন এবং পাস্টার মার্ক দুজনেই কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। দুজনেরই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। দুজনেই ভালো বক্তা ছিলেন যারা ভালো বিতর্কও করতেন। দুজনেই নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য, দুজনেই তাঁদের কথার দ্বারা কখনো কখনো অন্যদের ক্ষুব্ধ করতেন।

পাস্টার গিদিয়োন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে বলেছিলেন, "আমি কখনো ক্ষমাপ্রার্থী নই। কিছু এসে যায় না আমার কথায় লোকেরা কী মনে করছে। এটা তাদের সমস্যা যদি তারা আমাকে ভুল বোঝে। আমি জানি যে আমার হৃদয় সঠিক!" যদিও হতে পারে যে গিদিয়োনের হৃদয় আন্তরিক ছিল, যেসব মন্ডলীতে তিনি প্রচার করেছেন সেখানের লোকেরা তার কথায় প্রায়শয়ই আঘাত পেত। তিনি কখনোই সম্পূর্ণভাবে শেখেননি কীভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে হয়।

পাস্টার মার্কও একজন দৃঢ় নেতা ছিলেন। তবে পাস্টার মার্ক জানতেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করার মানে কী। তিনি বলতে শিখেছিলেন, "আমি দুঃখিত। আমি এটা খুবই কঠোরভাবে বলে ফেলেছিলাম।" তিনি ন্যায়বিচারের সাথে ক্ষমা প্রদর্শন করতে শিখেছিলেন। পাস্টার মার্কের সদস্যরা বলেছিলেন, "আমাদের পাস্টার আমাদের সাথে যিশুর মতো ব্যবহার করতেন।"

পবিত্রতা আপনার ব্যক্তিত্বের ধরণ পরিবর্তন করে না; পবিত্রতা আপনাকে পবিত্র আত্মার *রবের* প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে, যখন আত্মা বলেন, "তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। তুমি বেশীই কঠিন হয়ে পড়েছিলে।"

আপনি যদি এমন একজন ব্যক্তি হন যিনি মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে চলেন, তাহলে পবিত্রতা কখনোই আপনাকে একজন বহির্মুখী মানুষে পরিণত করবে না যে আত্মপ্রচার বা লাইম-লাইট পছন্দ করে। তথাপি, পবিত্রতা আপনাকে আপনার সমস্ত দ্বিধা দূরে রাখতে ইচ্ছুক করে তোলে যখন ঈশ্বর বলেন, "আমি চাই তুমি বেরিয়ে এসো এবং এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দাও।"

এভারেট ক্যাটেল তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন যা ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে শয়তান আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাকে এমনকিছুতে বদলে দিতে পছন্দ করে যা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিকৃত করে।[9]

উদাহরণ ১ : ভোজন

খিদে পাওয়া হল জৈবিক প্রবৃত্তি। এটা সম্ভব যে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ভোজন করা (১ করিন্থীয় ১০:৩১)। খিদে পাওয়ার প্রবৃত্তিকে নাশ করে এমন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পিছনে কারোর না যাওয়াই ভালো।

বহু মানুষের মধ্যে শয়তান এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অতিভোজনে বিকৃত করেছে। স্বাভাবিক এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য খাওয়ার পরিবর্তে ভোজন বিষয়টি স্বার্থ প্রবৃত্তি পূরণের একটি পদ্ধতি হয়ে উঠেছে।

অতিভোজনের সমাধান খাওয়ার আনন্দ ত্যাগ করা নয়। সমাধানটি হল আত্মসংযম যা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কোনো সাংঘাতিক এবং এমনকি পাপপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে।

[9] Everett L. Cattell, *The Spirit of Holiness* (Newberg: Barclay Press, 2015), 30-35

উদাহরণ ২ : সংবেদনশীলতা

এভারেট ক্যাটেল (Everett L. Cattell) এরপর একটি তুলনামূলক জটিল উদাহরণ দিয়েছেন। স্বাভাবিক আবেগসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির আঘাত এবং কষ্ট সহ্য করার সংবেদনশীলতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে। এটি সাধারণ ব্যাপার এবং এটি পাপের বিষয় নয়। তবে, যদি আমরা এই সংবেদনশীলতাকে আত্মকরুণায় বাড়তে দিই, তবে এটি একটি আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব হয়ে ওঠে যা কার্যকরভাবে ঈশ্বরকে সেবা করার এবং অন্যদের কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করার ক্ষমতাকে সীমিত করে।

পুনরায়, এটির সমাধান সমস্ত আবেগজনিত সংবেদনশীলতাকে ত্যাগ করা এবং অন্য লোকদের কথা ও কাজের প্রতি নির্লজ্জ হওয়া নয়। পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই এই সংবেদনশীলতাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে শিখতে হবে এবং আঘাতের প্রতি আমাদের প্রত্যুত্তরকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি তাঁকে দিতে হবে।

উদাহরণ ৩ : জিহ্বা

সম্ভবত এটি সর্বাপেক্ষা কঠিন উদাহরণ। আমরা প্রত্যকেই জিভ ব্যবহার করি। আমরা প্রার্থনা করতে পারি না, "ঈশ্বর, দয়া করে আমার জিভকে নির্মূল করো।" তবে, জিভের কখনোই নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া উচিৎ নয়।

ক্যাটেল একজন মিশনারির উদাহরণ দিয়েছেন যিনি সর্বদা সঠিক বক্তব্যে রাখতেন, কিন্তু তাঁর কঠিন কথা দিয়ে অন্যদের আঘাত করতেন। আত্মিক জীবনের একটি সভাতে, তিনি এমনকিছু বলেছিলেন যা সেখানে উপস্থিত বহু মানুষকে আঘাত করেছিল। সেই রাতে, ঈশ্বর সেই মিশনারিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন যে তাঁর জিভ অন্যদের আঘাত করেছে।

সেই মিশনারি প্রার্থনা করেন এবং তারপর সকালে সভাতে যান। তিনি সেখানে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "যদি আমার সমস্যাটা মদ হত, তাহলে এটা সহজ হত। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিতাম এবং মিটে যেত। কিন্তু আমার সমস্যাটা হল আমার জিভ। আমি এটা ঈশ্বরের মহিমায় কেটে বাদ দিতে পারি না। কিন্তু আমি আমার জিভকে ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা আমাকে এটি তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে সাহায্য করবেন।"

রেভারেন্ড ক্যাটেল জিভের সমস্যার দুটি ভুলকে নির্দেশ করেছেন:

১। এটি বলা, "আমি পাপী এবং আমার জিভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমি আমার জিভ দিয়ে পাপ করতেই থাকব কারণ আমার সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।"

২। এটি বলা, "আমি প্রার্থনা করেছি যে ঈশ্বর আমাকে পবিত্র করবেন। সুতরাং তিনি আমার জিভকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। নিজেকে সংযমী করার জন্য আমার কিছু করার প্রয়োজন নেই। আমি কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব।"

সঠিক মনোভাব বলে, "আমি আমার হৃদয় - এবং আমার জিভ - ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছি। আমার হৃদয় শুদ্ধ, কিন্তু তবুও আমি জানি আমাকে সবসময় আমার জিভকে সংযমী রাখতে হবে। আমি অবশ্যই কথা বলার আগে চিন্তা করব। আমি অবশ্যই কথা বলার আগে প্রার্থনা করব। এবং যদি আমি খুব দ্রুত কথা বলি, আমি অবশ্যই নিজেকে নম্র রাখব এবং অনুতপ্ত থাকব।" একজন পবিত্র ব্যক্তি নম্রতাযুক্ত অনুতাপে তাঁর দুঃখিত ভাইয়ের কাছে দ্রুত যেতে বদ্ধপরিকর থাকে (মথি ৫:২৩-২৪)।

► আপনার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বিষয় কোনটি? স্বাভাবিক খিদে পাওয়ার কথা ভাবুন যেটি আপনাকে পাপের মনোভাবে বা আচরণে নিয়ে যেতে পারে। কীভাবে এই খিদের বিষয়টি কখনো আপনাকে সমস্যায় ফেলেছে তার একটি উদাহরণ দিন। তারপর আরেকটি উদাহরণ দিন যে কীভাবে ঈশ্বর আপনাকে এই প্রবৃত্তি সংযম করতে সাহায্য করেছেন।

ঈশ্বর কীভাবে একজন পবিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করেন?

আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করতে চাই, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে এমন ব্যক্তিরূপে গঠন করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে কাজ করেন যা তিনি আমাদেরকে বানাতে চান। সেই প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো যিনি চীনদেশে একটি বিরল ফুলদানি খুঁজে পান এবং এটি উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত যত্ন সহকারে পালিশ করেন, ঠিক সেইভাবে যতক্ষণ না আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিকে আলোকিত ও প্রতিফলিত করি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর যত্ন সহকারে তাঁর সন্তানদের পালিশ করেন।

ঈশ্বরের তাঁর সন্তানদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি কী কী? এই অধ্যায়ের শুরুতে, আমরা দেখেছিলাম কীভাবে মোশি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করেছিলেন। মোশির জীবনের দিকে তাকালে ঈশ্বর কীভাবে আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে গঠন করেন তাঁর কিছু চিত্র আমরা দেখতে পাই।

জীবনের প্রথমদিকে, মোশি সবসময় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করেননি। তাঁর ক্রোধ তাঁকে একজন মানুষকে হত্যা করতে বাধ্য করেছিল এবং ঈশ্বরের রাজ্যে কোনোরকম উপযোগিতা থেকে দূরে রেখেছিল (যাত্রাপুস্তক ২:১১-১৫)। তবুও, ঈশ্বর মোশিকে এমন একজন ব্যক্তিতে পরিণত করেছিলেন যিনি পৃথিবীতে বাস করা সমস্ত ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক নম্র ছিলেন (গণনাপুস্তক ১২:৩)। মোশি দ্রুত নিরুৎসাহিত হয়ে যেতেন (যাত্রাপুস্তক ৫:২২-২৩), কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে এমন একজন ব্যক্তিতে পরিণত করেছিলেন যিনি তাঁর লোকদের মরুভূমিতে ৪০ বছর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিশ্বস্ত ছিলেন। কীভাবে ঈশ্বর মোশির চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন?

(১) ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁর বাক্য ব্যবহার করেন।

ঈশ্বরের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রটি হল তাঁর বাক্য। যত বেশী আমরা ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করি, তত তিনি এটিকে আমাদের পথ দেখানোর জন্য ব্যবহার করেন (গীত ১১৯:৯-১১)। যখন মোশি ঈশ্বরের হাত থেকে সরাসরি ঈশ্বরের নিয়ম গ্রহণ করেছিলেন, তখনই এটি তাঁর বোধগম্যতা এবং তাঁর চরিত্রকে রূপান্তরিত করেছিল।

পবিত্র ব্যক্তিরা হলেন বাক্যের ব্যক্তি। তাঁরা জানেন যে ঈশ্বরের বাক্যে তাঁরা ঈশ্বরের প্রকৃতি দেখতে পাবেন। তাঁরা জানেন যে ঈশ্বরের বাক্যে তাঁরা শিখবেন যে কীভাবে তাঁদের চরিত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করা উচিৎ। ইতিহাসে প্রত্যেকজন মহান খ্রীষ্টিয়ানই বাক্যের ছাত্র ছিলেন।

(২) ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলার জন্য কঠিন পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেন।

একজন মিশরীয়কে হত্যা করার জন্য, মোশিকে ৪০ বছর মরুভূমিতে কাটাতে হয়েছিল। বহুবার তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন, "আমি আমার সুযোগ নষ্ট করেছি। সারাজীবন আমাকে এই ভেড়ার পালের দেখাশোনা করে কাটাতে হবে।" কিন্তু ঈশ্বর সেই ৪০ বছর মোশিকে একজন নেতা বানানোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

পিতরের জীবন থেকে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক পদগুলির মধ্যে অন্যতম হল যখন যিশু বিচারের সময় তাঁর ব্যর্থতার বিষয়ে ভাববাণী করেছিলেন। যীশু পিতরকে সতর্ক করেছিলেন, "শয়তান তোমাদেরকে গমের মতো ঝাড়াই করার জন্য অনুমতি

চেয়েছে. . .” তিনি পিতরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, “কিন্তু শিমোন, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস ব্যর্থ না হয়।” এবং তারপরে, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পিতরের (অস্থায়ী) ব্যর্থতার মধ্যে, ঈশ্বর মঙ্গল নিয়ে আসবেন: “আর তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন তোমার ভাইদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার কোরো” (লূক ২২:৩১-৩২)। ঈশ্বর পিতরকে আরো কার্যকরী করে তোলার জন্য পিতরের ব্যর্থতার ক্ষতিকর পরিস্থিতিকেও ব্যবহার করেছিলেন।

পবিত্র ব্যক্তিরা কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের পরিচালনাকে বিশ্বাস করেন। তাঁরা রোমীয় ৮:২৮ বিশ্বাস করেন কারণ তাঁরা রোমীয় ৮:২৯ অনুযায়ী বাঁচতে চান। পৌল লিখেছেন, “আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আহূত, তিনি সব বিষয়ে তাদের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করেন।” এরপর, তিনি আমাদেরকে সেই উদ্দেশ্যটি জানিয়েছেন যেটি ঈশ্বর তাঁর সন্তানের জীবনে এনেছেন: “কারণ ঈশ্বর যাদের পূর্ব থেকে জানতেন, তিনি তাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য দান করবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।”

একজন পবিত্র ব্যক্তির জীবনে যা কিছু ঘটে সবকিছুই ভালো হয় তা নয়! কিন্তু যা কিছু ঘটে তা একসাথে ঈশ্বরের মঙ্গলের উদ্দেশ্য সাধনে ঘটে – আমাদেরকে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলার জন্য।

(৩) ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন লোকদের ব্যবহার করেন।

তিনটির মধ্যে হয়তো এটি ছিল কঠিনতম। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলার জন্য লোকদের – বিশেষত কঠিন লোকদের – ব্যবহার করেন। মোশি যখন নেতৃত্বের অধিক দায়িত্বভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁর শ্বশুর যিথ্রোকে (যিনি একজন ইস্রায়েলীয়ও ছিলেন না) মোশিকে পরামর্শ দেবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন যা তাঁকে আরো কার্যকরী করে তুলেছিল (যাত্রাপুস্তক ১৮:১-২৭)।

আমরা আবার শিমোন পিতরের দিকে দেখি। যোহনের সাথে তাঁর আলোচনা এবং পরে পৌলের সাথে তাঁর সংঘাতের মাধ্যমে, পিতর অনেক বেশী করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়ে উঠেছিলেন। যখন পিতর, আত্মা তাঁকে অইহুদী বা পরজাতিদের সঙ্গে আহারের বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা মেনে চলতে ব্যর্থ হন তখন পৌল তাঁর সামনে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন (গালাতীয় ২:১১)। একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রেরিত হিসেবে, এটা অবশ্যই পিতরের জন্য অবমাননাকর ছিল। তিনি খ্রীষ্টকে সেই সময়েও অনুসরণ করতেন যখন পৌল খ্রীষ্টিয়ানদের ধরে ধরে হত্যা করত! কিন্তু পিতরকে ঈশ্বর যেমন গড়ে তুলতে চান তা করার জন্য পিতরকে তাঁর আরো কাছে আনতে তিনি ঈশ্বরকে পৌলের মাধ্যমে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে তাঁদের চরিত্র গঠনের জন্য অন্য লোকদের মাধ্যমে কাজ করার অনুমতি দেন। হিতোপদেশ বলে, “লোহা যেভাবে লোহাকে শান দেয়, মানুষও সেভাবে অন্যজনকে শান দেয়।” (হিতোপদেশ ২৭:১৭)। ইস্পাতের সাথে কুড়ুলের ধারালো দিকটি ঘষে কুড়ুলকে আরো ধারালো করা হয়। একইভাবে, মানুষ পরস্পরের সাথে মেলামেশা করার ফলে তাদের দক্ষতাও আরো বৃদ্ধি পায়।

এক মুহূর্তের একটি সংকটের চেয়ে পবিত্রতার জীবন অনেক বড় বিষয়। এটি হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একটি দৈনন্দিন রূপান্তর। যেহেতু আমরা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের কাছে সমর্পণ করি, ফলস্বরূপ তিনি ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলেন। এটি হল পবিত্রতার বাস্তব জীবন।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন - ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি

একটি পবিত্র হৃদয় শুধুমাত্র যাজক বা মিশনারিদের জন্যই সংরক্ষিত নয়। ঈশ্বর *প্রত্যেক* খ্রীষ্টিয়ানকেই তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করতে চান। ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি (Frank Crossley) সাধারণ জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রকাশ করেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি কোনো প্রচারক ছিলেন না; তিনি ক্রসলি ইঞ্জিনস্ (Crossley Engines)-এর মালিক ছিলেন। তিনি প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্য কোন গুহাতে থাকতেন এমন নয়; তিনি ম্যাঞ্চেস্টারের মতো একটা বড় শিল্পায়নের শহরে থাকতেন।

ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি ১৯ শতকে ইংল্যান্ডের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ধর্মান্তরের পরেই, ক্রসলি স্যালভেশন আর্মি (Salvation Army)-এর একটি কিশোরী মেয়েকে পবিত্র আত্মার রূপান্তরকারী ক্ষমতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে শুনেছিলেন। ক্রসলি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, “আমি ঈশ্বরকে ঠিক ওই মেয়েটার মতো করে জানতে চাই।” তিনি পরেরদিন রাতে ফিরে আসেন এবং একটি পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

ঈশ্বর তাঁর হৃদয় বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিবর্তন করার পরে, ক্রসলি অর্থ উপার্জনের চেয়েও বেশী কিছু করতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন প্রচারক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি স্যালভেশন আর্মি-র জেনারেল উইলিয়াম বুথ (General William Booth)-এর সাথে যোগাযোগ করেন, কিন্তু বুথ মিঃ ক্রসলিকে খুব বিচক্ষণতার সাথে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর কাজ চালিয়ে পরামর্শ দেন। জেনারেল বুথ বিশ্বাস করতেন যে ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি তাঁর ব্যবসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আরো সক্রিয়ভাবে সেবা করতে পারবেন।

মিঃ ক্রসলি জানতে চেয়েছিলেন, “কীভাবে আমি আমার দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রকাশ করতে পারি? যীশু কীভাবে আমার কর্মচারীদের সাথে আচরণ করবেন?” তিনি দুঃস্থদের সাহায্য করার জন্য শহরের সবচেয়ে দরিদ্র অংশে তাঁর কারখানা স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের খ্রিষ্টিয় ভাই হিসেবে দেখতেন।

ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি খ্রীষ্ট-সদৃশ আচরণের মাধ্যমে একটি পবিত্র হৃদয়ের স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। দিন প্রতিদিন, মিঃ ক্রসলি অন্যদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করেছিলেন। একজন প্রতিযোগী ব্যবসায়ী একবার একটি জটিল চুক্তি নিয়ে মিঃ ক্রসলির সাথে দেখা করেন। তিনি পরে বলেছিলেন, “মিঃ ক্রসলি আমার সাথে এমন ব্যবহার করেছিলেন ঠিক যেমন যীশু খ্রিষ্ট হলে করতেন।” এই ব্যবসায়ী সহকর্মী ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক ক্রসলি-র কাছে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন এটি ছিল না, “কীভাবে আমি আরো বেশী টাকা উপার্জন করব?” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল, “আমি কি আমার স্বর্গস্থ পিতার মতো দেখতে?” এটির কারণেই, মিঃ ক্রসলি তাঁর চারপাশের সকলের কাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করেছিলেন। এটাই হল পবিত্রতা।

হে আমার হৃদয়, আমার ঈশ্বরকে প্রশংসা করে – চার্লস ওয়েসলি (O for a Heart to Praise My God - Charles Wesley)

হে আমার হৃদয় আমার ঈশ্বরকে প্রশংসা করে,
যে হৃদয় পাপ থেকে মুক্ত,
যে হৃদয় সর্বদা অনুভব করে
তোমার রক্ত আমাকে মুক্ত করেছে।
যে হৃদয় মুক্ত, বিনয়ী, সন্মত,
আমার মহাপ্রতিষ্ঠানস্থ মুক্তিদাতার সিংহাসনে,
যেখানে কেবল খ্রিষ্ট কথা বলে,
যেখানে যিশু একা রাজত্ব করে।
একটি আনন্দিত, অহংকারহীন, অনুতপ্ত হৃদয়,
বিশ্বাসযোগ্য, সত্য এবং পবিত্র,
যাকে জীবন বা মৃত্যু কেউই
অন্তরে অধিষ্ঠিত খ্রিষ্টের থেকে পৃথক করতে পারে না।
প্রতিটি চিন্তায় নবীনত্বপূর্ণ হৃদয়,
যে স্বর্গীয় ভালোবাসায় পূর্ণ,
যথার্থ এবং সঠিক এবং পবিত্র এবং ভালো—
হে ঈশ্বর, তোমার একটি অনুকরণ।

৩ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করা।

(২) পতনের ফলে মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নষ্ট হয়েছিল।

(৩) বাইবেলের অন্যতম মূল বিষয় হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপিত করা।

(৪) ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে পুনঃস্থাপিত করা।

(৫) যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তখন সে অন্যান্য জাতির কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রকাশ করেছিল।

(৬) যখন মন্ডলী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তখন আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রকাশ করি।

(৭) আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পাপের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। তবুও, ঈশ্বর আমাদেরকে আরো বেশী করে তাঁর মতন করে তোলার জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে কাজ করছেন।

(৮) সুসমাচারের সুসংবাদটি হল:

- আমি একজন পাপী ছিলাম।
- ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।
- ঈশ্বর আমার মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তিকে পুনঃস্থাপন করছেন।
- স্বর্গে, আমি তাঁর মতো হব, কারণ তিনি যেমন তেমনভাবেই আমি তাঁকে দেখতে পাবো।

(৯) ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। আমাদের ব্যক্তিত্ব যেমনই হোক, তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চান। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে গঠন করার জন্য তাঁর বাক্য, জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি, এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ব্যবহার করেন।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই বিষয়টি নিয়ে একটি ২-৩ পাতার প্রবন্ধ লিখুন: “আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।” চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন:

- যদি আমার পরিবারের সদস্যরা আমার দিকে দেখে, তারা কি আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে দেখতে পাবে?
- আমার পরিবারের সদস্যরা এমন কী দেখতে পাবে যা আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয় না?
- আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করার জন্য কোন তিনটি বাস্তব পদক্ষেপ আমি নিতে পারি?
- ঈশ্বর এই মুহূর্তে আমাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে তৈরি করার জন্য কোন পরিস্থিতিকে বা লোকদেরকে ব্যবহার করছেন?

(২) ২ করিন্থীয় ৩:১৭-১৮ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৪
পবিত্রতা হল পৃথকীকরণ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার গুরুত্ব বুঝবে।

(২) ঈশ্বরের কাছে পৃথকীকৃত হওয়ার সুবিধাকে মর্যাদা দেবে।

(৩) পৃথকীকরণের বিষয়ে বাইবেল কী বলছে সেই সম্বন্ধে একটি বাস্তব ধারণা গড়ে তুলবে।

(৪) ২ করিন্থীয় ৬:১৬-১৮ মুখস্থ করবে।

মোশি : একজন ব্যক্তি যিনি পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন

প্রান্তরে মেষ চড়ানোর সময় মোশি দেখেন একটি ঝোপে আগুন জ্বলছে, কিন্তু সেটি পুড়ছে না। তিনি সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি শোনেন ঈশ্বর তাকে ডাকছেন, "মোশি, মোশি!" মোশি উত্তর দেন, "আমি এখানে।" ঈশ্বর তাঁকে সতর্ক করে বলেন, "আর কাছে এসো না; তোমার চটিজুতো খুলে ফেলো, কারণ তুমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছ সেটি পবিত্র ভূমি" (যাত্রাপুস্তক ৩:৫)।

প্রাচীন বিশ্বে খালি পায়ে যাওয়া ছিল নম্রতা এবং শ্রদ্ধার প্রতীক। কেউ মিশর-রাজ ফৌরণের সামনে জুতো পরে দাঁড়াতে পারত না। মোশি ফৌরণের চেয়েও মহান একজনের উপস্থিতিতে ছিলেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ছিলেন। তিনি পবিত্র স্থানে ছিলেন।

যেখানে মোশি দাঁড়িয়েছিলেন সেই স্থানের বিশেষত্ব কী ছিল? কী এটিকে পবিত্র করেছিল? সেখানে কি "পবিত্র ভূমি" লেখা বা চিহ্নসহ কোনো বেড়া দেওয়া ছিল? না। সেই স্থানকে পবিত্র হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কেউ কি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেছিল? না।

এই স্থানটি পবিত্র হওয়ার **একমাত্র** কারণ হল এটি ঈশ্বরের ছিল। ঈশ্বর এই স্থানটিকে সমগ্র প্রান্তর থেকে পৃথক করেছিলেন এবং এটিকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন; ঈশ্বর স্থানটিকে "পবিত্রীকৃত" করেছিলেন। এটি পবিত্রতার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে তুলে ধরে। এই স্থানটি পবিত্র ছিল কারণ ঈশ্বর এটিকে পৃথক করেছিলেন। অর্থাৎ যা কিছু পবিত্র, তা ঈশ্বরের দ্বারা পৃথকীকৃত, ভিন্ন।

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তুমি আমাদেরকে তোমার জন্য গড়ে তুলেছ,
এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় বিশ্রামহীন যতক্ষণ না সে
তোমার কাছে বিশ্রাম পায়।
আমাদের হৃদয়ের পবিত্রতা দাও এবং
উদ্দেশ্যপূরণের শক্তি দাও, যাতে কোনো স্বার্থপর
চিন্তা আমাদেরকে তোমার ইচ্ছা জানার থেকে বিরত
করতে না পারে, এবং কোনো দুর্বলতা আমাদেরকে
এটা করা থেকে বিরত করতে না পারে।"

অগাস্টিন অফ হিপো
(Augustine of Hippo)

বেশ কিছু বছর পরে, ঈশ্বর মোশির সাথে সিয়োন পর্বতে দেখা করেন। পুনরায়, ঈশ্বর আরেকটি স্থানকে পবিত্র হিসেবে পৃথক করেছেন। মোশি সকলকে সেই পর্বত থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। তারা সেই পর্বতের ওপরে উঠত না বা এটির চারপাশের কোনো স্থানকে স্পর্শ করত না, কারণ এটি পবিত্র ছিল। সেই পর্বতে ঈশ্বরের উপস্থিতি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মোশি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি কেউ পর্বতকে স্পর্শ করে তাহলে তার মৃত্যু হবে (যাত্রাপুস্তক ১৯:১২)। সেই পর্বতটি ঈশ্বরের ছিল। মোশি পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

পবিত্রতা হল পৃথকীকরণ

পবিত্রতা ঈশ্বরের একটি গুণ। শাস্ত্রে, পবিত্র শব্দটি ঈশ্বরকে বা এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত। মোশি এবং জ্বলন্ত ঝোপের কাহিনীতে, স্থানটি পবিত্র ছিল কারণ এটি কেবল ঈশ্বরের ছিল। **পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া।** পঞ্চপুস্তক বা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বইতে বহু উদাহরণ দেখায় যে পবিত্র জিনিসগুলি প্রচলিত বা সাধারণ থেকে পৃথকীকৃত।

একটি পবিত্র দিন

প্রথমবার যখন বাইবেলে *পবিত্র* শব্দটি দেখা যায়, তখন এটি কোনো ব্যক্তিকে নয়, বরং একটি দিনকে নির্দেশ করেছিল। ছয়দিন ধরে সৃষ্টির পর, ঈশ্বর সপ্তম দিনটিকে অন্য ছয়দিনের থেকে পৃথক করেছিলেন।

> আর ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করে সেটিকে পবিত্র করলেন, কারণ এই দিনেই তিনি তাঁর সব সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করে বিশ্রাম নিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ২:৩)।

সপ্তম দিনটি পবিত্র ছিল কারণ ঈশ্বর এটিকে পৃথক করেছিলেন; এটি আর সাধারণ ছিল না। যিশাইয় বলেছিলেন যে সাব্বাথ বা বিশ্রামবারকে (Sabbath) অন্য সবদিনের থেকে পৃথক করা হয়েছিল। এই দিনটি মানুষের নিজের কাজ করে বা তাদের মত আনন্দ করে কাটানোর জন্য ছিল না; এটি ঈশ্বরের ছিল (যিশাইয় ৫৮:১৩)। আরাধনার জন্য সাব্বাথ ঈশ্বরের দ্বারা পৃথকীকৃত হয়েছিল।

সাব্বাথের প্রতি ইস্রায়েলের বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বস্ততাকে প্রদর্শন করেছিল। সেই ঈশ্বর যিনি সাব্বাথকে পৃথক করেছিলেন তিনিই ইস্রায়েলকে পৃথক করেছিলেন।

> পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, 'ইস্রায়েলীদের বলো, "তোমাদের অবশ্যই আমার সাব্বাথ পালন করতে হবে। আগামী বংশপরম্পরায় এটি আমার ও তোমাদের মধ্যে এক চিহ্ন হবে, যেন তোমরা জানতে পারো যে আমিই সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেছেন।'" (যাত্রাপুস্তক ৩১:১২-১৩)।

পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের **দ্বারা** এবং ঈশ্বরের **জন্য** পৃথক হওয়া। ঈশ্বর সাব্বাথকে পবিত্র করেছিলেন; ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র করেছেন।

পবিত্র বস্তুসমূহ

একখন্ড জমি যা অন্য স্থানের থেকে পৃথক ছিল তা পবিত্র ছিল; এটি ঈশ্বরের ছিল। একটি দিন যেটি অন্য দিনগুলির থেকে পৃথক ছিল সেটি পবিত্র ছিল; এটি ঈশ্বরের ছিল। যা কিছু ঈশ্বরের জন্য পৃথক ছিল তা পবিত্র ছিল।

যাজকরা যে **পোশাক** পরতেন তা পবিত্র ছিল (যাত্রাপুস্তক ২৮:২)। সেগুলি ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশে তৈরি করা হত এবং সেগুলি তাঁর ছিল। সেইসমস্ত **নৈবেদ্য** যা লোকেরা ঈশ্বরের তাঁবুতে নিয়ে আসত তা পবিত্র ছিল; সেগুলি ঈশ্বরের জন্য পৃথক ছিল (যাত্রাপুস্তক ২৮:৩৮)। যাজকেরা আরাধনার সময় একটি বিশেষ তেল ব্যবহার করতেন। ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, "'আগামী বংশপরম্পরায় এটিই হবে আমার পবিত্র **অভিষেক-তেল**।" (যাত্রাপুস্তক ৩০:৩১)। অন্য কেউ এই তেল ব্যবহার করতে পারত না; এটি ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য পৃথক ছিল।

তাঁবুর জন্য অর্থ প্রদান করতে, ঈশ্বর সকল ইস্রায়েলবাসীর জন্য একটি কর ধার্য করেছিলেন যাকে বলা হত **পবিত্রস্থানের শেকল** (মুদ্রা) (shekel of the sanctuary) (যাত্রাপুস্তক ৩০:১৩, ২৪; যাত্রাপুস্তক ৩৮:২৪-২৬; লেবীয় পুস্তক ৫:১৫; লেবীয় পুস্তক ২৭:৩, ২৫; গণনা পুস্তক ৩:৪৭, ৫০; গণনা পুস্তক ৭:১৩)। এই অর্থ সাধারণ কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হত না। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে এটি যেকোনো সাধারণ শেকলের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি মুদ্রা ছিল। এটি পবিত্র ছিল; এটি ঈশ্বরের ছিল।

তাঁবুর **আসবাবপত্র** পবিত্র ছিল। ঈশ্বর মোশিকে এই আসবাবটি অন্য সমস্ত বস্তুর থেকে আলাদা রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। "সেগুলি তুমি পবিত্র করবে, যেন সেগুলি অতি পবিত্র হয়ে যায় এবং যা কিছু সেগুলির সংস্পর্শে আসবে সেগুলিও পবিত্র হয়ে যাবে" (যাত্রাপুস্তক ৩০:২৯)।

ইস্রায়েল যেকোনো বস্তুর জন্য তিনটি সম্ভাবনা বুঝেছিল (লেবীয় পুস্তক ১০:১০)। বস্তুগুলি ছিল:

১। **অশুচি**। অশুচি জিনিসপত্র ঈশ্বরের লোকদের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

২। **শুচি এবং সাধারণ**।[10] শুচি বস্তু সাধারণ ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ছিল।

৩। **পবিত্র**। পবিত্র বস্তু ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য আলাদা করা হয়েছিল। সেগুলি কেবল ঈশ্বরের সেবায় ব্যবহৃত হত।

ইস্রায়েল জাতি কনানদেশে প্রবেশ করার আগে, ঈশ্বর তাঁদের গাছ রোপণের বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন (লেবীয় পুস্তক ১৯:২৩-২৫):

১। প্রথম তিনবছর, ফল খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সেই বছরগুলিতে ফলটি মূলত **অশুচি** ছিল।

২। চতুর্থ বছরের ফল ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য পৃথকীকৃত ছিল; যা সদাপ্রভুর প্রশংসার জন্য একটি নৈবেদ্যস্বরূপ। এটি **পবিত্র** ছিল, লোকেরা এটি তাদের নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারত না।

৩। পঞ্চম বছরের শুরু থেকে, তারা এই ফল খাওয়ার জন্য অনুমতি পেয়েছিল। সেই গাছটি তখন **শুচি** এবং **সাধারণের** ব্যবহারের জন্য উপলভ্য।

---

[10] বহু ইংরাজি অনুবাদে "সাধারণ" বস্তুর জন্য "অশুচি" (profane) বা "অপবিত্র"(unholy) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দুটো শব্দের কোনোটির মানেই "পাপপূর্ণ" নয়। এই শব্দগুলি সহজভাবে বোঝায় যে বস্তুটি পবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য "পৃথকীকৃত" নয়।

পবিত্র স্থান সমূহ

তাঁবুটি পবিত্র ছিল কারণ এটি ঈশ্বরের জন্য আলাদা করা হয়েছিল। তাঁবুর সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য আলাদা করা হয়েছিল। যে স্থানে ঈশ্বর মহাযাজকের সাথে দেখা করতেন সেই স্থানটিকে বলা হত পরম পবিত্র স্থান।

পরবর্তীকালে, যিরূশালেম মন্দিরটি পবিত্র ছিল কারণ এটি ঈশ্বরের সেবার জন্য পৃথক করা হয়েছিল। মন্দিরটি পবিত্র থাকার *একমাত্র* কারণ হল এটি ঈশ্বরের ছিল৷ ইস্রায়েলের পাপের কারণে, যিহিষ্কেল ঈশ্বরের মহিমা মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি দর্শন দেখেছিলেন (যিহিষ্কেল ১০)।

ঈশ্বরের মহিমা ছেড়ে যাওয়ার পর, মন্দিরটি পবিত্র ছিল না। ৬৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, রোমান জেনারেল পম্পেই পরম পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে এটি খালি। যেহেতু ঈশ্বর আর সেখানে থাকতেন না, ফলস্বরূপ মন্দিরটিও আর পবিত্র ছিল না।

এক পবিত্র জাতি

লেবির বংশকে ঈশ্বরের কাছে আলাদা করা হয়েছিল। ইস্রায়েল মিশর ত্যাগ করার আগের রাতে, প্রতিটি মিশরীয় পরিবারের প্রথমজাত পুত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। ইস্রায়েলের প্রথমজাত পুত্ররা রক্ষা পেয়েছিল কারণ তারা প্রতিটি বাড়ির দরজার উপরে একটি মেষশাবকের রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিল।

ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে তাদের বেরিয়ে আসা দুইভাবে মনে রেখেছিল। প্রথম, প্রত্যেক ইহুদী পরিবার প্রতিবছর নিস্তার পর্বের রুটি ভোজন করত। এই খাবার ইস্রায়েল জাতির মিশর থেকে বেরিয়ে আসা উদযাপন করত।

দ্বিতীয় যে উপায়ে ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করেছিল তা আরও নাটকীয় ছিল। তিনি তাদের প্রথমজাত পুত্রদের উদ্ধার করেছিলেন তা ইস্রায়েলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, ঈশ্বর আদেশ করেছিলেন:

> প্রত্যেকটি প্রথমজাত পুরুষকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করো। মানুষ হোক কি পশু, ইস্রায়েলীদের মধ্যে প্রত্যেকটি গর্ভের প্রথম সন্তানটি আমার। (যাত্রাপুস্তক ১৩:২)।

পবিত্র শব্দটি হিব্রু শব্দ থেকে এসেছে যা অনুবাদ করলে হয় "পবিত্রীকৃত" বা "পৃথকীকৃত"। প্রত্যেক পরিবারের প্রথমজাত সন্তান ঈশ্বরের। সমস্ত ঈস্রায়েল জাতির প্রথমজাত পুত্রকে উপস্থাপন করার জন্য ঈশ্বর লেবীর বংশকে নির্বাচন করেছিলেন। এই বংশকে সমগ্র জাতির পক্ষে সেবা করেছিল।

> প্রত্যেক ইস্রায়েলী মহিলার প্রথমজাত পুরুষ শিশুর পরিবর্তে আমি লেবি গোষ্ঠীকে গ্রহণ করেছি। লেবীয় গোষ্ঠী আমারই, যেহেতু সমস্ত জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা আমার। যখন মিশরে আমি সমস্ত প্রথমজাতকে আঘাত করি, তখন ইস্রায়েলীদের মধ্য থেকে আমি পশু হোক অথবা মানুষ, প্রত্যেক প্রথমজাত প্রাণীকে নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে রাখি। তারা আমারই হবে। আমিই সদাপ্রভু (গণনা পুস্তক ৩:১২-১৩)।

যাত্রাপুস্তক ২৯ অধ্যায়ে, ঈশ্বর যাজকদের পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে পবিত্র শব্দটি নয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। লেবীয়দের প্রথমজাতের জায়গায় পবিত্র করা হয়েছিল; গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ছিল।

► ইস্রায়েলের জন্য *পৃথকীকরণের* বার্তায় জোর দেওয়া এটা ঈশ্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? কেন পৌল করিন্থ (২ করিন্থীয় ৬:১৪-৭:১) এবং থিষলনীকিয়ার (১ থিষলনীকীয় ৪-৫) মন্ডলীর জন্য এই বার্তাটির ওপর জোর দিয়েছিলেন? কেন এই বার্তাটি আজ গুরুত্বপূর্ণ?

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া। এটি আমাদের আজকে একটি পবিত্র জীবনের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। একজন পবিত্র ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হয়ে থাকেন। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য পৃথকীকৃত। পবিত্র হওয়া মানে হল ***পাপ থেকে*** বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ***ঈশ্বরের কাছে*** পৃথক হওয়া।

পবিত্র হওয়া মানে হল পাপ থেকে পৃথক হওয়া

যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাঁর লোকদেরকেও অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পাপী মানুষ কোনোমতেই একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। পবিত্র লোকেরা সেই সবকিছু থেকে নিজেদের পৃথক রাখে যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।

একজন পবিত্র ঈশ্বর পাপ ঘৃণা করেন

(১) ঈশ্বর বন্যার মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করেছিলেন।

ঈশ্বর খুব যত্ন সহকারে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পাপ এই সৃষ্টিকে নষ্ট করেছিল। যখন ঈশ্বর মানুষের দিকে তাকিয়েছিলেন, তিনি মানুষের হৃদয়ে মন্দতা দেখেছিলেন।

> সদাপ্রভু দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা কত বেড়ে গিয়েছে, এবং তাদের অন্তরের চিন্তাভাবনার প্রত্যেকটি প্রবণতা সবসময় শুধু মন্দই থেকে গেল। পৃথিবীতে মানবজাতিকে তৈরি করেছেন বলে সদাপ্রভু মর্মাহত হলেন, এবং তাঁর অন্তর গভীর মর্মবেদনায় ভরে উঠল (আদিপুস্তক ৬:৫-৬)।

নোহ এবং তাঁর পরিবার রক্ষা পেয়েছিল কারণ নোহ একটি পবিত্র জীবন যাপন করতেন। "নোহ তাঁর সমকালীন লোকদের মধ্যে এক ধার্মিক, অনিন্দনীয় লোক ছিলেন, আর তিনি বিশ্বস্ততাপূর্বক ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করতেন" (আদিপুস্তক ৬:৯)। তিনি পাপ থেকে বিরত থাকতেন।

(২) নাদব এবং অবীহূর প্রতি তাঁর বিচারে ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করেছিলেন।

হারোণের বড় ছেলেরা ঈশ্বরের সেবাকার্যের জন্য মনোনীত হয়েছিল। যখন তারা তাঁবুর পবিত্রতা নষ্ট করে, তখন ঈশ্বরের অগ্নি নেমে আসে এবং তাদের সংহার করে, এবং তারা ঈশ্বরের সামনেই মারা যায় (লেবীয় পুস্তক ১০:২)। লেবীয় পুস্তকে নাদব এবং অবীহূর পাপ বিশদে লিখিত নেই, কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন, "যারা আমার নিকটবর্তী হয়, তাদের আমি আমার পবিত্রতা দেখাব ও সব মানুষের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত হব" (লেবীয় পুস্তক ১০:৩)। ঈশ্বরের যাজককে অবশ্যই তাঁর তাঁবুকে পবিত্ররূপে সেবা করতে হবে। নাদব এবং অবীহূ মনে করেছিল যে তারা সাধারণভাবেই পবিত্রের উপাসনা করতে পারে।

(৩) মোশি এবং হারোণের প্রতি তাঁর বিচারে ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করেছিলেন।

মোশি এবং হারোণকে প্রতিজ্ঞার দেশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল করা হয়েছিল কারণ তাঁরা ইস্রায়েলের লোকদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের পবিত্রতার সম্মান রাখতে পারেননি (গণনা পুস্তক ২০:১২)। ঈশ্বর মোশিকে জল বের করার জন্য পাথরের সাথে

কথা বলতে বলেছিলেন, কিন্তু মোশি পাথরটিকে আঘাত করেছিলেন। ঈশ্বর মোশির ওপর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কারণ তিনি লোকদের সামনে ঈশ্বরকে সম্মান প্রদর্শন করেননি।

যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র, তাই তিনি পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন না। পেন্টাটিউকে দশবার, একটি পাপকে "সদাপ্রভুর কাছে ঘৃণ্য" বলা হয়েছে, অর্থাৎ এমনকিছু যা ঈশ্বর ঘৃণা করেন। একজন পবিত্র ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন।

পবিত্র ব্যক্তিরা পাপকে ঘৃণা করেন

> 'যিশু মারা গিয়েছিলেন, মানুষকে পাপের সাথে মিলিত করার জন্য নয়, বরং তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য।'
> - আর. ই. হাওয়ার্ড (R.E. Howard)

ঈশ্বর হলেন পবিত্রতার ঈশ্বর এবং প্রেমের ঈশ্বর। মানুষের পাপ একটি সমস্যা তৈরি করেছিল। কীভাবে একজন পবিত্র ঈশ্বর পাপী মানুষের সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পারেন? কীভাবে ঈশ্বর একই সময়ে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর পবিত্রতার কাছে বিশ্বস্ত থাকতেন?

ঈশ্বর মানুষকে পবিত্র মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য তাঁর নিয়ম দিয়েছিলেন। নিয়মটি আমাদের জীবন কঠিন করে তোলার জন্য দেওয়া হয়নি; এটি আমাদের ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে বাস করতে সাহায্য করার জন্য প্রযোজ্য হয়েছিল। নিয়মটি ঈশ্বরের লোকদের পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি নকশা দিয়েছিলেন। পবিত্র লোকেরা পাপকে ঘৃণা করবে ঠিক যেমন একজন পবিত্র ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন।

নতুন নিয়মের লেখকরা শিখিয়েছেন যে ঈশ্বরের কাছে পৃথক হতে গেলে পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। যাকোব বলেছেন, "তোমরা কি জানো না, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণার নিদর্শন? কোনো ব্যক্তি যদি জগতের সঙ্গে বন্ধুত্বকে বেছে নেয়, সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে" (যাকোব ৪:৪)। আপনি ঈশ্বর এবং পাপ একসঙ্গে উভয়ের বন্ধু হতে পারেন না। আপনি একই সময়ে ঈশ্বর এবং পাপের সাথে চলতে পারেন না। একটি পবিত্র জীবনের জন্য পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন।

পৌল এমন লোকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যারা মনে করত ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের ইচ্ছাকৃত পাপ অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়েছে। তারা বলেছিল, "বিধানের অধীন নই, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন বলে আমরা কি পাপ করেই যাব?" (রোমীয় ৬:১৫)। পৌলের উত্তর দৃঢ় ছিল। "কোনোভাবেই নয়! তোমরা কি জানো না যে, ক্রীতদাসের মতো আদেশ পালনের জন্য যখন তোমরা কারও কাছে নিজেদের সমর্পণ করো, যার আদেশ তোমরা পালন করো, তোমরা তারই ক্রীতদাস হও?" এক্ষেত্রে কেবল দুটি বিকল্প আছে (রোমীয় ৬:১৬):

১। যদি আপনি নিজেকে পাপে সমর্পণ করে, তাহলে এর শেষ হল মৃত্যু।

২। যদি আপনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে, তাহলে এর শেষ হল ধার্মিকতা।

আপনি নিজেকে পাপ এবং ঈশ্বর উভয়ের কাছে সমর্পণ করতে পারেন না। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে, এবং ধার্মিকতার দাস করা হয়েছে (রোমীয় ৬:১৮)। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমাদের অবশ্যই পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে।

পৌল এটিকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রেখেছিলেন যা আমাদের ইচ্ছাকৃত পাপ এড়িয়ে চলার দায়িত্বটিকে প্রকাশ করে। "তোমরা যেহেতু তোমাদের স্বাভাবিক সত্তায় দুর্বল তাই আমি একথা সাধারণ মানুষের মতোই বলছি। যেমন তোমরা তোমাদের

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অশুদ্ধতা ও ক্রমবর্ধমান দুষ্টতার কাছে সমর্পণ করতে, তেমনই এখন সেগুলি ধার্মিকতার ক্রীতদাসত্বে সমর্পণ করো, যা পবিত্রতার অভিমুখে চালিত করে” (রোমীয় ৬:১৯)।

যখন আপনি ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করছেন তখন পাপের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। ***ঈশ্বরের কাছে*** পৃথক থাকতে গেলে ***পাপ থেকে*** বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বর এবং পাপ উভয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারি না। আদম এবং হবা পাপ করার পরে, তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নিজেদেরকে বাগানের গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছিল (আদিপুস্তক ৩:৮)। পাপের সাথে মিলন ঈশ্বরের সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়।

পরিত্রাণ আমাদেরকে পাপে বাস করার জন্য মুক্ত করেছে তা নয়। পরিত্রাণ আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছে যাতে আমরা পবিত্র হতে পারি। পরিত্রাণের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সন্তানদের পবিত্রতায় আনা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল আমাদের পাপ থেকে বের করে আনা এবং তাঁর সাথে সম্পর্কের জন্য পৃথক করে তোলা।[11]

চিহ-মিং তাইওয়ানের একটি পাহাড়ে ভ্রমণ করছিলেন। রাস্তার পাশে একটা পাহাড়ী খাদ ছিল যেটা অনেক নিচে একটা নদীতে নেমে গেছিল। আপনার কি মনে হয় যে চিহ-মিং তার বাস ড্রাইভারকে তাকে দেখাতে বলেছিল যে সে কতটা পাহাড়ের খাদের কাছাকাছি গাড়ি চালাতে পারে? না! চিহ-মিং প্রান্ত থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। একই ভাবে, একজন পবিত্র ব্যক্তি পাপ থেকে দূরে থাকেন। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে, একজন পবিত্র ব্যক্তি পাপী জীবনযাত্রা এড়িয়ে চলেন। একজন পবিত্র ব্যক্তি পাপ থেকে যতটা সম্ভব দূরে এবং ঈশ্বরের যতটা সম্ভব কাছে থাকেন।

প্রেরিত পিতর এইভাবে বিষয়টাকে প্রকাশ করেছেন, “কিন্তু তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সম্প্রদায়, এক পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ নিজস্ব এক প্রজা।” আমরা কীভাবে এইগুলি পালন করব? একটি পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে। “তোমরা পাপপূর্ণ কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকো, যেগুলি তোমাদের প্রাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদের মধ্যে তোমরা এমন উৎকৃষ্ট মানের জীবনযাপন করো” (১ পিতর ২:৯-১২)। ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র জীবন হল মালিকানার একটি চিহ্নস্বরূপ। পবিত্র লোকেরা পাপ থেকে দূরে থাকে কারণ তাঁরা ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ ব্যক্তি, এমন এক জাতি যে ঈশ্বরের। পবিত্র লোকেরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে থাকতে চান।

পৌল করিন্থের লোকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তিনি তাদের একটি তালিকা করেছিলেন যারা বহিষ্কৃত হবে: “যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজক, বা ব্যভিচারী, বা সমকামী, বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী, বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার লাভ করবে না।” এবং এরপর তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, “আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে।” করিন্থের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা দুষ্ট পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল এবং এইসমস্ত পাপের অনুশীলন করত।

কিন্তু পৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেননি, “এখন তোমারা খ্রিষ্টবিশ্বসী – যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গ, প্রতিমাপূজা, ব্যভিচারীতা, সমকামীতা, চুরি, লোভ, এবং মদ্যপ আচরণ অনুশীলন করো।” পরিবর্তে, পৌল বলেছেন, “তোমরা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা **ধৌত হয়েছ**, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ।” (১ করিন্থীয় ৬:৯-১১)।

---

[11] John N. Oswalt, *Called to Be Holy: A Biblical Perspective* (Nappanee: Evangel Publishing House, 1999), 33

পৌল উল্লাস করেছেন, "তোমরা যা ছিলে তা আর নেই! তোমরা আর সেই সমস্ত পাপের অধীনে নও। তোমরা পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ এবং এখন তোমরা ঈশ্বরের।" পবিত্র হওয়া মানে হল পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া *যাতে* আমরা ঈশ্বরের কাছে পৃথক হতে পারি।

পবিত্র হওয়া মানে হল ঈশ্বরের কাছে পৃথকীকৃত হওয়া

উষিয় একজন ভালো রাজা ছিলেন যিনি সবসময় সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তাই করতেন। তিনি সবসময় ঈশ্বরের অন্বেষণ করতেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন (২ বংশাবলী ২৬:৪-৭)। উষিয় রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। তিনি যিহূদার পরিধি বিস্তার করেছিলেন এবং দুর্বল রাজাদের শাসনকালে যেসব এলাকা পরাজিত হয়েছিল সেগুলোকেও পুনরুদ্ধার করেছিলেন। "তাঁর খ্যাতি একেবারে মিশরের সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তিনি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন" (২ বংশাবলী ২৬:৮)।

উষিয় একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাহিনীর শেষটি ছিল দুঃখবিদারক। "কিন্তু শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর উষিয়ের অহংকারই তাঁর পতনের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তিনি অবিশ্বস্ত হলেন" (২ বংশাবলী ২৬:১৬)।

কোন বিষয়টি ঈশ্বরকে উষিয়ের ওপর ক্ষুণ্ণ করেছিল? রাজা ধূপবেদীতে ধূপ পোড়ানোর জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ এবং পবিত্রর মধ্যে বিচ্ছেদ নষ্ট করেছিলেন। ফলস্বরূপ, "আমৃত্যু, রাজা উষিয় কুষ্ঠরোগী হয়েই ছিলেন। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে তিনি আলাদা একটি বাড়িতে বসবাস করলেন, এবং সদাপ্রভুর মন্দিরে তাঁর প্রবেশ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হল" (২ বংশাবলী ২৬:২১)।

রাজা উষিয় হত্যা করেননি, চুরি করেননি, বা ব্যাভিচারিতাও করেননি। তিনি মূর্তিপূজাও করেননি বা যাদুটোনাও করেননি। উষিয় ঈশ্বরের পৃথকীকরণের নীতিকে লঙ্ঘন করার মাধ্যমে পাপ করেছিলেন। তাঁর অহংকারের বশে তিনি পবিত্র ধূপবেদী স্পর্শ করেছিলেন। তিনি অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন।

অহংকারের বশবর্তী হয়ে রাজা উষিয় মন্দিরের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছিলেন। নিয়ম ঈশ্বরের লোকদের শিখিয়েছিল যে তাদের অবশ্যই পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, যাতে তারা ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্কে বাস করতে পারে। একটি পবিত্র জীবন হল **ঈশ্বরের কাছে পৃথকীকৃত হওয়া**।

ইতিহাসমূলক বইগুলি এমন অনেক মানুষ ও জিনিসের উদাহরণ দেয় যারা বা যেগুলি ঈশ্বরের জন্য পৃথক ছিল। ঠিক যেমন তিনি জ্বলন্ত ঝোপের ক্ষেত্রে করেছিলেন, ঈশ্বর এক খন্ড **জমি**কে পবিত্র হিসেবে পৃথক করেছিলেন। "সদাপ্রভুর সৈন্যদলের সেনাপতি উত্তর দিলেন, 'তোমার চটিজুতো খুলে ফেলো, যেহেতু তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থানটি পবিত্র'" (যিহোশূয় ৫:১৫)।

যখন ইস্রায়েল যিরীহো আক্রমণ করেছিল, ঈশ্বর তাদের সেই সবকিছু ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন যে "এই নগর এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জিত হবে... সমস্ত সোনা ও রুপো এবং ব্রোঞ্জ ও লোহার জিনিসপত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক থাকবে ও সেগুলি অবশ্যই তাঁর ভাণ্ডারে যাবে" (যিহোশূয় ৬:১৭, ১৯)। যিরীহোতে, এই জিনিসগুলি পবিত্র ছিল না; এগুলি তখনই পবিত্র হয়ে উঠেছিল যখন ঈশ্বর এগুলি নিজের বলে দাবী করেছিলেন।

দায়ূদ **লেবীয়দের** আদেশ করেছিলেন, "আপনাদেরই নিজেদের ও আপনাদের সহকর্মী লেবীয়দের পবিত্র করতে হবে এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকটির জন্য আমি যে স্থানটি প্রস্তুত করে রেখেছি, সেখানে সেটি নিয়ে আসতে হবে" (১ বংশাবলী ১৫:১২)। নিয়ম-সিন্দুক জেরুশালেমে নিয়ে আসার আগে, লেবীয় জাতি নিজেদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যর জন্য পৃথক করেছিল।

পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই পবিত্র লোকদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়। ইস্রায়েল তার চারপাশের অন্যান্য পাপী দেশ **থেকে** বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যাতে ঈশ্বরের নিজস্ব হয়ে ওঠার জন্য সে **ঈশ্বরের কাছে** তাঁর মূল্যবান সম্পদ হতে পারে (লেবীয় পুস্তক ২০:২৬; যাত্রাপুস্তক ১৯:৫)। মন্দির উৎসর্গ করার সময়ে, শলোমন প্রার্থনা করেছিলেন, "কারণ তুমি তাদের **তোমার নিজস্ব উত্তরাধিকার** হওয়ার জন্য জগতের সব জাতির মধ্যে থেকে আলাদা করে বেছে নিয়েছ, ঠিক যেভাবে তুমি, হে সার্বভৌম সদাপ্রভু, আমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর থেকে বের করে আনার সময় তোমার দাস মোশির মাধ্যমে ঘোষণা করলে" (১ রাজাবলী ৮:৫৩)। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে অন্য সমস্ত জাতির থেকে আলাদা করেছিলেন যাতে সে তাঁর হতে পারে। ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বরের ঐতিহ্য হওয়ার সম্মান ছিল।

অবিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতার বিরুদ্ধে করিন্থীয়দের সতর্ক করতে, পৌল যিশাইয়কে উক্তি করে বলেছিলেন, "'অতএব, তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো ও পৃথক হও, একথা প্রভু বলেন। কোনো অশুচি বস্তু স্পর্শ কোরো না…'" (২ করিন্থীয় ৬:১৭)।

পৃথকীকরণের বার্তাটি নেতিবাচক। তবে, এই পদটি একটি অসাধারণ প্রতিজ্ঞার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়! আমরা পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছে পৃথক হতে পারি। পৌল একটি প্রতিজ্ঞা অব্যাহত রেখেছেন: "…আমি তোমাদের গ্রহণ করব। আমি তোমাদের পিতা হব, আর তোমরা হবে আমার পুত্রকন্যা, সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলেন" (২ করিন্থীয় ৬:১৭-১৮)।

অপবিত্র সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্নতা আমাদেরকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে না। পরিবর্তে, আমরা পাপ থেকে আলাদা হয়েছি **যাতে আমরা ঈশ্বরের সাথে চলার আনন্দ পেতে পারি।** খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে পাপ থেকে আলাদা হতে হবে যাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অন্তর্গত হতে পারি। পবিত্র লোকেরা আনন্দের সাথে পাপ থেকে দূরে থাকে কারণ তারা জানে যে পাপ থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদের স্বর্গস্থ পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে।

এই আদর্শটি খাবার এবং পোশাকের নিয়মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ঈশ্বর কেন বলেছিলেন, "এই খাবারগুলি খাবে না" বা "এই ধরণের উপাদান পরিধান করবে না"? এই নিয়মগুলি ইস্রায়েলকে শেখানোর জন্য বস্তুগত পাঠ ছিল যে তাকে ঈশ্বরের কাছে পৃথক হতে হবে। এই নিয়মগুলি ইস্রায়েলকে এমন একটি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল যা ঈশ্বরের ছিল। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বলেছিলেন, "তুমি যেহেতু আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও মর্যাদার পাত্র আর আমি যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি" (যিশাইয় ৪৩:৪)। কী অসাধারণ চিত্র! ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে শাস্তিস্বরূপ পৃথক হয়নি; সে সম্মান এবং ভালোবাসার জন্য পৃথক হয়েছিল। সে সমস্ত জাতির মধ্যে ঈশ্বরের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল (যাত্রাপুস্তক ১৯:৫)।

এই ধারণাটি তাঁবুর ক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে। যারা রীতি-অনুযায়ী অশুচি ছিল তাদের স্থান ছিল শিবিরের বাইরে। যারা রীতি-অনুযায়ী শুচি ছিলেন তাঁরা শিবিরের ভিতরে ছিলেন। শিবিরের মধ্যস্থানে, যাজকরা তাঁবুতে বলি উৎসর্গ করতেন। কেবল মহাযাজকই মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারতেন। এই ব্যবস্থা লোকেদের একটি চাক্ষুষ অনুস্মারক দিয়েছিল যে **পাপ থেকে** বিচ্ছিন্নতা আমাদের **ঈশ্বরের কাছে** পৃথক করে তোলে। এটি লোকেদের দেখিয়েছিল যে ঈশ্বরের পবিত্র উপস্থিতির কাছাকাছি থাকার অর্থ কী।

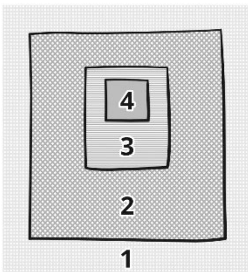

1 = শিবিরের বাইরের স্থান (অশুচি)
2 = শিবিরের ভেতরের স্থান (শুচি)
3 = তাঁবু (যাজকবর্গ)
4 = সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান (মহাযাজক)

যেহেতু লোকেরা পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করেছিল, ফলস্বরূপ তারা শিখেছিল যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পবিত্র হতে হবে। জীবনের সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রয়েছে।

> "আমাদের জীবনের কোনোকিছুই ঈশ্বরের কাছে একটি তুচ্ছ বিবরণ নয়।"
> – অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

লেবীয় পুস্তক ১৭–২৬কে বলা হয় "পবিত্রতার নীতি" (Holiness Code)। পবিত্রতার নীতি ইস্রায়েলকে শিখিয়েছিল কীভাবে একটি পবিত্র জাতি হিসেবে বাস করতে হয়। ক্ষুদ্রতম বর্ণনা থেকে বৃহত্তম আদর্শ, এই নীতিগুলি ঈশ্বরের পবিত্রতা থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। এগুলি ইস্রায়েলকে দেখিয়েছিল কীভাবে এক পাপে পরিপূর্ণ জগতে পবিত্র হতে হয়। তারা ইস্রায়েলকে শিখিয়েছিল কীভাবে পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা শিখিয়েছিল যে ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে পৃথক, যিনি তাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন (লেবীয় পুস্তক ১৯:৩৬)।

লেবীয় পুস্তক ২০ অধ্যায়ে, ঈশ্বর বলেছেন, "আমার উদ্দেশে তোমাদের পবিত্র হতে হবে, কারণ আমি সদাপ্রভু পবিত্র এবং জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আমি পৃথক রেখেছি, যেন তোমরা আমার নিজস্ব হও" (লেবীয় পুস্তক ২০:২৬)। "জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আমি পৃথক রেখেছি।" কেন? "যেন তোমরা আমার নিজস্ব হও।" এটাই ছিল **ঈশ্বরের কাছে** পৃথকীকরণ।

লেবীয় পুস্তক ২০:২৬-এ অনুবাদকৃত হিব্রু শব্দ "বিচ্ছিন্ন" আদিপুস্তক ১:৪-এ ব্যবহৃত হয়েছে যখন ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে বিভক্ত বা পৃথক করেছিলেন। আপনি আলো এবং অন্ধকারকে মিশ্রিত করতে পারেন না; তারা বিপরীত। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে চারপাশের পাপে পরিপূর্ণ জাতিগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে বলেছিলেন। কেন? **যাতে তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর অন্তর্গত হতে পারে।** এই নীতিগুলি প্রকাশ করে যে সমস্ত জীবন ঈশ্বরের। একটি পবিত্র জাতির জন্য, সমস্ত জীবন ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন। পবিত্র হওয়া মানে সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া। আমরা পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি যাতে আমরা ঈশ্বরের অন্তর্গত হতে পারি।

► কোনটি বেশী কঠিন বলে মনে হয় – **পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন** হওয়া নাকি **ঈশ্বরের কাছে পৃথক** হওয়া? কেন?

পবিত্রতার অনুশীলন : “এই জগতে, কিন্তু জগতের মতো নয়”

বাইবেলভিত্তিক পৃথকীকরণ জগতের কাছে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁর শিষ্যেরা জগতে থাকলেও, যেন এই জগতের মতো না হয়। দানিয়েল রাজকীয় খাবার এবং পানীয় দ্রাক্ষারস গ্রহণ করে নিজেকে অশুচি করতে অস্বীকার করেছিলেন (দানিয়েল ১:৮)। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, ঈশ্বরের লোকেরা তাদের নিজেদেরকে সমাজের পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। এটিই ঈশ্বরের লোকদের তাদের জগতে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ করে তুলেছিল।

ইস্রায়েল যাজকদের এক রাজ্য হওয়ার জন্য আহূত হয়েছিল, এক পবিত্র জাতি যে অন্যদের ঈশ্বরের পথে নেতৃত্ব দিত (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬)। যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, সে তার উদ্দেশ্যপূরণে সফল হয়েছিল। রাহাব বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে এক মহা ভয় এসে পড়েছে ··· আমাদের হৃদয় গলে গেল, তোমাদের জন্য আমাদের প্রত্যেকের সাহস নষ্ট হয়ে গেল।” কেন? কারণ ইস্রায়েল বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ একটি শক্তিশালী দেশ ছিল? না! কারণ, “তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপরে স্বর্গের ও নিচে পৃথিবীর ঈশ্বর” (যিহোশূয় ২:৯-১১)। যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের জন্য পৃথক হয়েছিল, সে সমস্ত জাতির কাছে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

আমরা এই নীতিবোধ যোষেফের জীবনে দেখতে পাই। যেহেতু যোষেফ নিজেকে মিশরের পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন, ফলস্বরূপ তিনি ফরৌণের কাছে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। “এই লোকটির মতো কাউকে কি আমরা খুঁজে পাব, যার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছে?” (আদিপুস্তক ৪১:৩৮)। যদি যোষেফ মিশরীয়দের মতো জীবন কাটাতেন, তাহলে তাঁকে কখনোই ফরৌণের কাছে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হত না।

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁর অনুগামীরা এই জগতে থাকলেও যেন এই জগতের মতো না হয়। এই কথাটি কখনো কখনো সেইসব খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ভুল বুঝেছে যারা সতর্ক, ধার্মিক জীবনযাপন করতে চায়। তারা ভুল বুঝে মনে করে যে পৃথিবীতে থাকা একটি প্রয়োজনীয় পাপ যা ঈশ্বরের লোকেদের স্বর্গরাজ্যের পথে সহ্য করতে হবে।

তথাপি, তাঁর অনুগামীরা এই জগতের নয় এই বিষয়ে উল্লাস করার পর, যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি” (যোহন ১৭:১৬-১৮)। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা সক্রিয়ভাবে **জগতে** সেবাকার্য করে। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে আমরা যখন পৃথিবীতে প্রেরিত হচ্ছি তখন আমরা যেন জগতের মতো হয়ে না যাই। পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মাধ্যমে, আমরা জগতকে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের আহ্বান পূরণ করতে পারি। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, আমরা পাপে পরিপূর্ণ একটি বিশ্বের জন্য লবণ এবং আলো হতে পারি।

প্রেরিতেরা জানতেন যে একটি পবিত্র জীবন হল জগতের কাছে একটি সাক্ষ্য। পিতর বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের সাক্ষাতে ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করতে বলেছিলেন:

> অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদের মধ্যে তোমরা এমন উৎকৃষ্ট মানের জীবনযাপন করো যে, যদিও তারা তোমাদের দুষ্কর্মকারী বলে অপবাদ দেয়, তবুও তারা তোমাদের সৎ কর্মগুলি দেখতে পায় ও যেদিন ঈশ্বর আমাদের পরিদর্শন করেন, সেদিন তারা তাঁর গৌরব কীর্তন করবে (১ পিতর ২:১২)।

পৌল ক্রীট দ্বীপের মন্ডলীর নেতা তীতকে চিঠি লিখেছিলেন। এই বিশ্বাসীরা মূর্তিপূজকদের (পেগান) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পৌল তীতকে বলেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অবশ্যই এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে "আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে তারা যেন সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে" (তীত ২:১০)। যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পবিত্র জীবন যাপন করত, তাই তাদের জীবন সুসমাচারকে শোভিত করত। পবিত্র ব্যক্তিদের আচরণ সুসমাচারকে আমাদের জগতে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

পৌল ফিলিপীতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একটি ঐশ্বরিক জীবনের জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাদের পাপ থেকে আলাদা থাকতে হবে। "যেন তোমরা **এই কুটিল ও অবক্ষয়ের যুগে** ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ও শুচিশুদ্ধ সন্তান হতে পারো। **তোমরা তখন তাদের মধ্যে আকাশের তারার মতো এই জগতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে**" (ফিলিপীয় ২:১৫)।

যেহেতু ঈশ্বরের লোকেরা পবিত্র জীবন যাপন করে, ফলস্বরূপ আমরা জগতে আলোর মত দীপ্তিমান থাকি। ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনের মধ্যে দিয়ে একটি অন্ধকার জগতে একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়। পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিত্রাণ অর্জনের জন্য একটি বৈধ প্রচেষ্টা নয়। পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদেরকে জগতের আলো এবং লবণ হওয়ার জন্য যিশুর যে আহ্বান তা পরিপূরণ করতে সক্ষম করে তোলে (মথি ৫:১৩-১৪)। পবিত্র হাত আমাদের জগতের জন্য দৃঢ় সাক্ষ্য।

বাইবেলভিত্তিক পৃথকীকরণের নীতিসমূহ

বহু মানুষের কাছে জগৎ থেকে বিচ্ছেদ হল করণীয় এবং না করণীয়-এর একটি তালিকা। প্রায়শই বিচ্ছেদকে নিয়মের একটি তালিকা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। অনেক লোক বিচ্ছেদকে সংজ্ঞায়িত করে তাদের এমন পোশাকের তালিকার দ্বারা যা তারা পরিধান করে না, এমন কোনো জায়গা যেখানে তারা যেখানে যায় না এবং সেইসব বিনোদন যেটিতে তারা অংশগ্রহণ করে না।

এটি অবশ্যই সত্যি যে পবিত্র লোকেরা নির্দিষ্ট কিছু পোশাক পরবে না বা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় যাবে না। একজন পবিত্র ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চান। তাই, পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া নিয়মের একটি তালিকার চেয়েও বড় বিষয়।

শুধুমাত্র নিয়মের একটি তালিকা দ্বারা বিচ্ছেদ সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল যে নিয়মগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, কিছুক্ষেত্রে সামান্য ব্যাখ্যাসহ। একটি মন্ডলী নিয়মের একটি সেট দ্বারা তার পৃথকীকরণকে চিহ্নিত করে; অন্য মন্ডলী নিয়মের অন্য সেট দ্বারা তার পৃথকীকরণকে চিহ্নিত করে। একটি ভালো পদ্ধতি হল বাইবেলের নীতিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা যা **সমস্ত সময়ে** এবং **সমস্ত সংস্কৃতিতে** সত্য।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের জীবনধারার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনার কাছে সমর্পণের বিষয়টি প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যিক। যদি আমরা এমন ব্যক্তি হতে চাই যারা ঈশ্বরের নিজের লোক হিসেবে পৃথকীকৃত (১ পিতর ২:৯), তাহলে আমরা আনন্দ সহকারে তাঁর বাক্যের শিক্ষা মেনে চলব।

যদিও বাইবেল আধুনিক জীবনের অনেক দিককে সরাসরি সম্বোধন করে না, তবে এটি এমন কিছু নীতি স্থাপন করে যা আমাদের পথ দেখাবে। সেই নীতিগুলি কী যা একজন পবিত্র ব্যক্তির জীবনধারাকে পরিচালনা করবে?

(১) শালীনতার নীতি

বিনয়ের নীতি নিশ্চিত করে যে আমাদের পোশাক এবং আচরণ অবশ্যই ঈশ্বরের সম্মানজনক হবে এবং তার চোখে লজ্জাজনক সমস্ত কিছু এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের পোশাক এবং আচরণ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়।

সমগ্র বাইবেলে, **নগ্নতা** লজ্জাজনক ছিল। পাপ করার পরে আদম এবং হবা লজ্জিত হয়েছিল, কারণ তারা জানত যে তারা নগ্ন ছিল (আদিপুস্তক ৩:৭)। তাই তারা নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় তৈরি করেছিল। যখন ঈশ্বর বাগানে তাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি তাদের চামড়ার আরও সম্পূর্ণ পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং তাদের পরিধান করিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩:২১)।

বাকি সমস্ত শাস্ত্রাংশ জুড়ে, নগ্নতা মূলত লজ্জার প্রতীক।[12] ভাববাদীরা নগ্নতাকে ঈশ্বরের বিচারের একটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন (যিশাইয় ২০:১-৪; হোশেয় ২:৩; যিহিষ্কেল ২৩:২৯)। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমাদের পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত যে আমরা ঈশ্বরের শালীনতাকে সম্মান করি। আমাদের নগ্নতা দ্বারা লজ্জিত হওয়া উচিত যা ঈশ্বরের ভাববাদীদের কাছে লজ্জার প্রতীক ছিল। আমাদের পোশাক এমন ধরনের পোশাক হওয়া উচিত আমাদেরকে ঈশ্বরের পবিত্র এবং শুচি ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে।

বাইবেলে **লিঙ্গভেদ** বিষয়টি শালীনতার অন্তর্ভুক্ত। যদিও বাইবেল ইস্রায়েলীদের পরিধান করার জন্য পোশাকের কোনো নির্দিষ্ট ধরণকে সংজ্ঞায়িত করে না, তথাপি ঈশ্বর তাঁর লোকদের পোশাকের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্য বজায় রাখার আদেশ দিয়েছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৫)।

নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় যে আমাদের **সাজসজ্জা** প্রকাশ করে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। পৌল দুই সাজসজ্জার ধরনের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন:

> নারীরা পরিশীলিত সাজসজ্জা করুক, শিষ্টাচার ও শালীনতা বজায় রাখুক। চুলের বাহার[13] সোনা ও মণিমুক্তা বা বহুমূল্য পোশাক দ্বারা নয়, কিন্তু যে নারীরা নিজেদের ঈশ্বরের উপাসক বলে দাবি করে, তারা যোগ্য সৎকর্মের দ্বারা ভূষিত হোক (১ তিমথি ২:৯-১০)।

পৌল অপরিশীলিত চুলের বিন্যাস, গয়না এবং পোশাকের অযৌক্তিক সাজসজ্জা নিষিদ্ধ করেছেন। একই সময়ে, পৌল সম্মানজনক পোশাকের সাজসজ্জার প্রশংসা করেছেন যা সেই নারীদের জন্য উপযুক্ত, যারা ধার্মিকতা প্রকাশ করে। এটি উত্তম কাজের সাজবিন্যাস যা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সন্ধান করা উচিত।

পৌলের শিক্ষা বাহ্যিক সাজ-পোশাক এবং অন্তরাত্মার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। এই বিভাগে পৌলের তিমথিকে লেখা চিঠিতে তিনি মন্ডলীতে প্রার্থনার উল্লেখ করছেন। তিনি তিমথিকে জানাচ্ছেন কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রার্থনা করা উচিত। তিনি প্রতিটি লিঙ্গের জন্য উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন।

---

[12] দৃষ্টান্তস্বরূপ, নগ্নতা ঈশ্বরের বিচারের একটি প্রতীক ছিল (হোশেয় ২:৩; যিহিষ্কেল ২৩:২৯)।

[13] “বিনুনিযুক্ত” (braided) শব্দটি কিছুক্ষেত্রে পাঠকদের বিভ্রান্ত করে। পৌলের সময়ে এটি ছিল চুলের একটি বিন্যাস যেখানে বিনুনিতে নানারকম অলংকার যোগ করা হত। তার আদর্শ হল “মহিলারা শালীনতা দ্বারা সজ্জিত হোক, অতিরিক্ত বিন্যাস-বাহার দ্বারা নয়।”

পৌল লিখেছেন যে পুরুষদের সবসময় ক্রোধ এবং মতবিরোধ ত্যাগ করে প্রার্থনা করা উচিত (১ তিমথি ২:৮)। আমাদের কখনোই রাগান্বিত আত্মার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যাওয়া উচিত নয়। পৌল লিখেছেন যে নারীদের সবসময় নম্রতা এবং বশ্যতার মনোভাব নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত; এটি এমনকি পোশাক এবং অলংকারেও প্রতিফলিত হয়। আমাদের কখনোই অহংকার এবং আত্ম-শ্লাঘা নিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যাওয়া উচিত নয়। পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে একটি নম্রতার ভাব থাকে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

পিতর বাহ্যিক সাজ-পোশাক এবং অন্তরাত্মার মধ্যে একই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।

> তোমাদের সৌন্দর্য যেন বাহ্যিক সাজসজ্জা, যেমন চুলের বাহার, সোনার অলংকার বা সূক্ষ্ম পোশাক-পরিচ্ছদের উপর নির্ভরশীল না হয়। বরং সেই সৌন্দর্য হবে তোমাদের আন্তরিক সত্তার, শান্ত ও কোমল আত্মার অম্লান শোভায় ভূষিত, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহামূল্যবান। কারণ প্রাচীনকালের পবিত্র নারীরা, যাঁরা ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখতেন, এভাবেই নিজেদের সৌন্দর্যময়ী করতেন। তাঁরা নিজের নিজের স্বামীর বশ্যতাধীন থাকতেন··· (১ পিতর ৩:৩-৫)।

পৌলের মতই, পিতর দুই ধরনের অলংকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিস্তৃত চুলের বিন্যাস, গয়না এবং পোশাকের **বাহ্যিক** সাজসজ্জা নিষিদ্ধ করেন। তারপর, তিনি একটি নম্রতা এবং শান্ত ভাবের আত্মিক সাজসজ্জার আদেশ দেন, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। পবিত্র লোকেরা এই জগতের অনুমোদন পাওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূল্যবান হওয়ার বিষয়ে বেশি যত্নশীল। ঈশ্বরের প্রতি আশাবাদী পবিত্র নারীরা এভাবেই নিজেকে সাজাতেন।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের **বিনোদনের** মাধ্যমে অবশ্যই প্রকাশিত হওয়া উচিত যে আমরা ঈশ্বরের জন্য পৃথক। পৌল বলেছেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের মন সর্বদা এমন বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকা উচিত যা আমাদের আরো বেশী খ্রিষ্টস্বরূপ করে তুলবে।

> অবশেষে বলি, ভাইবোনেরা, যা কিছু সত্য, যা কিছু মহান, যা কিছু যথার্থ, যা কিছু বিশুদ্ধ, যা কিছু আদরণীয়, যা কিছু আকর্ষণীয়—যদি কোনো কিছু উৎকৃষ্ট বা প্রশংসার যোগ্য হয়—তোমরা সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করো (ফিলিপীয় ৪:৮)।

পবিত্র জাতি হিসেবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনি যখন লেবীয় পুস্তক পড়েন, আপনি দেখবেন যে কোনোকিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টির বাইরে নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ! তার মানে এই *নয়* যে ঈশ্বর একজন অত্যাচারী শাসক যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এটির কারণ হল ঈশ্বর এমন একজন প্রেমিক পিতা যিনি তাঁর সন্তানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে যত্নশীল। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা চান না যে তাঁর সন্তানেরা এমন কোনো পোশাক পরিধান করুক যা তাঁর যত্ন দিয়ে তৈরি করা দেহকে অসম্মান করে। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা চান না যে তাঁর সন্তানেরা তাদের মনকে এমন কোনো বিনোদনে পরিপূর্ণ করুক যা তাদের পাপপূর্ণ এবং লজ্জাজনক মানসিকতায় অনুপ্রাণিত করবে। আমরা তাঁর নিজের অধিকারের জন্য একটি জাতি, এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য যত্নশীল।

► শালীনতার নীতি আপনার সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করুন। আপনার জগতে শালীনতা বজায় রাখার জন্য কোন ক্ষেত্রগুলি (পোশাক এবং জীবনধারা উভয়ই) একটি চ্যালেঞ্জ?

(২) ধনাদক্ষ বা জিম্মাদারির নীতি

ধনাদক্ষতার নীতি নিশ্চিত করে যে আমাদের যা কিছু আছে সবকিছুই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমরা আমাদের সমস্ত অর্থ এবং সংস্থান এমনভাবেই ব্যবহার করব যা তাঁকে সম্মান করে।

১৮ শতকে কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটা কঠোর পোশাক বিধি অনুসরণ করত। তারা পোশাকে কোনোরকম নকশা রাখত না। তারা পোশাকে চকচকে বোতাম লাগাত না; পুরুষেরা নেকটাই পরত না; তারা কেবল ধূসর রঙের কাপড়ের পোশাক পরত। এটি এমন দেখাতো যে তারা খুব নম্র।

তবে জন ওয়েসলি পোশাক নিয়ে একটি প্রচার করেছিলেন যেখানে তিনি অনুযোগ করেছেন যে নম্রতার এই প্রকাশ কেবল বাহ্যিক ছিল। জামাকাপড় সাদামাটা দেখালেও কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী দায়িত্বশীলতার নীতিকে উপেক্ষা করেছিল। তারা তাদের পোশাকের জন্য সবচেয়ে দামি উপকরণ কিনতে লন্ডন থেকে প্যারিস ভ্রমণ করত। হ্যাঁ, তারা শুধু ধূসর কাপড়ই কিনত – কিন্তু তারা তাদের সম্পদ দেখানোর জন্য দামী কাপড় কিনত। তারা বিনয়ী ছিল, কিন্তু তারা ঈশ্বরের অর্থের ভাল পরিচারক ছিল না।[14]

ওয়েসলি জোর দিয়েছিলেন যে জগত থেকে আলাদা হওয়ার অর্থ ঈশ্বর আমাদের যে অর্থ প্রদান করেন তার একটি ভাল পরিচারক হওয়া। তিনি প্রচার করেছিলেন যে একজন পবিত্র ব্যক্তির অযৌক্তিক পোশাকের জন্য অর্থ অপচয় করা উচিত নয়। শালীন পোশাক পরা সম্ভব কিন্তু আমাদের পছন্দের ক্ষেত্রে অপচয় করা উচিত নয়। পৌল বলেছিলেন যে আমাদের সাজসজ্জা অবশ্যই ব্যয়বহুল পোশাক হওয়া উচিত নয় (১ তিমথি ২:৯)।

ধনাদক্ষতার নীতি কখনোই বলে না সবসময় সস্তা জিনিস কিনতে হবে। কখনো কখনো ভালো গুণমানসম্পন্ন কাপড় যার দাম বেশী তা বেশীদিন টিকে যায়। কিছু কিছু মন্ডলী সস্তা নিকাশ ব্যবস্থা করে অর্থ সঞ্চয় করে – কিন্তু সেই লিক সারাতে টাকার চেয়ে বেশী সময় নষ্ট করে! এটি খারাপ দায়িত্বশীলতার পরিচয়।

ধনাদক্ষতার নীতি বলে, "আমরা হলাম ঈশ্বরের অর্থের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিশ্বাসে দিয়েছেন। আমাদের অবশ্যই এটা জ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা ঈশ্বরের সেই তালন্তের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই এটা তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করব। আমরা যা কিছু করি সবকিছুই অবশ্যই তাঁকে সম্মানের জন্য করা উচিত।"

► ধনাদক্ষতার নীতি আপনার সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করুন। কীভাবে আপনার মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের সম্পদের উত্তম ধনাদক্ষ হতে পারে?

(৩) সংযমের নীতি

সংযমের নীতি নিশ্চিত করে যে আমরা কোনোকিছুকেই (এমনকি তা ভালো কিছু হলেও) আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দেব না। আমাদের জগতে থাকার সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হল আমরা জগতে থাকি কিন্তু আমরা জগতের নই! আমাদের জগতে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমরা উপভোগ করতে পারি এবং তা করা উচিত। একটি পবিত্র জীবনের জন্য সংযম বা নম্রতা প্রয়োজন এমনকি ভালো বিষয়বস্তু হলেও।

---

[14] John Wesley, "On Dress" from *The Works of John Wesley*, (Grand Rapids: Baker Books, 1996)

খাবার একটা উদাহরণ। খিদে পাওয়া হল একটি স্বাভাবিক বিষয়; এতে কোনো পাপ নেই। পৌল লিখেছেন যে আমাদের ঈশ্বরের গৌরবের খাদ্যগ্রহণ করা উচিত (১ করিন্থীয় ১০:৩১)। খাওয়া পাপের বিষয় নয়। তবে, যদি আমি অতিভোজী ব্যক্তি হই যার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তাহলে আমি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য খাচ্ছি না। জগত আত্মতৃপ্তির জন্য খাদ্যগ্রহণ করে; যদি আমার খাদ্যাভাসে অসংযমী হই, তাহলে আমি জগতের। পরিবর্তে, আমি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য খাই। এর মানে হল যে ঈশ্বর আমাকে যে উত্তম খাদ্য জুগিয়েছেন তা খাওয়ার সময় আমি আত্ম-সংযম অনুশীলন করব।

করিন্থীয়রা জোর দিয়েছিল যে তারা ব্যাভিচার করতে পারে কারণ তারা ঈশ্বরের আত্মিক সন্তান এবং শরীর আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের বক্তব্য, "পেটের জন্য খাদ্য এবং খাদ্যের জন্য পেট।" তাদের সংস্কৃতি থেকে তাদের ধারণা ছিল যে শরীর যা চায় তা পাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

পৌল করিন্থীয়দের শিক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে এবং তারপর তাদের শিক্ষার পিছনে মিথ্যা ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। "'সবকিছু করা আমার পক্ষে নিয়মসংগত," **কিন্তু কোনো কিছুই আমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।** "পেটের জন্য খাদ্য এবং খাদ্যের জন্য পেট," – **কিন্তু ঈশ্বর এই উভয়কেই ধ্বংস করবেন**" (১ করিন্থীয় ৬:১২-২০)। তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের দেহ স্বয়ং খ্রীষ্টেরই অঙ্গ?" পৌল উপসংহার দিয়েছেন, "তোমরা আর তোমাদের নিজের নও, তোমাদের মূল্য দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমাদের দেহ দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের গৌরব করো।"

পৌলের নীতি হল এই – যদি কোনোকিছু নিয়মসঙ্গত হয়েও থাকে, তবুও সেগুলির আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনের সমস্ত কিছুতে, এমনকি আমাদের জীবনের ওপরেও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। আমরা যা কিছু করি সেই **সবকিছুতেই** আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরকে সম্মানিত করতে হবে। এটি চায় যে আমরা সংযম এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সাথে জীবন-যাপন করি।

এটি দৈনন্দিন জীবনে কেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়? এর মানে হল যা আমরা খাই বা পান করি তাতে আত্ম-সংযম। এটির মানে হল আমাদের বিনোদনে আত্ম-সংযম। একজন পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে, আমি কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব না। এমনকি একটি অতি সাধারণ বিনোদনও খারাপ হতে পারে (আমার জন্য) যদি সেটি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংযমের আদর্শ সবক্ষেত্রেই আত্ম-সংযমের শিক্ষা দেয়।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল যেটি দেখায় যে কীভাবে এই নীতিগুলিকে ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে। মনে রাখবেন, এটি শুধুমাত্র একটি উদাহরণ, এটি আপনার জন্য কোনো নিয়ম নয়!

জেমস নামের এক যুবক একটা নতুন কম্পিউটার কিনেছিল যেটায় "টেট্রিস" নামের একটা গেম ছিল। গেমটা নিয়ে কোন বিশেষ সমস্যা ছিল না। এটি হিংসাত্মক বা যৌন-উদ্দীপক ধরণের ছিল না। এটা একটা সাধারণ পাজল ছিল। যাইহোক, জেমস দ্রুত বুঝতে পারে যে গেমটার দ্বারা সে পরিচালিত হচ্ছে! সে কোন কাজ করতে বসছে – আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গেমটা খেলতে শুরু করে দিচ্ছে। সে ভাবছে, "আমি কাজ থেকে একটু বিরতি নেব এবং টেট্রিস খেলব।" তিরিশ মিনিট পরে সে বলছে, "আমি আরো একটা গেম খেলতে চাই।" কিন্তু একঘন্টা পরেও, সে খেলেই যাচ্ছে। অবশেষে, ঈশ্বর তাকে সংযমের আদর্শের কথা স্মরণ করালেন। "সবকিছু করা আমার পক্ষে নিয়মসংগত,' কিন্তু কোনো কিছুই আমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না" (১ করিন্থীয় ৬:১২)।

এই কারণেই, জেমস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তার কম্পিউটার থেকে টেট্রিস ডিলিট করে দেওয়া উচিত। এটা কি প্রত্যেকের জন্যই একটি বাইবেলভিত্তিক নিয়ম? না! বাইবেলে কোথাও *টেট্রিস*-এর কথা উল্লেখ করা নেই! কিন্তু জেমসের ক্ষেত্রে, সংযমের আদর্শ হল সেই গেমকে এড়িয়ে চলা যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

আদর্শ মূলত নীতির চেয়ে বৃহত্তর বিষয়। বাইবেলে টেট্রিস-এর বিরুদ্ধে আলাদা করে কোনো শিক্ষার উল্লেখ নেই। যদি টেট্রিস আপনার প্রিয় গেম হয়ে থাকে, তাহলে জেমস সেটা বন্ধ করেছে বলে আপনারও সেটা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু জেমসের ক্ষেত্রে, তার দুর্বলতার জন্য টেট্রিস একটা ফাঁদ ছিল। যদি আমরা কেবল পবিত্র জীবনই যাপন করতে চাই তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে জানতে চাইতে পারি, "আমি কীভাবে এমন জীবন যাপন করতে পারি যা তোমাকে সন্তুষ্ট করে?"

► আপনার সংস্কৃতিতে সংযমের নীতি প্রয়োগ করুন। আপনার জীবনে বাইবেলভিত্তিক বিষয়গুলির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কোন ক্ষেত্রগুলি একটি চ্যালেঞ্জ?

(৪) গ্রহণযোগ্যতার নীতি

যখন তিমথি, যার বাবা ছিলেন গ্রীক এবং মা ছিলেন ইহুদী, পৌল এবং সীলের সাথে তাদের পরিচর্যা কার্যে যোগ দিয়েছিলেন, পৌল চেয়েছিলেন মন্ডলীর কাজের স্বার্থে তিমথি সুন্নত বা ত্বকচ্ছেদ (লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন) সম্পন্ন করুক (প্রেরিত ১৬:৩)। এর আগে পৌল তীতের সুন্নত করতে অস্বীকার করেছিলেন যিনি মূলত গ্রীক জাতির ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ছিলেন (গালাতীয় ২:৩)। এই পরিস্থিতিতে পৌলের ভিন্ন মতামত পরিচর্যা কার্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শের শিক্ষা দেয়।

তীতের ক্ষেত্রে পৌল সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যে আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়েছি। ইহুদি আইন অনুসরণ করার জন্য একজন পরজাতির ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতার বার্তাকে দুর্বল করে তুলবে। যারা তীতের সুন্নতের দাবী করেছিলেন পৌল তাদের বিরোধীতা করেছিলেন (গালাতীয় ২:১-৬)। প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে যিরূশালেম মন্ডলী মেনে নিয়েছিল যে পরজাতিদের ধর্মান্তরের জন্য সুন্নতের প্রয়োজন নেই।

প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে পৌল তিমথিকে ত্বকচ্ছেদ করতে বলেছিলেন। কেন? পরিত্রাণের জন্য নয়, বরং ইহুদি ধর্মস্থানগুলিতে সক্রিয়ভাবে পরিচর্যার কাজ করার জন্য।

► ১ করিন্থীয় ৯:১৯-২৩ পড়ুন।

পৌল একই নীতি করিন্থীয়দের কাছেও তুলে ধরেছিলেন। সুসমাচারের জন্য, পৌল বাইবেলের নীতির সাথে জড়িত নয় এমন ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে আপস করেননি, তবে তিনি পরিচর্যা কার্যের খাতিরে তার স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির পরামর্শ দেয়। কিছু বিষয় একটি পরিস্থিতিতে সঠিক হতে পারে এবং অন্য পরিস্থিতেতে সঠিক নাও হতে পারে। সক্রিয় পরিচর্যার স্বার্থে, একজন লিডার কিছু স্বাধীনতা কিছুক্ষেত্রে ছাড়তে পারে যা তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে আঘাত করে না। এগুলি বাইবেলভিত্তিক শিক্ষার বিষয় নয়, উপরন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন সংক্রান্ত ব্যাপার।

গ্যারি হলেন একজন আফ্রিকান মিশনারি। গ্যারি তার মুখভর্তি দাঁড়ি রেখেছিলেন। তার দেশে দাঁড়ি হল বয়স এবং ক্ষমতার প্রতীক। একটি উপজাতির প্রধান সবসময় একটি লম্বা দাঁড়ি রাখেন। গ্যারি যাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন সকলের কাছেই তার দাঁড়ি সম্মান অর্জন করে। তিনি গ্রহণযোগ্যতার নীতি হিসেবে দাঁড়ি রাখেন।

রিক হল একজন এশীয় মিশনারি। রিকের দেশে দাঁড়ি মর্যাদাহীন এবং ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই। তার দেশে ফেরার পরেই, রিক দেখেন যে তাঁর দাঁড়ি তার কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। তিনি গ্রহণযোগ্যতার নীতি হিসেবে তার দাঁড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন।

দাঁড়ি রাখা ঠিক না ভুল? কোনোটাই নয়! দুজন ব্যক্তিই গ্রহণযোগ্যতার নীতি অনুসরণ করতে শিখতে শিখেছিলেন – অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে যে পরিস্থিতিতে রাখেন সেটির জন্য সবচেয়ে ভালো কোনটি?

► আপনি কি এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন যেখানে খ্রিষ্টের জন্য আপনার চারপাশের লোকেদের কাছে পৌঁছানোর জন্য গ্রহণযোগ্যতার নীতি আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উৎসর্গ করতে বাধ্য করেছে?

(৫) দায়িত্বের নীতি: কার কাছে আমি উত্তর দিতে দায়বদ্ধ?

একজন শিক্ষক কিছু কলেজ পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ছাত্রাবাসের হ্যান্ডবুকের জন্য কোনটা পছন্দ করবে, নিয়মকানন নাকি নীতি?" তারা উত্তর দিয়েছিল, "আমরা নীতির পক্ষে!"

তারপর সেই শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন, "কোনটা মেনে চলা সহজ: একটা নিয়ম যেখানে বলা হয়েছে, 'মাঝরাতে অবশ্যই আলো নিভিয়ে রাখতে হবে' নাকি একটা নীতি যেখানে বলা হয়েছে, 'তুমি পরিচর্যা কার্যের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে যাতে তুমি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারো এবং প্রতিদিন সকালে তোমার প্রথম ক্লাসের পড়াশোনায় মনঃসংযোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারো'"? ছাত্রেরা দ্রুত বুঝতে পেরেছিল যে একটি নীতির জন্য আমাদের সাধারণ নিয়মের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তা করতে হয়!

নীতি কঠিন হতে পারে। একটি অন্যতম মূল বিষয় হল এটি উপলব্ধি করা যে আমরা বিচ্ছেদ বিষয়ে ঈশ্বরের উত্তর। আপনার এমন একটি নিয়ম থাকতে পারে না যা বলে, 'প্রতিদিন ________ গ্রাম খাবারই উপযুক্ত। তার চেয়ে বেশী মানেই পেটুক।' এটি অসম্ভব! পরিবর্তে, আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।

একজন ব্যক্তি এমন একটি অফিসে থাকবে যার জন্য সুন্দর স্যুট লাগবে; খামারে পরার জন্য একটি সুন্দর স্যুট কিনলে অন্য একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি হবে!

ঈশ্বর তাদের পরিচর্যার ব্যবস্থা, তাদের পটভূমি এবং এমনকি তারা যে পাপের প্রবণতায় রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন প্রত্যয় দিতে পারেন। আমরা সবাই একরকম নই; আমরা সবাই একরকম দেখতে নই। আমাদের পরিচিতদের ভিন্ন জীবনধারার প্রতি বিশ্বাস থাকতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যগুলি শাস্ত্রের শিক্ষার বিরোধিতা না করে, এই পার্থক্যগুলি বাইবেলের স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ হতে পারে।

এটির কারণে, আমাকে আবশ্যিকভাবে দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে:

১। আমার অন্য ব্যক্তিদের হৃদয় বিচার করা উচিৎ নয়। তারা জগৎ থেকে তাদের পৃথকীকরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে উত্তর দিয়েছে (রোমীয় ১৪:৪)।

২। আমার নিজের হৃদয়কে সতর্কভাবে বিচার করা আবশ্যিক। আমি জগৎ থেকে আমার পৃথকীকরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে উত্তর দিতে দায়বদ্ধ (২ করিন্থীয় ৫:৯-১০)।

তারা রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন - কাউন্ট জিনজেনডর্ফ এবং মোরাভিয়ানগণ

১৮ শতকে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একটি দল মোরাভিয়ায় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে জার্মানিতে পালিয়ে যায়। তারা কাউন্ট নিকোলাস ভন জিনজেনডর্ফ (Count Nikolaus von Zinzendorf)[15]-এর এস্টেটে বসতি স্থাপন করেছিল, যিনি পরবর্তীকালে তাদের নেতা হয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে, ৩০০-এরও বেশী মোরাভিয়ান হেরনহুটের এই এস্টেটে বাস করতে শুরু করেছিল।

মোরাভিয়ানরা সত্যিকারের পবিত্রতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। তারা শাস্ত্রে নির্দেশিত আদর্শ অনুযায়ী সহজ সরল জীবন যাপন করত। তারা তাদের যত্নশীল বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রার্থনার জন্য পরিচিত ছিল। ১৭২৭ সালে, মোরাভিয়ানরা একটি প্রার্থনা সভা শুরু করেছিল যেটি ১০০ বছরেরও বেশী সময় ২৪ ঘন্টা ধরে অব্যাহত ছিল।

মোরাভিয়ানরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত হতে চেয়েছিল। পৃথকীকৃত জীবনের এই অঙ্গীকারের ফল কী হয়েছিল? ঈশ্বর তাদের একটি শক্তিশালী উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন।

অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপর মোরাভিয়ানদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। একজন মোরাভিয়ান মিশনারি, পিটার বোহেলার, জন এবং চার্লস ওয়েসলির ধর্মান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অ্যাল্ডারগেট স্ট্রিটের একটি মোরাভিয়ান চ্যাপেলে জন ওয়েসলির পরিত্রাণ গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরে, তিনি এই ভক্ত বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও জানতে হেরনহুটে ভ্রমণ করেছিলেন। ওয়েসলি থেকে উইলিয়াম কেরি পর্যন্ত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মোরাভিয়ানদের পবিত্রতার সাধনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

মোরাভিয়ানরা জগতের কাছে একটি সুদৃঢ় প্রচারকার্যের সাক্ষ্য তুলে ধরেছিল। ১৭২৭ সালের প্রার্থনা সভা শুরু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ২৬ জন তরুণ মোরাভিয়ান মিশনারি কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন - এটি এমন একটি সময়ে যখন বিদেশী মিশনগুলি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলির মধ্যে প্রায় অজানা ছিল। ১৮ শতকের সময়, বিচ্ছিন্ন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের এই ছোটো দলটি থেকে প্রায় ৩০০ জনেরও বেশী মিশনারি পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দিকের কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি মোরাভিয়ানদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল। সেইসব খ্রিষ্টবিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের কাছে পৃথকীকৃত তাদেরকে ঈশ্বর জগতকে পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

"I want a principle within (আমি অন্তরে একটি নীতি চাই)" এই স্তবগানটি মোরাভিয়ানরা পৃথকীকরণের আদর্শের যে শিক্ষা দিয়েছিল সেটিকে সংক্ষেপিত করে। একজন পবিত্র ব্যক্তি তাঁর বিবেচনাকে ঈশ্বরের সতর্কতার প্রতি সংবেদনশীল রাখেন।

[15] ছবি: "Portrait of Count Zinzendorf" by J. Archer, *The Life of Nicholas Lewis Count Zinzendorf* (1838), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Count_Zinzendorf.jpg, পাবলিক ডোমেন থেকে সংগৃহীত।

আমি অন্তরে একটি আদর্শ চাই – চার্লস ওয়েসলি (I Want a Principle Within - Charles Wesley)

আমি অন্তরে একটি আদর্শ চাই, সজাগ এবং ঈশ্বরীয় ভয়ের নীতি চাই,
চাই পাপের সংবেদনশীলতা, এটি গভীরভাবে অনুভব করার একটি বেদনা।
আমি গৌরব বা ভুল ইচ্ছা অনুভব করার প্রথম পদ্ধতি চাই,
আমার খামখেয়ালী ইচ্ছা সামলাতে চাই আর চাই জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দিতে।

তোমার কাছ থেকে যাতে আমি আর বিপথগামী না হই, তোমার মঙ্গলে আর দুঃখ না করি,
আমি প্রার্থনা করি, আমাকে পূর্ণ বিস্ময় দান করো, কোমল বিবেক দাও ।
হে ঈশ্বর, তোমার চোখের মণির পলকে আমাকে বিবেক তৈরি করো;
যখন পাপ নিকটবর্তী, আমার আত্মাকে জাগিয়ে রেখো, এবং রেখো সদা জাগ্রত।

৪ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া বা ঈশ্বরের কাছে থাকা। উদাহরণস্বরূপ:

- একটি পবিত্র দিন
- পবিত্র বস্তুসমূহ
- পবিত্র স্থান
- এক পবিত্র জাতি

(২) পবিত্র হওয়া মানে হল **পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।** কারণ ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরের লোকেরা পাপকে ঘৃণা করে।

(৩) পবিত্র হওয়া মানে **ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া।** পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া।

(৪) পবিত্র ব্যক্তিরা পাপ থেকে দূরে থাকে। ঈশ্বরের নিকটবর্তী থাকার অর্থ হল যে আমরা পাপ থেকে দূরে থাকব।

(৫) পবিত্র জীবনযাপন ইস্রায়েলকে বিশ্বের সামনে সাক্ষী হিসেবে সুসজ্জিত করেছে। পবিত্র জীবন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সুসজ্জিত করে।

(৬) বাইবেলভিত্তিক পৃথকীকরণ হৃদয় থেকে শুরু হয়।

(৭) জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আদর্শগুলির অন্তর্ভুক্ত হল:

- শালীনতার নীতি
- ধনাদক্ষ বা জিম্মাদারির নীতি
- সংযমের নীতি
- গ্রহণযোগ্যতার নীতি
- দায়িত্বের নীতি

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করুন যেখানে আপনার সমাজে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে পৃথকীকরণ কঠিন। এই অধ্যায়ের নীতিগুলি ব্যবহার করে, কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পাপ থেকে পৃথক হতে পারে এবং আপনার নির্বাচিত সমস্যা থেকে ঈশ্বরের কাছে পৃথক হতে পারে সেই পরামর্শ দিয়ে একটি ১-২ পাতার প্রবন্ধ লিখুন।

(২) ২ করিন্থীয় ৬:১৬-১৮ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৫

পবিত্রতা হল অবিভক্ত হৃদয়

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই:

(১) বুঝতে পারবে যে পুরাতন নিয়মের *নিখুঁত* শব্দটি একঅবিভক্ত হৃদয়কে বোঝায়।

(২) একটি বিভক্ত হৃদয়ের আত্মিক বিপদকে উপলব্ধি করতে পারবে।

(৩) ঈশ্বরের কাছে একটি প্রশ্নহীন "হ্যাঁ" সহযোগে নিজেদের সমর্পণ করবে।

(৪) গীত ৮৬:১১-১২ মুখস্থ করবে।

কালেব: অবিভক্ত হৃদয়ের এক ব্যক্তি

ইস্রায়েলের লোকেরা কনান দেশে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ঈশ্বর তাদেরকে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছিলেন, এবং তারা প্রতিজ্ঞার দেশ থেকে অল্পই দূরে ছিল। মোশি সেই দেশটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য ১২ জন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিলেন। ৪০ দিন পরে, গুপ্তচরেরা চমৎকার আঙ্গুর নিয়ে ফিরে এসেছিল এবং কনান দেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিল। সেইসাথে, তারা বলেছিল, কনানীয়রা শক্তিশালী এবং তারা একটা দুর্দান্ত শহরে বাস করে। ওদের কাছে আমাদেরকে ফড়িংয়ের মতো লাগছিল!

শুধু দুজন গুপ্তচর, যিহোশূয় আর কালেব, ঈশ্বরের বিজয়ের প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করেছিলেন। কালেব বলেছিলেন, "আমাদের উচিত, উঠে গিয়ে সেই দেশ অধিকার করা, কারণ সেই শক্তি আমাদের অবশ্যই আছে" (গণনাপুস্তক ১৩:৩০)। যিহোশূয় এবং কালেব সেই একই দেশ দেখেছিলেন যা অন্যান্য গুপ্তচরেরা দেখেছিল। তাঁরা বিশাল প্রাচীর দেওয়া শহর দেখেছিলেন। তাঁরা মহান যোদ্ধাদের দেখেছিলেন।

কিন্তু যিহোশূয় এবং কালেব এমনকিছু দেখেছিলেন যা অন্য গুপ্তচরেরা দেখতে পায়নি – তাঁরা দেখেছিলেন যে ঈশ্বর যিনি ইস্রায়েলীদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন তিনি ইস্রায়েলকে কনান দেশে নিয়ে আসবেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে ঈশ্বর যিনি ফরৌণের সৈন্যকে ধ্বংস করেছিলেন তিনিই যিরীহোর প্রাচীর ধ্বংস করবেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে অব্রাহামের ছিলেন ঈশ্বরই মোশির ঈশ্বর। ঈশ্বর বলেছিলেন যে কালেবের "অন্তরে এক ভিন্নতর আত্মা আছে এবং যে সর্বান্তঃকরণে আমার অনুগামী হয়েছে" (গণনাপুস্তক ১৪:২৪)।

যেহেতু তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি, ঈশ্বর প্রাপ্তবয়স্ক প্রজন্মের মরুভূমিতে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে নিন্দা করেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে, ইস্রায়েল কনানে প্রবেশ করেছিল এবং সেই দেশটি ভাগ করার সময় হয়েছিল। কালেবের বয়স তখন ৮০ বছরেরও বেশি। তিনি যিহোশূয়কে বলেছিলেন, "মোশি যেদিন আমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন, সেদিনের মতো আমি আজও ততটাই শক্তিশালী... এখন আপনি আমাকে এই পার্বত্য দেশটি দিন।" হ্যাঁ, সেখানে একাধিক শক্তিশালী শহর এবং শক্তিশালী

যোদ্ধারা ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি কালেবের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। “কিন্তু সদাপ্রভুর সাহায্য নিয়ে আমি তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেব, ঠিক যেমনটি তিনি বলেছিলেন” (যিহোশূয় ১৪:১১-১২)।

কোন বিষয়টি কালেবকে এতটা আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল? একটি অবিভক্ত হৃদয়। কালেব বলেছিলেন, “আমি, অবশ্য, সর্বান্তঃকরণে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী হয়েছিলাম” (যিহোশূয় ১৪:৮)। কালেব তাঁর সমগ্র হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন। কালেব একজন অবিভক্ত হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন।

একটি নিখুঁত হৃদয় হল একটি অবিভক্ত হৃদয়

বাইবেলের ইতিহাস নির্ভর বইগুলো[16] ঈশ্বর তাঁর লোকেদের যে কারণে ডেকেছিলেন সেই বিষয়ে ইস্রায়েলের দুঃখজনক ব্যর্থতার কথা বলে। ইতিহাস নির্ভর বইগুলি দেখায় যে কীভাবে ইস্রায়েল ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ইস্রায়েলকে অন্যান্য জাতির কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। পরিবর্তে, সে মিথ্যা দেবতার প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে। তার ব্যর্থতার কারণে, ইস্রায়েল পরাজিত হয়েছিল এবং নির্বাসিত হয়েছিল। তার গৌরব লজ্জায় পরিণত হয়েছিল।

অবিশ্বস্ততার করুণ চিত্রের পাশাপাশি, ওই একই ইতিহাস নির্ভর বইগুলি সেইসব পবিত্র ব্যক্তিদেরকেও দেখায় যাঁরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন। যখন বহু ইস্রায়েলি ঈশ্বরের (বিচারকর্তৃগণ) কাছে অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন একজন যুবতী মোয়াবীয় বিধবা (রূথ) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এমনকি নির্বাসনের সময় (২ রাজাবলী), এক যুবতী ইহুদী মেয়ে ঈশ্বরের আহ্বানের বাধ্য হয়েছিল এবং তার লোকদের রক্ষা করেছিল (ইষ্টের)। এই সমস্ত মানুষেরা তাঁদের সমগ্র হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে মান্য করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হওয়ার অর্থে পবিত্র ছিল।

ইতিহাস নির্ভর বইগুলি শেখায় যে পবিত্র হওয়ার মানে হল সম্পূর্ণ আনুগত্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা। পবিত্রতা বলতে নিখুঁত কাজকে বোঝায় না। পবিত্রতা মানে হল একটি অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা।

পুরাতন নিয়মের পুরোনো ইংরেজি অনুবাদগুলি হিব্রু শব্দ *শালেম* (Shalem) অনুবাদ করার জন্য *নিখুঁত* (Perfect) শব্দটি ব্যবহার করেছে। *শালেম*-এর ধারণা “সম্পূর্ণ হওয়া।” নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল সম্পূর্ণ হওয়া। পবিত্র হওয়ার অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অন্তর্গত হওয়া।

শালেম শব্দটি হিব্রু শব্দ শালোম-এর সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের সামনে নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল তাঁর সাথে শান্তিতে থাকা (“তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত,” ১ রাজাবলী ৮:৬১)। একটি নিখুঁত হৃদয় থাকার অর্থ হল এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী হওয়া যেটি সম্পূর্ণ বা অবিভক্ত, এমন একটি যেটির কেবল একক আনুগত্য রয়েছে। ইতিহাস নির্ভর বইগুলি থেকে *নিখুঁত* বা *অবিভক্ত* শব্দটির কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক।

এক অবিভক্ত উদ্দেশ্যের সৈন্য

শৌলের মৃত্যুর পর, উত্তরের প্রজাতিরা ইশবোশেথকে রাজা হিসাবে ভূষিত করে এবং পাশাপাশি যিহূদা দায়ূদকে অনুসরণ করে। সেখানে দুই বছরের গৃহযুদ্ধ চলেছিল যেখানে দায়ূদ উত্তরের গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে যিহূদাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুই

[16] যিহোশূয়ের পুস্তক, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ, রূৎ, ১ ও ২ শমূয়েল, ১ ও ২ রাজাবলি, ১ ও ২ বংশাবলি, ইস্রা, নহিমিয় ও ইষ্টের হল বাইবেলের ১২টি ঐতিহাসিক পুস্তক।

বছর পর ইশবোশেথকে তার নিজের সেনাপতিরা হত্যা করে। দায়ূদকে সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা হিসাবে ভূষিত করার জন্য সমস্ত সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়েছিল। একটা গোটা জাতি এক রাজার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

> এরা সবাই এমন সব দক্ষ যোদ্ধা, যারা স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিল। দাউদকে গোটা ইস্রায়েলের উপর রাজা করার বিষয়ে পুরোপুরি মনস্থির করেই তারা হিব্রোণে এসেছিল। ইস্রায়েলীদের মধ্যে অবশিষ্ট লোকজনও দাউদকে রাজা করার বিষয়ে একমত হল (১ বংশাবলী ১২:৩৮)।

দায়ূদকে রাজা করার জন্য সৈন্যবাহিনী **পুরোপুরি মনস্থির** (*শালেম*) করে হিব্রোণে এসেছিল। পুরনো ইংরেজি অনুবাদগুলিতে (KJV) "নিখুঁত হৃদয় নিয়ে" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। "নিখুঁত"-এর অর্থ এই নয় যে সৈন্যবাহিনীতে কেউ পাপ করেনি। এর অর্থ হল যে সেই জাতি সম্পূর্ণরূপে দাউদের অনুগত ছিল। তারা এক রাজার অধীনে একত্রিত হয়েছিল। এই পদে *শালেম* কোনো ধর্মীয় পরিভাষা নয়; এটি একটি রাজনৈতিক শব্দ। *শালেম* মানে রাজার প্রতি অবিভক্ত আনুগত্য থাকা।

অখণ্ডিত পাথরের বেদী

ইস্রায়েল প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করার পর, যিহোশূয় এবল পর্বতে একটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন। যিহোশূয় "অকর্তিত (শালেম বা নিখুঁত) পাথর, যার ওপর কোনো লোহার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়নি" (যিহোশূয় ৮:৩১) – এমন পাথরের ওপর যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন। "অকর্তিত" হল *সম্পূর্ণ* বা *নিখুঁত*-এর সমার্থক শব্দ। *শালেম* বা *নিখুঁত* হওয়া মানে হল অবিভক্ত থাকা।

একটি অবিভক্ত হৃদয়

মন্দির উৎসর্গের সময়, শলোমন ইস্রায়েল জাতিকে অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার কথা বলেছিলেন।

> আর তোমাদের অন্তর যেন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিধিবিধান অনুসারে চলার ও তাঁর আদেশের বাধ্য হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত (*শালেম*) থাকে, যেমনটি এসময় হয়েছে (১ রাজাবলী ৮:৬১)।

এটি সেই একই শব্দ যা দায়ূদের অধীনে যুক্ত সৈন্যবাহিনীকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সেই একই শব্দ যা অকর্তিত পাথরকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। শলোমন ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের প্রতি অবিভক্ত বিশ্বস্ততার জন্য আহ্বান করেছিলেন। যদি ইস্রায়েলের লোকদের এই অবিভক্ত হৃদয় থাকত, তবে তারা তাঁর বিধি অনুসারে চলত এবং তাঁর আদেশ পালন করত। অবিভক্ত হৃদয়ের একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আনুগত্য পালন করেন।

বিভক্ত হৃদয় এবং অবিভক্ত হৃদয়

ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বর পবিত্র মানুষদের খুঁজছেন। ঈশ্বর অবিভক্ত হৃদয়গুলিকে খুঁজছেন।

রাজা শলোমন : এক বিভক্ত হৃদয়

মন্দির উৎসর্গের সময়, শলোমন ইস্রায়েল জাতিকে অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে, শলোমন নিজেই তাঁর উপদেশ মানেননি। "শলোমন বয়সে বৃদ্ধ হতে না হতেই, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর অন্তর অন্যান্য দেবদেবীদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এবং তাঁর অন্তর আর তাঁর বাবা দাউদের মতো তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি পুরোপুরি একাগ্র (*শালেম*) থাকেনি (১ রাজাবলী ১১:৪)।"

শলোমনের হৃদয় বিভক্ত ছিল। তিনি অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা করার সাথে সাথে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপাসনা করতে চেয়েছিলেন। আপনি যিহোবা এবং অন্যান্য দেবতার প্রতি একসাথে অনুগত হতে পারেন না। ১ রাজাবলীর লেখক বলেননি যে শলোমন যিহোবার উপাসনা ত্যাগ করেছিলেন। শলোমন মন্দিরে বলিদান করা অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় বিভক্ত ছিল। তিনি বিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার চেষ্টা করেছিলেন।

রাজা দায়ূদ : এক অবিভক্ত হৃদয়

১ রাজাবলী ১১:৪-এ আমরা দায়ূদ এবং শলোমনের হৃদয়ের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতটি পড়ি। দায়ূদের হৃদয় অবিভক্ত ছিল; শলোমনের হৃদয় বিভক্ত ছিল। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা দায়ূদের ব্যভিচার এবং হত্যা করার বিষয়টিকে সলোমনের পিছিয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক খারাপ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কেন রাজাবলীর লেখক বলেছেন যে দায়ূদের হৃদয় সদাপ্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ সত্য ছিল?

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

“আমি নিজের কাছে মৃত হই
যেন আমি তোমাতে জীবিত থাকতে পারি;
আমি নিজের কাছে শূন্য হই
যেন আমি তোমাতে পরিপূর্ণ থাকতে পারি;
আমি নিজের কাছে তুচ্ছ হই
যেন আমি তোমাতেই সব হতে পারি।”

– এরাসমাস (Erasmus)

পাপের প্রতি দায়ূদের প্রত্যুত্তরেই পার্থক্যটি রয়েছে। যে মুহূর্তে ভাববাদী দায়ূদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তেই অবিলম্বে দায়ূদ অনুতপ্ত হন। দায়ূদ আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি। পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছিলেন, “তোমার বিরুদ্ধে, তোমারই বিরুদ্ধে, আমি পাপ করেছি আর তোমার দৃষ্টিতে যা অন্যায় তাই করেছি” (গীত ৫১:৪)। দায়ূদ এক অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল *শালেম* বা নিখুঁত। তাঁর হৃদয় ছিল অবিভক্ত।

গীতসংহিতা ৮৬ মূলত একটি অবিভক্ত হৃদয়ের জন্য দায়ূদের কাতরতাকে চিত্রিত করে। গীতসংহিতা ৮৬তে, দায়ূদ তাঁকে হত্যা করতে চাওয়া সমস্ত শত্রুদের কাছ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। এই প্রার্থনার মাঝখানে, দায়ূদ কেঁদেছেন, “আমাকে এক অখণ্ড হৃদয় দাও, যেন আমি তোমার নাম সম্ভ্রম করতে পারি” (গীত ৮৬:১১)। দায়ূদ একটি অবিভক্ত হৃদয়ের জন্য কেঁদেছিলেন। দায়ূদ একটি নিখুঁত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

রাজা আসা : এক বিভক্ত হৃদয়

৯১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসা সিংহাসনে বসেন। তিনি যিহোবার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, তিনি মিথ্যে দেবতাদের বেদী ধ্বংস করেছিলেন; তিনি সেই সমস্ত উঁচু জায়গা ভেঙে দিয়েছিলেন যেগুলো মূর্তিপূজার জন্য ব্যবহৃত হত। যখন কূশীয় (ইথিওপিয়া নিবাসী) সৈন্যাধ্যক্ষ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যিহুদা আক্রমণ করে, আসা উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে চোখের জল ফেলেছিলেন:

> হে সদাপ্রভু, শক্তিশালীর বিরুদ্ধে শক্তিহীনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তোমার মতো আর কেউ নেই। হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি আমাদের সাহায্য করো, কারণ আমরা তোমারই উপর নির্ভর করে আছি, এবং এই বিশাল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আমরা তোমার নামেই এগিয়ে এসেছি। হে সদাপ্রভু, তুমিই আমাদের ঈশ্বর; নিছক মরণশীল মানুষ যেন তোমার বিরুদ্ধে জিততে না পারে (২ বংশাবলী ১৪:১১)।

ঈশ্বর আসার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। “আসা ও যিহূদার সামনে সদাপ্রভু সেই কূশীয়দের আঘাত করলেন” (২ বংশাবলী ১৪:১২)। আসা ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে এক মহান বিজয় দিয়েছিলেন।

কুড়ি বছর পেরিয়ে যায়, এবং আসা একটি নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এই সময়ে, উত্তর প্রজাতিদের রাজা, বাশা, যিহুদাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তার ভয়ে, আশা অন্য একটি দেশের সাথে সৈন্যচুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দামাস্কাসের (বর্তমান সিরিয়া) শাসক বিন্‌হদদের সাথে একটি চুক্তি করেন। কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, আসা এক পরজাতি শাসকের ওপর নির্ভর করেছিলেন।

প্রত্যুত্তরে, ভাববাদী হনানি আসাকে অতীতে কূশীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর মহান জয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আসাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে "আপনি যখন সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করলেন, তখন তিনি আপনার হাতে তাদের সঁপে দিলেন।" কেন ঈশ্বর এমন করেছিলেন? কারণ "সদাপ্রভুর চোখ তাদেরই শক্তিশালী করে তোলার জন্য গোটা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করে যাচ্ছে, যাদের অন্তর তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত (*শালেম*)" (২ বংশাবলী ১৬:৮-৯)।

যখন আসা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে একটি মহান বিজয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আসা একজন সিরিয়ার শাসকের উপর নির্ভর করছিলেন। যেহেতু আসা আর একমাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেননি, তাই ঈশ্বর তাকে আর বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন না। হনানি সতর্ক করেছিলেন যে আসা তাঁর রাজত্বের বাকি সময়ে যুদ্ধ করে কাটাবেন।

আসার রাজত্বের শেষ বছরগুলো তাঁর প্রথম বছরগুলোর উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির একটি ছায়া মাত্র। জীবনের শেষ দিকে, আসা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রোগেও তিনি সদাপ্রভুর সন্ধান করেননি (২ বংশাবলী ১৬:১২)।

আসার রাজত্ব অন্যান্য বহু রাজার চেয়ে ভালো ছিল। আসা কখনো যিহোবার উপাসনা করা ত্যাগ করেননি, কিন্তু তাঁর হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি অবিভক্ত ছিল না। তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে, আসা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি অর্জন করতে পারেননি।

আসার জীবন একটি বিভক্ত হৃদয়ের বিপদের একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত। প্রথম গল্পে, আসা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন। দ্বিতীয় গল্পে, তিনি ঈশ্বরের লোকেদের নেতা হিসেবে সেবা করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় নিখুঁত ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আস্থা না রেখে, তিনি ঈশ্বরের শত্রুর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। আসা একটি বিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।

রাজা অমৎসিয় : এক বিভক্ত হৃদয়

অমৎসিয় আমাদের সামনে এক বিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার বিপদ তুলে ধরেন। অমৎসিয়ার রাজত্ব এক মহান প্রতিজ্ঞা দিয়ে শুরু হয়েছিল: তিনি ঠিক সেটাই করতেন যা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা ঠিক (২ রাজাবলী ১৪:৩; ২ বংশাবলী ২৫:২)। আসার মতোই, অমৎসিয়ও ভালোভাবেই শুরু করেছিলেন।

যাইহোক, রাজাবলী এবং বংশাবলী উভয়ই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। রাজাবলীর লেখক বলেছেন যে অমৎসিয় যা সঠিক তা করেছিলেন, তবুও সেটা তাঁর পিতা দায়ূদের মতো ছিল না। বংশাবলীর লেখক বলেছেন যে অমৎসিয় যা সঠিক তা করেছিলেন, তবে তিনি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তা করেননি। উঁচু জায়গাগুলো তিনি সরিয়ে দেননি। এই কারণে, লোকেরা মিথ্যা দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করা অব্যাহত রেখেছিল। বিভক্ত হৃদয়ের একজন নেতা জাতিকে সমস্যায় ফেলে।

আসার মতো, অমৎসিয় দেখেছিলেন যে বিভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করা কষ্ট নিয়ে আসে। যদিও অমৎসিয়ের রাজত্ব ভালোভাবে শুরু হয়েছিল, তিনি পরে ইদোমের দেবতাদের উপাসনা করেছিলেন। বিচারে, ঈশ্বর উত্তর রাজ্যকে অমৎসিয়কে

পরাজিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অমৎসিয়র প্রথম দিকের রাজত্বের প্রতিশ্রুতি কখনই পূর্ণ হয়নি কারণ তাঁর হৃদয় বিভক্ত ছিল। অমৎসিয়ের হৃদয় নিখুঁত ছিল না।

পবিত্রতার অনুশীলন : পবিত্রতা হৃদয় থেকে শুরু হয়

যিশু সেইসব ধর্মীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছিলেন যারা বাহ্যিক চেহারা সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

> শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা তোমাদের মশলাপাতি—পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়ে থাকো কিন্তু বিধানের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ন্যায়বিচার, করুণা, বিশ্বস্ততা—এগুলি উপেক্ষা করে থাকো। ভালো হত, তোমরা আগের বিষয়গুলি উপেক্ষা না করে যদি এগুলিও পালন করতে। অন্ধ পথপ্রদর্শক তোমরা! তোমরা মশা ছাঁকো, কিন্তু উট গিলে ফেলো! (মথি ২৩:২৩-২৪)।

এই ধর্মীয় নেতারা সাবধানে আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলত ঠিকই, কিন্তু তারা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিধান অনুসরণ করেনি। যিশু তাদের মিথ্যা ধর্মের নিন্দা করেছিলেন। "তোমরা মশা ছাঁকো (তোমরা ছোট ছোট বিষয়ে সতর্ক), কিন্তু উট গিলে ফেলো (তোমরা বড় সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাও)।" পবিত্রতা হৃদয় থেকে শুরু হয়।

যদি আমরা কেবল বাহ্যিক চেহারা নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে বলতে পারি:

- "আমি পবিত্র *কারণ* আমি ________________________ পরি না"
- "আমি পবিত্র *কারণ* আমি ________________________ যাই না।"
- "আমি পবিত্র *কারণ* আমি ________________________ দেখি না।"

আমরা যা করি বা করি না তার কারণে যখন আমরা নিজেকে পবিত্র বলে দাবি করি, তখন আমরা সেই ফরিশীদের মতো হয়ে উঠি। যিশু একজন ফরিশীর কথা বলেছিলেন যে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি কোনো দস্যু, দুর্বৃত্ত, ব্যভিচারী, এমনকি, ওই কর আদায়কারী, বা অন্য লোকের মতো নই। আমি সপ্তাহে দু-দিন উপোস করি এবং যা আয় করি, তার এক-দশমাংশ দান করি" (লূক ১৮:১১-১২)। এই ফরীশী তার কাজের দ্বারা পবিত্রতাকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন: "আমি প্রতারণা করি না, আমি ন্যায্য নই, আমি উপবাস করি, আমি দশমাংশ দিই।" সে পবিত্র হওয়ার দাবী করেছিল, কিন্তু তার হৃদয় পবিত্র ছিল না।

ফরিশীরা জগৎ থেকে তাদের বিচ্ছেদ নিয়ে গর্বিত ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় পবিত্র ছিল না। যিশু বলেছিলেন, "শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো! সেগুলি বাইরে থেকে দেখতে তো সুন্দর কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় ও সব ধরনের অশুচি বিষয়ে পরিপূর্ণ (মথি ২৩:২৭)।" বাহ্যিকভাবে, ফরিশীরা পৃথক ছিল; অভ্যন্তরীণভাবে, তারা পাপী ছিল।

► কোনটি পরিমাপ করা সহজ বলে মনে হয় - বাহ্যিক চেহারা নাকি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা? কোনটি জাল করা সহজ - বাহ্যিক চেহারা নাকি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা? আমরা কোনটির উপর বেশি জোর দিই - বাহ্যিক চেহারা নাকি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা?

হিষ্কিয় রাজার জীবন থেকে একটি উদাহরণ

পৃথকীকরণের বিধানগুলি এই শিক্ষাটিই দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ঈশ্বরের পবিত্র লোকের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে তাঁর লোকেদের হৃদয়ের বিষয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন।

হিষ্কিয়ের পুনরুজ্জীবনের একটি কাহিনী এই নীতিকে ব্যাখ্যা করে। মন্দির শুদ্ধ হওয়ার পর, হিষ্কিয় নিস্তারপর্ব পুনরায় চালু করেছিলেন। তিনি সমগ্র জাতিকে জেরুশালেমে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন, "তাঁর পবিত্র সেই পীঠস্থানে এসো"। হিষ্কিয়ের দূতেরা এই অনুষ্ঠানে পুরো জাতিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পুরো ইস্রায়েল জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। বহু জায়গাতেই, লোকেরা "তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল । তা সত্ত্বেও, আশের, মনঃশি ও সবূলূন থেকে কেউ কেউ নিজেদের নত করল ও জেরুশালেমে গেল" (২ বংশাবলী ৩০:১, ১০-১১)।

যেহেতু জনতার ভিড়ে অনেকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেদের উৎসর্গ করেননি, তাই প্রথাগতভাবে যারা শুচিশুদ্ধ ছিল না ও যারা তাদের আনা মেষশাবকগুলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পারেনি, তাদের হয়ে লেবীয়দেরই নিস্তারপর্বের মেষশাবকগুলি বধ করতে হল (২ বংশাবলী ৩০:১৭)। কারণ সেই জাতি মন্দিরের উপাসনা ছাড়াই বহুদূর চলে গেছিল, লোকেরা অশুচি ছিল এবং নিস্তারপর্ব পালন করতে প্রস্তুত ছিল না। যাজকদের কি করার ছিল? ঈশ্বর লোকদেরকে নিস্তারপর্ব পালন করার অনুমতি দিয়েছিলেন কারণ তাদের হৃদয় ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছিল, *যদিও তারা তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার ছিল না*।

> যদিও যেসব লোকজন ইফ্রয়িম, মনঃশি, ইষাখর ও সবূলূন থেকে এসেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই নিজেদের শুচিশুদ্ধ করেননি, তবু তারা লিখিত বিধিনিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ খেয়েছিল। কিন্তু হিষ্কিয় তাদের জন্য প্রার্থনা করে বললেন, "মঙ্গলময় সদাপ্রভু তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করুন, যারা তাদের অন্তর ঈশ্বরের—তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর—অন্বেষণ করার জন্য ঠিক করেছে, এমনকি পবিত্র পীঠস্থানের নিয়মানুসারে তারা যদি শুচিশুদ্ধ নাও হয়, তাও যেন তিনি তাদের ক্ষমা করলেন।" সদাপ্রভু হিষ্কিয়ের প্রার্থনা শুনেছিলেন ও মানুষজনকে সুস্থ করলেন (২ বংশাবলী ৩০:১৮-২০)।

ঈশ্বর অবিভক্ত হৃদয়ের খোঁজ করছিলেন। এমনকি যখন লোকেরা পৃথকীকরণের নিয়ম মেনে চলত না, তখনও ঈশ্বর সেইব হৃদয়ের খোঁজ করতেন যারা ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য পৃথক হয়েছিল।

পবিত্র ব্যক্তিরা সবসময় তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে পৃথক রাখে

পবিত্রতা **সবসময়** ঈশ্বর থেকে শুরু হয়। যা কিছু পবিত্র তা তাঁর থেকেই শুরু। ঈশ্বর সাব্বাথ বা বিশ্রামবারকে, জ্বলন্ত ঝোপের স্থানকে, ইস্রায়েলের প্রথমজাতকে, উপাসনার বেদীকে এবং লেবীয় জাতিকে পবিত্রীকৃত করেছিলেন। ঈশ্বর এগুলিকে তাঁর নিজের বলে দাবী করেছিলেন। এই সবকিছুই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পবিত্র হয়েছিল।

পবিত্রতা ঈশ্বর থেকে শুরু হয়, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর কাছে পৃথক হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। আমরা যদি কেবল সেই বাক্যগুলি পড়ি যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, "আমি তোমাদের পবিত্র করব," তাহলে আমরা ধরে নিই যে পবিত্র করা **কেবল** ঈশ্বরের কাজ। তবে, বাইবেল দেখায় যে পবিত্রতার জন্য একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

যাত্রাপুস্তক ১৯ একটি উদাহরণ দেয়। ঈশ্বর মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন, "লোকদের কাছে যাও এবং তাদের পবিত্র করো।" "**মোশি... তাদের পবিত্র করলেন।**" মোশি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য লোকদের পৃথক করেছিলেন। পরে, ঈশ্বর

বলেছিলেন, “এমনকি যারা সদাপ্রভুর নিকটবর্তী হয়, সেই যাজকরাও যেন নিজেদের পবিত্র করে” (যাত্রাপুস্তক ১৯:১০-২২)। যাজকদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তাঁরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্য নিজেদের পৃথক করে। তাঁদের পবিত্র হতেই হত; তাঁদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে পৃথক করতেই হত।

একটি অবিভক্ত হৃদয়ের দুটি দিক আছে:

১। ঈশ্বর তাঁর লোকদের পৃথক করার প্রতিজ্ঞা করেছেন: “আমিই সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেছেন” (যাত্রাপুস্তক ৩১:১৩)। ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র করেছেন।

২। ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন: “তোমরা উৎসর্গীকৃত ও পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র” (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪; লেবীয় পুস্তক ২০:৭)।

আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়ায় নিজেদেরকে পবিত্র করি। পবিত্র মানুষ স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে। তারা ঈশ্বরের কাছে দ্বিধা ছাড়াই নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়।

লেবীয় পুস্তক ২০-তে “নিজেরা পবিত্র হও” আদেশটি প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে, “আমিই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন।” উভয় পদে এটি একই হিব্রু শব্দ। এটি এভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে: “নিজেরা পবিত্র হও…. আমিই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন” (লেবীয় পুস্তক ২০:৭-৮)।

পবিত্র হওয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কাজ এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া **দুটোই** অন্তর্ভুক্ত। আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় পবিত্র হতে পারি না, আবার এটাও বলতে পারি না, “যদি ঈশ্বর আমাকে পবিত্র করতে চান, তিনি আমার প্রতিক্রিয়া ছাড়াই আমাকে পবিত্র করবেন।” আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিই। একটি অবিভক্ত হৃদয়ের সম্পূর্ণ উৎসর্গ দাবী করে।

পবিত্রতা কেবল ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। তবে, ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান করেছেন। আমরা ঈশ্বরের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করার ফলে পবিত্র হয়েছি। পৌল লিখেছেন, “অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা” (রোমীয় ১২:১)। পৌল আমাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। কারণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেনযে তিনি আমাদের পবিত্র করবেন, আমাদের অবশ্যই নিজেদের সমর্পণ করতে হবে। পবিত্রতা একইসাথে একটি আদেশ (“নিজেরা পবিত্র হও”) এবং একটি প্রতিজ্ঞা (“আমি তোমাদের পবিত্র করব”)।

> “আমরা ঈশ্বরের দ্বারা তখনই ব্যবহৃত হতে পারি যখন আমরা তাঁকে আমাদের চরিত্রের গভীর, গোপন স্থানগুলি আমাদেরকে দেখানোর অনুমতি দিই। আমরা যখন এটি দেখি তখন আমাদের মধ্যে হিংসা, অলসতা বা অহংকারকে চিনে উঠতে পারি না। কিন্তু যীশু আমাদের কাছে তাঁর অনুগ্রহ কাজ শুরু করার আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু প্রকাশ করবেন।”
>
> -অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে একটি পরিপূর্ণ “হ্যাঁ” বলে

শলোমন, আসা, অমৎসিয়-এর জীবন একটি বিভক্ত হৃদয়ের বিপদ দেখায়। একটি বিভক্ত হৃদয় ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য নয়। একটি পবিত্র হৃদয় হল একটি অবিভক্ত হৃদয়। তাহলে, একটি অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার অর্থ কী? এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার অর্থ কী যেটি *শালেম* বা নিখুঁত?

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দাস হওয়ার জন্য আহুত। একজন দাসে কাজ হল তার প্রভু তাকে যা করতে বলেন তা পালন করা। একজন ভালো দাস জিজ্ঞেস করে না, ‘আমার কি এটা করা উচিৎ?‘ একজন ভালো দাস তার প্রভু যা আদেশ করেন তা স্বেচ্ছায় মান্য করে। একজন দাসের কাজ হল সম্পূর্ণ এবং দ্বিধাহীন “হ্যাঁ” বলা।

একইভাবে, যে ব্যক্তি অবিভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করে সে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ডাকে “হ্যাঁ” বলে সাড়া দেয়। এটিই হল একটি অবিভক্ত হৃদয়। মোশি ইস্রায়েলকে অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন:

> এখন হে ইস্রায়েল, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কী চান? তিনি কেবল চান যেন তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করো, সব ব্যাপারে তাঁর পথে চলো, তাঁকে ভালোবাসো, **তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করো**, আর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আজ আমি তোমাদের কাছে সদাপ্রভুর যেসব আদেশ ও অনুশাসন দিচ্ছি তা পালন করো? (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)।

একজন কলেজ পড়ুয়া হিসেবে, এলিজাবেথ এলিয়ট (Elisabeth Elliot) তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, **“প্রভু, আমি শাশ্বত ‘হ্যাঁ’ বলেছি।’ লাঙলের হাতে হাত রেখে আমাকে যেন আর ফিরে তাকাতে না হয়।** আমার সামনে ক্রুশের পথ সোজা কর। আমাকে ভালবাসা দাও, যাতে কোনও বিপথগামী চিন্তা বা পদক্ষেপের জন্য কোনও জায়গা না থাকে।”[17] এলিয়টের একটি অবিভক্ত হৃদয় ছিল; তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিখুঁত ছিলেন।

এই প্রার্থনার পরবর্তী বছরগুলিতে এলিজাবেথ এলিয়ট অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী, জিম এলিয়ট (Joe Elliot), ১৯৫৬ সালে ইকুয়েডরের হুয়াওরানি উপজাতির মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করার সময় নিহত হন। এলিজাবেথ পরে তাদের কাছেই একজন মিশনারি হয়ে ওঠেন যারা তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছিল। একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি “শাশ্বত হ্যাঁ” বলেছেন তিনিই তাঁর স্বামীর হত্যাকারীদের কাছে একজন মিশনারি হিসেবে যেতে পারেন।

একজন পবিত্র ব্যক্তি অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে “শাশ্বত হ্যাঁ” বলেন। এর অর্থ ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। যখন একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা জানেন, তিনি তা স্বেচ্ছায় মেনে চলেন। তার হৃদয় বিভক্ত নয়; তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অন্তর্গত। একজন পবিত্র ব্যক্তি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে “হ্যাঁ” বলেন।

একজন পবিত্র ব্যক্তি প্রতিদিন “হ্যাঁ” বলা **অবিরত** রাখেন। এলিজাবেথ এলিয়ট “শাশ্বত হ্যাঁ” বলার পরে, তিনি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে থাকেন। এমন অনেক সময় ছিল যখন তিনি আবার বলেছিলেন, “হ্যাঁ, প্রভু।” কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে “একবার সব হ্যাঁ” আপনার প্রতিশ্রুতির সমস্ত ভবিষ্যত পরীক্ষাকে সরিয়ে দেবে। সকলের জন্য একবার আত্মসমর্পণ

[17] Elisabeth Elliot, *Passion and Purity* (Old Tappan: Fleming H. Revell Co., 1984), 25

করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শয়তান আপনার প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করতেই থাকবে। বারবার, আপনি বলতে থাকবেন, "হ্যাঁ, প্রভু। আমার জীবন তোমারই। এটি পবিত্র জীবনের অবিরাম "হ্যাঁ"।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – জর্জ মুলার

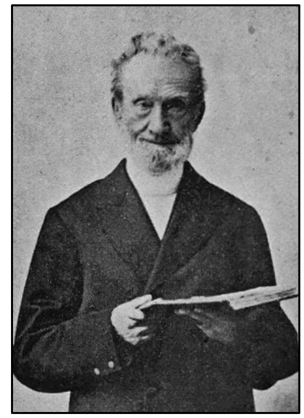

জর্জ মুলার (George Muller)[18] ১৯ শতকের একজন মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিলেন।[19] তিনি পাঁচটি বড় বড় অনাথ আশ্রম তৈরি করেছিলেন এবং ১০,০০০-এরও বেশি অনাথ বাচ্চার দেখাশোনার করেছিলেন। মুলার তার অনাথ আশ্রমগুলিকে সমর্থন করার জন্য এবং অন্যান্য মিশনারিদের দেওয়ার জন্য কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করেছিলেন। তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মুলার ১,২২,০০০ জন শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রায় ২০ লক্ষ বাইবেল এবং ১০ কোটিরও বেশি বই এবং পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। তিনি এই কাজটি করতে কখনো একজন ব্যক্তির কাছেও টাকা চাননি। তিনি কেবল ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

যখন ঈশ্বর মুলারকে তার অনাথ আশ্রম তৈরির জন্য আহ্বান করেছিলেন, তখন মুলারের কাছে মাত্র ৫০ সেন্ট ছিল! মুলার ঈশ্বরের আদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। মুলারের কাছে মাত্র ৫০ সেন্ট ছিল – কিন্তু তিনি তা ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন এবং বাকি সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন৷ মুলার পরে সাক্ষ্য দেন যে অনাথ বাচ্চাদের কোনোদিনই একবেলার জন্যেও খাবার বাদ যায়নি; ঈশ্বর সব প্রয়োজন যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

যুবক বয়সে মুলারের জীবনযাত্রা বেশ খারাপ ছিল, এমনকি ১৬ বছর বয়সে তিনি কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তবে, ২০ বছর বয়সে জর্জ মুলার খ্রিষ্টকে তার জীবন সমর্পণ করেন। পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ধরে, মুলার আধ্যাত্মিক বিজয়ের সময়কালের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন কিন্তু সেইসাথে সংগ্রামের ক্ষেত্রগুলিকেও স্বীকৃত করেছিলেন। অবশেষে, ২৪ বছর বয়সে, মুলার 'একটি সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হৃদয়ের আত্মসমর্পণ" করেন। "আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছি।"

৭০ বছর বয়সে মুলার প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা শুরু করেন। ৭০ থেকে ৮৭ বছর বয়সের মধ্যে তিনি ৪২টি দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং ৩০ লক্ষেরও বেশি লোকের কাছে প্রচার করেছেন।

বৃদ্ধ বয়সে জর্জ মুলার-কে তাঁর কর্মজীবনের গোপন রহস্য নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "একটা দিন ছিল যেদিন আমি নিজের কাছে (আমার মতামত এবং ইচ্ছা), জগতের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, এবং এমনকি আমার বন্ধুদের স্বীকৃতি বা দোষারোপের কাছে মারা গেছিলাম। তখন থেকেই, আমি শুধু ঈশ্বরের স্বীকৃতির প্রতি অনুগত।" জর্জ মুলার একজন অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের চোখে নিখুঁত ছিলেন।

---

[18] ছবি: "Mr George Muller" by Frank Holmes, *George Müller, The Modern Apostle of Faith* (1898), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mr_George_Muller.jpg, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহীত।

[19] Roger Steer, *Spiritual Secrets of George Muller* (PA: OMF Books, 1985) এবং J. Gilchrist Lawson, *Deeper Experiences of Famous Christians* (Anderson: Warner Press, 1911) থেকে অভিযোজিত।

৫ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি অবিভকত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

(২) হিব্রু শব্দ *শালেম* অর্থ হল "অবিভক্ত"। এই শব্দটি *শালোম* শব্দটির সাথে সম্পর্কিত, যার মানে "শান্তি"। একটি "নিখুঁত" বা "অবিভক্ত" হৃদয় থাকা মানে একক আনুগত্যসহ একটি হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

(৩) শলোমন, আসা, অমৎসিয়-এর জীবন একটি বিভক্ত হৃদয়ের বিপদ দেখায়। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তাদের হৃদয় বিভক্ত ছিল।

(৪) পবিত্রতা হৃদয় থেকে শুরু হয়। যারা একটি পবিত্র হৃদয় ব্যতীত বাহ্যিক নিয়ম নিয়ে আগ্রহী যিশু তাদের নিন্দা করেছিলেন।

(৫) আমাদের নিজেদেরকে অতি অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের পবিত্র করেন। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়ায় তাদের পবিত্র করার জন্য তাঁর লোকদের আহ্বান করেন।

(৬) পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে "হ্যাঁ" বলে। একজন অনুগত দাসের মতো, তারা স্বেচ্ছায় তাদের প্রভুকে হ্যাঁ বলে।

(৭) আমরা "শাশ্বত হ্যাঁ" বলার পরে, আমাদের অবশ্যই প্রতিদিন "হ্যাঁ" বলা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) "একটি অবিভক্ত হৃদয়ের জীবনযাপন" - এই বিষয়টির উপর একটি প্রচার তৈরি করুন। আপনি নিজের মতো করে লিখতে পারেন বা নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির সাহায্য নিতে পারেন:

ক। বাইবেলের একটি বিভক্ত হৃদয়ের উদাহরণ

খ। একটি বিভক্ত হৃদয় নিয়ে জীবন কাটানোর বিপদ

গ। একটি বিভক্ত হৃদয়ের শুশ্রূষা

(২) গীতসংহিতা ৮৬:১১-১২ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৬
পবিত্রতা হল ধার্মিকতা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বুঝতে পারবে যে অভ্যন্তরীণ ধার্মিকতা বাহ্যিক আচরণে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

(২) বাস্তবিক নৈতিক সিদ্ধান্তে পবিত্রতার নীতি প্রয়োগ করবে।

(৩) তাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতার পর্যালোচনা করবে।

(৪) মীখা ৬:৮ মুখস্থ করবে।

যিহিষ্কেল: এমন এক ব্যক্তি যিনি ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখেছিলেন

ইস্রায়েল আর পবিত্র জাতি রইল না। সে মূর্তি পূজা করত; সে দরিদ্রদের অত্যাচার করত; সে বিশ্রামবারকে অসম্মান করেছিল। বিচারে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ব্যাবিলনীয় সৈন্যবাহিনীকে যিরূশালেম জয় করতে এবং মন্দির ধ্বংস করার অনুমতি দেন। যেহেতু ঈশ্বরের লোকেরা আর পবিত্র রইল না, তাই তিনি আর তাদের উপাসনা গ্রহণ করেননি। যেহেতু ঈশ্বরের লোকেরা আর পাপ থেকে পৃথকীকৃত ছিল না, তাই তিনি আর তাদের উপাসনা গ্রহণ করেননি।

তবুও ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল। মন্দির ধ্বংসের দশ বছর পর ঈশ্বর ব্যাবিলনের কাছে বন্দী অবস্থায় বসবাসকারী একজন ভাববাদী যিহিষ্কেলকে একটি দর্শন দিয়েছিলেন। যিহিষ্কেল ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখেছিলেন।

যিহিষ্কেলের দর্শনে, নির্বাসন সমাপ্ত; বিচার শেষ হয়ে গেছে; ঈশ্বরের উপস্থিতি ফিরে এসেছে। মন্দির ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জল দিয়ে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং তাদের বাহ্যিক অধর্ম থেকে শুদ্ধ করেছেন। তিনি পাথরের মত কঠিন হৃদয়কে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে একটি নতুন হৃদয় ও একটি নতুন আত্মা দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন: "আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মা স্থাপন করব এবং এমন করব যাতে তোমরা আমার সব নিয়ম পালন করো ও আমার বিধানের বিষয়ে যত্নবান হও" (যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৭)। ইস্রায়েল পবিত্র, অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে।

যিহিষ্কেল একটি মন্দির দেখেছিলেন যা সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করেছিল। একটি পুনরুদ্ধার করা মন্দির থেকে বিশুদ্ধ জল মৃত সাগরে প্রবাহিত হয়েছিল। গাছগুলি খাবারের জন্য ফল এবং নিরাময়ের জন্য পাতা যুগিয়েছিল। এদনের সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

দর্শনের সবচেয়ে মহিমান্বিত অংশটি হল শেষ বাক্যটি: “সেই সময় থেকে নগরের নাম হবে: সদাপ্রভু সেখানে আছেন” (যিহিষ্কেল ৪৮:৩৫)। ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ: একজন পবিত্র মানুষ পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করে!

► একজন ব্যক্তি যে পবিত্র তার বাহ্যিক প্রমাণগুলি আলোচনা করুন। একজন ব্যক্তি যার অন্তর পবিত্র তার কাছ থেকে আমরা কী বাহ্যিক কাজকর্ম আশা করা উচিত?

ভাববাদীদের সমস্যা : ইস্রায়েলের অধার্মিকতা

ভাববাদীরা এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিযোগ এনেছিলেন যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। ভাববাণীমূলক বইগুলিতে, পঞ্চপুস্তকের মতো, *পবিত্র* শব্দটি এমন কিছুকে বোঝায় যা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত এবং তাঁর কাছে আলাদা করা হয়েছে। যিরূশালেম এবং মন্দির পবিত্র ছিল কারণ তা ঈশ্বরের ছিল।

ঈশ্বর পবিত্র

একুশবার যিশাইয় বলেছেন “ইস্রায়েলের পবিত্রতম।” চেরুবিমেরা গান গেয়েছেন: “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু, সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ” (যিশাইয় ৬:৩)।

ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি ধার্মিকতার দ্বারা নিজেকে পবিত্র প্রদর্শিত করেন (যিশাইয় ৫:১৬)। যিহিষ্কেল এমন একটি দিন দেখেছিলেন যেদিন ঈশ্বর সমস্ত জাতির কাছে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। “আর আমি আমার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করব, আর আমি অনেক জাতির সামনে নিজের পরিচয় দেব। তখন তারা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু” (যিহিষ্কেল ৩৮:২৩)।

ঈশ্বরের **বিচার** তাঁর পবিত্র প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। মীখা ইস্রায়েলের পাপের কারণে এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, “সদাপ্রভু নিজ বাসস্থান থেকে আসছেন, তিনি নেমে এসে পৃথিবীর সব উচ্চস্থানের উপর দিয়ে গমনাগমন করবেন” (মীখা ১:২-৩)। ঈশ্বর ইস্রায়েলের বিচার করেছিলেন কারণ একজন পবিত্র ঈশ্বর কোনো পাপকে শাস্তিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না।

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের উদ্ধার দেখায় যে তিনি পবিত্র। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে উদ্ধার করেছিলেন এই কারণে নয় যে সে উদ্ধারের যোগ্য ছিল, বরং জাতির মধ্যে তাঁর পবিত্র নামের জন্য।

> অতএব ইস্রায়েল কুলকে বলো, ‘সার্বভৌম সদাপ্রভু এই কথা বলেন, হে ইস্রায়েল কুল, আমি যে তোমাদের জন্য এই কাজ করতে যাচ্ছি তা নয়, কিন্তু আমার সেই পবিত্র নামের জন্যই করব, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ সেখানেই জাতিগণের মধ্যে অপবিত্র করেছ। আমি আমার মহান নামের পবিত্রতা দেখাব, যা জাতিগণের মধ্যে অপবিত্র করা হয়েছে, যে নাম তুমি তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ (যিহিষ্কেল ৩৬:২২-২৩)।

ঈশ্বর তাঁর পবিত্র নামকে ইস্রায়েলের পাপের দ্বারা লজ্জিত হতে দেবেন না। তিনি অন্যান্য জাতির কাছে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশের জন্য ইস্রায়েলকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

> সার্বভৌম সদাপ্রভু এই কথা বলেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ইস্রায়েলীদের আমি যখন জড়ো করব, তখন জাতিদের সামনে তাদের মধ্যে আমি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করব। তারা নিজেদের সেই দেশে বাস করবে, যে দেশ আমি আমার দাস যাকোবকে দিয়েছিলাম (যিহিষ্কেল ২৮:২৫)।

এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলকে মুক্ত করে তাঁর পবিত্রতা দেখাবেন এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যাদের তিনি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন সেই লোকেদের মধ্যে তাঁর পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। পবিত্রতা ঈশ্বরের।

ইস্রায়েল পবিত্র ছিল না

যেহেতু পবিত্রতা ঈশ্বরের, আমরা কেবল তখনই পবিত্র যখন আমরা একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক রাখি। ভাববাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে ইস্রায়েল আর পবিত্র ছিল না কারণ সে ঈশ্বরের সাথে একটি অনুগত ও প্রেমময় সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করার পরিবর্তে তার পাপপূর্ণ ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করেছিল।

যিশাইয় পুস্তকে, ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি যিহূদা পাপের কারণে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ সে ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতে অস্বীকার করেছিল।

> তাদের সমস্ত কাজ মন্দ, তাদের হাতে রয়েছে সমস্ত হিংস্রতার কাজ। তাদের পাগুলি পাপের পথে দৌড়ায়; নির্দোষের রক্তপাত করার জন্য তারা দ্রুত ছুটে যায়। তাদের সমস্ত চিন্তাধারা কেবলই মন্দ; তাদের পথে পথে রয়েছে ধ্বংস ও বিনাশ (যিশাইয় ৫৯:৬-৭)।

ঈশ্বর **যিরময়কে** একটি মসিনার কোমরবন্ধ মাটির নীচে চাপা রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। সাদা মসিনা শুদ্ধতার একটি প্রতীক ছিল। যিরমিয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোমরবন্ধটি মাটির নীচে চাপা রেখেছিলেন যতক্ষণ না কাদা এবং ধুলো এটিকে নষ্ট করছে। এটি যিহূদার অশুচিতাকে চিহ্নিত করেছিল। ঈশ্বর একটি ধার্মিক জাতি হওয়ার জন্য যিহূদাকে মনোনীত করেছিলেন। পরিবর্তে, ঈশ্বরের লোকেরা পাপে পূর্ণ জীবন যাপন করেছিল (যিরমিয় ১৩:১-১১)।

যিহিষ্কেলে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে জেদী বিদ্রোহীদের একটি জাতি হিসেবে নিন্দা করেছিলেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল (যিহিষ্কেল ২:৩)। একজন পবিত্র ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে, ইস্রায়েল পৌত্তলিক জাতির মতো জীবনযাপন করেছিল। "আর তোমরা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু, কারণ তোমরা আমার নিয়ম ও শাসন পালন করোনি বরং তোমাদের চারপাশের জাতিদের অনুরূপ হয়েছ" (যিহিষ্কেল ১১:১২)। ইস্রায়েল আর পবিত্র ছিল না।

নির্বাসনের সময়, **দানিয়েল** স্বীকার করেছিলেন যে জাতিদের সামনে ঈশ্বরকে সম্মান করার জন্য নির্বাচিত লোকেরা প্রকাশ্য লজ্জার যোগ্য ছিল (দানিয়েল ৯:৭)। কেন?

> সমগ্র ইস্রায়েল তোমার বিধান অমান্য করেছে ও বিপথে গেছে, তোমার বাধ্য হতে অস্বীকার করেছে। তাই ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থায় যেসব অভিশাপ ও বিচারের কথা লেখা আছে তা আমাদের উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। (দানিয়েল ৯:১১)।

নাবালক ভাববাদীরা ইস্রায়েলকে তার পাপের জন্য নিন্দা করেছিলেন। **হোশেয়** অভিশাপ, মিথ্যাচার, নরহত্যা, চুরি এবং ব্যভিচারের জন্য ইস্রায়েলকে অভিযুক্ত করেছিলেন (হোশেয় ৪:২)। **মীখা** সেইসব লোকেদের কাছে প্রচার করেছিলেন যারা সঠিক কাজকে ঘৃণা করত এবং দুষ্কার্যকে পছন্দ করত (মীখা ৩:২)।

সফনিয় হিষ্কিয়ের বংশধর ছিলেন। তিনি যিহূদার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পরিবারগুলির একটির সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি যিহূদার পাপের জন্য তার নেতাদের দোষারোপ করতে দ্বিধা করেননি।

> তার মধ্যবর্তী রাজকর্মচারীরা যেন গর্জনকারী সিংহ; তার শাসকেরা সন্ধ্যাবেলার নেকড়ে, তারা সকালের জন্য কিছুই ফেলে রাখে না। তাদের ভাববাদীরা অনাচারী; তারা বিশ্বাসঘাতক। তাদের পুরোহিতরা পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করে এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে (সফনিয় ৩:৩-৪)।

তার রাজনৈতিক আধিকারিক থেকে তার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সবক্ষেত্রেই ইস্রায়েল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। সমস্যাটা কী ছিল? ইস্রায়েল ভুলে গিয়েছিল যে পবিত্রতা ধার্মিক আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও অনেক বড় বিষয়। ইস্রায়েল প্রকৃত ধার্মিকতাকে শূন্য অনুষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিল।

পবিত্রতা হল আচার-অনুষ্ঠানের এবং পেশার চেয়েও অনেক বড় বিষয়

ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য ছিল ইস্রায়েলকে শেখানো যে সে ঈশ্বরের। দুর্ভাগ্যবশত, ইস্রায়েল শীঘ্রই ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়েছিল। লোকেরা যথাযথ আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় পবিত্র ছিল না। এই জাতি যাকে ঈশ্বর তাঁর প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করার জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন তা এখন অপবিত্র। ভাববাণীমূলক বইগুলি শিক্ষা দেয় যে পবিত্র হওয়ার অর্থ অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে ধার্মিক হওয়া।

যিহিষ্কেলকে ৫৯৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন যিহিষ্কেল ৩০ বছর বয়সী, ঈশ্বর এক ধারাবাহিক দর্শনের মাধ্যমে ভাববাদীর সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যিহিষ্কেল যিহূদার প্রবীণদেরকে পবিত্র স্থানে মূর্তি পূজা করতে দেখেছিলেন (যিহিষ্কেল ৮)। মন্দিরের চত্বর মৃতদেহে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর স্বর্গদূতেদের বিচার আনার আদেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিল (যিহিষ্কেল ১০)। মন্দির এবং তার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান অর্থহীন হয়ে পড়েছিল কারণ লোকেরা আর পবিত্র ছিল না।

একটি পবিত্র জীবন আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও বড় বিষয়

ইস্রায়েল নিজেকে পবিত্র বলে দাবী করেছিল, কিন্তু সে পাপী এবং অশুচি ছিল। লোকেরা পবিত্রতার আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করেছিল, কিন্তু তারা ধার্মিক জীবন যাপন করত না। “তারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করেছে; তারা ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অবজ্ঞা করেছে, এবং তাঁর প্রতি তারা পিঠ ফিরিয়েছে” (যিশাইয় ১:৪)। লোকেরা যথার্থ আচার-অনুষ্ঠান পালন করত, কিন্তু তারা পাপের জীবন যাপন করত। ভাববাদীরা প্রচার করেছিলেন যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানই অর্থহীন যদি ইস্রায়েল লোকেরা পাপী জীবনযাত্রা মেনে চলে। পবিত্রতা উৎসব এবং নৈবদ্যর থেকেও বড় বিষয়।

যিশাইয় বলেছেন যে ঈশ্বর যিহূদার হোমবলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ সে পবিত্র জীবন যাপন করত না।

> অর্থহীন সব বলিদান আমার কাছে আর এনো না…. আমি তোমাদের এসব মন্দ জমায়েত সহ্য করতে পারি না।
>
> তোমাদের অমাবস্যার উৎসবগুলি ও নির্ধারিত সব পর্ব, আমার প্রাণ ঘৃণা করে। সেগুলি আমার পক্ষে এক বোঝাস্বরূপ, যেগুলির ভার বয়ে বয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি (যিশাইয় ১:১৩-১৪)।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে, **যিরমিয়** ঘোষণা করেছিলেন, “কোনো মিথ্যা কথাবার্তায় তোমরা বিশ্বাস কোরো না এবং বোলো না, ‘এই হল সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির’” (যিরমিয় ৭:৪)। মন্দির আর পবিত্র ছিল না। কেন? কারণ উপাসনাকারীরা ধার্মিক জীবন যাপন করত না। ঈশ্বর সতর্ক করেছিলেন, “তারা যদিও উপবাস করে, আমি তাদের

কান্না শুনব না; তারা যদিও হোমবলি ও শস্য-নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, আমি সেগুলি গ্রাহ্য করব না" (যিরমিয় ১৪:১২)। ঈশ্বর শূন্য আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু চান।

ঈশ্বর **হোশেয়কে** বলেছিলেন, "কারণ আমি দয়া চাই, বলিদান নয়, এবং হোমবলির চেয়ে চাই ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দান" (হোশেয় ৬:৬)। ইস্রায়েল হোমবলি উৎসর্গ করেছিল কিন্তু ঈশ্বরের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। একটি ধার্মিক জীবন ব্যতীত হোমবলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। ইস্রায়েলের বলিদান সত্ত্বেও, ঈশ্বর তাদের অন্যায় মনে রাখবেন এবং তাদের পাপের শাস্তি দেবেন (হোশেয় ৮:১৩)। কেন?

> দেশে কোনো বিশ্বস্ততা, কোনো ভালোবাসা নেই এবং ঈশ্বরকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না। এদেশে আছে কেবলই অভিশাপ, মিথ্যাচার ও নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার; এরা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে, এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত করে (হোশেয় ৪:১-২)।

উত্তরের এলাকাটি আসিরিয়া দ্বারা অধিকৃত হওয়ার অল্প সময় আগেই **আমোষ** সেখানে প্রচার করেছিলেন। আমোষ অনুতাপের জন্য শেষ সুযোগ দিয়েছিলেন। আমোষ ইস্রায়েলের পাপের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ভাববাণী করা "ঈশ্বরের লোকেরা" মারাত্মক সামাজিক অবিচার থেকে শুরু করে লজ্জাজনক যৌনাচারের মতো সমস্ত পাপেরই ভাগীদার ছিল। ধনী ইস্রায়েলীয়রা অন্যায্যভাবে জরিমানা দাবী করত এবং ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের জন্য মদ কিনতে সেই টাকা ব্যবহার করত (যাত্রাপুস্তক ২২:২৬; আমোষ ২:৮)। তাদের পাপী জীবনযাত্রার কারণে, তাদের উপাসনাও ফাঁপা ছিল। ঈশ্বর বলেছেন:

> আমি তোমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলি ঘৃণা করি, অগ্রাহ্য করি; তোমাদের সভাগুলি আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা যদিও আমার কাছে হোমবলি ও শস্য-নৈবেদ্যগুলি উপস্থিত করো, আমি সেগুলি গ্রহণ করব না। তোমরা যদিও নধর পশুর মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করো, আমি সেগুলি চেয়েও দেখব না। তোমাদের গানবাজনার শব্দ দূর করো! আমি তোমাদের বীণার ঝংকার শুনতে চাই না (আমোষ ৫:২১-২৩)।

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

"প্রিয় প্রেমময় প্রভু,
আমাকে একটি অবিচল হৃদয় দাও;
আমাকে একটি অপরাজিত হৃদয় দাও;
আমাকে একটি সরল হৃদয় দাও।
তোমাকে জানার জ্ঞান দাও,
দাও তোমাকে খোঁজার অধ্যবসায়,
এবং তোমাকে আলিঙ্গন করার বিশ্বস্ততা।"

- থমাস অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas) -এর লেখা থেকে গৃহীত

এমনকি নির্বাসনের পরে, যিহূদা সম্পূর্ণ আনুগত্যের জন্য আচার-অনুষ্ঠান প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, লোকেরা মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে শুরু করেছিল। যদিও তারা ধর্মীয় কাজকর্মই ছিল, তবে তাদের হৃদয় শুদ্ধ ছিল না। **হগয়** লোকেদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একজন পুরোহিত যে একটি মৃতদেহ স্পর্শ করেছে সে অশুচি। একইভাবে, লোকেদের পাপের দ্বারা যে অশুচিতা তা মন্দিরে তাদের কাজকেও অশুচি করেছে। ধার্মিকতার ব্যতীত আচার-অনুষ্ঠান নিছক ফাঁকা অঙ্গভঙ্গি; পবিত্রতা আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও বড় বিষয়। (হগয় ২:১০-১৪)।

মালাখি সতর্ক করেছিলেন যে ঈশ্বর যিহূদার আরাধনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। "আমি তোমাদের প্রতি খুশি নই," সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু বলেন, "এবং আমি তোমাদের হাত থেকে কোনও রকম নৈবেদ্য গ্রহণ করব না" (মালাখি ১:১০)। ঈশ্বর লোকেদের পাপের কারণে যিহূদার নৈবেদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

ভাববাণীমূলক বইগুলি স্পষ্টভাবে বলেছে: পবিত্রতা আচার-অনুষ্ঠানের চেয়েও বড় বিষয়। একজন ব্যক্তি যে একটি ধার্মিক জীবন যাপন করে না সে পবিত্র নয়। আমরা অশুচি হাতে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি না।

একটি পবিত্র জীবন হল ঈশ্বরের নামে করা কোন পেশার চেয়েও বড় বিষয়

ঈশ্বর সেই লোকেদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যারা তাঁর নাম দাবি করেছিল কারণ তারা তাদের পাপ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল। নতুন নিয়মে, যীশু সতর্ক করেছিলেন:

> "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই প্রবেশ করতে পারবে। (মথি ৭:২১-২৩)। সেদিন, অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু, প্রভু; আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিনি? আপনার নামে কি ভূত তাড়াইনি ও বহু অলৌকিক কাজ করিনি?' তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কোনোকালেও জানতাম না। দুষ্টের দল, আমার সামনে থেকে দূর হও!'" (মথি ৭:২১-২৩)।

পবিত্রতা ঈশ্বরের নামে ভাববাণী করার চেয়েও বড় বিষয়। পবিত্রতা হল বাহ্যিক আচরণে প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ ধার্মিকতা। ঈশ্বরের একটি পবিত্র হৃদয় এবং দুটি পবিত্র হাত প্রয়োজন।

যিরমিয়ের সময়ের মতো, আজকেও ঈশ্বর সেইসব পাস্টারদের সাথে কথা বলছেন যারা গরীবদের দেওয়া দানের অর্থে বড় বড় ইমারত বানাচ্ছে। "ধিক্ সেই মানুষকে, যে অধার্মিকতায় তার প্রাসাদ নির্মাণ করে, অন্যায়ের সঙ্গে তার উপরতলার কক্ষ তৈরি করে" (যিরমিয় ২২:১৩)।

আমোষের সময়ের মতো, আজকেও ঈশ্বর সেইসব বাদ্যকারদের সাথে কথা বলছেন যারা পাপীদের মতো জীবন যাপন করছে। "তোমাদের গানবাজনার শব্দ দূর করো; আমি তোমাদের বীণার ঝংকার শুনতে চাই না" (আমোষ ৫:২৩)।

মীখার সময়ের মতো, আজকেও ঈশ্বর সেইসব ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলছেন যারা ক্রেতাদের সাথে কালোবাজারি করার সময় যিশুর নাম ব্যবহার করে। "হে মানুষ, যা ভালো তা তো তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছ থেকে কী চাইছেন জানো? শুধুমাত্র এইটা যে, ন্যায্য কাজ করা ও ভালোবাসা এবং তোমার সদাপ্রভুর সঙ্গে নম্র হয়ে চলা।" (মীখা ৬:৮)। পবিত্রতা আচার-অনুষ্ঠান বা পেশার চেয়েও অনেক বড় বিষয়। ভাববাদীদের সময়ের মতো, আজকেও ঈশ্বর ধার্মিক আচরণের খোঁজ করছেন।

পবিত্রতা হল ধার্মিকতা

একটি পবিত্র হৃদয় পবিত্র হাতে বা কাজে প্রদর্শিত হবে। ইস্রায়েল অধার্মিক জীবনযাপন করার সময় নিজেকে পবিত্র জাতি বলে দাবি করতে পারেনি।

যেহেতু ঈশ্বর একজন ধার্মিক ঈশ্বর, সেহেতু তাঁর লোকেদের অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে। ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে অবশ্যই তাঁদের ঈশ্বরের চরিত্র থাকতে হবে। যারা মূর্তি পূজা করে তারা তাদের মূর্তির নৈতিক প্রকৃতি গ্রহণ করে; যারা যিহোবাকে উপাসনা করে তাদেরকে অবশ্যই যিহোবার নৈতিক প্রকৃতি গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল একজন ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ তৈরি করা।

যিশাইয় ঈশ্বরের প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন। "সদাপ্রভু মহিমান্বিত হয়েছেন, কারণ তিনি ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠান করেন; তিনি **ন্যায়বিচার** ও **ধার্মিকতায়** সিয়োন পরিপূর্ণ করবেন" (যিশাইয় ৩৩:৫)। একই বার্তায়, যিশাইয় সেই ধার্মিক ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতে পারে।

> …গ্রাসকারী আগুনে আমাদের মধ্যে কে বসবাস করতে পারে? আমাদের মধ্যে কে পারে সেই চিরস্থায়ী আগুনে বসবাস করতে? যে **ধার্মিকতার পথে জীবনযাপন করে, যা ন্যায়সংগত যে সেই কথা বলে**, যে **দমনপীড়নের মাধ্যমে হৃত লাভ ঘৃণা করে** এবং উৎকোচ নেওয়া থেকে নিজের হাত গুটিয়ে রাখে, যে খুনের ষড়যন্ত্র থেকে নিজের কান ফিরিয়ে নেয় এবং মন্দ করার পরিকল্পনার প্রতি নিজের চোখ বন্ধ রাখে (যিশাইয় ৩৩:১৪-১৫)।

একমাত্র সে ব্যক্তিই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে পারে যে ঈশ্বরের ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের অধিকারী। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের মতোই আচরণ করে; তারা এক পবিত্র ঈশ্বরের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

পবিত্রতা হল অভ্যন্তরীণ ধার্মিকতা : হৃদয়

প্রকৃত ধার্মিকতা অন্তর থেকে আসে। ভাববাদীরা ভালো করেই জানতেন যে আইনের আচার-অনুষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট নয়। অভ্যন্তরীণ ধার্মিকতা ছাড়া বাহ্যিক আনুগত্য কপটতা। ধার্মিকতা হৃদয় থেকেই শুরু হয়।

ইস্রায়েল আইন প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ সে সেই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যিনি আইন দিয়েছিলেন। হৃদয় থেকে অবাধ্যতা শুরু হয়। ইস্রায়েল ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিল কারণ তাদের হৃদয় তাদের মূর্তির পিছনে পরিচালিত হয়েছিল (যিহিষ্কেল ২০:১৬)। ঈশ্বর দেখেছিলেন যে তাদের হৃদয় মিথ্যা ছিল (হোশেয় ১০:২)।

অবাধ্যতা হৃদয় থেকে শুরু হয়; ধার্মিকতা হৃদয় থেকে শুরু হয়। যিশাইয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর বলেছিলেন, “যা ন্যায়সংগত, তোমরা যারা তা জানো, আমার কথা শোনো, আমার বিধান তোমাদের মধ্যে যাদের অন্তরে আছে, তারা শোনো” (যিশাইয় ৫১:৭)। সেই ব্যক্তিরাই ধার্মিকতা জানে যাদের অন্তরে ঈশ্বরের বিধান রয়েছে।

যিরমিয় এবং যিহিষ্কেল এমন একটি দিনের দিকে তাকিয়েছিলেন যেদিন ঈশ্বরের লোকেদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আইন রোপিত হবে।

> সেই সময়ের পরে, আমি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে এই নিয়ম স্থাপন করব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “আমি তাদের মনে আমার বিধান দেব এবং তাদের হৃদয়ে তা লিখে দেব। আমি তাদের ঈশ্বর হব আর তারা আমার প্রজা হবে” (যিরমিয় ৩১:৩৩)।

> আমি তাদের একই হৃদয় দেব ও সেখানে এক নতুন আত্মা স্থাপন করব; আমি তাদের মধ্যে থেকে কঠিন হৃদয় সরিয়ে এক মাংসময় হৃদয় দেব। তখন তারা আমার নিয়ম সকল অনুসরণ করবে এবং আমার শাসন পালন করতে যত্নবান হবে। তারা আমার লোক হবে এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব (যিহিষ্কেল ১১:১৯-২০)।

ধার্মিকতা হৃদয় থেকে শুরু হয়। যোয়েল কেবল বাহ্যিক প্রদর্শনে অনুতাপ না করার জন্য লোকেদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। উপবাস এবং কান্না আবশ্যিকভাবে অনুতপ্ত হৃদয় থেকে আসতে হবে।

> সদাপ্রভু ঘোষণা করেন, “তোমরা এখনই, তোমাদের সম্পূর্ণ মনেপ্রাণে আমার কাছে ফিরে এসো, তোমরা উপবাস ও কান্নার সঙ্গে, শোক করতে করতে ফিরে এসো।” তোমাদের পোশাক নয়, কিন্তু তোমরা নিজের নিজের হৃদয় বিদীর্ণ করো। তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরে এসো, কারণ তিনি অনুগ্রহকারী ও সহানুভূতিশীল, বিলম্বে ক্রোধ করেন ও সীমাহীন তাঁর ভালোবাসা। তিনি বিপর্যয় প্রেরণ করে দয়ার্দ্র হন (যোয়েল ২:১২-১৩)।

বাহ্যিক প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়। ধার্মিকতার অবশ্যই হৃদয় থেকে শুরু হওয়া উচিত।

পবিত্রতা হল বাহ্যিক ধার্মিকতা : হাত বা কাজ

ভাববাণীমূলক বইগুলিতে, নৈতিক আচরণ হল পবিত্রতা পরিমাপের কাঠি। পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন সৎ চরিত্র ও আচরণ। একটি ধার্মিক জীবনের পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত সহজতম বর্ণনাগুলির মধ্যে একটি মীখা থেকে এসেছে। মীখা তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাশাগুলিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

> হে মানুষ, যা ভালো তা তো তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছ থেকে কী চাইছেন জানো? শুধুমাত্র এইটা যে, ন্যায্য কাজ করা ও ভালোবাসা এবং তোমার সদাপ্রভুর সঙ্গে নম্র হয়ে চলা (মীখা ৬:৮)।

এটাই হল ধার্মিক জীবন যাপন করার অর্থ : অন্য মানুষদের প্রতি **ন্যায়বিচার** এবং **করুণা**, এবং ঈশ্বরের প্রতি **নম্রতা**। ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলিতে ন্যায়বিচার, করুণা, এবং নম্রতা একটি জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে।

ধার্মিকতা হল অন্য মানুষদের প্রতি ন্যায়বিচার এবং করুণা

কিছু মানুষ তাদের হৃদয় আর কাজকে আলাদা করতে চায়। তারা বলে, "আমার হৃদয় পবিত্র, কিন্তু আমার হাতগুলো পাপী। আমি আমার হৃদয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি একটি ধার্মিক জীবন যাপন করি না।" ভাববাণীমূলক বইগুলি এই পৃথকীকরণকে সমর্থন করে না। একটি পবিত্র হৃদয় বাহ্যিক ধার্মিকতায় প্রকাশিত হবে। একটি শুচি হৃদয়ের ফলাফল সঠিক আচরণে প্রদর্শিত হবে। পবিত্র লোকদের হাত পবিত্র হয়।

সখরিয় ধার্মিকতাকে অন্যদের প্রতি সঠিক আচরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

> সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "তোমরা ন্যায়ভাবে বিচার করো, একে অন্যের প্রতি করুণা করো ও সহানুভূতি দেখাও। তোমরা বিধবাদের বা অনাথদের, বিদেশিদের বা গরিবদের উপর অত্যাচার কোরো না। একে অন্যের বিষয় হৃদয়ে মন্দ চিন্তা কোরো না" (সখরিয় ৭:৯-১০)।

আমোষ এমন একটি জাতির কাছে প্রচার করেছিলেন যারা ধার্মিকতার ভুলে গিয়েছিল। ইস্রায়েল [তুমি] "ন্যায়বিচারকে তিক্ততায় পরিণত করো, ও ধার্মিকতাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করো।" ঈস্রায়েলের এই অধঃপতনের সমাধান কী ছিল? "কিন্তু ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা কখনও শুকিয়ে না যাওয়া স্রোতের মতো হোক" (আমোষ ৫:৭, ২৪)।

যিশাইয় ধার্মিকতার প্রতি আমোষের আবেগের কথাই বলেছিলেন। যিশাইয়ের প্রথম বার্তা যিহূদাকে একটি ধার্মিক জীবনে আহ্বান জানিয়েছিল:

> তোমরা সেইসব ধুয়ে ফেলো ও নিজেদের শুচিশুদ্ধ করো। তোমাদের সব মন্দ কর্ম আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর করো! অন্যায় সব কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত হও। যা ন্যায়সংগত, তাই করতে শেখো; ন্যায়বিচার অনুধাবন করো। অত্যাচারিত লোকেদের পাশে দাঁড়াও। পিতৃহীনদের পক্ষসমর্থন করো, বিধবাদের সপক্ষে ওকালতি করো (যিশাইয় ১:১৬-১৭)।

যিহূদাকে ন্যায়বিচার এবং ধার্মিকতায় আহ্বানের জন্য **যিরমিয়ের** মাধ্যমে ঈশ্বর কথা বলেছিলেন।

> সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “যা কিছু যথার্থ ও ন্যায়সংগত, তোমরা তাই করো। যাদের সবকিছু হরণ করা হয়েছে, তাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করো। বিদেশি, পিতৃহীন বা বিধবাদের প্রতি কোনো অন্যায় বা হিংস্রতার কাজ কোরো না এবং এই স্থানে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত কোরো না” (যিরমিয় ২২:৩)।

ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য মাপকাঠি ছিল ন্যায়বিচার, ধার্মিকতার, এবং করুণা। ঈশ্বর চান যে তাঁর লোকেরা ধার্মিকভাবে জীবন যাপন করুক, যাতে তারা ঈশ্বরের মতো আচরণ করতে পারে।

ধার্মিকতা হল ঈশ্বরের প্রতি নম্রতা

ঈশ্বর এমন লোকদের সন্ধান করেন যারা অন্যদের সাথে ন্যায়বিচার ও করুণার আচরণ করে; আমাদের প্রতিবেশী প্রতি আমাদের এরকমই আচরণ করতে হবে। ঈশ্বর এমন লোকদের খোঁজেন যারা তাঁর সামনে নম্রভাবে চলে; ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এমনই আচরণ হতে হবে।

যিহূদা উঁচু পাহাড়ে মূর্তি পূজা করত। ঈশ্বর যিহূদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যুত্তর করেছিলেন যে তিনিই একমাত্র যিনি সত্যিই উচ্চস্থানে বাস করেন।

> কারণ যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি চিরকাল জীবিত থাকেন ও যাঁর নাম পবিত্র, তিনি এই কথা বলেন, “আমি এক উচ্চ ও পবিত্রস্থানে বাস করি, আবার যে ভগ্নচূর্ণ ও নতনম্র আত্মা বিশিষ্ট, তার মধ্যেও বাস করি, যেন নম্র ব্যক্তিদের আত্মা সঞ্জীবিত করি এবং ভগ্নচূর্ণমনা ব্যক্তিদের হৃদয়কেও সঞ্জীবিত করি” (যিশাইয় ৫৭:৭, ১৫)।

আমরা অনুতপ্ত এবং নম্র আত্মার মাধ্যমে উচ্চ এবং মহান ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাই। ধার্মিকতা ঈশ্বরের প্রতি নম্রতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটাই আসল পবিত্রতা।

হোশেয় ধর্মত্যাগী জাতির কাছে প্রচার করেছিলেন। ভাববাদী জানতেন যে লোকেরা তাঁর বাণী প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু যদিও লোকেরা অনুতাপ করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, হোশেয় ঈশ্বরের অন্বেষণকারী ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করেছিলেন। যদিও একটা গোটা জাতি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তবুও ধার্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে চলতে পারে। যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করবেন ঈশ্বর তাকে সম্মান করবেন। যে ব্যক্তি ধার্মিকতার পথে চলে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেন।

> কে জ্ঞানবান? তাদের এসব বিষয় উপলব্ধি করতে দাও। বিচক্ষণ কে? তাদের এগুলি বুঝতে দাও। সদাপ্রভুর পথসকল ন্যায়সংগত; ধার্মিক ব্যক্তি সেইসব পথেই হাঁটে (হোশেয় ১৪:৯)।

পবিত্রতার অনুশীলন : একটি পবিত্র জীবনের নীতিতত্ত্ব

পবিত্রতা হৃদয় থেকে শুরু হয়য়, কিন্ত এটি বাহ্যিক আচরণেও প্রকাশিত হয়। মন্দির উৎসর্গের সময়ে, শলোমন লোকদের বলেছিলেন, “আর তোমাদের অন্তর যেন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিধিবিধান অনুসারে চলার ও **তাঁর আদেশের বাধ্য হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি পুরোপুরি সমর্পিত থাকে**, যেমনটি এসময় হয়েছে” (১ রাজাবলী ৮:৬১)। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার ফলাফল বাহ্যিক পবিত্রতায় দেখা যায়; আপনি যদি অন্তর থেকে পবিত্র হন, তাহলে আপনি বাহ্যিকভাবেও ধার্মিকতার জীবন যাপন করবেন।

ভাববাদীরা প্রাচীন ইস্রায়েলের সেই ব্যক্তিদের বিরোধিতা করেছিলেন যারা শিখিয়েছিল যে ঈশ্বরের লোকেদের ঈশ্বরের আইন মানতে হবে না। ভাববাদীরা আজকের মন্ডলীতেও তাদের বিরোধিতা করেন যারা শিক্ষা দেয় যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পবিত্র জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের দাবি পূরণ করতে পারে না।

আজকে অনেক প্রচারকই শিক্ষা দেন, "ঈশ্বরের নীতি বলে ধার্মিকভাবে বাঁচতে, কিন্তু তিনি জানেন যে আপনি তাঁর আইন পালন করতে পারবেন না।" এটা ভাববাদীদের বক্তব্য নয়। ভাববাদীরা বলেছেন, "ঈশ্বরের নীতি বলে ধার্মিকভাবে বাঁচতে; এটাই ঈশ্বর চান। ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের নীতি মেনে চলবে।"

মোশির বিধান থেকে একটি উদাহরণ আপনাকে দেখাবে যে কীভাবে একটি পবিত্র হৃদয় আমাদের দৈনন্দিন কাজকে প্রভাবিত করে। ঈশ্বর বলেছেন, "তোমাদের প্রতিবেশীকে নির্যাতন করবে না কিংবা তার কোনো জিনিস হরণ করবে না। বেতনজীবীর বেতন রাত্রি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ধরে রেখো না" (লেবীয় পুস্তক ১৯:১৩)। প্রাচীন বিশ্বে, একজন শ্রমিককে প্রতিদিন দিনের শেষে বেতন দেওয়া হত। সেই সময়ে কোনো চেকিং অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড ছিল না। তারা সোমবারের বেতন দিয়ে মঙ্গলবারের খাবার কিনত। প্রতিদিন একজন শ্রমিককে বেতন দিতে অস্বীকার করা তাদের পক্ষে খাবার কেনা কঠিন করে তুলত। বিধান বলে, "প্রতিদিনের শেষে তোমার কর্মীদের বেতন দাও। একজন ধার্মিক ব্যবসায়ী তাঁর শ্রমিকদের সাথে ন্যায়বিচার করবেন।"

আমরা ভাববাদীদের মধ্যে ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার এবং করুণার উপর জোর দিতে দেখেছি। নতুন নিয়মের প্রেরিতরাও এই একই বার্তা প্রচার করেন। এটি যাকোবের চিঠিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যাকোব তাদের জন্য লিখেছিলেন যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের লোক বলে দাবি করেছিল, কিন্তু যারা ধার্মিক জীবনযাপন করেনি। তিনি দেখান যে ধার্মিক জীবনযাপনে প্রকৃত পবিত্রতা দেখা যায়।

- পবিত্র ব্যক্তিরা ধার্মিকতার দাবী করার চেয়েও বেশি কিছু করেন, তাঁরা ঐশ্বরিক জীবন যাপন করেন। "বাক্যের কেবল শ্রোতা হোয়ো না ও নিজেদের প্রতারিত কোরো না। বাক্য যা বলে, তা করো" (যাকোব ১:২২)।

- পবিত্র ব্যক্তিরা অনাথ এবং বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকেন। "পিতা ঈশ্বরের কাছে বিশুদ্ধ ও নির্দোষরূপে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল এই: অনাথ ও বিধবাদের দুঃখকষ্টে তত্ত্বাবধান করা এবং সাংসারিক কলুষতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা" (যাকোব ১:২৭)।

- পবিত্র ব্যক্তিরা ধনী এবং গরীব উভয় প্রকার মানুষের ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ। "কিন্তু তোমরা যদি পক্ষপাতিত্ব করো, তবে পাপ করেছ এবং বিধানের দ্বারাই তোমরা বিধানভঙ্গকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত হবে" (যাকোব ২:৯)।

- পবিত্র ব্যক্তিরা তাঁদের কথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। "কেউ যদি তার কথাবার্তায় কখনও ভুল না করে, তাহলে সে সিদ্ধপুরুষ, সে তার সমস্ত শরীর বশে রাখতে সমর্থ" (যাকোব ৩:২)।

- পবিত্র ব্যবসায়ীরা তাঁদের কর্মচারীদের সাথে ন্যায়বিচার করেন। "দেখো! যে মজুরেরা তোমাদের জমিতে ফসল কেটেছে তাদের মজুরি তোমরা দাওনি, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। যারা শস্য কাটে তাদের কান্না সর্বশক্তিমান প্রভুর কানে গিয়ে পৌঁছেছে" (যাকোব ৫:৪)।

পবিত্রতা আমাদের জীবনের প্রত্যকেটা ক্ষেত্রকেই বদলে দেয়, এমনকি আমাদের ব্যবসা, কেরিয়ার ইত্যাদিও। একজন পবিত্র ব্যক্তি ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করেন। যদি আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবিত্র হই, তাহলে আমরা অন্যদের সাথেও যথাযথ আচরণ করব। ভাববাদী এবং প্রেরিতদের বার্তাটি খুব স্পষ্ট: একটি পবিত্র হৃদয় আমাদের ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করে। পবিত্র ব্যক্তিরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধার্মিক জীবন যাপন করবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল এমন মানুষ তৈরি করা যারা তাদের হৃদয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন উভয়ক্ষেত্রেই ধার্মিক।

> "পবিত্রতার মানে হল বিশুদ্ধ পায়ে পথ চলা, বিশুদ্ধ জিহ্বা দিয়ে কথা বলা, মনের বিশুদ্ধ চিন্তা – প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঈশ্বরের নজরের অধীনে থাকা।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

দৈনন্দিন জীবনে ধার্মিকতার পরিচয় কেমন? আমাদের চারপাশের জগতের সাথে আমাদের প্রতিদিনের সংযোগের পবিত্রতা কেমন? আসুন বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ দেখা যাক। এইগুলি সেইসব লোকেদের কাছ থেকে এসেছে যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করে। নামগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, গল্পগুলি সত্য।

পাস্টার থমাস একজন ইমারত নির্মাতা। তার এই কাজ একটি ইভাঞ্জেলিক্যাল মন্ডলীর পাস্টার হিসেবে তার পরিচর্যাকে সাহায্য করে। থমাস দশ হাজার টাকায় একটি যন্ত্র কিনেছেন। তিনি এটি একটি বাড়ি তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপর আর যন্ত্রটির প্রয়োজন ছিল না। তিনি যখন যন্ত্রটি বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিলেন তখন তিনি ক্রেতাকে বলেছিলেন, "যখন এটি নতুন ছিল তখন আমি এই যন্ত্রটির কুড়ি হাজার টাকায় কিনেছিলাম। আমি এটি আপনাকে পনের হাজার টাকায় বিক্রি করব।"

পাস্টার থমাস বলেছেন, "এটা বেশ ভালো ব্যবসা। আমি যে টাকা খরচ করেছি সেটাকে বাড়িয়ে চড়িয়ে আমি মুনাফা করেছি। এটা কারো জানার দরকার নেই। যাইহোক, আমি ঈশ্বরের কাজে এটা ব্যবহার করব। কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকেরা তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনে সৎ থাকে।" পৌল লিখেছেন:

> পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে নতুন সত্তাকে পরিধান করেছ, যা তার স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞানে নতুন হয়ে উঠছে (কলসীয় ৩:৯-১০)।

এলিজাবেথ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সেক্রেটারির কাজ করেন। যখন তাঁর পাস্টার তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "যদি আপনার অফিসের কোনো জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, আমি সেগুলি আপনাকে দিতে পারি। আমি অফিস থেকে পেন্সিল, স্টেশনারি এবং অফিসের জিনিসপত্র বাড়িতে নিয়ে আসি। কেউ কখনো খেয়াল করে না।"

এলিজাবেথ বলেছেন, "এটি সামান্য ব্যাপার।" কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকেরা ছোট ছোট বিষয়েও সৎ থাকবে।" পৌল লিখেছেন যে যারা "সত্যিকারের ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্ট হয়েছে" তারা একটি নতুন উপায়ে জীবনযাপন করবে:

> যে চুরি করতে অভ্যস্ত, সে যেন আর চুরি না করে, বরং নিজের হাতে পরিশ্রমের দ্বারা সৎ উপায়ে উপার্জন করে; দুস্থদের সাহায্য করার মতো তার হাতে যেন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে (ইফিষিয় ৪:২৪, ২৮)।

যোশুয়া একজন ব্যবসায়ী। তিনি নির্ভুলভাবে সমস্ত কিছুর রেকর্ড রাখেন এবং বছরের শেষে ট্যাক্স দেন। গত বছরে, যোশুয়া তার ব্যবসায় পাঁচ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ট্যাক্স ফাইল করতে যান তখন তিনি কেবল চার লক্ষ টাকা মুনাফা করার কথা উল্লেখ করেন। কোন কোন সময় তিনি ভালো কন্ট্র্যাক্ট পাওয়ার জন্য সরকারি আধিকারিকদের ঘুষও দেন।

যোশুয়া বলেন, "আমি জানি আমার দেশে কীভাবে ব্যবসা হয়। আমাকে আমার কোম্পানির জন্য চড়কায় তেল দিতেই হবে। পাশাপাশি, আমি দশমাংশ দিই আর আমার টাকাকে ভালো উদ্দেশ্যেও কাজে লাগাই।" কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকেরা সরকারের প্রতিও সৎ থাকে।" পৌল রোম সম্রাটের অধীনস্ত নাগরিকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন: "প্রত্যেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই বশ্যতাস্বীকার করুক" (রোমীয় ১৩:১)।

অ্যাবিগেল তার কাজ উপভোগ করে না। তিনি মন্ডলীর কাজে তার সময় কাটাতে চান। কিন্তু তাঁকে বড়লোকদের বাড়িতে ঝাড়পোঁছের কাজ করতে হয়। সে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করার জন্য টাকা পায়, কিন্তু সে প্রায়শই দেরীতে কাজে আসে এবং তাড়াতাড়ি চলে যায়। অ্যাবিগেল তার পাস্টারকে বলেছিল, "আমি সকালে বেশিক্ষণ প্রার্থনা করব এবং তারপর দেরীতে কাজে যাব। দরকার হলে আমি তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে আসব এবং রাতে মন্ডলীতে যাব। আমাকে পুরো সময়ের জন্য টাকা দেওয়া হলেও এতে আমার কিছু এসে যায় না।"

অ্যাবিগেল বলেন, "আমি পুরো সময় কাজ করছি কিনা সেটা আমার মালিক জানতেও পারবে না।" কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকেরা তাদের কাজের নৈতিকতায় সৎ। ঈশ্বর তাদের যা কাজ দিয়েছেন সবক্ষেত্রেই তারা তাদের শ্রেষ্টটি দেয়।" পৌল লিখেছেন:

> ক্রীতদাসেরা, তোমরা সব বিষয়ে জগতের মনিবদের আজ্ঞা পালন করো; তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য বা তারা যখন তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তখনই শুধু নয়, কিন্তু অকপট হৃদয়ে প্রভুর প্রতি সম্ভ্রমবশত তা করো। মানুষের জন্য নয়, প্রভুরই জন্য করছ মনে করে, যা কিছুই করো, মনপ্রাণ দিয়ে করো, কারণ তোমাদের জানা আছে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা পুরস্কাররূপে এক অধিকার লাভ করবে। তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই সেবায় রত আছ। (কলসীয় ৩:২২-২৪)।

জন একজন মিশনারি। তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন এবং কঠিন পরিশ্রম করেন, কিন্তু তার কথা খুব ধারালো! বহু সময় তার চারপাশের লোকেরা তার রূঢ় কথায় আঘাত পেয়েছে।

জন বলেন, "আমি শুধু সেটাই বলি যেটা আমি ঠিক মনে করি! আমি যেমন তোমাদের সেভাবেই আমাকে মেনে নিতে হবে।" কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকরা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রাখে।" যাকোব লিখেছেন:

> জিভও যেন এক আগুন, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অধর্মের এক জগতের মতো….এই জিভ দিয়েই আমরা আমাদের প্রভু ও পিতার গৌরব করি, আবার এ দিয়েই আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট সব মানুষকে অভিশাপ দিই। একই মুখ থেকে প্রশংসা ও অভিশাপ বের হয়ে আসে। আমার ভাইবোনেরা, এরকম হওয়া উচিত নয় (যাকোব ৩:৬-১০)।

▶ আপনার সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য নৈতিক প্রলোভনের ক্ষেত্র কোনগুলি? খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে অসততা দেখাতে বেশি প্রলুব্ধ হয়? কীভাবে একটি পবিত্র জীবন সম্পর্কিত বার্তাটি প্রলোভনের এই ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে?

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – চিউয়েন সুগিহারা

চিউয়েন সুগিহারা (Chiune Sugihara) ছিলেন একজন জাপানি খ্রিস্টবিশ্বাসী যিনি চীন দেশের মাঞ্চুরিয়ায় বিদেশ মন্ত্রকের জন্য কাজ করতেন। ১৯৩৯ সালে তাকে জাপানি রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার জন্য লিথুয়ানিয়া দেশে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তিনি একজন ইহুদি মহিলার সাথে পরিচিত হন এবং শুনেছিলেন যে জার্মান নাৎসি সরকার ইহুদি জনগণের উপর কেমন অত্যাচার করছে।

জার্মানি এবং পোল্যান্ড থেকে পালিয়ে আসা ইহুদি শরণার্থীদের ভিসা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে সুগিহারা তার নিজ সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু জাপান সরকার সুগিহারার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল।

সুগিহারা জানতেন যে ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে তাকে অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং করুণা দেখাতে হবে। তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, “আমি আমার সরকারের অবাধ্য হতে চাই না। কিন্তু আমি ঈশ্বরের অবাধ্য হতে পারি না। আমাকে অবশ্যই আমার বিবেককে অনুসরণ করতে হবে।”

সুগিহারা শরণার্থীদের জন্য হাতে লেখা এক্সিট ভিসা দিতে শুরু করেছিলেন। ধরে নেওয়া হয় যে তিনি প্রায় ১০,০০০ ইহুদীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন যারা হিটলারের হাতে মারা যেতে পারত। পরে সুগিহারা রাশিয়ান সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন এবং রাশিয়ার জেলে ১৮ মাস কাটান। যখন তিনি জেল থেকে মুক্তি পান এবং তাকে জাপানে ফেরত পাঠানো হয়, কিন্তু বিদেশ মন্ত্রক তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে কারণ তিনি তাদের আদেশ অমান্য করেছিলেন।

> ‘ঈশ্বরের সমস্ত লোকই সাধারণ মানুষ যারা তিনি তাদের যে উদ্দেশ্য দিয়েছেন তার দ্বারা অসাধারণ হয়ে উঠেছে।‘
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

চাকরি চলে যাওয়ার পর সুগিহারার কাছে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করাও তার কাছে কঠিন ছিল। তিনি যে ইহুদীদের বাঁচিয়েছিলেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যখন তার খোঁজ করেছিল, জাপান সরকার অস্বীকার করেছিল যে তিনি কখনোই তাদের হয়ে কাজ করেছিল। অবশেষে ১৯৬৮ সালে এক বেঁচে যাওয়া ইহুদী সুগিহারাকে খুঁজে পায় এবং তাকে ইস্রায়েলে নিয়ে যায়।

সুগিহারা তার আত্মত্যাগের জন্য পার্থিব স্বীকৃতি সামান্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন কারণ তিনি ধার্মিক ছিলেন। সুগিহারা জানতেন যে একজন ঈশ্বরের সন্তানকে আবশ্যিকভাবে ধার্মিকতার জীবন যাপন করতে হয়। তিনি তার চারপাশের মানুষদের কষ্ট এড়িয়ে যেতে পারতেন না। তিনি জানতেন যে ধার্মিক হওয়ার মানে হল ন্যায়বিচার করা, করুণা ভালোবাসা, এবং ঈশ্বরের সাথে নম্রভাবে চলা। চিউন সুগিহারা একটি পবিত্র জীবন যাপন করতেন।

আমার একটা দায়িত্ব আছে – চার্লস ওয়েসলি (A Charge to Keep I Have - Charles Wesley)

আমার একটা দায়িত্ব আছে, এক ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা,
একটি অনন্ত আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখা, এবং স্বর্গের উপযোগী করে তোলা।

এখনই, এই যে আহ্বান পূরণের সময়:
ওহ আমার সমস্ত শক্তি অনুগত থাক প্রভুর ইচ্ছায়!

আমাকে পরম প্রেমে বেঁধে রাখো, যেন তোমার দৃষ্টিতে বাস করি;

এবং ও প্রভু তোমার দাসের প্রতি একটি দৃঢ় নিয়ম দাও!

আমাকে সাহায্য কর যেন ধৈর্য ধরি আর প্রার্থনা করি, এবং তোমাতে ভরসা করি,
নিশ্চিত, যদি আমি অবিশ্বস্ত হই, আমি অনন্ত মৃত্যুতে যাই।

৬ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়া মানে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ভাবেই ধার্মিক হওয়া।

(২) ইস্রায়েল বাহ্যিক আচার এবং পেশা দিয়ে প্রকৃত ধার্মিকতা প্রতিস্থাপন করেছিল।

(৩) ধার্মিক জীবন ছাড়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পেশা অর্থহীন।

(৪) ধার্মিকতা অবশ্যই অন্তর্নিহিত হতে হবে - এটি হৃদয় থেকে আনুগত্য হতে হবে।

(৫) ধার্মিকতা অবশ্যই বাহ্যিক হতে হবে - এটি অবশ্যই প্রভাবিত করবে যে আমরা আমাদের চারপাশের লোকদের সাথে কীভাবে আচরণ করি।

(৬) ভাববাদীরা শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর একজন ধার্মিক ব্যক্তির তিনটি জিনিস চান:

- অন্যদের প্রতি ন্যায়বিচার
- অন্যদের প্রতি করুণা
- ঈশ্বরের প্রতি নম্রতা

(৭) নতুন নিয়মের প্রেরিতরা ধার্মিক জীবনযাপনের বার্তাই পুনরাবৃত্ত করেছেন। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি নৈতিক এবং ধার্মিক জীবন যাপন করতে হবে।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) “আজকের জগতে ধার্মিকতা”-র ওপর ২-৩ পাতার একটি প্রবন্ধ লিখুন। একটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করুন যেখানে নৈতিক পাপ সাধারণত মেনে নেওয়া হয়, এবং সেই পাপ সম্পর্কে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা দেখান। আপনি যাদের মধ্যে পরিচর্যা কার্য করেন তাদের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা দিন।

(২) মীখা ৬:৮ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৭

পবিত্রতা হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের সাথে একটি প্রেমময় সম্পর্কের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবে।

(২) এমন এক ব্যক্তি হিসেবে যিশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে যিনি ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসতেন।

(৩) বুঝতে পারবে যে জাগতিকতা এবং আইনবাদ উভয়ই একই উৎসের লক্ষণ।

(৪) মার্ক ১২:২৯-৩১ মুখস্থ করবে।

ইয়োব : এমন এক ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন

ইয়োব সবকিছু হারিয়েছিলেন। তার সম্পত্তি চলে গেছিল। তার সন্তানেরা ঝড়ে মারা গিয়েছিল। তার শরীর ভেঙে গিয়েছিল। তিনি ছাইয়ের গাদায় বসে ভাঙা মাটির পাত্র একটি টুকরো দিয়ে শরীরে ঘা চুলকাতেন। তার স্ত্রী তাকে বলেছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরকে অভিশাপ দেন এবং মারা যান। তার বন্ধুরা তাঁকে অকথ্য পাপের জন্য দোষারোপ করেছিলেন। যারা তাকে একসময় সম্মান করত, তারাই এখন তাকে উপহাস করে।

তার দুর্দশায় ইয়োব কখনো প্রার্থনা করেননি, “ঈশ্বর, আমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও” বা এমনকি এটাও বলেননি “ঈশ্বর আমার দেহকে সুস্থ করো।” পরিবর্তে, তিনি কেঁদেছিলেন, “কোথায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে তা যদি শুধু আমি জানতে পারি; তাঁর আবাসের কাছে যদি শুধু যেতে পারি!” (ইয়োব ২৩:৩)। ইয়োব কেঁদেছিলেন কারণ তিনি সেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাননি যাঁকে তিনি নিবিড়ভাবে চিনতেন। “কিন্তু আমি যদি পূর্বদিকে যাই, তিনি সেখানে নেই; আমি যদি পশ্চিমদিকে যাই, সেখানেও তাঁকে খুঁজে পাই না। তিনি যখন উত্তর দিকে কাজ করেন, আমি তাঁর দেখা পাই না; তিনি যখন দক্ষিণ দিকে ফেরেন, আমি তাঁর কোনও ঝলক দেখতে পাই না” (ইয়োব ২৩:৮-৯)।

ইয়োব সেইসব দিনের কথা স্মরণ করেছেন যখন ঈশ্বরের বন্ধুত্ব তার তাঁবু উপর ছিল (ইয়োব ২৯:৪)। কিন্তু এখন:

> তিনি আমাকে কাদায় ছুঁড়ে ফেলেছেন, ও আমি ধুলো ও ভস্মের মতো হয়ে গিয়েছি। “হে ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করেছি, কিন্তু তুমি উত্তর দাওনি; আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তুমি শুধু আমার দিকে তাকিয়েছ। নির্মমভাবে তুমি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছ; তোমার হাতের শক্তি দিয়ে তুমি আমাকে আক্রমণ করেছ (ইয়োব ৩০:১৯-২১)।

এটি হল এমন একজন ব্যক্তির কান্না যিনি তার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন। এটি হল সেই ব্যক্তির কান্না যিনি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিলেন।

ইয়োবের কাহিনী কিন্তু হতাশা দিয়ে শেষ হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের রব শোনার পর, ইয়োব প্রত্যুত্তর করেছিলেন, "তোমার কথা আমি কানে শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আমি স্বচক্ষে তোমাকে দেখলাম" (ইয়োব ৪২:৫)। ইয়োব তাঁর সম্পত্তি, স্বাস্থ্য, বা এমনকি তাঁর পরিবারকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি পেয়েছিলেন তা নয়, বরং ইয়োব ঈশ্বরের উপস্থিতি ফিরে আসায় স্বস্তি পেয়েছিলেন। ইয়োব স্বস্তি পেয়েছিলেন যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন। ইয়োব একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন; ইয়োব ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন।

কাব্য পুস্তকগুলিতে পবিত্রতা : ঈশ্বরকে ভালোবাসা

► ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ কী? কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা আপনার সময় এবং অর্থের জন্য আপনার অগ্রাধিকারগুলিকে প্রভাবিত করবে? ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কীভাবে তাঁর আদেশের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে?

ইয়োবের পুস্তক এবং গীতসংহিতা সেই একই বার্তা পুনরাবৃত্ত করেছে যা আমরা পেন্টাটিউক বা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বইতে দেখেছিলাম: পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক। আমরা ***কেবল*** তখনই পবিত্র যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্কে বাস করি। পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা।

হনোক, নোহ, অব্রাহাম পবিত্র ছিলেন কারণ তাঁরা ঈশ্বরের সাথে চলতেন। একইভাবে, ইয়োব এবং দায়ূদও পবিত্র ছিলেন কারণ তাঁরা ঈশ্বরের সাথে চলতেন। ইয়োবের পুস্তক এমন এক ব্যক্তির কথা বলে যিনি ঈশ্বরকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতেন। গীতসংহিতার বইটি এমন এক ব্যক্তির প্রার্থনা এবং গান যিনি ঈশ্বরের সাথে অন্তরঙ্গ সহভাগিতায় তাঁর সর্বোচ্চ আনন্দ খুঁজে পেতেন।

পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরে আনন্দ করেন

পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরে আনন্দ করেন; তাঁরা তাঁর মধ্যেই গভীর আনন্দ খুঁজে পান। একজন পবিত্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে যা নিয়ন্ত্রণ করে তা হল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়া।

যারা পবিত্রতাকে "করা উচিত এবং করা উচিত নয়"-এই তালিকা দিয়ে পরিমাপ করে, তাদের জন্যও এটা সহজতর। বহু লোক পবিত্রতাকে আনন্দের পরিবর্তে একটি কর্তব্য বলে মনে করে। শাস্ত্র দেখায় যে পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরে আনন্দ করেন। ইয়োব ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ব্যতীত আর কিছুই চাননি। দায়ূদ ঈশ্বরের সাথে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আনন্দের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর গভীরতম আনন্দ ঈশ্বরের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন।

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

"হে ঈশ্বর, আমি প্রার্থনা করি যেন আমি তোমাকে
আরো জানতে পারি এবং এতটাই ভালোবাসতে
পারি যে আমি তোমাতেই আনন্দ করতে পারি।
আমার অন্তর তোমার উত্তমতায় ধ্যান করুক।
আমার মুখ এই কথাই বলুক।
আমার হৃদয় এই উদ্দেশ্যেই বাঁচুক।
আমার সমস্ত সত্ত্বার বাসনা
এটাই হোক, যতক্ষণ না আমি তোমার আনন্দে
প্রবেশ করছি।"

- আনসেম অফ ক্যান্টারবেরী
(Anselm of Canterbury)

এক শিক্ষক এমন এক শহরে শিক্ষকতা করতেন যেখানে পানীয় জল নিরাপদ ছিল না। একদিন প্রচন্ড গরমে তিনি তার জলের ফিল্টারটি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। ক্লাস শেষ করার পরে, তার মাথায় একটাই চিন্তা ছিল, "আমার জল চাই!" আপনি যদি তাকে

১০০ ডলার আর এক কাপ পরিষ্কার জলের বিকল্প দিতেন, তিনি জলটাই বেছে নিতেন। যখন তিনি মারাত্মক তৃষ্ণার্ত, তখন জলটাই যেকোনো কিছুর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সেই রাতে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি কি ঈশ্বরের জন্যও এতটা তৃষ্ণার্ত যতটা তৃষ্ণার্ত আমি আজকে জলের জন্য ছিলাম? তিনি কি আমার কাছে এই জগতের যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?"

দায়ূদ ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন। "হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে ঈশ্বর, তেমনি আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করে" (গীত ৪২:১-২)। দায়ূদ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর তৃষ্ণাকে এক তৃষ্ণার্ত হরিণের সাথে তুলনায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। একটা তৃষ্ণার্ত হরিণের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল জল; একজন পবিত্র ব্যক্তির সবচেয়ে বড় চাহিদা হল ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক। একজন পবিত্র ব্যক্তি ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয় (মথি ৫:৬)।

গীতসংহিতা পাপীদের আনন্দ এবং একজন পবিত্র ব্যক্তির আনন্দকে তুলনা করেছে। পাপীরা যুদ্ধে উল্লাস করে; তারা মিথ্যায় আনন্দ পায়; তারা অভিশাপ দিতে ভালোবাসে (গীত ৬২:৪; গীত ৬৮:৩০; গীত ১০৯:১৭)। অন্যদিকে, পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ আনন্দ খুঁজে পায় তারা ঈশ্বরের গৃহ এবং স্থানকে ভালোবাসে যেখানে তাঁর মহিমা বিরাজ ; করে(গীত ১৬:১১; গীত ২৬:৮)। গীতরচক স্থির ছিলেন, "তুমি ছাড়া জগতে আর কিছুই আমি কামনা করি না" (গীত ৭৩:২৫)। পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরের মধ্যেই তাদের গভীর আনন্দ খুঁজে পায়।

গীত ৬৩ ঈশ্বরে ধ্যান করার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। দায়ূদ শৌলের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর জীবন বিপদের মধ্যে ছিল, আপনি কী ভাবছেন? বেশিরভাগ মানুষই বিপদটা নিয়েই ভাববে। দায়ূদ বলেছেন, "বিছানায় শুয়ে আমি তোমাকে স্মরণ করি; রাত্রির প্রহরে আমি তোমার কথা চিন্তা করি"। এমনকি বিপদের সময়তেও, দায়ূদের চিন্তা ঈশ্বরের প্রতি থাকত। তিনি এই ধ্যান করার বিষয়টিকে সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে দেখতেন (গীত ৬৩:৫-৬)।

গীতসংহিতার গায়ক ঈশ্বরে আনন্দ করতেন; তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন। পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরে আনন্দ করে। ভেবে দেখুন: কোনটি আপনাকে তৃষ্ণার্ত করে? আপনি কি ঈশ্বরে আনন্দ করেন?

পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বিধানের আনন্দ করে

একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধানে আনন্দ করেন। গীতসংহিতা দেখায় যে ঈশ্বরের বিধান তাঁর লোকেদের জন্য কোনো হুমকি নয়, পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরর বিধানকে ভালোবাসে। দায়ূদ বলেছেন, "আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে চাই, হে ঈশ্বর" (গীত ৪০:৮)। তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলার জন্য লড়াই করেননি; তিনি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন।

গোটা গীতসংহিতা জুড়ে ঈশ্বরের বিধানের আনন্দ করার কথা লেখা আছে। গীত ১১৯-এর মূল বিষয় হল ঈশ্বরের বাক্য। দায়ূদের আনন্দের কথাগুলি শুনুন:

- আমার চোখ খুলে দাও যেন আমি তোমার নিয়মকানুনের আশ্চর্য বিষয়াদি দেখতে পাই (গীত ১১৯:১৮)।
- তোমার মুখের বিধিবিধান হাজার হাজার রুপো ও সোনার চেয়ে আমার কাছে বেশি মূল্যবান (গীত ১১৯:৭২)।
- তোমার অসীম করুণা আমাকে ঘিরে রাখুক যেন আমি বাঁচতে পারি, কারণ তোমার নিয়মবিধান আমার আনন্দের বিষয় (গীত ১১৯:৭৭).

- আহা, আমি তোমার বিধিবিধান কতই না ভালোবাসি! তা আমার সারাদিনের ধ্যানের বিষয় (গীত ১১৯:৯৭)।
- হে সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছি, আর তোমার আইনব্যবস্থা আমাকে আনন্দ দেয় (গীত ১১৯:১৭৪)।

ঈশ্বরের বিধান ঈশ্বরের ভালোবাসাকে প্রকাশ করে

"হে সদাপ্রভু, এই পৃথিবী তোমার প্রেমে পূর্ণ, তোমার নির্দেশাবলি আমাকে শিক্ষা দাও" (গীত ১১৯:৬৪)। ঈশ্বর তাঁর বিধানের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রেমের প্রকাশ করেন: "তোমার প্রেম অনুযায়ী তোমার দাসের প্রতি ব্যবহার করো, আর তোমার নির্দেশাবলি আমাকে শিক্ষা দাও" (গীত ১১৯:১২৪)। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের বিধানের আনন্দ করে কারণ তারা জানে ঈশ্বরের বিধান ঈশ্বরের প্রেমকে প্রকাশ করে।

মোশি বলেছিলেন যে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি ইস্রায়েলের আনুগত্য অন্যান্য জাতিকে তাদের প্রজ্ঞার প্রতি ঈর্ষান্বিত করবে!

> সেগুলি সাবধানতার সঙ্গে পালন কোরো, কারণ তাতে অন্যান্য জাতির মধ্যে তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকাশ পাবে, যারা এসব অনুশাসনের বিষয় শুনে বলবে, "সত্যিই এই মহান জাতি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬)।

মোশি প্রশ্ন করেছিলেন, "আর আমি আজ তোমাদের সামনে যে বিধান দিচ্ছি, তার মতো ন্যায়নিষ্ঠ অনুশাসন ও বিধান কোনও বড়ো জাতির আছে?" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৮)। ঈশ্বরের বিধান ইস্রায়েলকে দাসত্বে রাখেনি; ঈশ্বরের বিধান ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করেছিল।

> "আমরা কল্পনা করি যে যা কিছু অপছন্দের তা হল আমাদের কর্তব্য! আমাদের প্রভুর আত্মার মতো কি আর কিছু আছে? 'হে আমার ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পালন করে আমি **আনন্দিত** হই।'"
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

আজকাল প্রচারকদের এই শিক্ষা দিতে শোনা যায় যে, ঈশ্বরের বিধান এমন একটি ভারী বোঝা যা মেনে চলা যায় না। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে যে ঈশ্বরের বিধান এমন একটি লক্ষ্য যেখানে কেউ পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু, মোশি, দায়ূদ এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সাধুরা ঈশ্বরের বিধানে আনন্দ করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের নাম এবং ঈশ্বরের বিশ্রামবারকে সম্মান করা একটি আনন্দ। তারা মিথ্যা প্রতিমার কাছে মাথা নত করতে চাননি।

তারা বিশ্বাস করতেন না যে তারা তাঁদের পিতামাতার অসম্মান করলে, খুন এবং ব্যভিচার করলে, বা চুরি করলে এবং মিথ্যা বললে তারা সুখী হবেন। তারা জানতেন যে আমাদের প্রতিবেশীর জিনিসে লোভ করার চেয়ে বরং সন্তুষ্ট থাকা ভালো। ঈশ্বরের বিধান একটি বোঝাস্বরূপ ছিল না. ঈশ্বর প্রেমের হৃদয় থেকে তাঁর বিধান দিয়েছেন। বিধান পবিত্র লোকেদের এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের পথের নির্দেশনা দিয়েছিল। ঈশ্বরের বিধান তাঁর লোকেদের জন্য আনন্দদায়ক ছিল।[20]

[20] Dennis F. Kinlaw, *This Day with the Master* (Grand Rapids: Zondervan, 2004) থেকে অভিযোজিত।

ঈশ্বরের বিধান ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করে

যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা তাঁর বিধানকেও ভালোবাসব। গীতরচক ঘোষণা করেছেন, "তোমার বিধিবিধান কত আশ্চর্য; তাই আমি সেগুলি মান্য করি" (গীত ১১৯:১২৯)। দায়ূদ বলেননি, "তোমার বিধিবিধান খুব কঠিন, কিন্তু আমি সেগুলি মান্য করার চেষ্টা করব।" না, দায়ূদ বলেছেন, "ঈশ্বরের বিধান আশ্চর্য!"

পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের বিধানে আনন্দ করে। গীতরচক ঈশ্বরের বিধানকে ভালোবাসতেন কারণ তিনি জানতেন যে সেই বিধান আসলে নিয়ম-নীতির একটির তালিকার চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার; ঈশ্বরের বিধান ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করে।

► গীত ১১১ এবং ১১২ পড়ুন।

গীত ১১১ এবং ১১২ হল সংযোজক অধ্যায়। এইদুটি একসাথে, পবিত্র লোকেদের জন্য ঈশ্বরের বিধানের গুরুত্বকে প্রদর্শন করে। গীত ১১১ ঈশ্বরের চরিত্র বর্ণনা করে: ঈশ্বর ধার্মিক, অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

গীত ১১২ শুরুতে রয়েছে, "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সদাপ্রভুকে সম্ভ্রম করে, যে তাঁর আজ্ঞা পালনে মহা আনন্দ পায়।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সে আশীর্বাদযুক্ত হবে। কীভাবে? সে ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠবে। সে অনুগ্রহকারী, করুণাময় এবং ধার্মিক হবে। এইগুলি হল সেই একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে গীত ১১১-তে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হয়েছে। যত আমরা ঈশ্বরের বিধান পালনে আনন্দ করি, তত বেশি আমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠি।

পঞ্চপুস্তক বা বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই শেখায় যে একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করে। গীত ১১১ এবং ১১২ দেখায় যে, একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বিধানে আনন্দ করে, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধানের আনন্দ করে সে ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠে।

যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসি, আমরা ঈশ্বরের বিধান মান্য করব। দায়ূদ প্রশ্ন করেছিলেন, "কে সদাপ্রভুর পর্বতে আরোহণ করবে? কে তাঁর পুণ্যস্থানে দাঁড়াবে?" কে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকবে? সেই ব্যক্তি যার হাত পরিষ্কার এবং হৃদয় নির্মল (গীত ২৪:৩-৪)। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করতে গেলে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা প্রয়োজন। গীতনির্ভর বইগুলিতে দেখানো হয়েছে যে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের থেকে তিনি আনুগত্য চান।

কাব্য পুস্তকগুলি আরো দেখায় যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত আনুগত্যকে সম্ভব করেন। এটি তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা যারা তাকে ভালোবাসে।

ইয়োবের কাহিনী শুরু হয়েছে এইভাবে: "ঊষ দেশে একজন লোক বসবাস করতেন, যাঁর নাম ইয়োব। তিনি ছিলেন অনিন্দনীয় ও ন্যায়পরায়ণ; তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং কুকর্ম এড়িয়ে চলতেন" (ইয়োব ১:১)। যখন ইলীফস ইয়োবকে পাপের জন্য দোষারোপ করেছিলেন, ইয়োব উত্তর দিয়েছিলেন :

> আমার পা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পদচিহ্নের অনুসরণ করেছে, বিপথগামী না হয়ে আমি তাঁর পথেই চলেছি। আমি তাঁর ঠোঁটের আদেশ অমান্য করিনি; তাঁর মুখের কথা আমি আমার দৈনিক আহারের চেয়েও বেশি যত্নসহকারে সঞ্চয় করে রেখেছি। (ইয়োব ২৩:১১-১২)

কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, "কিভাবে ইয়োব বলতে পারেন যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ ভঙ্গ করেননি? প্রত্যেকেই প্রতিদিন পাপ করে।" ইয়োব উত্তর দেন, "আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং আমি তাঁর প্রতি যত্নবান আনুগত্যে আনন্দ করি।"

ইয়োব ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পথ চলেছেন। তিনি তাঁর মুখনির্গত আজ্ঞা পালন করেছেন। একটি পবিত্র জীবন কি সম্ভব? ইয়োবের উত্তর, “হ্যাঁ।” ইয়োব জানতেন যে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের জন্য তিনি বিশ্বস্ত আনুগত্য করা সম্ভব করে তোলেন।

একটি পবিত্র জীবন আমাদের নিজস্ব শক্তির উপর ভিত্তি করে নয়; বরং এটি ঈশ্বরের উপর দৈনন্দিন নির্ভরতা থেকে আসে। ইয়োবের নিষ্কলঙ্ক থাকার কারণ এটি ছিল না যে তিনি অস্বাভাবিকভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। ঈশ্বরের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গভাবে পথ চলার কারণে তিনি নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। ইয়োব বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত আনুগত্য চান ***এবং*** ঈশ্বর বিশ্বস্ত আনুগত্য সম্ভব করে তোলেন।

এই সত্যটি বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনে একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা পবিত্র হোক ***এবং*** ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পবিত্র করেন৷ তাঁর মাধ্যমেই আমরা পবিত্র ও শুদ্ধ হয়েছি। ঈশ্বর পবিত্রতা চান এবং ঈশ্বর পবিত্রতা প্রদান করেন। ঈশ্বর সেই সবকিছু প্রদান করেন যা বাক্য অনুযায়ী দরকার।

যারা ঈশ্বরে আনন্দ করে তাদের হৃদয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়

গীত ৩৭ ঈশ্বরে আনন্দ করার ফলাফলটি দেখায়। “সদাপ্রভুতে আনন্দ করো, তিনিই তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবেন” (গীত ৩৭:৪)।

কিছু পাঠক মনে করেন যে গীত ৩৭:৪ শেখায়, “যদি আমি ঈশ্বরের সেবা করি, তাহলে আমি যা চাই তিনি আমাকে তাই সেটাই দেবেন। তিনি আমাকে ধনী করবেন।” দায়ূদ এমন কোনো সুসমাচার প্রচার করেননি যেটা বলে, “ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ধনী করতে চান।” দায়ূদ আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছেন: “যদি তোমার আন্তরিক চাহিদা ঈশ্বর হন, ঈশ্বর নিজেকেই তোমায় দেবেন।” যদি আপনি ঈশ্বরকে চান, আপনি ঈশ্বরকে পাবেন।

যদি আপনি সুস্বাস্থ্য, সম্পত্তি, এবং সম্মান পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে মেনে চলেন, তাহলে গীত ৩৭:৪-এর বার্তাটি আপনাকে নিরাশ করবে। যদি আপনি বস্তুগত আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরকে মেনে চলেন, তাহলে আপনি নিরাশ হবেন যখন দেখবেন যে আপনার পুরস্কার আসলে... ঈশ্বর স্বয়ং!

একজন আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে পাওয়া তার কোনো বড় পুরস্কার নয়। একজন আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি ঈশ্বরকে চায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চায়, তার জন্য গীত ৩৭:৪ একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা। একজন পবিত্র ব্যক্তির কাছে, সম্ভাব্য মহান উপহারটি হল ঈশ্বর নিজে।

যারা তাঁকে চায়, ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর সাথে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রদান করেন। ঈশ্বরে আনন্দ করা সবসময় যে আর্থিক আশীর্বাদ নিয়ে আসে তা নয় বা এর মানে কেবল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়াই নয়। যেসব লোকেরা ঈশ্বরে আনন্দ করে, তাদেরকে শত্রুরা ঘৃণা করতে পারে। পবিত্র ব্যক্তিরা প্রায়শই সমস্যায় পড়েন। তবে, দায়ূদ এবং ইয়োব দেখেছিলেন যে দুর্ভোগের সময়তেওঈশ্ব ,র তাদেরকে সম্মান করেন যারা তাঁর মধ্যে আনন্দ করে।

পবিত্রতা হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। পবিত্র মানুষ ঈশ্বরে আনন্দিত হয়; প্রতিদানে, ঈশ্বর অবাধে নিজেকে তাদের কাছে অর্পণ করেন যারা তাঁর জন্য ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত।

সুসমাচারে পবিত্রতা : ঈশ্বরকে ভালোবাসা

একজন ধার্মিক আইনবিদ যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" যিশু মোশির বিধানের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। "বিধানশাস্ত্রে কী লেখা আছে? তুমি কি পাঠ করছ?"

আইনবিদ দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫ এবং লেবীয় পুস্তক ১৯:১৮ উদ্ধৃত করেছিলেন। এই শাস্ত্রাংশগুলি বিধানকে সংক্ষেপিত করে। "সে উত্তরে বলল, 'তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে এবং, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে।'" যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি যথার্থ উত্তর দিয়েছ। তাই করো এবং এতেই তুমি জীবন লাভ করবে" (লূক ১০:২৫-২৮)। পবিত্রতা হল প্রকৃত প্রেম।

কিছু মাস পরে যিশু যিরুশালেমে ছিলেন। এক শাস্ত্রবিদ প্রশ্ন করেন, "সব আজ্ঞার মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা মহৎ?" (মার্ক ১২:২৮)। ফরিশীরা পুরাতন নিয়ম থেকে ৬১৩টি বিধান গুনেছিল। কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা তা নিয়ে তারা প্রায়শই তর্ক করত। যিশু উত্তর করেছিলেন:

> সব থেকে মহৎ আজ্ঞাটি হল এই, 'হে ইস্রায়েল শোনো, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, একই প্রভু। তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে।' দ্বিতীয়টি হল, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম করবে।' এগুলির থেকে আর বড়ো কোনও আজ্ঞা নেই (মার্ক ১২:২৯-৩১)।

যিশু পবিত্রতাকে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। প্রকৃত পবিত্রতা ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমরা খ্রিষ্টের মতো প্রেমে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পবিত্রতায় বেড়ে উঠি। পবিত্র হওয়া মানে যিশুর মতো ভালোবাসা; এটাই হল নিখুঁত প্রেম।

৫ নং পাঠে আমরা দেখেছিলাম যে পুরাতন নিয়মের লেখকেরা অবিভক্ত হৃদয়কে বোঝানোর জন্য *নিখুঁত* শব্দটি ব্যবহার করতেন। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের কাছে নিজের অঙ্গীকারে অবিভক্ত হওয়া। নতুন নিয়মের লেখকেরা নিখুঁত শব্দটিকে একইভাবে ব্যবহার করেছেন। যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের "নিখুঁত" হতে বলেছেন (মথি ৫:৪৮)। সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে নিখুঁত হতে গেলে আমাদের মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য এবং প্রতিবেশীদের জন্য এক অবিভক্ত ভালোবাসা থাকতে হবে। নিখুঁত হওয়ার মানে হল কোনোরকম অনিচ্ছা বা সন্দেহ ছাড়াই ভালোবাসা। এটাই হল নিখুঁত প্রেম।

নিখুঁত বা সিদ্ধ প্রেমের বার্তাটি সুসমাচার পুস্তকগুলিতে নতুন বিষয় নয়। যিশু ইস্রায়েলকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর সবসময়ের জন্যই ঈশ্বরের জন্য এবং আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসা চান। দ্বিতীয় বিবরণ ৬ দেখায় যে প্রেম হল বিধানের ভিত্তিমূল। ভালোবাসাহীন বাধ্যতা আইনী পথে পরিচালিত করে। যিশু শিখিয়েছিলেন যে পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা তাঁকে মেনে চলব। পবিত্রতা হল আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আবেগের চেয়েও বড় বিষয়। জন ওয়েসলি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে অনেকটা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

> ….তাঁর মধ্যে আনন্দ করা, তাঁর ইচ্ছায় উল্লাস করা, তাঁকে ক্রমাগত সন্তুষ্ট করার চেষ্টা থাকা, তাঁর মধ্যে আমাদের আনন্দ খুঁজে পাওয়া, এবং তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ করার জন্য সর্বদাই একটা তৃষ্ণা থাকা।[21]

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আমাদের জীবনের সমগ্র পথকে পরিবর্তন করে দেয়। ঈশ্বরের প্রশংসা করা আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা এবং আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দ হয়ে ওঠে। যিশু দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভালোবাসা বলতে আসলে কী বোঝায়। যিশুর মধ্যে আমরা সেই পবিত্র প্রেমকে দেখতে পাই যা ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য চান।

যিশু তাঁর জীবনে ঈশ্বরের প্রতি নিখুঁত প্রেমকে প্রকাশ করেছিলেন

যিশু তাঁর পিতার প্রতি নিখুঁত প্রেমকে প্রকাশ করেছিলেন। যিশু তাঁর পিতার কাছে আনন্দপূর্ণ সমর্পণে জীবন যাপন করেছিলেন। এটা এক দাসের জবরদস্তি সমর্পণ ছিল না; এটা এক পুত্রের প্রেমময় সমর্পণ ছিল।

প্রলোভন পিতার প্রতি যিশুর প্রেমকে প্রকাশ করে

যিশু মানুষের মধ্যে তাঁর প্রচারকার্য শুরু করার আগে, প্রান্তরে প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রতিটা প্রলোভনই পিতা এবং পুত্রের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়ার দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

শয়তান যিশুকে প্রলোভিত করেছিল যেন তিনি পিতাকে অবজ্ঞা করেন এবং নিজের জন্য রুটি জোগাড় করেন। শয়তান যিশুকে প্রলোভিত করেছিল যেন তিনি জগতের আধিপত্য লাভের জন্য পিতার আরাধনা করা ত্যাগ করেন। শয়তান যিশুকে প্রলোভিত করেছিল যেন তিনি মন্দিরের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে পিতাকে পরীক্ষা করেন (লূক ৪:১-১২)। প্রত্যেকটা প্রলোভনই পিতার জন্য যিশুর ভালোবাসার প্রতি একটি পরীক্ষা ছিল। যিশু তাঁর স্বর্গস্থ পিতার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রদর্শনের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন।

পাথরকে রুটিতে পরিণত করার পরিবর্তে, যিশু দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ উদ্ধৃত করেছিলেন, "লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না।" মোশি ইস্রায়েলকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরকে মরুভূমিতে মান্না জুগিয়ে দিয়েছিলেন; ইস্রায়েল তাদের পিতার প্রেমময় ব্যবস্থাকে বিশ্বাস করেছিল। একইভাবে, যিশুও তাঁর পিতার প্রেমময় ব্যবস্থাকে বিশ্বাস করেছিলেন।

শয়তানের কাছে মাথা নত করার পরিবর্তে, যিশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩ উদ্ধৃত করেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে এবং তাঁর নামেই শপথ করবে।" যেহেতু যিশু প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি শয়তানের কাছে মাথা নত করা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মন্দিরের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে তাঁর পিতাকে পরীক্ষা করার পরিবর্তে, যিশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৬ উদ্ধৃত করেছিলেন, "লেখা আছে, 'তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরীক্ষা কোরো না।'" যেহেতু যিশু প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি সুরক্ষার বিষয়ে পিতার প্রতিজ্ঞা পরীক্ষার করাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

---

[21] John Wesley, "On Love." ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-139-on-love/ থেকে সংগৃহিত।

মন্দির পরিষ্কার করা পিতার প্রতি যিশুর প্রেমকে প্রকাশ করে

ছেলেবেলাতেও যিশু তাঁর পিতার গৃহকে ভালোবাসতেন (লূক ২:৪৯)। তিনি তাঁর পিতাকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি তাঁর পিতার গৃহকেও ভালোবাসতেন।

যখন যিশু মন্দিরে অসৎ ব্যবসায়ীদের দেখেছিলেন, তিনি ধার্মিক ক্রোধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

> তিনি দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গবাদি পশু ও মেষপালসহ সবাইকে মন্দির চত্বর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টেবিল উল্টে দিলেন (যোহন ২:১৫)।

যিশু কেন রেগে গিয়েছিলেন? কারণ এই ব্যবসায়ীরা তাঁর পিতার গৃহকে অসম্মানিত করেছিল: "আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহে পরিণত কোরো না" (যোহন ২:১৬)। যিশু তাঁর পিতাকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর পিতাকে অসম্মানিত করার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

যিশুর সাধারণ মানুষের মতোই আবেগ ছিল। দুষ্টতার ক্ষেত্রে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন - কিন্তু তিনি পাপ করেননি (মার্ক ৩:৫; ইফিষীয় ৪:২৬)। পবিত্রতা যিশুর আবেগকে মুছে দেয়নি। বরং, যেহতু তিনি পবিত্র ছিলেন, ফলস্বরূপ যিশুর আবেগ তাঁর পিতার আবেগকে প্রতিফলিত করেছিল। যিশু সেই বিষয়গুলি নিয়ে রেগে গিয়েছিলেন যা তাঁর পিতাকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

যিশুর সমর্পণ পিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে প্রকাশ করে

তাঁর বিদায়ী বার্তায়, যিশু তাঁর আনুগত্য বা বাধ্যতাকে পিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসার একটি সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। "কিন্তু জগৎ যেন শিক্ষাগ্রহণ করে যে, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি ঠিক তাই পালন করি" (যোহন ১৪:৩১)। যিশু পিতার ইচ্ছার কাছে এক স্বেচ্ছা সমর্পণের মাধ্যমে পিতার প্রতি তাঁর প্রেমকে প্রকাশ করেছিলেন। এটাই হল প্রকৃত ভালোবাসা।

চূড়ান্ত পরীক্ষার সময়তেও, যিশু পিতার ইচ্ছার প্রতি অনুগত ছিলেন। যিশু জানতেন যে এক লজ্জাজনক বিচারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রুশে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তাঁকে মানুষের পাপের জন্য পিতার থেকে আলাদা হতে হবে। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা, তোমার ইচ্ছা হলে আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র সরিয়ে নাও…" (লূক ২২:৪২)। নাসরতীয় যিশু পিতার কাছে সমর্পণের চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

তাঁর মানবিক সত্ত্বায়, যিশু মুক্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মানবিক সত্ত্বাতেই, যিশু পিতার কাছে তাঁর স্বেচ্ছা সমর্পণের প্রকাশ দেখিয়েছিলেন। "তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" যিশু পিতার ইচ্ছার কাছে তাঁর সমর্পণের মাধ্যমে পিতার প্রতি তাঁর প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ করেছিলেন।

যিশুর জীবন প্রকৃত বা নিখুঁত প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে। পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরকে ঠিক সেইভাবে ভালোবাসা যেভাবে যিশু তাঁর পিতাকে ভালোবাসতেন।

যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন

ঈশ্বরকে ভালোবাসা আবেগের চেয়েও বড় বিষয়। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিজ্ঞা যা আমাদের জীবনের চূড়ান্ত অগ্রাধিকারগুলিকে বদলে দেয়। যিশু অনেকটা এইভাবে প্রেম বা ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন:

> কেউ যদি আমার কাছে আসে এবং তার বাবা ও মা, স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও বোন, এমনকি, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। যে আমার অনুগামী হতে চায় অথচ নিজের ক্রুশ বহন করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না (লূক ১৪:২৬-২৭)।

ইহুদি শিক্ষকদের কাছে, *ঘৃণা* কথাটির অর্থ ছিল "কোনো কিছুর থেকে কম ভালোবাসা।" যিশুর অনুসরণকারীদের অবশ্যই যেকোনো কারোর থেকে যিশুকেই বেশি ভালোবাসতে হবে, এমনকি তাঁর নিজের থেকেও। এটাই হল ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ – সবকিছুর ওপরে ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

যিশু বলেছেন, "কেউই দুজন মনিবের সেবা করতে পারে না। সে হয় একজনকে ঘৃণা করে অপরজনকে ভালোবাসবে, নয়তো সে একজনের অনুগত হয়ে অপরজনকে অবজ্ঞা করবে" (লূক ১৬:১৩)। ভালোবাসা হল একান্ত। আপনি যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তবে তিনি জীবনের সবকিছুর উপরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

যিশু শিখিয়েছিলেন যে বিশ্বস্ত এবং স্বেচ্ছা আনুগত্য ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। "যে আমার আদেশ লাভ করে সেগুলি পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে।" এই প্রেমময় আনুগত্য বা বাধ্যতার পুরস্কার হল ঈশ্বরের সাথে একটি সুনিবিড় সম্পর্ক। "আমাকে যে প্রেম করে, আমার পিতাও তাকে প্রেম করবেন, আর আমিও তাকে প্রেম করব এবং নিজেকে তারই কাছে প্রকাশ করব" (যোহন ১৪:২১)।

বহু বছর পরে, যোহন আন্তরিকভাবে যিশুর কথাগুলি স্মরণ করেছিলেন। যোহন লিখেছেন, "কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম প্রকৃত অর্থেই পূর্ণতা লাভ করেছে" (১ যোহন ২:৫)। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে। পবিত্র লোকেরা যিশুর আনুগত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করে।

যখন আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, আমরা তাঁর ইচ্ছা পালন করে আনন্দ পাই। যখন আমরা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসি, আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের সমস্ত ইচ্ছা পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি। যখন আমরা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ভালোবাসি, দায়ূদের সাথে আমরাও প্রার্থনা করি:

> হে ঈশ্বর, তুমি আমার অনুসন্ধান করো আর আমার হৃদয়ের কথা জানো; আমাকে পরীক্ষা করো আর জানো আমার উদ্বেগের ভাবনা। দেখো, আমার মধ্যে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, আর আমাকে অনন্ত জীবনের পথে চালাও (গীত ১৩৯:২৩-২৪)।

নিখুঁত প্রেম আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে খুশি করার জন্য আমাদেরকে একটি দৃপ্ত ইচ্ছা প্রদান করে। আমরা সেইসব কিছুই প্রত্যাখ্যান করি যা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ককে বিঘ্নিত করে। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের জন্য নিখুঁত প্রেম।

যিশু এবং পিতার মধ্যে সম্পর্কটি হল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য একটি আদর্শ

► যোহন ১৭ পড়ুন।

যিশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় পবিত্রতার একটি চিত্র দিয়েছেন। যোহন ১৭-তে, যিশু নিজের জন্য, তাঁর শিষ্যদের জন্য এবং তারপর সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যীশু দেখিয়েছেন যে পিতার সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্কটি সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং আমাদের পিতার মধ্যে সম্পর্কের একটি নমুনা।

যিশু তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:১-৫)

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও, যিশু আনন্দ করেছিলেন যে পিতা তাঁকে যে কাজ দিয়েছেন তা তিনি সম্পন্ন করেছেন: "তোমার দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ করে, আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি।"

তারপর এই প্রার্থনায়, যিশু বলেছেন,

> সত্যের দ্বারা তুমি তাদের **পবিত্র করো**, তোমার বাক্যই সত্য। তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি। তাদেরই জন্য আমি নিজেকে **পবিত্র করি**, যেন তারাও সত্যের দ্বারা **পবিত্র** হতে পারে (যোহন ১৭:১৭-১৯)।

যে গ্রীক শব্দটি এই অংশটিতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে "পবিত্র করা" হতে পারে বা "শুদ্ধ করা বা পৃথক করা" হতে পারে। যিশু যেহেতু কোনো পাপ করেননি, তাই তাঁর পবিত্র হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই প্রার্থনায়, "পবিত্র করা"-র অর্থ হল "পৃথক করা"। যিশু নিজেকে পৃথক করেছিলেন যাতে পিতা তাঁকে যে কাজ দিয়েছেন তা যেন তিনি সম্পন্ন করতে পারেন। যিশু নিজেকে সেই কাজের জন্য বিচ্ছিন্ন করেছিলেন যা পিতা তাঁকে দিয়েছিলেন।

যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:৬-১৯)

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা সত্যে পবিত্র হয়। "তাদেরই জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যের দ্বারা পবিত্র হতে পারে।" যেভাবে যিশু পৃথিবীতে সেবাকাজের জন্য পৃথক ছিলেন, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁর শিষ্যেরাও সেবাকাজের জন্য পৃথক হোক। পুত্র এবং পিতার মধ্যবর্তী সম্পর্কটি সকল শিষ্য এবং পিতার মধ্যবর্তী সম্পর্কের জন্য একটি আদর্শ ছিল। যেহেতু শিষ্যেরা যিশুর পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরাও এই জগতের কাছে তাঁর সত্য প্রচারকের জন্য পৃথক হয়েছিলেন।

যিশু সকল বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:২০-২৬)

যিশু এরপর সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে। তিনি প্রার্থনা করেছেন যে সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসী সেই একই একতায় থাকবে যে সহভাগিতা তিনি এবং তাঁর পিতা উপভোগ করেছেন। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে আমরা যথার্থভাবে একক হয়ে উঠব। এটি সেই একই বাক্য যা মথি ৫:৪৮-এ আছে, "অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও।" এই বাক্যটি একটি উদ্দেশ্য পরিপূরণের পরামর্শ দেয়। উদ্দেশ্যটি হল যথার্থ প্রেম, সেই প্রেম যা ত্রিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা পিতা এবং পুত্রের স্বর্গীয় প্রেমের সহভাগিতায় আমন্ত্রিত। যিশু প্রার্থনা করেছেন, "যেভাবে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, তেমনই তাদেরও ভালোবেসেছ এবং আমিও তাদের সেইভাবে ভালোবাসি।" যিশু এবং পিতার মধ্যবর্তী ভালোবাসা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত। এটাই হল পবিত্র হওয়ার অর্থ: যিশুর প্রদর্শিত সেই প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হওয়া।

পবিত্রতার অনুশীলন : আমি কি ঈশ্বরকে ভালোবাসি?

সাইমন তার পাস্টারকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। "পাস্টার, আমি পবিত্র হতে চাই। আব্রাহামের মতো আমিও ঈশ্বরের বন্ধু হতে চাই। কিন্তু একটি সমস্যা আছে। আমি এমন কিছু কাজ করি যা আমি জানি ভুল। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি তাঁকে মানতে চাই না। আমি কি ঈশ্বরের বন্ধু হতে পারি যদি আমি তাঁর আনুগত্য না করি?

যিশু প্রায় ২০০০ বছর আগে সাইমনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন। "তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে" (যোহন ১৪:১৫)। ঈশ্বর কোথাও বলেননি, "তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে , " ,তুমি ইচ্ছাকৃত পাপ অব্যাহত রাখতে পারো।" বরং যিশু বলেছেনতোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে।" যিশু আরো সংযোগ করেছেন, "যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার শিক্ষাও পালন করে না" (যোহন ১৪:২৪)।

কিছু নামধারী খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসার কথা বলার সাথে সাথে তাদের ইচ্ছাকৃত পাপও অব্যাহত রাখে। এই লোকেদের কাছে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা কেবল একটি আবেগ। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, কিন্তু এটা তাদের জীবন পরিবর্তন করেনি। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা একটি আবেগ বা অনুভূতির চেয়েও বেশি কিছু। ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তাঁর আদেশের প্রতি স্বেচ্ছায় বাধ্যতা প্রয়োজন।

সারার তার পাস্টারের কাছে একটি প্রশ্ন ছিল। "পাস্টার, আমি পবিত্র হতে চাই। ইয়োবের মতো আমিও নিষ্কলঙ্ক এবং ধার্মিক হতে চাই। আমি সমস্ত আদেশ পালনের ব্যাপারে সতর্ক। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে। আমি ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসি না। আমি ঈশ্বরকে ভয় থেকে ভালোবাসি কারণ আমি তাঁর অবাধ্য হলে তিনি রেগে যাবেন। আমি ঈশ্বরকে মেনে চলি, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসি না। আমি কি ঈশ্বরকে না ভালোবেসেও পবিত্র হতে পারি?"

যিশু প্রায় ২০০০ বছর আগে সারার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন। যিশু ইফিষের মন্ডলীতে একটি বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক শিক্ষাকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তাড়নার সামনেও তাদের বিশ্বস্ততার জন্য তিনি তাদের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, "তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে: তুমি তোমার প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করেছ।" যিশু এই প্রেমের অভাব বিষয়টিকে এতটাই গভীরভাবে নিয়েছিলেন যে যদি তারা অনুশোচনা না করে এবং তাদের প্রথম প্রেম পুনরায় লাভ না করে তাহলে তিনি তাদের দীপাধারটিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ২:২-৫)।

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে তারা আনুগত্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে পারে, কিন্তু তাদের আনুগত্যে প্রেম থাকে না। তারা বিশ্বাস করে যে পবিত্রতা নিয়মের একটি তালিকার প্রতি আনুগত্যের বিষয়। তারা ভুলে গেছে যে পবিত্রতার মূল হল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা।

অন্তরে, শিমোন আর সারার সমস্যার শিকড়টা একই ছিল; তাঁদের দুজনের কেউই ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসতেন না। ঈশ্বরের প্রতি শিমোনের ভালোবাসার অভাব তাঁর জাগতিকতায় প্রকাশিত হত। জাগতিকতা বলে, "আমি এই জগতকে ঈশ্বরের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।"

ঈশ্বরের প্রতি সারার ভালোবাসার অভাব আইনবাদে দেখা যায়। আইনবাদ বলে, "আমি প্রেমে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জনের আকাঙ্খায় ঈশ্বরের আনুগত্য করি।" এগুলোর কোনোটিই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। জাগতিকতা এবং আইনবাদ উভয়ের প্রতি একটাই উত্তর - ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা।

জাগতিকতার প্রতি উত্তর : ঈশ্বরকে ভালোবাসা

জাগতিক হওয়ার মানে কী? অনেক সময়, আমরা জাগতিকতাকে সংজ্ঞায়িত করি পোশাকের ধরন, বিনোদনের ধরন, জনসাধারণের অনুমোদনের আকাঙ্খা, দেখনদারি বা অন্য কোনো বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা। এগুলো জাগতিকতার ***লক্ষণ*** হতে পারে, কিন্তু জাগতিকতা অনেক গভীর। জাগতিকতাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়: "কোন বিষয়টি আমাকে সত্যিকারের আনন্দ দেয়?"

জাগতিক হওয়া মানে এই পৃথিবীতে আনন্দ করা। একজন জাগতিক ব্যক্তি এই পৃথিবী থেকে চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা কামনা করে। জাগতিক হওয়া মানে এই জগতের জিনিসকে ঈশ্বরের জিনিসের চেয়েও বেশি মূল্য দেওয়া।

লোট দেখলেন যে জর্দন উপত্যকা ভালোভাবে জলে পরিপূর্ণ। তিনি সেই উপত্যকাকে বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল (আদিপুস্তক ১৩:১০-১১)। লোট ছিলেন জাগতিক; তিনি এই জগতের আনন্দে আনন্দিত ছিলেন।

দীমা তার পরিচর্যা কাজ পরিত্যাগ করেছিল কারণ তিনি এই জগতে তার আনন্দ খুঁজে নিয়েছিল। পৌল লিখেছেন, "কারণ দীমা, ***এই জগৎকে ভালোবেসে*** আমাকে ত্যাগ করে থিষলনিকাতে চলে গেছে" যা এক সমৃদ্ধ শহর (২ তিমথি ৪:১০)। দীমা জাগতিক ছিলেন; তিনি এই জগতকে ভালোবেসেছিলেন।

একজন ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি তাঁর সর্বোচ্চ আনন্দ ঈশ্বরের মধ্যেই খুঁজে পান। গীতরচক লিখেছেন, "তুমি ছাড়া জগতে আর কিছুই আমি কামনা করি না" (গীত ৭৩:২৫)। গীতরচক ঈশ্বরপ্রেমী ছিলেন; তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন।

জাগতিকতার উত্তর কিছু মুষ্টিবদ্ধ নিয়মাবলী নয়। জাগতিকতার উত্তর হল ঈশ্বরের প্রতি একটি ভালোবাসা। ১৯ শতকে স্কটিশ পাস্টার থমাস চালমার্স (Thomas Chalmers), "নতুন প্রেমের অসাধারণ শক্তি", এই বিষয়টির উপর বাক্য প্রচার করেছিলেন। রেভ. চালমার্স বলেছিলেন এক্ষেত্রে দুটি জিনিস আমাদের অবশ্যই করতে হবে যদি আমরা এই জগতকে ভালোবাসা বন্ধ করতে চাই।

১। আমাদের কিছু জিনিস অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমাদের এই জগতের শূন্যতা বুঝতে হবে। এই জগতের অসাড়তা দেখতে পেলে, এই জগতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু কেবল সেটাই যথেষ্ট নয়।

২। আমাদের কিছু জিনিস অবশ্যই শুরু করতে হবে। আমাদেরকে এই জগতের প্রতি ভালোবাসাকে আরো প্রেমময় কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। যখন আমরা ঈশ্বরের প্রেমে পড়ি, আমাদের নতুন প্রেম জগতের প্রতি আমাদের পুরনো প্রেমকে সরিয়ে দেয়।

এই জগতের প্রেম থেকে নিরাময়ের উপায় হল ঈশ্বরের প্রেমে পড়া। যিশু একজন ব্যবসায়ীর উপমা দিয়েছিলেন যিনি তাঁর সমস্তকিছু একটি মুক্তো কেনার জন্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

> আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক বণিকের মতো, যে উৎকৃষ্ট সব মুক্তার অন্বেষণ করছিল। যখন সে অমূল্য এক মুক্তার সন্ধান পেল সে ফিরে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে তা কিনে নিল (মথি ১৩:৪৫-৪৬)।

কল্পনা করুন যদি আপনি এই ব্যবসায়ীকে বলেন, “আমি আপনার জন্য খুব দুঃখিত! এটা দুঃখজনক যে আপনাকে এত সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছিল।” ব্যবসায়ী আপনাকে দেখে হাসবেন! তিনি বলবেন, “ত্যাগ স্বীকার? আমি ত্যাগ স্বীকার করছি না; আমি অনেক দামী একটা মুক্তো কিনছি। আমি যে জিনিসগুলি বিক্রি করেছি তা এই সুন্দর মুক্তোটির তুলনায় ***কিছুই নয়***।” ব্যবসায়ীটি নতুন আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এমন কিছুর প্রেমে পড়েছেন যা তাঁর পুরোনো প্রেমকে বিতাড়িত করেছে।

জাগতিকতার উত্তর হল ঈশ্বরের প্রেমে পড়া। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা অর্থের জন্য, করতালির জন্য, প্রদর্শনের জন্য এবং জগত ঈশ্বরের লোকেদের প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যবহার করে এমন সমস্ত জিনিসের জন্য আমাদের ভালোবাসাকে দূর করবে। পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন – এবং সেই ভালোবাসা এই জগতের প্রতি ভালোবাসাকে বিতাড়িত করে দেয়।

আইনবাদের প্রতি উত্তর : ঈশ্বরকে ভালোবাসা[22]

যখন আমরা আন্তরিকভাবে একটি পবিত্র জীবনযাপন করতে চাই, তখন আমরা খ্রিষ্টিয় পরিপূর্ণতা বিষয়ক বাইবেলের নীতি থেকে বেরিয়ে একটি আইনবাদগত “পরিপূর্ণতাবাদে” (perfectionism) যেতে প্রলুব্ধ হতে পারি।

বাইবেলভিত্তিক খ্রিষ্টীয় পরিপূর্ণতা হল এমন একটি হৃদয় যা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় অবিভক্ত। খ্রিষ্টীয় পরিপূর্ণতা এমন একটি হৃদয়কে প্রকাশ করে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে খুশি করার চেষ্টা করে। এটা স্বীকার করে যে ভালোবাসার আন্তরিক হৃদয়ও আমাদের নিখুঁত কর্মক্ষমতার স্তরে আনতে পারে না। আমরা আমাদের মানবিক দুর্বলতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। একজন পবিত্র ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করবেন না, কিন্তু পবিত্রতম ব্যক্তি সেইসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে চলেন যেখানে আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ঈশ্বরের ঠিক ও ভুলের সম্পূর্ণ মানদণ্ড থেকে ছিটকে পড়ি।

অন্যদিকে “পরিপূর্ণতাবাদ”, আমাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখুঁত কাজ করার আশা করতে পরিচালিত করে। পরিপূর্ণতাবাদ আমার জীবনে যিশু এবং তাঁর শক্তির উপর দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে একজন পবিত্র ব্যক্তি **হিসেবে** আমার এবং আমার কর্মক্ষমতার প্রতি আলোকপাত করে।

পরিপূর্ণতাবাদ সাধারণত বিচ্ছেদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জনের জন্য একটি আইনি প্রচেষ্টার দিকে পরিচালিত করে। এটি মূলত আমি যা করি না (আমি ধূমপান করি না, আমি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করি না, আমি অশালীন পোশাক পরি না) বা আমি যেগুলি করি (আমি উপবাস করি, প্রার্থনা করি, আমি মন্ডলীতে যাই) তার একটি তালিকা দ্বারা পবিত্রতা পরিমাপ করে থাকে।

আমরা ৪ নং পাঠে যেমন দেখেছি, একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এমন কিছু থেকে আলাদা থাকতে ***চাইবেন***। মুখে বলা, “আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি” এবং তারপর এমন জীবন যাপন করা যা পার্থিব বাসনা চরিতার্থ করতে চাওয়া– ব্যাপারটি ভুল।

যাইহোক, আমাদের কখনই বিচ্ছিন্ন হৃদয় এবং বিচ্ছিন্ন জীবনের জন্য আমাদের আকাঙ্খাকে আমাদের বিশ্বাসের এমন একটি বিন্দুতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যে আমরা ‘করুন এবং করবেন না‘ এর তালিকা দ্বারা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পরিমাপ করতে পারি। পবিত্রতা প্রথমে হৃদয়ের বিষয় এবং **এটি** ঈশ্বরের সাথে প্রেমের সম্পর্ক। সেই

[22] Adapted from John Oswalt, Called to Be Holy: A Biblical Perspective (Anderson, IN: Warner Press, 1999), 186-188. Available online at https://archive.org/details/calledtobeholy0000john.

সম্পর্ক আমাদের পবিত্র, বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের আকাঙ্খাকে অনুপ্রাণিত করে। বিপরীতটি কখনই কাজ করবে না: একটি পৃথক জীবন কোনোমতেই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ককে অনুপ্রাণিত করে না।

আমাদের আবশ্যিকভাবে ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী নিখুঁত হতে হবে। আমাদের কখনোই পরিপূর্ণতাবাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। একটি নিখুঁত হৃদয় হল এমন একটি হৃদয় যা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসে।

► আপনার মন্ডলীতে বড় প্রলোভন কোনটি, জাগতিকতা নাকি আইনবাদ? আলোচনা করুন কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম এই সমস্যাগুলির জন্য একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারে। আপনি যাদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করেন তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করুন।

একটি পবিত্র জীবনের চাবিকাঠি : ঈশ্বরকে ভালোবাসা

আমরা ঈশ্বরকে তখনই ভালোবাসি যদি আমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলি। আমরা তখনই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করি যদি আমরা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসি। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমরা কর্তব্য অনুসারে আমরা ঈশ্বরের সেবা করার বাইরেও যেতে পারি। আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি যেখানে আমরা তাঁকে সেবা করে আনন্দিত হই। এই আনন্দ কেবল প্রেমের মাধ্যমেই আসবে। যে সন্তান তার পিতা-মাতার আনুগত্য করে কেবল ভয় বা কর্তব্যের কারণে সে কখনই বাধ্যতায় আনন্দ পায় না। একটি শিশু যে ভালোবাসা থেকে আনুগত্য অনুসরণ করে সে আনুগত্যকে আনন্দ বলে মনে করে।

যখন একটি ছোটো শিশু বেহালা শেখে, তাকে অবশ্যই প্রতিদিন অনুশীলন করতে হবে। প্রথম দিকে অনুশীলনটি আনন্দের চেয়ে বেশি কর্তব্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শিশুটি যদি কখনো একজন চমৎকার বেহালাবাদক হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে অবশ্যই এমন জায়গায় পৌঁছাতে হবে যেখানে বেহালা বাজানো কর্তব্যের চেয়েও বেশি কিছু। এটা একটি আনন্দের বিষয় হতে হবে। কর্তব্য হল যখন একটি শিশু অনুশীলন করে কারণ তার মা বলেছেন, “তোমাকে অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে।” আর আনন্দ তখন হয় যখন একটি শিশু খেলা করে কারণ সে খেলাটিকে উপভোগ করে। প্রকৃত বেহালাবাদক অনুশীলনের কর্তব্যে আনন্দ পান।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যও একই কথা সত্য। একজন পবিত্র ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য পড়েন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বাক্যে আনন্দও পান। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য একটি কর্তব্য *এবং* একটি আনন্দ উভয় হয়ে ওঠে।

আমরা যখন কর্তব্যের পরিবর্তে আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের সেবা করি তখন সেই পার্থক্যটির কথা ভাবুন। বাধ্যতা আনন্দে পরিণত হয়, বোঝায় নয়। প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য এবং খ্রিস্টীয় জীবনের অনুশাসনগুলি আনন্দে পরিণত হয়। এটাই হল ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ। পবিত্র লোকেরা আনন্দের সাথে আনুগত্যে চলেন কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন।

১৯ শতকের একজন অ্যাংলিকান প্রচারক, জর্জ ক্রোলি (George Croly), প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে পার্থিব প্রেম থেকে মুক্ত করবেন এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ পবিত্র আবেগ দিয়ে তাকে পূর্ণ করবেন। এই স্তোত্রটি প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য একটি শক্তিশালী প্রার্থনা হিসেবে রয়ে গেছে যারা একটি নিখুঁত, অবিভক্ত, ভালোবাসায় ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়।

ঈশ্বরের আত্মা, আমার হৃদয়ে নেমে এসো – জর্জ ক্রোলি (Spirit of God, Descend Upon My Heart - George Croly)

ঈশ্বরের আত্মা, আমার হৃদয়ে নেমে এসো;
এটিকে জগতকে সরিয়ে দাও; এর সমস্ত স্পন্দন নির্বিশেষে;
আমার দুর্বলতা মুছে দাও, কারণ তুমি পরাক্রমী,
এবং যেভাবে আমার তোমাকে ভালোবাসা উচিত, তোমাকে ভালোবাসতে শেখাও সেইভাবে।

তোমাকে ভালোবাসতে শেখাও যেভাবে স্বর্গদূতেরা তোমাকে ভালোবাসে,
কেবল পবিত্র ইচ্ছাতেই পরিপূর্ণ হোক আমার সবকিছু;
স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কপোতের বাপ্তিস্ম,
আমার হৃদয় এক বেদী, আর তোমার প্রেম সেই শিখা যা সদা দৃপ্ত।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন - জন সাং

জন সাং (John Sung) বিংশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত প্রচারক। তিনি চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের একজন মেথোডিস্ট পাস্টারের ছেলে ছিলেন, এবং নয় বছর বয়সে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

১৯ বছর বয়সে সাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে আসেন। অতিব মেধাবী ছাত্র, জন সাং মাত্র ছয় বছরের মধ্যে রসায়নে তার স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়ে সাং তার বাবার কাছে শেখা বাইবেলের সমস্ত শিক্ষার ওপর সন্দেহ করতে শুরু করেন।

সাং তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ইউনিয়ন থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে এক বছর পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সঠিক উত্তর প্রদানের পরিবর্তে, ইউনিয়নের উদারপন্থী (liberal) অধ্যাপকেরা আবারও সাংয়ের বিশ্বাসকে আরো ক্ষুণ্ন করেন।

১৯২৬ সালে জন সাং হারলেমে একটি সভায় যোগদান করেছিলেন। সেই রাতে ১৫ বছর বয়সী একটি মেয়ে ঈশ্বর তার জীবনে যে পরিবর্তন করেছেন সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল। সাং ঈশ্বরের সাথে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপনের পথ খোঁজা শুরু করেছিলেন। সেমিনারির অধ্যাপকেরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে জন সাং মানসিকভাবে অসুস্থ, এবং সাংকে পাগলাগারদে পাঠানোর জন্য প্রেসিডেন্ট হেনরি স্লোয়ান কফিন (Henry Sloan Coffin)-কে নিশ্চিত করিয়েছিলেন। অ্যাসাইলামে তার কাটানো ১৩৯টি দিনে জন সাং পুরো বাইবেলটি ৪০ বার পড়েছিলেন।

ছাড়া পাওয়ার পর জন সাং চীনে ফিরে আসেন। ড. সাং জানতেন যে তিনি চীনের যেকোনো নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যাবেন। কিন্তু, জাহাজে ওঠার পর ঈশ্বর সাংকে তার জীবনের আরো বড় সমর্পণের জন্য ডেকেছিলেন। একদিন তার সমর্পণের চিহ্ন হিসেবে এবং শিক্ষকতার কেরিয়ারের সমস্ত বাধা ছিন্ন করতে, ড. সাং তার সমস্ত ডিপ্লোমা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অ্যাওয়ার্ডগুলি এক জায়গায় জড়ো করেন এবং জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

জন সাং চীনে "ড. জন সাং, রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক" হিসেবে নয়, বরং "জন সাং, ঈশ্বরের দাস" হিসেবে এসেছিলেন। জন সাং প্রচার করা শুরু করেছিলেন এবং একটি পরাক্রমী সুসমাচার-প্রচারক সেবাকাজ গঠন করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন ১৯২৭ সালে জন সাংয়ের চীনে আসা থেকে ১৯৪৪ সালে ৪১ বছর বয়সে তার মৃত্যুর সময়কালের মধ্যে জন সাংয়ের পরিচর্যায় ১,০০,০০০-এরও বেশি মানুষ ধর্মান্তরিত (কনভার্ট) হয়েছিল।

জন সাংয়ের জীবন দেখায় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসা আবেগের চেয়েও বড় বিষয়। ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার জন্যই, জন সাং চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুমূল্য শিক্ষকতার চাকরির জন্য তার আশা-আকাঙ্খা ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রচারকার্যের জন্য ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই, জন সাং ভালো মাইনের পদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে একটি সাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন, তার আহারও সাধারণ ছিল। ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার কারণেই, জন সাং প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠে ব্যয় করতেন। তার জীবন ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই ভালোবাসার কারণে, ঈশ্বর জন সাংকে হাজার হাজার মানুষকে খ্রিষ্টের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

৭ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়া মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

(২) পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের মধ্যেই তাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ খুঁজে পায়।

(৩) যেহেতু তারা জানে যে ঈশ্বরের নিয়ম তাঁর ভালোবাসাকে প্রতিফলিত করে, তাই পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের নিয়মে আনন্দিত হয়।

(৪) যারা ঈশ্বরে আনন্দ করে তারা দেখতে পায় যে ঈশ্বর তাদের কাছে নিজেকে দান করেন।

(৫) ঈশ্বরকে ভালবাসার অর্থ কী তা জানার জন্য যিশু নিখুঁত চিত্র প্রদান করেছিলেন।

(৬) জাগতিকতার উত্তর হল ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

(৭) আইনবাদের উত্তর হল ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) মনে করুন যে একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসী আপনাকে বলেছেন, “আমি ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে চাই। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কিন্তু তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক কীভাবে বৃদ্ধি পাবে তা জানা কঠিন। আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাই না আর তাই তিনি অনেক দূরে আছেন বলে মনে হয়। আমি কি করতে পারি?” একটি ১-২ পাতার চিঠি লিখুন যাতে আপনি সেই বিশ্বাসীকে কীভাবে ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক বাড়াতে হয় তা বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। শাস্ত্র পাঠ করা, একটি প্রার্থনা জীবন গড়ে তোলা এবং আপনার বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার পরবর্তী ক্লাস মিটিংয়ে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের উত্তর পড়তে হবে এবং একটি সময় উত্তর নিয়ে আলোচনা করার জন্য থাকা আবশ্যক।

(২) মার্ক ১২:২৯-৩১ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৮

পবিত্রতা হল আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বুঝতে পারবে যে যিশুই হলেন আদর্শ পবিত্রতা।

(২) পবিত্র বাইবেলে নিখুঁত কথার অর্থ বুঝতে পারবে।

(৩) নিখুঁত প্রেমে ক্রমাগত বেড়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা করবে।

(৪) খ্রিস্টবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ের প্রতিই ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

(৫) মথি ৫:৪৩-৪৮ মুখস্থ করবে।

যিশু : যথার্থ প্রেমের আদর্শ

যিশু গালীল সাগরের তীর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময়, একজন কর আদায়কারীকে দেখতে পান। যেহেতু লেবি রোমীয়দের জন্য কাজ করত, তাই ইহুদী গুরুরা তাকে এড়িয়ে চলত। লেবিকে অবাক করে দিয়ে, যিশু বলেন, “আমাকে অনুসরণ করো” (মার্ক ২:১৪)। অন্যান্য গুরুরা কেবল একজন কর আদায়কারীকে দেখেছিল; কিন্তু যীশু দেখেছিলেন একজন ব্যক্তিকে ভালোবাসতে হবে।

পরে, যিশু লেবির বাড়িতে অনেকজন কর আদায়কারী ও পাপীদের সাথে খেতে বসেন। ফরিশীরা তা দেখে যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন। যিশুর পবিত্র থাকা আবশ্যিক; কেন তিনি পাপীদের সাথে সময় কাটাবেন? যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, “পীড়িত ব্যক্তিরই চিকিৎসকের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির নয়। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি” (মার্ক ২:১৭)।

যিশুর উদাহরণ তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের চমকে দিয়েছিল। যিশুর সময়কালে ফরিশীদের পবিত্রতম

> **পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা**
>
> “প্রভু, আমাকে তোমার শান্তির সরঞ্জাম করো।
> যেখানে ঘৃণা, সেখানে প্রেমের বীজ বোনার শক্তি দাও;
> যেখানে আঘাত, সেখানে ক্ষমা;
> যেখানে সন্দেহ, সেখানে বিশ্বাস;
> যেখানে হতাশা, সেখানে আশা;
> যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলো;
> যেখানে দুঃখ, সেখানে আনন্দ।
>
> ও পবিত্র প্রভু,
> শক্তি দাও যেন সান্ত্বনা না চাই, কিন্তু অধিক দিতে পারি;
> কেবল নিজের সমস্যা নয়, কিন্তু অন্যের বিষয়ে অধিক বুঝতে পারি;
> কেবল নিজের জন্য ভালোবাসা নয়, বরং অন্যদেরকেও অধিক ভালোবাসতেও পারি।
> আমরা যেন দিতে পারি যেমন আমরা পেয়েছি;
> আমরা যেন ক্ষমা করতে পারি যেমন আমাদের ক্ষমা করা হয়েছে;
> যেন মৃত্যুবরণ করতে পারি যেমনভাবে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছি।”
>
> - সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি (St. Francis of Assisi)

ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হত। তাঁদের বক্তব্য, "আমরা পবিত্র, তাই আমরা পাপীদের থেকে দূরে থাকি।" যিশুর বক্তব্য, "আমি পবিত্র, তাই আমি পাপীদের সাথে সময় কাটাই।"

যিশু পাপীদের সাথে সময় কাটিয়ে খুশি হতেন। যিশুকে অনুসরণ করার ফলে, পাপীরা পবিত্র ব্যক্তি হয়ে উঠত। যিশু পবিত্র প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছিলেন যা জগতকে পরিবর্তন করে। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের জন্য এবং মানুষের জন্য নিখুঁত প্রেম। সত্যিকারের পবিত্রতা আমাদের জগতকে পরিবর্তন করে।

যিশুর জগতে পবিত্রতা

► আপনার পরিচিত ব্যক্তিরা কীভাবে পবিত্রতাকে পরিমাপ করে? যিশুর জীবন যাপনের সাথে তুলনায় এই মাপকাঠির কেমন?

যিশুর সময়কালের লোকেরা পবিত্রতা সম্পর্কে কী বিশ্বাস করত? একজন পবিত্র ব্যক্তির কেমন জীবন যাপন তারা প্রত্যাশা করত? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেখলে, আমরা বুঝতে পারব কেন লোকেরা যিশুর জীবন এবং শিক্ষায় এতটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল?[23]

যিশুর সময়কালের লোকেরা কী বিশ্বাস করত

যিশুর সময়কালের লোকেরা জানত যে ঈশ্বর হলেন একজন পবিত্র ঈশ্বর। তারা জানত যে ঈশ্বরের লোকেদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। একজন পবিত্র ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা পবিত্র হোক। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন কারণ তাঁর লোকেরা পবিত্র ছিল না।

যিশুর সময়কালের লোকেরা জানত যে পবিত্রতা মানে সমস্ত অপবিত্র বিষয়ের থেকে পৃথক হওয়া। পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে পবিত্র হওয়ার মাপকাঠি হল ঈশ্বরের লোকেদের সমস্ত পাপময় বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

যিশুর সময়কালের লোকেরা জানত ঈশ্বর তাঁর লোকেদের অন্তরে একটি নতুন চুক্তি লেখার প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সেই চুক্তি ধরে রাখার জন্য তিনি তাদের একটি নতুন হৃদয় এবং একটি নতুন আত্মা দেবেন (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬)। যিশুর সময়কালের লোকেরা এই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছিল।

যিশুর সময়কালের লোকেরা জানত যে একজন ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখেন। যদিও ইস্রায়েল চুক্তি ভেঙেছিল, তবুও ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন। ইহুদী লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বরের মহিমা ইস্রায়েলে ফিরে আসবে যদি তাঁর লোকেরা পবিত্র হয়।

যিশুর সময়কালের লোকেরা কী অনুশীলন করত

যিশুর সময়কালের ধর্মভীরু লোকেরা এই নীতিগুলি বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা যথার্থ পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের যে আদর্শ, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পবিত্র হৃদয় ছিল না।

---

[23] এই উপাদানগুলির বেশিরভাগই Kent Brower, *Holiness in the Gospels* (Kansas City: Beacon Hill Press, 2005) -এর উপর ভিত্তিতে লেখা।

ধর্মযাজকরা মন্দিরের প্রতি তাদের বিশ্বাস রেখে চলতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে বলিদান যথাযথভাবে পালন করা হয়, তবেই ঈশ্বরের মহিমা ফিরে আসবে। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, "কিন্তু তোমরা যাও এবং এই বাক্যের মর্ম কি তা শিক্ষা নাও: 'আমি দয়া চাই, বলিদান নয়" (মথি ৯:১৩)। যিশু দেখিয়েছিলেন যে শুধু নিয়ম পালন করাই যথেষ্ট নয়।

এসিনরা (Essenes) বিশ্বাস করতেন যে অন্য মানুষদের থেকে আলাদা থাকলে তারা পবিত্র হতে পারবেন। তারা মৃত সাগর (Dead Sea)-এর ধারে সম্প্রদায়ের মাঝে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছিল। যিশু বলেছেন, "আমি তোমাদের বলছি, একইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক ব্যক্তি, যাদের মন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, তাদের চেয়ে একজন পাপী মন পরিবর্তন করলে স্বর্গে অনেক বেশি আনন্দ হবে" (লূক ১৫:৭)। "কারণ আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি" (মথি ৯:১৩)। যিশু কুষ্ঠরোগীদের স্পর্শ করেছিলেন, পাপীদের সাথে বসে খাবার খেয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে আমরা একটি পাপময় জগতেও পবিত্র হতে পারি।

ফরিশীরা বিধানের বাহ্যিক বিবরণ অনুসরণ করেছিল, কিন্তু তারা অভ্যন্তরীণ কলুষতা অগ্রাহ্য করেছিল। যিশু ফরিশীদেরকে কবরের সাথে তুলনা করেছিলেন যেটি "বাইরে থেকে দেখতে তো সুন্দর কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় ও সব ধরনের অশুচি বিষয়ে পরিপূর্ণ। কইভাবে, লোকেদের কাছে বাহ্যিকভাবে তোমরা নিজেদের ধার্মিক দেখাও কিন্তু অন্তরে তোমরা ভণ্ডামি ও দুষ্টতায় পূর্ণ" (মথি ২৩:২৭-২৮)। যিশু দেখিয়েছিলেন যে পবিত্রতা অবশ্যই হৃদয় থেকে শুরু হওয়া উচিত। আপনি পবিত্র হস্তের অধিকারী হতে পারবেন না যদি আপনার হৃদয় পবিত্র না থাকে।

যিশুর সময়কালের এই সমস্ত লোকেরা সত্যিকারের পবিত্রতার চেয়ে নিয়মকানুনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল। ঈশ্বরকে ভালোবাসার পরিবর্তে, তারা পবিত্রতাকে নিয়ম-নীতি দিয়ে পরিমাপ করেছিল। ইস্রায়েল তাদের চারপাশের মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে, তারা সেই জগতের মধ্যে দেওয়াল তুলে তা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। যিশু দেখিয়েছিলেন যে একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরকে এবং তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসে।

যিশুর জীবন পবিত্রতার একটি আদর্শ ছিল

যখন আমরা পুরাতন নিয়মে পবিত্রতার বিষয়ে পড়ি, আমরা তখন এরকম মন্তব্য করে ফেলতে পারি যে, "এটা বেশ ভালো একটা তত্ত্ব, কিন্তু এটা বাস্তব জীবনে কেমন হবে?" যিশু আমাদের দেখাতে এসেছিলেন যে দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা ঠিক কেমন হয়। লূক বংশ-তালিকার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে যিশু ছিলেন "আদমের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র" (লূক ৩:৩৮)। যখন আমরা আদমের পুত্র, যিশুর দিকে দেখি, তখন আমরা একজন পবিত্র ব্যক্তির নিখুঁত আদর্শকে দেখতে পাই। সুসমাচার পত্রগুলি নাসরতীয় যিশুর জীবনের পবিত্রতাকে তুলে ধরে।

পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সাথে চলা

যিশুর মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে মানুষের আদর্শ সম্পর্কটি দেখতে পাই। যিশুর প্রার্থনাশীল জীবন তাঁর পিতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে তুলে ধরেছিল। যিশু নিয়মিতভাবে তাঁর পিতার সাথে একাকী সময় কাটানোর জন্য ভিড় থেকে সরে যেতেন। তার মানব জীবনে, যিশু তাঁর স্বর্গস্থ পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চেয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চলতেন।

তবে, পিতার সাথে যিশুর সম্পর্কের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্রটি ক্রুশের ওপর থেকে তাঁর কান্নার মধ্যে ফুটে ওঠে। ক্রুশের ওপর আমাদের পাপ বহন করার সময়, "যিশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, … 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে

পরিত্যাগ করেছ?’” (মথি ২৭:২৬)। আমাদের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করে এবং আমাদের পাপের জন্য কঠিনতম শাস্তি কাঁধে নিয়ে, যিশু তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যথা অনুভব করেছিলেন।

যিশু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতাকে প্রকাশ করেছিলেন। অব্রাহাম এবং দায়ূদের প্রকাশ করা পবিত্রতা নাসরতীয় যিশুর জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

পবিত্রতা হল পৃথকীকরণ

পবিত্র হওয়ার অর্থ হল পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়া। যিশু তাঁর মানব জীবনে, পাপ থেকে পৃথককীকরণের আদর্শটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কোনো পাপ জানতেন না (২ করিন্থীয় ৫:২১)। যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের সময় তাঁর খুব কাছে থাকা এক শিষ্য সাক্ষ্য দিয়েছেন, “তাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই” (১ যোহন ৩:৫)।

যিশু তাঁর মানব জীবনে, ঈশ্বরের কাছে পৃথক হওয়ার আদর্শটি প্রকাশ করেছিলেন। যিশু সাক্ষ্য দিয়েছেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ আমি সর্বদা তাই করি যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে” (যোহন ৮:২৯)। যিশু তাঁর পিতার কাছে পৃথক হয়েছিলেন।

পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি

পবিত্র হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করা। যখন আমরা যিশুর দিকে দেখি, আমরা পিতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। “সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদেরই মধ্যে বসবাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, ঠিক যেমন পিতার নিকট থেকে আগত এক ও অদ্বিতীয় পুত্রের মহিমা। তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ” (যোহন ১:১৪)। যখন ফিলিপ যিশুকে বলেছিলেন “প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান,” যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, “যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে” (যোহন ১৪:৮-৯)। যিশুর মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি দেখতে পাই।

পবিত্রতা হল একটি অবিভক্ত হৃদয়

একজন পবিত্র ব্যক্তি একটি অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী; তিনি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত। গেৎশিমানী বাগানে, যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “পিতা, তোমার ইচ্ছা হলে আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক” (লূক ২২:৪২)। যিশুর হৃদয় পিতার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত ছিল। যিশু দেখিয়েছেন অবিভক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়।

পবিত্রতা হল ধার্মিকতা

সত্যিকারের পবিত্রতার মধ্যে ধার্মিক আচরণ অন্তর্ভুক্ত। একজন পবিত্র ব্যক্তি ন্যায়বিচার, করুণা, এবং নম্রতার মাধ্যমে পরিচিত হয়। যিশুর জীবনে আমরা ধার্মিকতার যথার্থ উদাহরণ দেখতে পাই।

ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত দৃশ্যটি দেখা যায় যখন যিশুকে ক্রুশে ঈশ্বরের ন্যায্য ক্রোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাপের শাস্তির জন্য প্রযোজ্য ন্যায়বিচারকে যিশু অস্বীকার করেননি; বরং, তিনি আমাদের পরিবর্তে জরিমানা দিয়ে দিয়েছেন।

যিশু কুষ্ঠরোগী, নারী, শিশু এবং দুঃস্থদের সাথে **করুণার** আচরণ করেছেন। ব্যাভিচারী নারী, সক্কেয়, ক্রুশের ওপরে থাকা সেই চোর – সকলের প্রতিই তিনি করুণার আচরণ করেছেন। সেইসাথে, যাদের অন্যেরা পরিত্যাগ করেছে, যিশু তাদের প্রতিও করুণাময় ছিলেন।

যিশুর জন্মের ৭০০ বছরেরও বেশি আগে, যিশাইয় মসীহের **নম্রতার** কথা বর্ণনা করেছিলেন। "আমাদের আকৃষ্ট করার মতো তাঁর কোনো সৌন্দর্য বা রূপ ছিল না, আমরা কামনা করতে পারি, তাঁর চেহারায় এমন কিছুই ছিল না" (যিশাইয় ৫৩:২)। যিশাইয় ভাববাণী করেছিলেন, "তিনি চিৎকার বা উচ্চশব্দ করবেন না, কিংবা পথে পথে নিজের কণ্ঠস্বর শোনাবেন না। তিনি দলিত নলখাগড়া ভেঙে ফেলবেন না, এবং ধূমায়িত সলতে নির্বাপিত করবেন না।" (যিশাইয় ৪২:২-৩)।

যিশু তাঁর প্রথম জনগণের সামনে প্রচারে তাঁর ন্যায়বিচার, করুণা, এবং নম্রতার উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছিলেন। নাসরতের সমাজভবনে, যিশু এক আগত দাস সম্পর্কে যিশাইয়ের ভাববাণী পাঠ করেছিলেন:

> প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য পাঠালেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য, নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য (লূক ৪:১৮-১৯, যিশাইয় ৬১:১-২ থেকে)।

যিশাইয় সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বছরের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যা সকল মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের সময়। যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে এসেছেন: "যে শাস্ত্রীয় বাণী তোমরা শুনলে আজ তা পূর্ণ হল" (লূক ৪:২১)। যিশুর পার্থিব পরিচর্যা ধার্মিকতার একটি আদর্শকে তুলে ধরে।

সুসমাচারে পবিত্রতা : আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা

৭ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে পবিত্র হওয়ার মানে হল ঈশ্বরকে অবিভক্ত প্রেমে ভালোবাসা। পবিত্র হওয়া মানে আমাদের প্রতিবেশীকেও ভালোবাসা। যিশু সমস্ত আজ্ঞার সারসংক্ষেপ হিসেবে এই দুটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন, "ঈশ্বরকে প্রেম করো" এবং "তোমার প্রতিবেশীকেও প্রেম করো" (মার্ক ১২:২৯-৩১)।

ঈশ্বরের জন্য সত্যিকারের ভালোবাসা সবসময়ই অন্যদের জন্যও ভালোবাসা নিয়ে আসে। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার মানুষদেরকেও ভালোবাসব। পবিত্রতা কখনোই নির্জন বিষয় নয়; একটি পবিত্র জীবন আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কে যাপিত হয়। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের জন্য নিখুঁত প্রেম ***এবং*** অন্যদের জন্য নিখুঁত প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি নিখুঁত প্রেম কখনোই আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় না।

যিশু এটিকে এইভাবে উল্লেখ করেছেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন তা আমারই প্রতি করেছিলে" (মথি ২৫:৪০)। যোহন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য ভালোবাসার সাথে সংযুক্ত করেছেন:

> কেউ যদি বলে, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি," অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ভাই বা বোনকে সে দেখতে পায় তাকে যদি সে প্রেম না করে, তাহলে যে ঈশ্বরকে সে দেখেনি তাঁকে সে প্রেম করতে পারে না। তিনি আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন: ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে তার ভাইবোনকেও প্রেম করবে (১ যোহন ৪:২০-২১)।

এটির মূলে, পাপ হল আত্ম-কেন্দ্রিকতা। উদ্যানে, শয়তান হবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের মতো হতে পারে (আদিপুস্তক ৩:৫)। বাবিলে লোকেরা নিজেদের জন্য একটি নাম রাখতে উদগ্রীব ছিল (আদিপুস্তক ১১:৪)। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইস্রায়েল একজন রাজা চেয়েছিল যাতে সে অন্য সমস্ত জাতির মতো হতে পারে (১ শমূয়েল ৮:৫)। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, পাপ হল আত্ম-কেন্দ্রিকতা।

যদি পাপ আত্ম-কেন্দ্রিকতা হয়, তাহলে পবিত্রতা (পাপের বিপরীত) অন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাতকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি পাপ কেবল আমাদের নিজেদের ভালো দেখার দিকে নজর দেয়, তাহলে পবিত্রতার ফলে আমরা অন্যদের জন্য কোনটা ভালো সেই বিষয়ে নজর রাখব। যদি পাপ নিজেকে-প্রেম করা হয়, তাহলে পবিত্রতা হল অন্যদেরকে ভালোবাসা। যে আজ্ঞাটি নতুন নিয়মে সবচেয়ে বেশিবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে সেটি হল প্রেমের আজ্ঞা। এটি অন্তত ৫৫ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

যিশু শিখিয়েছিলেন যে পবিত্রতা হল অন্যদের প্রতি প্রেমময় সহানুভূতি। যিশু দেখিয়েছিলেন যে একজন পবিত্র ব্যক্তি পাপীদেরকে পবিত্র প্রেমের একটি জীবনের মাধ্যমে একজন পবিত্র ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে।

"তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি পবিত্র", ঈশ্বরের এই আজ্ঞাটির প্রতি বাধ্যতা চায় যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসি। যিশু অন্যদের প্রতি নিখুঁত প্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে অন্যদের নিখুঁতভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।

যিশু অন্যদের প্রতি নিখুঁত প্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন

যিশুর পরিচর্যা কাজের প্রথমদিকে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন কিছু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছিলেন, "যাঁর আসার কথা ছিল আপনিই কি তিনি না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?" (লূক ৭:১৯)। একজন ফরিশী ভেবেছিলেন যে যিশু হয়ত তাঁর পৃথকীকৃত জীবন এবং বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার দিকে নির্দেশ করে উত্তর দেবেন। পরিবর্তে, যিশু অন্যদের প্রতি তাঁর প্রেমময় সেবার দিকে নির্দেশ করেছিলেন:

> তোমরা যা দেখলে, যা শুনলে, ফিরে গিয়ে সেসব যোহনকে জানাও। যারা অন্ধ তারা দৃষ্টি পাচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে, যারা কুষ্ঠরোগী তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে, যারা কালা তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা মৃত তারা উত্থাপিত হচ্ছে ও যারা দরিদ্র তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। (লূক ৭:২২)।

যিশুর আশ্চর্যকাজের একটি সমীক্ষা মূলত অন্যদের জন্য তাঁর নিখুঁত প্রেমকে তুলে ধরে। একজন রোমীয় শতপতি তাঁর দাসকে সুস্থ করার জন্য যিশুকে অনুরোধ করেছিলেন। বেশিরভাগ ইহুদী গুরুই তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যিশু কেবল সেই সুস্থ করেছিলেন তা নয়, সেইসাথে একজন অ-ইহুদী বা পরজাতির বিশ্বাসের প্রশংসাও করেছিলেন (মথি ৮:৫-১৩)।

এমনকি যখন যিশুর আশ্চর্যকাজগুলি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, যিশু তখনও প্রেমের আচরণ করেছিলেন। যখন একজন কুঁজো মহিলা তাঁর কাছে এসেছিল, যিশু তাকে বিশ্রামবারে সুস্থ করেছিলেন। যদিও বিধান এই সুস্থতার বিরোধিতা করে না, তবে ফরিশীরা বিশ্রামবারে সুস্থতার কাজকে অনুমতি দেয় না। প্রেমের মাধ্যমেই, যিশু ধর্মীয় নেতাদের ক্রোধের মোকাবিলা করেছিলেন (লূক ১৩:১০-২১)।

এমনকি যিশু সেইসব মানুষদের প্রতিও প্রেমময় ছিলেন যারা তাদের নিজেদের পাপকাজের জন্য ফল ভোগ করত। যিশু একজন শমরীয় নারীর প্রতি প্রেমের আচরণ করেছিলেন যে একটি অনৈতিক জীবন যাপন করত (যোহন ৪)। তিনি এক

নারীকে রক্ষা করেছিলেন যে ব্যাভিচারিতার জন্য ধরা পড়েছিল। এমন নয় যে যিশু তার পাপ এড়িয়ে গিয়েছিলেন; তিনি তাকে আদেশ দিয়েছিলেন "যাও, আর কখনও পাপ কোরো না" (যোহন ৮:১১)। যিশু জানতেন যে পবিত্রতার জন্য পাপ থেকে বিচ্ছিন্নতা আবশ্যিক, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে নিখুঁত প্রেম পাপের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

যিশু তাঁর মৃত্যুর আগের ঠিক শেষ মুহূর্তে, অন্যদের প্রতিও প্রেমের আচরণ প্রকাশ করেছিলেন। মহাযাজকের দাস মল্কীয় গেৎশিমানী বাগানে যিশুকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার প্রভুকে সাহায্য করেছিল। যখন শিমোন পিতর মল্কর কান কেটে দেন, যিশু পিতরকে ধমক দিয়েছিলেন এবং মল্ককে সুস্থ করেছিলেন (মথি ২৬:৫০-৫২)। নিজেদের শত্রুকেও ভালোবাসার অর্থ আসলে কী তা যিশু দেখিয়েছিলেন।

যিশু যখন ক্রুশের উপরে ছিলেন, তখন এক দস্যু অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিল। এই দস্যুর জন্য মৃত্যু উপযুক্ত ছিল; সে একজন মারাত্মক অপরাধী ছিল। যিশু, যিনি নিজের পাপের জন্য নয় বরং অন্যের পাপের জন্য শাস্তিভোগ করছিলেন, তিনি এক মৃত্যুদণ্ড পাওয়া চোরকে অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (লূক ২৩:৩৯-৪৩)। নিজের যন্ত্রণা সত্ত্বেও, যিশু এমন একজন মানুষকে ভালোবেসেছিলেন যে আসলে ভালোবাসার যোগ্য ছিল না।

যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের অন্যদেরকে নিখুঁতভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন

যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের শিখিয়েছিলেন নিখুঁতভাবে ভালোবাসা বলতে আসলে কী বোঝায়। যিশু দেখিয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্যের জীবনের মাপকাঠি হল নিখুঁত প্রেম।

পর্বতের ওপরে বসে দেওয়া শিক্ষায় যিশু নিখুঁত প্রেমের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (মথি ৫-৭)

"অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও" এই আদেশটি পর্বতের ওপরে বসে করা প্রচারটির কেন্দ্রবিন্দু। এই আদেশটি অন্যদের প্রতি প্রেমের একগুচ্ছ নিদর্শন তুলে ধরে। আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল অন্যদের প্রতি অবিভক্ত প্রেমের একটি জীবন যাপন করা।

যদি পবিত্রতার মানে পাপ থেকে পৃথক হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু না হত, তাহলে ফরিশীরা পবিত্রতম ব্যক্তি হত। তাদেরকে "পৃথকীকৃত ব্যক্তি" বলা হত। যিশু ফরিশীদের পৃথকীকরণের চেয়েও বেশি কিছু চেয়েছিলেন। "তোমাদের ধার্মিকতা যদি ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের থেকে অধিক না হয়, তোমরা নিশ্চিতরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ৫:২০)।

ফরিশীদের মিথ্যে ধার্মিকতার বিপরীতে, যিশু দেখিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যের লোকেরা প্রেমের লোক। বাহ্যিক আচরণ যা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার সাথে মেলে না তা আসলে কপটতা বা ভণ্ডামি, তা কোনোমতেই পবিত্রতা নয়। আমাদের অবশ্যই পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র হস্তের অধিকারী হতে হবে।

একজন নিখুঁত প্রেমের ব্যক্তি "হত্যা কোরো না" আজ্ঞাটি পালনের চেয়েও বেশি কিছু পালন করে। প্রেম বিক্ষুব্ধ ভাইয়ের সাথে মিলন প্রত্যাশা করে। একজন নিখুঁত প্রেমের ব্যক্তি "ব্যাভিচার কোরো না" আজ্ঞাটি পালনের চেয়েও বেশি কিছু পালন করে। প্রেম একজন নারীর দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোর বিষয়টিও এড়িয়ে চলে।

একজন নিখুঁত প্রেমের ব্যক্তি ডিভোর্সের কারণ খোঁজে না। সে তার স্ত্রীয়ের মধ্যে ভালো বিষয়গুলি দেখতে ভালোবাসে। একজন নিখুঁত প্রেমের ব্যক্তি কোনোরকম ফাঁক না রেখেই সত্যি কথা বলতে ভালোবাসে। একজন নিখুঁত প্রেমের ব্যক্তি প্রতিশোধের চিন্তা করে না।

যিশু বলেছেন:

> তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, ন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালোমন্দ, সব মানুষের উপরে সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের উপরে বৃষ্টি দেন। (মথি ৫:৪৪-৪৫)।

ঈশ্বর যেমন ভালোবাসেন তেমন ভালোবাসার অর্থ হল নিজের শত্রুকেও ভালোবাসা। যিশু পবিত্রতার দাবীকে খাটো করেননি, বরং তিনি পবিত্রতার চাহিদাকে আরো উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার পবিত্রতা অবশ্যই শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীদের বাহ্যিক ধার্মিকতাকে ছাপিয়ে যাওয়া উচিত (মথি ৫:২০)। কেবল বাহ্যিক আচরণ ঠিক করার পরিবর্তে, ঈশ্বর হৃদয়ও পরিবর্তন করেন। যখন আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসার মতো ভালোবাসেন তখন আপনি ঠিক স্বর্গস্থ পিতার মতোই , নিখুঁতথাকেন।

উত্তম শমরীয়ের রূপকে যিশু নিখুঁত প্রেমের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন (লূক ১০:২৫-৩৭)

একজন ধর্মীয় শাস্ত্রবিদ যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" যিশু আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমেই উত্তর দিয়েছিলেন, "বিধানশাস্ত্রে কী লেখা আছে?" সেই শাস্ত্রবিদ সঠিক উত্তরটি জানতেন: "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে; এবং, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে।"

সেই শাস্ত্রবিদ ভালোবাসার চাহিদার সম্মুখীন হতে চাননি। তিনি তাঁর বিধানের জ্ঞানকে এড়িয়ে চলার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছিলেন। "কিন্তু সে নিজের সততা প্রতিপন্ন করতে যীশুকে প্রশ্ন করল, "বেশ, আমার প্রতিবেশী কে?"" যিশু উত্তম শমরীয়ের কাহিনীর রূপকে উত্তর দিয়েছিলেন।

যিশু শিখিয়েছিলেম যে কেবল মুখের কথায় নয়, বরং যথার্থ কাজের মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। উত্তম শমরীয়ের মতোই, প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী হল সেই ব্যক্তি যে অন্যদেরকে – এমনকি শত্রুদেরকেও সেবা করার সুযোগ খুঁজতে সত্যিকারের ভালোবাসে। যদি আমরা আমাদেরক প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা সেবা করার সুযোগও খুঁজতে থাকব। যাকোব প্রশ্ন করেছেন:

> মনে করো, কোনো ভাই বা বোনের পোশাক ও দৈনন্দিন খাবারের সংস্থান নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাকে বলে, "শান্তিতে যাও, তুমি উষ্ণ ও তৃপ্ত থাকো," কিন্তু তার শারীরিক প্রয়োজন সম্পর্কে সে কিছুই না করে, তাহলে, তাতে কী লাভ হবে? (যাকোব ২:১৫-১৬)।

নিখুঁত প্রেম কেবল কথায় নয়, বরং তা কাজে প্রকাশ পায়। পবিত্র ব্যক্তিরা যিশুর মতোই ভালোবাসে। নিখুঁতভাবে ভালোবাসার অর্থ হল আত্মবলিদান দিয়ে ভালোবাসা।

যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিখুঁত প্রেমের শিক্ষা দিয়েছিলেন (যোহন ১৩:১-২০)

গ্রেপ্তার হওয়ার রাতে, যিশু নিখুঁত প্রেমের বিষয়ে তাঁর অন্যতম মহান শিক্ষাটি দিয়েছিলেন। নিস্তারপর্বের ভোজনের সময়, শিষ্যরা তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলেন।

যিশু প্রত্যুত্তর করেছিলেন, “কারণ শ্রেষ্ঠ কে? যে খাবার খেতে বসে সে, না, যে পরিবেশন করে, সে? যে খাবার খেতে বসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবকের মতো আছি” (লূক ২২:২৭)। তারপর তিনি একটি তোয়ালে নেন এবং শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে শুরু করেন, যা আসলে একজন দাসের কাজ। যিশু হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন এবং ঘরে উপস্থিত সকলের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন – এমনকি যিহুদারও পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, যিশু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমি তোমাদের প্রতি কী করলাম, তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ?” তিনি এই পদ-অন্বেষণকারী শিষ্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখাতে চেয়েছিলেন :

> তোমরা আমাকে ‘গুরুমহাশয়’ ও ‘প্রভু’ বলে থাকো এবং তা যথার্থই, কারণ আমি সেই। এখন তোমাদের প্রভু ও গুরুমহাশয় হয়েও আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, সুতরাং, তোমাদেরও একে অপরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তোমাদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরাও তাই করো (যোহন ১৩:১৩-১৫)।

যিশু একদম শেষ সময়টিতে, তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে নিখুঁত প্রেম বিনয়ী হয়। নিখুঁত প্রেম অবস্থান খোঁজে না; নিখুঁত প্রেম সেবা করার জন্য সুযোগ খোঁজে। পবিত্রতা হল নিখুঁত প্রেম।

নিখুঁত প্রেমের একটি জীবন

যিশু বলেছেন, “অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও” (মথি ৫:৪৮)। বহু লোক বলে, “কেউই সিদ্ধ নয়!” তথাপি, আমরা যিশুর “সিদ্ধ হও” আদেশটি অমান্য করতে পারি না। তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? সাধারণত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পক্ষে কী যিশুর আজ্ঞা মেনে চলা সম্ভব?

“সিদ্ধ হও” কথাটির অর্থ কী?

দুটো জিনিস আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে যিশু ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। প্রথমে, মথি ৫:৪৮-এ গ্রীক শব্দের অনুবাদ “সিদ্ধ বা নিখুঁত”-এর ***সংজ্ঞাটির*** দিকে দেখুন। ***টেলিওস***(Teleios) মানে হল “পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ হওয়া।” *টেলিওস* একটি বিশেষ্য থেকে আসে যার অর্থ “লক্ষ্য” বা “উদ্দেশ্য।” সিদ্ধ হওয়ার অর্থ হল একটি লক্ষ্যে পৌঁছানো।

পুরাতন নিয়ম দেখায় যে একজন সিদ্ধ ব্যক্তির ঈশ্বরের জন্য একটি অবিভক্ত হৃদয় থাকে। এই ধারণাটি নতুন নিয়মেও অব্যাহত রয়েছে। ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ প্রেম, একটি অবিভক্ত হৃদয় থেকে ভালোবাসা। আমাদের নিজেদের শক্তিকে কি যথার্থভাবে কাজটি করা সম্ভব? না। ঈশ্বরের জন্য নিখুঁত, অবিভক্ত প্রেম কি সম্ভব? যিশু বলেছেন, “হ্যাঁ।”

দ্বিতীয়, মথি ৫:৪৮-এর **প্রেক্ষাপটের** দিকে দেখুন। মথি ৫:৪৮-এর আগে এবং পরের পদগুলি দেখায় যে নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল একটি নিখুঁত প্রেমে ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা। যিশুর আদেশের সারসংক্ষেপটি ঈশ্বরের প্রতি এবং আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসার জীবনকে তুলে ধরে।

“অতএব সিদ্ধ হও” আদেশটি মথি ৫:২১-৪৭-এ আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে। হত্যা, ব্যাভিচারিতা, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রতিশ্রুতি ভাঙা এবং প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, পবিত্র লোকেরা ভালোবাসায় জীবন যাপন করে। এই আজ্ঞাগুলির শেষেরটি হল “তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা

তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো” (মথি ৫:৪৪)। পবিত্র লোকেরা এমন লোকেদেরকেও ভালোবাসে যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের মতো ভালোবাসা।

এই আজ্ঞাটির ঠিক পরেই, মথি ৬:১-১৮-তে ঈশ্বরকে সত্যিকারের ভালোবাসা বলতে আসলে কী বোঝায় তার কিছু উদাহরণ যিশু দিয়েছেন। ভন্ড লোকেরা মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার জন্য দুঃস্থদের দান করে; কিন্তু যারা ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে ভালোবাসে তারা গোপনে দান করে, কারণ তারা জানে তাদের পিতা গোপনে সবকিছুই দেখছেন।

ভন্ড লোকেরা “সমাজভবনগুলিতে বা পথের কোণে কোণে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো প্রার্থনা করতে ভালোবাসে।” যারা ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে ভালোবাসে, তারা তাদের ঘরের ভিতর যায় এবং দরজা বন্ধ করে তাদের পিতার কাছে প্রার্থনা করে যিনি অদৃশ্য রয়েছেন। ভন্ড লোকেরা লোকেদের দেখানোর জন্য উপবাস করে; তারা তাদের মুখ নিস্তেজ ও মলিন রাখতে ভালোবাসে যাতে অন্য লোকেরা তাদের দেখে বুঝতে পারে যে তারা উপবাস করছে। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা চায় তাদেরকে যেন কেবল তাদের পিতাই দেখেন যিনি অদৃশ্য রয়েছেন।

পৌল কলসীয়ের বিশ্বাসীদের একটি পবিত্র জীবন যাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ভালোবাসা এবং ক্ষমার একটি জীবন বর্ণনা করেছিলেন:

> অতএব, ঈশ্বরের মনোনীত, পবিত্র ও প্রিয়জনরূপে সহানুভূতি, দয়া, নম্রতা, সৌজন্যবোধ এবং সহিষ্ণুতায় নিজেদের আবৃত করো। পরস্পরের প্রতি সহনশীল হও। একের বিরুদ্ধে অপরের কোনো ক্ষোভ থাকলে, পরস্পরকে ক্ষমা করো। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনই করো… (কলসীয় ৩:১২-১৩)।

এই তালিকাটির চূড়ান্ত বিষয়টি হল ভালোবাসা। “***এসব গুণের ঊর্ধ্বে*** ভালোবাসাকে পরিধান করো, যা সেইসব গুণকে পূর্ণ ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করে” (কলসীয় ৩:১৪)। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল ভালোবাসাকে পরিধান করা। যখন যিশু বলেছিলেন “নিখুঁত হও,” তখন তিনি আসলে আমাদেরকে ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসার আদেশ দিয়েছিলেন। নিখুঁত ভালোবাসা হল একটি অবিভক্ত হৃদয় থেকে আসা ভালোবাসা।

নিখুঁত প্রেম কতটা নিখুঁত?

সাধারণ ব্যবহারে, আমরা কখনো কখনো নিখুঁত শব্দটি পরম অর্থে ব্যবহার করি। আমরা এমন কিছু বোঝাতে নিখুঁত ব্যবহার করি যা আর উন্নত করা যায় না বা বাড়ানো যায় না। আমরা যদি নিখুঁতকে কৃতিত্বের পরম স্তর হিসাবে ভাবি, তবে আমরা আমাদের কাজের দ্বারা পবিত্রতা পরিমাপ করব। ফরীশীদের মতো, আমরা পবিত্রতাকে পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে দেখব।

অনেকেই পবিত্র জীবনে এই পন্থা অবলম্বন করেন। ফরিশীদের মতো, তাদের টিক চিহ্ন দেওয়ার জন্য বক্সের একটি তালিকা আছে। যদি সমস্ত বক্স চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তারা মনে করে নেয় যে তারা নিখুঁত।

- “আমি কি আদেশ পালন করি?”
- “আমি কি সঠিক পোশাক পরি?”
- “আমি কি সঠিক কথা বলি?”

বাইবেলে, নিখুঁত শব্দটি পরম নয়। এটি আরও বৃদ্ধির বিষটিকে অস্বীকার করে না। ইয়োব নিখুঁত ছিলেন (ইয়োব ১:১), কিন্তু তিনি যে অভিজ্ঞতাগুলো সহ্য করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

বাইবেলে, নিখুঁত হওয়ার অর্থ বৃদ্ধির প্রতিটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হওয়া। ইব্রীয় পত্রের লেখক সেইসব খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে লিখেছিলেন যারা তাদের বৃদ্ধির পর্যায়ে নিখুঁত ছিল না। তারা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল।

> প্রকৃতপক্ষে, এতদিনে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের প্রাথমিক সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদেরই একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তোমাদের প্রয়োজন কঠিন খাবার নয়, কিন্তু দুধের। যে দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে সে এখনও শিশু, ধার্মিকতা বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক (*teleios*) লোকদের প্রয়োজন কঠিন খাবার, যারা সবসময় অনুশীলনের মাধ্যমে ভালো ও খারাপের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলেছে। (ইব্রীয় ৫:১২-১৪)।

ইব্রীয় পত্রের লেখক মোটেই এই পরামর্শ দিচ্ছেন না যে পরিপক্ক (বা নিখুঁত) বিশ্বাসীদের আর আধ্যাত্মিক খাবারের প্রয়োজন নেই! তিনি তাদের পরিপক্কতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, **যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক বয়সের জন্য উপযুক্ত আধ্যাত্মিক খাবার গ্রহণ করতে পারে।** নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল আমাদের খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতার পর্যায়ের জন্য সঠিকভাবে পরিপক্ক হওয়া। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল আমরা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ; আমরা ঠিক সেটাই যা ঈশ্বর আমাদের করতে চান।

একটি পরিমাপ মানদণ্ডের পরিবর্তে, নিখুঁত বিষয়টিকে বাইবেলে একটি বৃত্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। একটি বৃত্ত নিখুঁত; এটিকে আর কোনোভাবে অতিরিক্ত বৃত্তাকার করা যাবে না। তবে, একটি নিখুঁত বৃত্তকে বড় করা যেতে পারে; একটি নিখুঁত বৃত্তকে বাড়ানো এবং প্রসারিত করা যেতে পারে। এটি নিখুঁত, কিন্তু এটি এখনও ক্রমবর্ধমান।

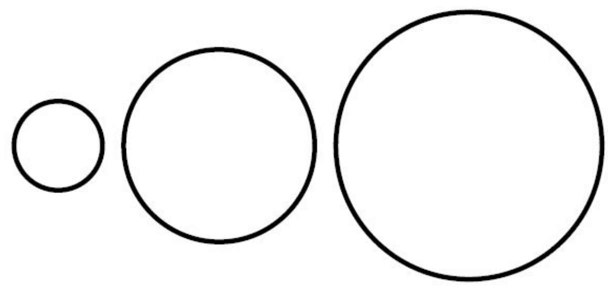

একজন পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বর এবং তার প্রতিবেশীদের জন্য নিখুঁত ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। আমরা যত পরিপক্ক হই, আমাদের ভালোবাসার ক্ষমতায় তত বাড়তে থাকে। বৃত্তটি বড় হতে থাকে। আমরা যত পরিপক্ক হই, আমাদের ভালোবাসা “জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে” (ফিলিপীয় ১:৯)। বৃদ্ধির প্রতিটি পর্যায়ে, ঈশ্বর বলেন“ ,এই ব্যক্তিরা আমাকে এক নিখুঁত ভালোবাসায় ভালোবাসে। এরা পবিত্র।”

যে ব্যক্তি ৪০ বছর ধরে ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করেছে, সেই ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কীভাবে ভালোবাসা দেখাতে হয় তা এমন এক ব্যক্তির চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরের সাথে এক বছর হেঁটেছে। কিন্তু উভয়েই তাদের প্রতিবেশীকে অবিভক্ত হৃদয় থেকে ভালবাসতে পারে। দুজনেই নিখুঁত ভালোবাসা দেখাতে পারে।

যখন একটি পাঁচ বছরের শিশু তার বাবার জন্য একটি ছবি আঁকে, তখন বাবা বলেন, “ধন্যবাদ! এটা একদম নিখুঁত হয়েছে!” তার মানে এই নয় যে তার শিল্পকর্ম আর ভালো হতে পারে না। ১৫ বছর বয়সে, এই একই শিশু আরো ভালো ছবি আঁকবে।

“এটা নিখুঁত!” মানে, “এই ছবিটি এক ভালোবাসার হৃদয় থেকে এসেছে। এটা তার পরিপক্কতার পর্যায় অনুযায়ী সঠিক।”

নিখুঁত ভালোবাসা পারফরম্যান্সের কোনো মান নয়। নিখুঁত ভালোবাসা হল ঈশ্বর এবং অন্যান্য লোকেদের প্রতি অবিভক্ত ভালোবাসা। নিখুঁত প্রেম যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করে, যিনি দৈনন্দিন জীবনে নিখুঁত প্রেম প্রকাশ করতে এসেছিলেন।

সাধারণ বিশ্বাসীদের পক্ষে কি নিখুঁতভাবে ভালোবাসা সম্ভব?

১৭ শতকের পিউরিটানরা (Puritans) বাইবেলের ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নিয়ে মত প্রকাশ করেছিল। তারা বলেছিল যে বাইবেলের আদেশগুলি মূলত "আচ্ছাদিত প্রতিশ্রুতি"। পিউরিটানরা বুঝিয়েছিল যে একটি বাইবেলের আদেশ হল আসলে একটি *প্রতিশ্রুতির ছদ্মবেশ*। বাইবেলের একটি আদেশ বাইবেলের একটি প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়। ঈশ্বর যদি কিছু আদেশ করেন, তাহলে তিনি সেটির আনুগত্য সম্ভব করে দেবেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে যা চান, তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে তা করবেন।

একজন পার্থিব বাবার কথা কল্পনা করুন যিনি তাঁর ছেলেকে একটি অসম্ভব আদেশ দিয়েছেন। "তুমি যদি আমাকে খুশি করতে চাও, তোমাকে দু'মিনিটের মধ্যে এক মাইল দৌড়াতে হবে।" কিছু সময়ের জন্য, ছেলেটি এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার বাবার প্রত্যাশাটি অসম্ভব। অবশেষে ছেলেটি নিরুৎসাহিত হবে এমনকি তিক্ত হয়ে উঠবে। এটা কি একজন ভালো বাবার উদাহরণ? না।

ঈশ্বর একজন ভালো পিতা। তিনি তাঁর সন্তানদের অসম্ভব আদেশ দিয়ে হতাশ করেন না। যখন যীশু আমাদেরকে আমাদের স্বর্গীয় পিতার মতো নিখুঁত হওয়ার আদেশ দেন, তখন তিনি আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করার ক্ষমতাও দেন।

যিশুর প্রচারগুলিতে ঈশ্বরের রাজ্যের জীবন দেখা যায়। এটি একটি নতুন বিধান নয় যা পুরনো বিধানের চেয়ে আরো বড় বাঁধন নিয়ে আসে। আমরা ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করা থেকে কতটা দূরে আছি তা আমাদের দেখানোর জন্য এটি কোনো মারাত্মক আদর্শও নয়। এটি হল ঈশ্বরের রাজ্যে দৈনন্দিন জীবনের একটি ছবি। যিশু কোথাও বলেননি, "এটা আমার আদেশ, কিন্তু তুমি মানতে পারো না!" পরিবর্তে, যিশু বলেছেন, "তুমি এমনই হবে।"

আমরা যদি যিশুর আদেশকে মানুষের ক্ষমতার দৃষ্টিতে দেখি তবে তা অসম্ভব। মানুষের শক্তিতে, আমরা নিখুঁত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারি না। মানুষের শক্তিতে, আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমাদের সমস্ত আত্মা এবং আমাদের সমস্ত মন দিয়ে আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি না। যাইহোক, ঈশ্বরের শক্তিতে, আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারি। নিখুঁত ভালোবাসা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে সম্ভব।

এক ধনী যুবক জিজ্ঞেস করেছিল, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমাকে কী ধরনের সৎকর্ম করতে হবে?" (মথি ১৯:১৬)। যিশু দশ আজ্ঞার তালিকা থেকে উত্তর দিয়েছিলেন:

> …নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করো ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম করো (মথি ১৯:১৮-১৯)।

যখন সেই যুবকটি বলেছিল, "এ সমস্ত আমি পালন করেছি," যিশু তখন আরো একটি আজ্ঞা যোগ করেছিলনে। "…তুমি যদি সিদ্ধ হতে চাও, তাহলে যাও, গিয়ে তোমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে তুমি স্বর্গে ধন লাভ করবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ করো" (মথি ১৯:২০-২১)। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল যিশুকে সম্পদের চেয়েও বেশি ভালোবাসা।

যুবকটি দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছিল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। ধনী যুবকটি তার প্রতিবেশীকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারেনি; সে তার সম্পত্তি বিক্রি করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে না। সে ঈশ্বরকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারেনি; সে

যীশুকে অনুসরণ করার জন্য বাড়ি ছেড়ে যাবে না। এই যুবকের হৃদয় বিভক্ত ছিল। সে ঈশ্বরকে চেয়েছিল, কিন্তু সাথে সে তার বিপুল সম্পত্তিও চেয়েছিল।

শিষ্যত্বের দাবী দেখে শিষ্যরা খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?" যিশুর প্রত্যুত্তরই এই প্রশ্নটির উত্তর, "সাধারণ বিশ্বাসীদের পক্ষে কি নিখুঁতভাবে ভালোবাসা সম্ভব?"। যিশু বলেছিলেন, "মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব" (মথি ১৯:২৫-২৬)।

মানুষের শক্তিতে, ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে নিখুঁতভাবে ভালোবাসা অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যে সবই সম্ভব। একজন প্রেমময় পিতা তার সন্তানদের কখনোই এমন আদেশ দিয়ে হতাশ করেন না যেগুলো পালন করা যায় না। শাস্ত্রের আদেশগুলি মূলত অনুগ্রহের সাথে আদেশ পালনে সাহায্য করে। "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন নিখুঁত তেমনি নিখুঁত হও", এই আদেশটি খ্রিস্টানদের হতাশার দিকে চালিত করার বিধান নয়। এটি একটি অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সেই সবকিছুই করতে পারেন যা আমরা নিজেদের মধ্যে কখনোই করতে পারিনি।

নিখুঁত হওয়ার জন্য যিশুর আদেশ পালন করা কি সম্ভব? যিশুর প্রচার অনুসারে, উত্তরটি একটি আনন্দদায়ক "হ্যাঁ!" ঈশ্বরের রাজ্যে নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল এক নিখুঁত ভালোবাসার হৃদয়। ঈশ্বরের রাজ্যে নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে এককভাবে ভালোবাসা। এটা কি সম্ভব? যিশুর মতে, নিখুঁত প্রেম একইসাথে সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়ও। নিখুঁত প্রেম হল তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

পবিত্রতার অনুশীলন : প্রেম কীভাবে বিধান পরিপূর্ণ করে?

জেসন বলেছেন, "আমি আমার পুরো হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসি। এবং বেশিরভাগ লোককেই ভালোবাসি। কিন্তু আমি কৃষ্ণাঙ্গদের ভালোবাসতে পারি না। আমার মনে হয় সব কৃষ্ণাঙ্গই অলস।"

জেসনের বন্ধু এর উত্তরে বলেছিলেন, "কিন্তু খ্রিস্টবিশ্বাসী মানে তো সবাইকেই ভালোবাসতে হবে! খ্রিস্টবিশ্বাসীরা অন্য লোকেদের অন্যায়ভাবে বিচার করতে পারে না।" জেসন উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মনে করি না যে ঈশ্বর এই ধরনের ছোট জিনিসগুলিতে আগ্রহী। আমাদের থেকে আলাদা মানুষদের এড়িয়ে চলা কি স্বাভাবিক নয়?"

ঈশ্বর বলেছেন, "পবিত্র লোকেরা সকলকে - এমনকি যারা আমাদের থেকে আলাদা তাদেরকেও - ভালোবাসা এবং অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে।"

> শাস্ত্রের এই রাজকীয় বিধান, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবেসো," যদি তোমরা প্রকৃতই মেনে চলো, তাহলে তোমরা ঠিকই করছ। কিন্তু তোমরা যদি পক্ষপাতিত্ব করো, তবে পাপ করেছ এবং বিধানের দ্বারাই তোমরা বিধানভঙ্গকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত হবে (যাকোব ২:৮-৯)।

আপনার চরিত্রের একটি পরিমাপ হল আপনি সেইসব লোকেদের সাথে কেমন আচরণ করেন যারা আপনার জন্য কিছুই করতে পারে না। অর্থ, চাকরি বা কর্তৃত্ব দিয়ে আমাদের পুরস্কৃত করার অবস্থানে থাকা লোকেদের প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করা সহজ। ভালোবাসা তাদেরকেই সম্মান করে যারা আমাদের জন্য কিছুই করতে পারে না: দরিদ্র, বৃদ্ধ, শিশু এবং পদহীন অন্য যেকোনো মানুষ। প্রেমের রাজকীয় বিধান প্রভাবিত করে যে কীভাবে আমরা প্রত্যেকের সাথে আচরণ করি। প্রেম বিধান পরিপূরণ করে।

প্রেম বিধান পরিপূরণ করে

নিখুঁত প্রেমের থিমটি একটি পবিত্র জীবনের বার্তার কেন্দ্রবিন্দু। পাঠ ৭-এ, আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা একটি সাধারণ আবেগের চেয়ে অনেক বেশি। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আমাদের জীবনের সমগ্র ফোকাস পরিবর্তন করে দেয়। আমরা এখন নিজেকে খুশি করার চেয়ে ঈশ্বরকে খুশি করতে চাই। একইভাবে, আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা আমাদের মনোযোগ নিজেদের দিকে থেকে অন্যদের দিকে নিয়ে যায়।

পৌল রোমের মন্ডলীকে লিখেছিলেন:

> তোমরা কারও কাছে কোনো ঋণ কোরো না, কেবলমাত্র পরস্পরের কাছে ভালোবাসার ঋণ কোরো; কারণ যে তার অপরকে ভালোবাসে, সে বিধান পূর্ণরূপে পালন করেছে। “ব্যভিচার কোরো না,” “নরহত্যা কোরো না,” “চুরি কোরো না,” “লোভ কোরো না,” এই আজ্ঞাগুলি এবং আরও যে কোনো আজ্ঞা থাকুক না কেন, এই একটি আজ্ঞায় সেসবই সংকলিত হয়েছে, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম করো।” ভালোবাসা প্রতিবেশীর কোনও অনিষ্ট করে না। সেই কারণে, প্রেম করাই বিধানের পূর্ণতা। (রোমীয় ১৩:৮-১০)।

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রেমের ঋণে ঋণী। পৌল আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে আমরা যদি প্রেমের বাধ্যবাধকতা পূরণ করি তাহলে আমরা বিধানের অন্যান্য সমস্ত বাধ্যবাধকতা পূরণ করব। আমরা যদি অন্যদের ভালোবাসি, তাহলে আমরা ব্যভিচার, খুন, চুরি বা লোভ করব না। বিধানের বাধ্যবাধকতা পরিপূর্ণ তখনই হবে যখন আমি আমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসব।

রোমীয়র শেষদিকের অধ্যায়গুলিতে, পৌল দেখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসা বিধান পরিপূর্ণ করে। যারা ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ, তারা:

- নিজেদের চেয়ে খ্রিষ্টের দেহের সেবায় বেশি নিয়োজিত থাকে (রোমীয় ১২:৩-৫)
- মন্দকে ঘৃণা করে এবং উত্তমকে প্রেম করে (রোমীয় ১২:৯)
- অন্যদের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে আগ্রহী হয় (রোমীয় ১২:১০)
- পরস্পরের প্রয়োজনের খেয়াল রাখে (রোমীয় ১২:১৩)
- পারস্পরিকভাবে, এমনকি শত্রুদের সাথেও শান্তিতে বসবাস করে (রোমীয় ১২:১৪-২১)
- সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করে (রোমীয় ১৩:১-৭)
- অন্য বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে সম্মান করে (রোমীয় ১৪:১-২৩)
- খ্রিষ্টের মতোই তাদের প্রতিবেশীদের প্রয়োজন পরিপূরণ করে (রোমীয় ১৫:১-৩)

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ের অভিমুখকে নিজের দিক থেকে ঈশ্বরের দিকে পরিবর্তন করে। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ের অভিমুখ নিজের দিক থেকে অন্যের দিকে পরিবর্তন করে। দুটোই পবিত্র ব্যক্তি হওয়ার অর্থের অংশ।

জন ওয়েসলি (John Wesley) খ্রিষ্টীয় পরিপূর্ণতার অর্থ তুলে ধরেছেন:

প্রেম ঈশ্বরের সর্বোচ্চ উপহার; নম্র, মৃদু, ধৈর্যশীল ভালোবাসা। সমস্ত দর্শন, প্রকাশ বা উপহার ভালোবাসার তুলনায় সামান্য জিনিস। ধর্মে উচ্চতর কিছু নেই; আপনি যদি আরো বেশি ভালোবাসার পরিবর্তে আরো কিছুর সন্ধান করেন তবে তা আর অন্যকিছু নয়, আপনি প্রশস্ত চিহ্নের সন্ধান করছেন, আপনি রাজকীয় পথ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

এবং যখন আপনি অন্যদের জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কি এটি বা সেই আশীর্বাদটি পেয়েছেন?" আপনি যদি আরো বেশি ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু বলতে চান তবে আপনি ভুল করছেন; আপনি তাদেরকে পথ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন। তাহলে আপনার হৃদয়ে এটি স্থির করুন, যে মুহূর্ত থেকে ঈশ্বর আপনাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেছেন, আপনি আর অন্যকিছু করার লক্ষ্য রাখবেন না, তবে ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত সেই ভালোবাসার প্রতি আরো বেশি লক্ষ্য রাখবেন। আপনি এর চেয়ে আর উপরে যেতে পারবেন না।[24]

আমাদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রতিবেশীদের ভালোবাসা

দুটি ক্ষেত্র প্রদর্শন করবে যে অন্য খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রতি নিখুঁত প্রেম কেমন হয়।

প্রেম অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে সম্মান করে

করিন্থের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে লেখা পত্রে, পৌল খ্রিস্টীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সম্বোধন করেছিলেন। আমার স্বাধীনতার দ্বারা আত্মিকভাবে আহত হতে পারে এমন অন্য একজন বিশ্বাসীর জন্য আমার কেমন প্রতিক্রিয়া থাকা উচিত? পৌল সেইসব দৃঢ় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন যারা বলেছে, "আমরা জানি যে প্রতিমা কিছুই নয়। প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়াও আমাদের কাছে বড় কোনো ব্যাপারে নয়।" পৌল উত্তর দিয়েছেন:

> কিন্তু, তোমরা সতর্ক থেকো, তোমাদের এই অধিকার যেন কোনোভাবেই দুর্বল মানুষের কাছে বিঘ্নের কারণ না হয়। কারণ দুর্বল বিবেকবিশিষ্ট যদি কেউ তোমাকে, অর্থাৎ তোমার মতো জ্ঞানবিশিষ্ট মানুষকে, প্রতিমার মন্দিরে খাবার গ্রহণ করতে দেখে, তাহলে সে কি প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার গ্রহণ করতে সাহস পাবে না? তাই, তোমার জ্ঞানের জন্য এই দুর্বল বিশ্বাসী, যার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে নষ্ট করা হয়। তোমরা যখন তোমাদের ভাইবোনের বিরুদ্ধে পাপ করো ও তাদের দুর্বল বিবেককে আঘাত করো, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ করো। এই কারণে, আমি যে খাবার গ্রহণ করি, তা যদি অপর বিশ্বাসীর পাপে পতনের কারণ হয়, আমি আর কখনও সেই খাবার গ্রহণ করব না, যেন আমি তার পতনের কারণ না হই। (১ করিন্থীয় ৮:৯-১৩)।

পৌল নিজেকে একজন দুর্বল খ্রিস্টীয় ভাইকে পতনের কারণ না করে বরং সারা জীবনের জন্য মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবেন। নিখুঁত প্রেমের অর্থ হল যে সে তার নিজের অধিকারের চেয়ে অন্য খ্রিস্টীয় ভাইয়ের পরিত্রাণের জন্য বেশি যত্নশীল। পরে, পৌল বলেছেন, "কিন্তু আমরা এই অধিকার প্রয়োগ করিনি। কিন্তু তার পরিবর্তে, আমরা সবকিছু সহ্য করেছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোনো বাধা সৃষ্টি না করি।" (১ করিন্থীয় ৯:১২)।

করিন্থীয়দের বক্তব্য, "আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি। অন্য বিশ্বাসীদের ব্যাপারে ভাবার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।" পৌল বলেছেন, "আমি অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিচর্যা করার জন্য মুক্ত। আমি আমার নিজের

[24] John Wesley, *A Plain Account of Christian Perfection* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1966), 99 থেকে অভিযোজিত।

আকাঙ্খা ও অধিকারের অধীন নই। আমি মুক্তভাবে অন্যদের ভালোবাসতে পারি।” এটি হল নিখুঁত বা সিদ্ধ প্রেম, যা ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে দিতে চান।

► রোমীয় ১৪ পড়ুন।

রোমের মন্ডলীতে, দুর্বল খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ছিল যারা কেবল শাকসবজি খেতেন। এরা ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে পারে যারা ইহুদিদের খাদ্য আইন মেনে চলতে থাকে এবং অপরিষ্কার খাবার খাওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না। আরো দৃঢ় খ্রিষ্টবিশ্বাসীও ছিল যারা যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল এবং তারা জানত যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য খাদ্য আইন আর বাধ্যতামূলক নয়।

পৌল প্রতিটি দলকেই দেখিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টের মতো প্রেম করার অর্থ কী। দুর্বল খ্রিস্টবিশ্বাসীর অবশ্যই সেই ব্যক্তির বিচার করা উচিত নয় যে মাংস খায়। ভালোবাসা বিচার করে না।

তবে, দৃঢ় খ্রিষ্টবিশ্বাসী কখনোই দুর্বল খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে ঘৃণা করবেন না এবং তার স্বাধীনতাকে এমনভাবে ব্যবহার করবেন না যা দুর্বলদের বিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করবে। পরিবর্তে, দৃঢ় খ্রিষ্টবিশ্বাসী দুর্বল বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে ধ্বংস না করার জন্য তার নিজের অধিকার ছেড়ে দেবে। কেন? ভালোবাসার খাতিরে:

> তুমি যা খাও, সেই কারণে তোমার ভাই যদি অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে তুমি আর প্রেমপূর্ণ আচরণ করছ না। তোমার খাওয়াদাওয়ার জন্য তোমার ভাইয়ের বিনাশের কারণ হোয়ো না, যার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। (রোমীয় ১৪:১৫)।

এটাই হল আপনার খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রতিবেশীকে ভালবাসার অর্থ। আমাদেরকেও খ্রিষ্টের মতোই প্রেম করতে হবে। তিনি এই দুর্বল ভাইয়ের জন্য জীবন দিয়েছেন; নিশ্চিতভাবে পৌল বলেছেন, আমরা মাংস খাওয়ার অধিকার ছেড়ে দিতে পারি।

► একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন যেখানে দৃঢ় এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এগুলি স্পষ্ট বাইবেলভিত্তিক শিক্ষার বিষয় নয়; একটি বিবিধ বিশ্বাসের বিষয়। এইক্ষেত্রে রোমীয় ১৪ থেকে পৌলের নীতিগুলি প্রয়োগ করুন। কীভাবে প্রতিটি দল – দুর্বল এবং দৃঢ় খ্রিস্টবিশ্বাসীরা – এই ক্ষেত্রটিকে নির্দেশ করে?

প্রেম পাপে পতিত হওয়া একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য চিন্তা করে

রেচেল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যিনি ব্যবসায়িক লেনদেনে তার মন্ডলীর একজন সদস্য দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। আইজ্যাক রেচেলকে জেনেশুনে এমন একটি ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রি করে যে গাড়িটির গুরুতর যান্ত্রিক সমস্যা আছে। আইজ্যাক র‍্যাচেলকে মিথ্যা বলেছিল, “আমি এই গাড়িটা একজন মেকানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। এটি চমৎকার অবস্থায় রয়েছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী।”

গাড়ি কেনার দুই দিন পর, রেচেল জানতে পারলেন যে গাড়ির ট্রান্সমিশন খারাপ ছিল – এবং আইজ্যাক এই সমস্যা সম্পর্কে জানতেন।

► রেচেলের কী করা উচিত?

আপনার কী মনে হয়, “র‍্যাচেলের সবাইকে সতর্ক করা উচিত যে আইজ্যাক অসৎ?” নাকি আপনার মনে হয়, ‘রেচেলের একজন সহ খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে বিরক্ত করার জন্য কিছুই বলা উচিত নয়?” যিশুর উত্তর দেখা যাক।

► মথি ১৮:১৫-১৭ পড়ুন।

যিশু চারটি পদক্ষেপ দিয়েছেন যা দেখায় যে একজন পাপে পতিত হওয়া সহ-খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সাথে নিখুঁত প্রেম ঠিক কেমন আচরণ করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই উদাহরণটি পাপপূর্ণ আচরণের সাথে সম্পর্কিত। যিশু ব্যক্তিগত মতভেদের কথা বলছেন না। যিশু মোটেই বলছেন না, "যাও, অন্য সবার সমস্যায় জড়িয়ে পড়ো।" যিশু এমন একটি পরিস্থিতিকে সম্বোধন করছেন যেখানে একজন খ্রিষ্টীয় ভাই অন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে পাপ করে। পদক্ষেপগুলি দেখুন:

১। **আমি সেই ভাইয়ের কাছে একা যাব**। নিখুঁত প্রেম মন্দ কিছুতে আনন্দ করে না (১ করিন্থীয় ১৩:৬)। এটি ভুলটিকে সকলের কাছে প্রচারের সুযোগ খোঁজে না। পরিবর্তে, একজন প্রেমময় ব্যক্তি শান্তভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করে। একজন প্রেমময় ব্যক্তি পাপকাজে ধরা পড়া ব্যক্তিকে কোমল মনোভাব নিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে (গালাতীয় ৬:১)। মূল উদ্দেশ্যটি হল একজন ভাইকে পুনরুদ্ধার করা, প্রতিশোধ নেওয়া নয়। যদি সেক্ষেত্রে কোনো অনুতাপ না থাকে...

২। **আমি এক বা দুজন আত্মিক নেতাকে সাক্ষী হিসেবে রাখব।** পুনরায় মূল উদ্দেশ্যটি হল পুনরুদ্ধার করা। এই সাক্ষীদের অবশ্যই মন্ডলীর আত্মিক নেতা হতে হবে যারা সঠিক শিক্ষা দিতে পারে এবং আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে (গালাতীয় ৬:১)। যদি সেক্ষেত্রে কোনো অনুতাপ না থাকে...

৩। **আমি অবশ্যই দোষকে মন্ডলী ফেলোশিপের নজরে আনবো।** এখনো পুনরুদ্ধার করাই মূল উদ্দেশ্য। প্রতিশোধ নেওয়া বা জনসমক্ষে অপমান করা কখনোই উদ্দেশ্য নয়। এক ভাইয়ের মধ্যে অনুতাপ আনা এবং তাকে আগের অবস্থায় আনাই মন্ডলীর শাসনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি সেই ব্যক্তি জেদী হয় এবং অনুতাপ করতে অস্বীকার করে...

৪। **মন্ডলীর সেই দোষী সদস্যকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করা আবশ্যক।** করিন্থীয় মন্ডলীতে একজন সদস্য ছিল যে যৌনতা সংক্রান্ত পাপে দোষী ছিল। পৌল সেই ব্যক্তিতে শৃঙ্খলাপরায়ণ করার জন্য মন্ডলীকে আদেশ দিয়েছিলেন। "তোমরা ওই দুষ্ট ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দাও" (১ করিন্থীয় ৫:১৩)। আমরা খ্রিষ্টের দেহে কোনো পাপকে অবজ্ঞা করতে পারি না।

তবে, যিশুর বক্তব্যটি দেখুন। তাকে পরজাতীয় বা কর আদায়কারী হিসেবেই দেখুন (মথি ১৮:১৭)। পরজাতীয় এবং কর আদায়কারীদের সাথে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কেমন আচরণ করা উচিত? ভালোবাসা দিয়ে। এমনকি এখানেও, উদ্দেশ্যটি হল পুনরুদ্ধার করা। ২ করিন্থীয়তে, পৌল এমন একজন বিশ্বাসীর অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন যে মন্ডলীর কাছ থেকে শাসন পেয়েছে এবং অনুতাপ করেছে। পৌল বলেছেন,

> অধিকাংশ লোকই তাকে যে শাস্তি দিয়েছে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। বরং, এখন তোমাদের উচিত তাকে ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা দেওয়া, যেন সে দুঃখের আতিশয্যে ভেঙে না পড়ে। তাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা পুনরায় তার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করো। (২ করিন্থীয় ২:৬-৮)।

১ করিন্থীয়তে, মন্ডলী উন্মুক্ত পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং পাপীকে শাসন করতে ইচ্ছুক ছিল না। পৌল তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে **ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা-র** অর্থ হল আমরা যেন তাদের শাসন করি যারা খ্রিস্টের দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।

২ করিন্থীয়তে, মন্ডলী একজন ব্যক্তিকে শাসন করেছিল যে পাপ করেছিল, কিন্তু যখন এই ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়েছিল, মন্ডলী তাকে ক্ষমা করতে চায়নি! পৌল তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের **প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা-র** অর্থ হল আমরা যেন অনুতপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করি (২ করিন্থীয় ২:৭)।

মন্ডলীর শাসনের উদ্দেশ্য সর্বদা অনুতাপ করা এবং পুনরায় গঠন করা হতে হবে। নিখুঁত ভালোবাসা প্রতিশোধ চায় না।

আমাদের অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা

আমরা কীভাবে অবিশ্বাসীদের প্রতি নিখুঁত প্রেম প্রদর্শন করি, বিশেষত তাদের প্রতি যারা আমাদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে ঘৃণা করে? যিশু বলেছেন:

> তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, 'তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম কোরো' ও 'তোমার শত্রুকে ঘৃণা কোরো। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। (মথি ৫:৪৩-৪৫)।

আপনি যখন আপনার তাড়নাকারীদের ভালোবাসেন, তখন আপনি আসলে আপনার স্বর্গস্থ পিতার মতোই নিখুঁত। পবিত্র লোকেরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতোই প্রেম করেন। এটাই হল নিখুঁত হওয়ার অর্থ।

পবিত্র লোকেরা "অন্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, কেবল সহবিশ্বাসীদের প্রতিই নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাসী নয়, যারা আমাদের বিরোধিতা করে এবং যারা পাপকর্মে লিপ্ত হয় তাদের সকলের প্রতিও ভালোবাসা প্রদর্শন করে। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের সাথে আমাদেরকে সদয়, ভদ্রভাবে, ধৈর্যের সাথে এবং নম্রভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঈশ্বর বিবাদের আলোড়ন, প্রতিশোধ নেওয়া, বা হুমকি বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব মীমাংসা বা ব্যক্তিগত ন্যায়বিচার পাওয়ার উপায় হিসেবে হিংসার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। যদিও ঈশ্বর আমাদেরকে পাপপূর্ণ কাজগুলিকে ঘৃণা করার নির্দেশ দেন, আমাদের যেকোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসতে হবে এবং তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে যে এই ধরনের আচরণে জড়িত।"[25]

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সর্বদাই এমন একটি জগতে বাস করে যা সুসমাচারের বিরোধিতা করে। পৌল রোমে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে এমন এক কর্তৃপক্ষকে সম্মান করতে এবং তাদের এমন একটি সরকারকে ট্যাক্স দিতে আদেশ করেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের হত্যা করেছে এবং শীঘ্রই পৌলকেও হত্যা করতে চলেছে।

পিতর সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আদেশ দিয়েছেন, "প্রত্যেক মানুষের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করো: বিশ্বাসী সমাজকে প্রেম করো, ঈশ্বরকে ভয় করো, রাজাকে সমাদর করো" (১ পিতর ২:১৭)। আবারও, একজন দুষ্ট শাসকই পিতরকে এরপর দ্রুত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে আমাদের শত্রুদেরকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে। আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা সুসমাচারের সত্যতার সাক্ষ্য দিই। "কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা হল এই যে, সৎকর্মের দ্বারা তোমরা নির্বোধ লোকেদের অর্থহীন কথাবার্তাকে যেন স্তব্ধ করে দিতে পারো" (১ পিতর ২:১৫)।

জোশুয়া হলেন উত্তর নাইজেরিয়ার এমন একটি এলাকায় একজন নাইজেরিয় পাস্টার যেখানে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে নির্মমভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। ইসলামিক সৈন্যরা গির্জাঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের হত্যা করেছিল

---

[25] Discipline of the Bible Methodist Connection of Churches, 2014 থেকে।

এবং দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য অল্পবয়সী মেয়েদের অপহরণ করেছিল। শেষবার যখন আমি নাইজেরিয়া গিয়েছিলাম, জোশুয়া আমাকে মন্ডলীর সদস্যদের মৃতদেহের ছবি দেখিয়েছিলেন যারা ইসলামিক হামলাকারীদের হাতে নিহত হয়েছিল।

তারপরে জোশুয়া আমাকে এই আক্রমণগুলিতে তার মন্ডলীর প্রতিক্রিয়ার ছবিগুলি দেখিয়েছিল। তার গির্জা একটি মুসলিম গ্রামে একটি স্কুল তৈরি করেছে; তারা গ্রামের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য একটি কুঁয়ো খুঁড়েছে; তারা পোলিওতে আক্রান্ত মুসলিমদের জন্য হুইলচেয়ার দিয়েছে; তারা এই গ্রামের জন্য একটি মেডিকেল ক্লিনিক নির্মাণ করেছে। তারা তাদের শত্রুর প্রতি ভালোবাসা দেখাচ্ছে।

পাস্টার জোশুয়া বলেছিলেন, "বহু মুসলিম খ্রিষ্টের কাছে আসছে কারণ তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা দেখেছে। আমরা ওদের বন্দুক বা প্রতিশোধের দ্বারা বশ করিনি; আমরা মথি ৫:৪৩-৪৮-এর মতো জীবন যাপন করে ওদের হৃদয় জিতে নিয়েছি।" এটাই হল নিখুঁত প্রেমের ফসল যা আমাদের আজকের জগতে যাপন করা হয়।

► আপনার পরিচিত অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী কী? আপনার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপের তালিকা করুন।

রাশিয়ান লেখক লিও টলস্টয় একটি ছোট গল্প লিখেছেন যেটি দেখায় যে নিখুঁত প্রেমের জীবনযাপনের অর্থ কী। মার্টিন ছিল এক দরিদ্র মুচি, যে ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসত।[26] এক রাতে, মার্টিন বাইবেল পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্নে দেখে যে যিশু বলছেন, "আগামীকাল আমি তোমার দোকানে যাব।"

পরের দিন মার্টিন যিশুর জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্যান্য লোকেরা মার্টিনের দোকানে এসেছিল, কিন্তু যিশু আসেননি। একজন বৃদ্ধ সৈনিক ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। মার্টিন সেই সৈনিককে তার দোকানে গরম চা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। একজন দরিদ্র মহিলা দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এবং তার বাচ্চাকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করছিল। মার্টিন সেই শিশুটির জন্য স্যুপ এবং একটি কম্বল নিয়ে এসেছিল। পরে মার্টিন এক ক্ষুধার্ত কিশোরকে খাবার কিনে দেয়।

মার্টিন হতাশ হয়েছিল যে যিশু আসেননি, তাই সে বলেছিল, "এটি কেবলই একটি স্বপ্ন ছিল। যিশু জুতোর দোকানে আসবেন এটা ভাবাই আমার বোকামি ছিল।"

সেই রাতে, মার্টিন তার বাইবেল পড়তে পড়তে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্নে দেখে তার দোকানে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিকটি বলছে, "মার্টিন, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? আমি যিশু!" শিশুটিকে নিয়ে থাকা মহিলাটি বলছে, "মার্টিন, আমি যিশু।" ক্ষুধার্ত কিশোরটি বলছে, "আমি যিশু।" মার্টিন ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং পড়তে শুরু করে:

> কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাবার দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করতে দিয়েছিলে; আমি অপরিচিত ছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; আমার পোশাকের প্রয়োজন ছিল, তোমরা পোশাক দিয়েছিলে; আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার দেখাশোনা করেছিলে; আমি কারাগারে ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে… আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন তা আমারই প্রতি করেছিলে (মথি ২৫:৩৫-৪০)।

[26] লিও টলস্টয়, "যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে ঈশ্বরও আছেন।"

দ্বিতীয় শতাব্দীতে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একটি দলকে “জুয়াড়ি” বলা হত কারণ তারা সংক্রামক রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। সেই জুয়াড়িরা বন্দীদের সাথে দেখা করত, অসুস্থদের যত্ন করত এবং পরিত্যক্ত শিশুদের উদ্ধার করত। জুয়াড়িরা নিখুঁত ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল।

২৫২ খ্রিষ্টব্দে, কার্থেজ শহরে একটি প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা রোগীদের দেখতে অস্বীকার করতেন; পরিবারের লোকেরা মৃতদের লাশ রাস্তায় ফেলে দিত; শহরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল ছিল। কার্থেজের বিশপ সাইপ্রিয়ান (Cyprian) সেইসময়ে তার মণ্ডলীকে একত্রে ডাকেন। তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিখুঁত ভালোবাসার মানুষ হতে বলা হয়েছে। কার্থেজের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মৃতদের কবর দিয়েছিল, অসুস্থদের সেবা করেছিল এবং শহরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তারা ছিল নিখুঁত ভালোবাসার মানুষ; তারা ঠিক তেমনই নিখুঁত ছিল যেমন তাদের স্বর্গের পিতা নিখুঁত।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – এস্টার অ্যাহন কিম

এস্থার অ্যান কিম (Esther Ahn Kim) ছিলেন একজন সঙ্গীত শিক্ষিকা যিনি ১৯৩৭ সালে জাপানি দখলদারিত্ব শুরুর সময় কোরিয়ায় বসবাস করতেন।[27] জাপানিরা প্রত্যেক নাগরিককে নমসান পর্বতে সূর্যদেবীর উপাসনালয়ে প্রণাম করতে বাধ্য করেছিল। ১৯৩৯ সালে, এস্থারকে মন্দিরে প্রণাম করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মাথা নত করতে অস্বীকার করার শাস্তি ছিল জেল এবং নির্যাতন।

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, “আমরা বাহ্যিকভাবে প্রণাম করব, কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয়ে খ্রিষ্টেরই উপাসনা করব।” এস্থার দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন যে তিনি মিথ্যা ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করতে পারবেন না। এক অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে **তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন**। সেদিন তিনি মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে, বেশ কয়েক মাস লুকিয়ে থাকার পর, এস্থার অ্যান কিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি সেই মাসগুলি জেলে যাওয়ার প্রস্তুতিতে কাটিয়েছিলেন। তিনি উপবাস করেছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি শাস্ত্র মুখস্থ করেছিলেন, তিনি কষ্টভোগ করার জন্য তার মন এবং শরীরকে প্রস্তুত করেছিলেন।

কিম ছ’বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তাকে অনেকবার নির্যাতন করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন। কিন্তু কিম জানতেন যে তাকেও **তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে** বলা হয়েছিল। কারাগারে, এস্থার প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করতে শুরু করতেন, “হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমার মাধ্যমে কাকে ভালোবাসতে চাও?” একবার তিনি এমন এক মহিলাকে কয়েক দিনের জন্য তার খাবারের রেশন দিয়েছিলেন যে তার স্বামীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ছিল। এস্থার কিমের ভালোবাসার মাধ্যমে এই মহিলা মৃত্যুর আগে খ্রিষ্টের কাছে এসেছিল।

এস্থার অ্যান কিম ঠিক সেটাই অনুভব করেছিলেন যা থমাস কিসহোম (Thomas Chisholm) তার বিখ্যাত স্তবে লিখেছেন, “আহা! তোমার মতো হওয়া… নম্রভাবে সহ্য করা নিষ্ঠুর তিরস্কার, নিজের জন্য কষ্ট পেতে ইচ্ছুক, অন্যদের জন্য বাঁচানো।”

[27] Esther Ahn Kim, *If I Perish* (Chicago: Moody Press, 1977) থেকে অভিযোজিত।

আহা! তোমার মত হওয়া – থমাস কিসহোম (Oh! to Be like Thee - Thomas Chisholm)

আহা! তোমার মতো হওয়া, ধন্য মুক্তিদাতা,

এটা আমার অবিরাম আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা;

আনন্দের সাথে আমি হারাবো পৃথিবীর সমস্ত ধন,

যিশু, পরিধান করতে তোমার নিখুঁত উপমা।

আহা! তোমার মতো হওয়া, পূর্ণ মমতায়,

প্রেমময়, ক্ষমাশীল, কোমল ও দয়াময়,

অসহায়দের সাহায্য করা, মূর্ছিতকে জাগিয়ে তোলা,

বিচরণকারী পাপীকে খুঁজে পাওয়ায়।

আহা! তোমার মতো হওয়া, আত্মায় দীনহীন,

পবিত্র ও নিরীহ, ধৈর্যশীল ও সাহসী;

নম্রভাবে সহ্য করা নিষ্ঠুর তিরস্কার,

নিজের জন্য কষ্ট পেতে ইচ্ছুক, অন্যদের জন্য বাঁচানো।

আহা! তোমার মতো হওয়া, আহা! তোমার মত হওয়া,

ধন্য মুক্তিদাতা, তুমি যেমন শুদ্ধ;

এসো তোমার মাধুর্যে, এসো তোমার পূর্ণতায়;

তোমার প্রতিচ্ছবি দাও এঁকে আমার হৃদয়ের গভীরতায়।

৮ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) যিশুর জগতের লোকেরা পুরাতন নিয়ম থেকে পবিত্রতা সম্পর্কে যা শিক্ষা পেয়েছিল তা বিশ্বাস করেছিল। তবে, তারা এক পবিত্র জাতির জন্য ঈশ্বরের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

(২) পবিত্রতার নিখুঁত দৃষ্টান্ত নাসরতীয় যিশুর জীবনে দেখা যায়। তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে পবিত্রতার প্রতিটি নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

(৩) আমাদের প্রতিবেশীকে নিখুঁতভাবে ভালবাসা মানে যিশুর মতো ভালোবাসা – আত্মত্যাগের মাধ্যমে এবং নম্রভাবে।

(৪) নিখুঁত হওয়া মানে সম্পূর্ণ হওয়া। নিখুঁত হওয়ার অর্থ এই নয় যে আর কোনো বৃদ্ধি প্রয়োজন নেই।

(৫) একটি আদেশ আসলে একটি "প্রতিশ্রুতির ছদ্মবেশে"। ঈশ্বর যা আদেশ করেন, তিনি তা সম্ভব করেন। পবিত্রতা মানুষের শক্তি দ্বারা নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্পন্ন হয়।

(৬) প্রেম বিধান পূরণ করে। যখন আমরা ঈশ্বরের যেমন প্রেম করতে বলেছেন সেইরকম প্রেম করব, তখনই আমরা বিধানের দাবি পরিপূরণ করব।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) "আপনার ২১ শতকের শত্রুকে ভালোবাসা" – এটির ওপর একটি প্রচার তৈরি করুন। শাস্ত্রের রেফারেন্স হিসেবে মথি ৫:৪৩-৪৮ ব্যবহার করুন। আমাদের জগতে শত্রুকে ভালোবাসার অর্থ কী তা দেখান। আপনার শত্রুকে ভালোবাসার কাজটি সম্ভব করে তোলার জন্য ঈশ্বর খ্রিষ্টের মাধ্যমে কী করেছেন সেই সংক্রান্ত সুসমাচারটি (সুসংবাদ) অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবেন।

(২) মথি ৫:৪৩-৪৮ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ৯

আত্মার পূর্ণতায় পবিত্র জীবন যাপন করা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) প্রথম শতকের মন্ডলীতে পঞ্চাশত্তমী যে রূপান্তর এনেছিল তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

(২) আজকের দিনে বিশ্বাসীদের রূপান্তরিত করার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে।

(৩) আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে আত্মার ফল দেখবে।

(৪) গালাতীয় ৫:২২-২৫ মুখস্থ করবে।

পিতর : হোঁচট খাওয়া পাথর যিনি একটি শিলা হয়ে উঠেছিলেন

যিশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোমরা কী বলো, আমি কে?” পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, “আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।” যিশু প্রত্যুত্তর করেছিলেন, “যোনার পুত্র শিমোন ধন্য তুমি, কারণ রক্তমাংসের কোনো মানুষ এ তোমার কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। আর আমি তোমাকে বলি, তুমি পিতর, আর আমি এই পাথরের উপরে আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব। আর পাতালের দ্বারসকল এর বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না” (মথি ১৬:১৫-১৮)। এই দিনটা পিতরের জীবনে এক অনন্য উজ্জ্বলতম দিন ছিল।

কিছুদিন পরে, যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তিনি যিরুশালেমে মারা যাবেন। যখন পিতর সেই বিষয়ে আবেগতাড়িত হয়ে অনুযোগ করেন। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, “দূর হও শয়তান! তুমি আমার কাছে এক বাধাস্বরূপ” (মথি ১৬:২৩)। *“বাধাস্বরূপ”* কথাটির অর্থ হল “হোঁচট খাওয়ার মতো পাথর”। যিশু প্রথমে পিতরকে পাথর বলেছিলেন; এবার তিনি তাকে হোঁচট খাওয়ার মতো পাথর বললেন। এটা পিতরের জীবনে এক অন্ধকারময় দিন ছিল।

যে রাতে যিশু গ্রেপ্তার হন, সেই রাত থেকে পিতরের কাহিনী আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে শুরু করে। তিনি কখনো তার প্রভুকে ছাড়বেন না – এই প্রতিজ্ঞা করার পরে, পিতর ভয়ে যিশুকে অস্বীকার করেছিলেন এবং পালিয়ে গেছিলেন। পরীক্ষার রাতে সেই “পাথর” ব্যর্থ হয়েছিল।

এইরকম একটা ব্যর্থতার পর, যে ব্যক্তি সুসমাচারটি পড়ছেন তিনি ভাবতে পারেন পিতরের কখনোই মন্ডলীতে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না।

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

“আমার মধ্যে শ্বাস নাও, পবিত্র আত্মা,
যেন আমি সেটাই ভাবতে পারি যেটি পবিত্র।
আমাকে চালাও, পবিত্র আত্মা,
যেন আমি সেটাই করতে পারি যা পবিত্র।
আমাকে আকর্ষণ করো, পবিত্র আত্মা,
যেন আমি সেটাই ভালোবাসতে পারি যা পবিত্র।
আমাকে শক্তিযুক্ত করো, পবিত্র আত্মা,
যেন আমি সেটাকেই রক্ষা করতে পারি যা পবিত্র।
আমাকে রক্ষা করো, পবিত্র আত্মা,
যেন আমি সেটাকেই রাখতে পারি যা পবিত্র।”

- অগাস্টিন অফ হিপো
(Augustine of Hippo)

আমাদের চমকে দিয়ে, প্রথম শতকের মন্ডলীতে পিতরই একজন নেতা হয়ে ওঠেন। এই নাটকীয় পরিবর্তন হল কীভাবে? উত্তর হল, পঞ্চাশত্তমী।

পুনরুত্থানের পর যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা যিরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে" (প্রেরিত ১:৮)। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে এই প্রতিজ্ঞাটি পরিপূর্ণ হয়েছে। শিষ্যেরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং প্রচার করতে শুরু করে। আত্মার শক্তিতে, প্রায় ৩,০০০ লোক প্রথম পঞ্চাশত্তমীতে মন পরিতবর্তন করেছিল।

পঞ্চাশত্তমীর দিনেই পিতর পরিবর্তিত হয়েছিলেন। হোঁচট খাওয়ার নুড়ি একটা বড় পাথরে পরিণত হয়েছিল যা মন্ডলীর সবচেয়ে কঠিন প্রথম দিনগুলিতে এটিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। শিমোন পিতর গোটা রোম সাম্রাজ্য জুড়ে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, নতুন নিয়মের দু'টি পত্র লিখেছিলেন, এবং অবশেষে বিশ্বাসের কারণে ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন।

এই পরিবর্তন কে নিয়ে এসেছিল? পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, একজন গালীলীয় ধীবর প্রথম শতকের মন্ডলীর নেতা হয়ে উঠেছিল। পিতর শিখেছিলেন যে পবিত্র হওয়ার মানে হল পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় বাস করা।

► আপনার ক্লাসের সদস্যদের জীবনে পবিত্র আত্মা যে পরিবর্তন এনেছেন সেই বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য দিতে বলুন। কীভাবে আত্মা আপনাকে পরিচর্যা করার, পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার, এবং খ্রিষ্টীয় জীবনে আনন্দের শক্তি দিয়ে চলেছে?

পবিত্র আত্মা এবং পঞ্চাশত্তমী

পিতরই একমাত্র শিষ্য ছিলেন না যিনি পঞ্চাশত্তমীর দিন পরিবর্তিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকজন শিষ্য পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেইদিন রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সন্দেহবাদী থোমা একজন বিশ্বস্ত প্রচারকে পরিণত হয়েছিলেন। এক "বজ্রতনয়" (Son of Thunder) "প্রেমের প্রেরিত" (Apostle of Love) হয়ে উঠেছিলেন। যিশুর অনুসরণকারীরা ভীতু শিষ্য থেকে সুসমাচারের জন্য এক পরাক্রমী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রেরিত অধ্যায়টি এই প্রথম বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাব দেখায়। প্রথম শতকের মন্ডলী শিষ্যদের অসাধারণ গুণের কারণে নয়, বরং পবিত্র আত্মার শক্তির অনন্য কারণে কার্যকর ছিল। শিষ্যেরা শিখেছিলেন যে আত্মায় পরিপূর্ণতায় একটি পবিত্র জীবন যাপন করতে হয়।

প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা

নিশ্চিতভাবেই, যিশুর কাছ থেকে শিষ্যেরা যা যা শুনেছিলেন তার মধ্যে এটি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল: "কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি" (যোহন ১৬:৭)। যিশুকে অনুসরণ করার জন্য শিষ্যেরা সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। একবার শুধু ভাবুন শিষ্যেরা কতটা অবাক হয়েছিলেন যখন যিশু বলেছিলেন, "আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গিয়ে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

শেষ ভোজের সময়, যিশু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের ওপর কাজ করবে। পবিত্র আত্মা:

- একজন সহায়ক হবেন (যোহন ১৪:১৬-১৭)
- একজন শিক্ষক হবেন (যোহন ১৪:২৬)
- পুত্রের কাছে সাক্ষ্য দেবেন (যোহন ১৫:২৬)
- জগতকে অভিযুক্ত করবেন (যোহন ১৬:৭-১১)

- সমস্ত সত্য প্রকাশ করবেন (যোহন ১৬:১৩-১৫)

পুনরুত্থানের পর, যিশু পবিত্র আত্মাকে পাঠানো নিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পুনরাবৃত্ত করেছিলেন:

> "একবার, যখন তিনি তাদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা জেরুশালেম ছেড়ে যেয়ো না, কিন্তু আমার পিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে দানের কথা আমাকে বলতে শুনেছ, তাঁর অপেক্ষায় থেকো। কারণ যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন ঠিকই, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভ করবে....কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে" (প্রেরিত ১:৪-৮)।

যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজ ক্রুশে, খালি সমাধিতে, এমনকি স্বর্গারোহণেও শেষ হয়নি। পঞ্চাশত্তমীর দিন যিশুর পরিচর্যা পূর্ণ হয়েছিল। যিশুর পরিচর্যার একটি শনাক্তকরণ চিহ্ন ছিল যে তিনি পবিত্র আত্মায় এবং অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দেবেন (লুক ৩:১৬)। পবিত্র আত্মার দানই ছিল যিশুর পার্থিব পরিচর্যার চূড়ান্ত পরিণতি।

পবিত্র আত্মা গ্রহণ

প্রেরিত পুস্তকে, পবিত্র আত্মা পরিচর্যা কার্যের জন্য মন্ডলীকে শক্তিপ্রদান করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর দিন, এক সাহায্যকারীর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর পরে, পবিত্র আত্মা মন্ডলীতে সবসময় উপস্থিত থাকতেন। আত্মার আগমনের সাথে যে লক্ষণগুলি ছিল তা বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর পরিচর্যাকে তুলে ধরেছিল।

প্রথমে, "হঠাৎই আকাশ থেকে প্রবল বায়ুপ্রবাহের মতো একটি শব্দ ভেসে এল" (প্রেরিত ২:২)। এটি আত্মার আগমনের শক্তিকে চিহ্নিত করে। প্রেরিত পুস্তকে, আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মার শক্তি বিশ্বাসীদের মাধ্যমে কাজ করে। পঞ্চাশত্তমীর পরে, মন্ডলী নতুন শক্তি এবং কার্যকারিতায় সেজে উঠেছিল। পঞ্চাশত্তমীর আগে পবিত্র আত্মা পৃথিবীতে সক্রিয় ছিলেন।[28] কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর পরে, মন্ডলীর পরিচর্যায় আত্মার শক্তি সবসময় উপস্থিত রয়েছে।

দ্বিতীয়, "জিভের মতো আগুনের শিখা, যা ভাগ ভাগ হয়ে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে অধিষ্ঠান করল" (প্রেরিত ২:৩) শাস্ত্রে, আগুন সাধারণত পবিত্রতাকে বোঝায়। পবিত্র আত্মার একটি চিহ্ন ছিল একটি পবিত্র হৃদয়। পিতর অবিশ্বাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে জেরুশালেমের অধিকর্তাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন:

> ঈশ্বর, যিনি অন্তর্যামী, তিনি তাদের গ্রহণ করেছেন প্রমাণ করার জন্য, আমাদের ক্ষেত্রে যেমন করেছিলেন, তেমনই তাদেরও পবিত্র আত্মা দান করলেন। আমাদের ও তাদের মধ্যে তিনি কোনও বিভেদ রাখেননি, কারণ তিনি **বিশ্বাসের দ্বারা তাদের হৃদয় শুচিশুদ্ধ করেছেন** (প্রেরিত ১৫:৮-৯)।

তৃতীয়, যারা উপরের ঘরে ছিলেন "আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা সেইরূপ অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন" (প্রেরিত ২:৪)। এটি সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শিষ্যদের প্রস্তুত করেছিল। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, শিষ্যরা খ্রিষ্টের মহান উদ্দেশ্য পূরণ করবে। বাবিলে, ঈশ্বর মানুষের ভাষাকে বিভ্রান্ত করে পাপের বিচার করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীতে, ঈশ্বর প্রত্যেক শ্রোতাকে তার নিজের ভাষায় সুসমাচার শোনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পঞ্চাশত্তমীতে,

[28] পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মার কাজের কিছু উদাহরণ: আদিপুস্তক ১:২; আদিপুস্তক ৬:৩; যাত্রাপুস্তক ৩১:৩; গণনাপুস্তক ১১:২৫-২৯; বিচারকর্তৃগণ ৩:১০; ৬:৩৪; ১৩:২৫; ১ শমূয়েল ১০:৬-১০; ২ বংশাবলী ২৮:১২; নহিমিয় ৯:২০; যিশাইয় ৬৩:১০-১৪; সখরিয় ৪:৬-৯।

ঈশ্বর পাপের বিভাজনকারী প্রভাবগুলিকে বিপরীতমুখী করতে শুরু করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর ভাষাগুলি ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে যে পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা মন্ডলীর মাধ্যমে সুসমাচার সমস্ত জাতি এবং সমস্ত লোকের কাছে পৌঁছাবে।

পঞ্চাশত্তমীতে, শিষ্যেরা অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে যিশু "তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি" – এই কথাটি বলে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা যিশু খ্রিস্টের "দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ" বিকল্প ছিলেন না। যদিও বা ব্যক্তি যিশু শারীরিকভাবে একবারে একটি জায়গায়তেই উপস্থিত হতে পারতেন, পবিত্র আত্মা সেক্ষেত্রে সর্বত্র উপস্থিত থাকেন। পবিত্র আত্মা শিষ্যদেরকে যিশুর মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সক্ষম হওয়ার শক্তি প্রদান করেছিলেন। পবিত্র আত্মা খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে পবিত্র জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলেন যা সারা জগতের কাছে এক সাক্ষ্যস্বরূপ।

প্রথম শতকের মন্ডলীতে পবিত্রতা : আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন

প্রেরিত পুস্তকটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার কাজকে দেখায়। পবিত্র আত্মার কারণে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষমতায় ছিল (প্রেরিত ১:৮), বিরোধীতা সামলানোর সাহস ছিল (প্রেরিত ৪:৩১), স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপর বিজয় ছিল (রোমীয় ৮:২), এবং পরিচর্যা কাজের জন্য আত্মিক বরদান ছিল (প্রেরিত ২:১৭-১৮; ১ করিন্থীয় ১২:৭-১১)। প্রথম শতকের বিশ্বাসীরা পবিত্র ছিল কারণ তারা পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় বসবাস করত।

প্রেরিত অধ্যায়টি দেখায় যে প্রথম শতকের মন্ডলীগুলি সব জায়গা থেকে শিষ্য তৈরি করে যিশুর আদেশ পরিপূর্ণ করেছিল, তিনি বলেছিলেন "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও," এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যে "এর চেয়েও মহৎ সব কাজ করবে" (যোহন ১৪:১২)। এটি পবিত্র আত্মার শক্তিতে হয়েছিলে। প্রেরিত অধ্যায়টি প্রথম শতকের এই বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির ফলাফল দেখায়।

পরিচর্যার জন্য শক্তি

ঠিক যেমন যিশু শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার সময়ে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন (লূক ৪:১), তেমনই পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন যখন তিনি ইহুদি মহাসভার সম্মুখীন হয়েছিলেন (প্রেরিত ৪:৮)। লুক যিশুর জীবনকে বর্ণনা করার জন্য যে যে কথাগুলি ব্যবহার করেছেন, সেই একই বক্তব্য দিয়ে তিনি পিতরের জীবনকেও ব্যাখ্যা করেছেন। যিশু খ্রিষ্টের জীবনে প্রদর্শিত আত্মার কাজ এখন সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগস্বরূপ।

যিশুর সমগ্র পার্থিব পরিচর্যা কাজে যত লোক মন ফিরিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি বিশ্বাসী পঞ্চাশত্তমীর দিন মন্ডলীর সাথে যুক্ত হয়েছিল। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, শিষ্যেরা শক্তি এবং কর্তৃত্বের সাথে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। এক অবিশ্বাসী জগতের কাছে ঈশ্বরের অসাধারণ সুস্থতা শক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল। লোকেরা চমৎকৃত ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ৩:১০-১১)। যেহেতু শিষ্যেরা পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় পরিচর্যার কাজ করেছিলেন, ফলস্বরূপ তাদের মিনিস্ট্রি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমেই, শিষ্যেরা সারা জগতে শিষ্য তৈরি করার জন্য যিশুর যে উদ্দেশ্য তা পূরণ করেছিলেন (মথি ২৮:১৯)।

আত্মিক দৃঢ়তা

প্রেরিতরা সুসমাচার প্রচারে সাহসী ছিলেন

> "আমরা কোনো বিশেষ কাজ করার জন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হই, বরং সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে কাজ করতে দেওয়ার জন্য হয়েছি।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

পবিত্র আত্মার রূপান্তর শক্তি পুরো প্রেরিত অধ্যায় জুড়ে স্পষ্ট। যে শিষ্যরা কয়েক মাস আগে যিশুকে গ্রেপ্তার হতে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাই এখন দৃঢ়তার সাথে প্রচার করছে।

পঞ্চাসত্তমীর কিছুদিনের মধ্যেই, ধর্মগুরুরা পিতর এবং যোহনকে গ্রেপ্তার করেছিল। মাত্র কিছু সপ্তাহ আগেই এই পিতর যিশুকে অস্বীকার করেছিলেন। এখন সেই পিতরই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সাহসিকতার সাথে প্রচার করছেন। ধর্মগুরুরা এই অশিক্ষিত, সাধারণত মানুষদের কথা শুনে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ৪:২-১৩)।

পবিত্র আত্মার পূর্ণতায়, শিষ্যেরা শক্তি এবং অভিষেকে প্রচার করার জন্য সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। ভীতু জেলে, করগ্রাহী, সাধারণ শ্রমিকদের একটি দল থেকে শিষ্যেরা এমন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন যারা জগতকে আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৭:৬)।

তাড়নার সামনে শিষ্যরা সাহসী ছিলেন

শিষ্যরা যখন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারা নিজেদেরকে তাড়না থেকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করেননি, বরং সেই তাড়না সত্ত্বেও খ্রিষ্টকে প্রচার করতে সাহসিকতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। "এখন হে প্রভু, ওদের ভয় দেখানোর কথা বিবেচনা করো ও সম্পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে তোমার বাক্য বলার জন্য তোমার এই দাসেদের ক্ষমতা দাও….” ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। "তাঁদের প্রার্থনা শেষ হলে, তাঁরা যে স্থানে মিলিত হয়েছিলেন, সেই স্থান কেঁপে উঠল। আর তাঁরা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য বলতে লাগলেন" (প্রেরিত ৪:২৯-৩১)।

মন্ডলীতে পবিত্র আত্মার কাজের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন ছিল বিরোধিতার সামনেও সুসমাচার ঘোষণা করার সাহস। প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে, সেই সুসমাচার উপরের ঘরের ১২০ জন লোক থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে কোণে, প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিজয়ী জীবন

প্রত্যেক প্রজন্মেই, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা "রবিবারের খ্রিষ্টবিশ্বাসী" হওয়ার প্রলোভনের সম্মুখীন হয় - যারা মন্ডলীতে যোগ দেয় কিন্তু তাদের জীবনে গভীর এবং স্থায়ী পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রথম শতকের মন্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা জীবনের ***সমস্ত*** ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

পুরাতন নিয়মে, আমরা এমন কিছু লোকেদের সমস্যায় ভুগতে দেখি যারা চুক্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে তারা তা করতে পারেনি কারণ তাদের হৃদয় বিভক্ত ছিল। গীতরচক ইস্রায়েলের লোকদের বর্ণনা করেছেন: "তাদের হৃদয় তাঁর প্রতি অনুগত ছিল না, তাঁর নিয়মের প্রতি তারা বিশ্বস্ত ছিল না" (গীত ৭৮:৩৭)।

যিহিষ্কেলের মাধ্যমে, ঈশ্বর এমন একদিনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেদিন তাঁর লোকেরা রূপান্তরিত হবে।

> আমি তোমাদের এক নতুন হৃদয় দেব ও তোমাদের অন্তরে এক নতুন আত্মা দেব। আমি তোমাদের ভিতর থেকে পাথরের হৃদয় বের করে মাংসের হৃদয় দেব। আর আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মা স্থাপন করব এবং এমন করব যাতে তোমরা আমার সব নিয়ম পালন করো ও আমার বিধানের বিষয়ে যত্নবান হও। (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭)।

পঞ্চাশত্তমীর আগে, শিষ্যরা ইস্রায়েলের সন্তানদের মতো সেই একই ধরণ অনুসরণ করেছিল। তারা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছিল। তারা সন্দেহ করেছিল; তারা পদমর্যাদার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল; তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিন যিহিষ্কেলের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। শিষ্যদেরকে বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অর্ধ-হৃদয় আনুগত্যের পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি আনন্দের সাথে আনুগত্য করেছিল। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, একটি বিজয়ী জীবন ঈশ্বরের লোকেদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে।

পরিচর্যা কাজের জন্য পরিচালনা

পঞ্চাশত্তমীর আগে, উচ্চাকাঙ্খা এবং ভয় শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ করত। যিশুর সেবা করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাগুলো তাদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চাশত্তমীর পরে, পবিত্র আত্মা শিষ্যদের কার্যকর পরিচর্যার দিকে পরিচালিত করেছিল।

পবিত্র আত্মা মন্ডলীকে কঠিন সিদ্ধান্তের সময় সাহায্য করেছিলেন যা মূলত ইহুদী এবং অ-ইহুদী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল (প্রেরিত ১০-১১; ১৫)। পবিত্র আত্মা মন্ডলীর নেতৃত্ব নির্বাচনেও সহায়তা করেছিলেন (প্রেরিত ১৩:২-৩)। পবিত্র আত্মা পৌলকে ম্যাসিডোনিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:৬-১০)। গ্রেপ্তারের বিপদ সত্ত্বেও পবিত্র আত্মা পৌলকে যিরুশালেমে ফিরে যেতে পরিচালিত করেছিলেন (প্রেরিত ১৯:২১; প্রেরিত ২০:২২-২৩)। প্রথম শতকের মন্ডলীর পরিচর্যা কাজ পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

একতা

সবকিছুর মধ্যে প্রথম শতকের মন্ডলীতে পবিত্র আত্মার কাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল বিশ্বাসীদের মধ্যে একতা। যিশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় মন্ডলীর একতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন:

> …যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা এক। আমি তাদের মধ্যে এবং তুমি আমার মধ্যে আছ। তারা যেন সম্পূর্ণ এক হয় এবং জগৎ যেন জানতে পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ এবং তুমি যেমন আমাকে ভালোবেসেছ, তেমনই তাদেরও ভালোবেসেছ। (যোহন ১৭:২২-২৩)।

পঞ্চাশত্তমীর দিন যিশুর প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়েছিল। প্রেরিত ২:৪২ মন্ডলীর জীবনে এই একতাকে তুলে ধরে: প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা, প্রভুর নৈশভোজের উদযাপন, এবং প্রার্থনা। এক অপরের প্রতি মন্ডলীর যত্নে এই একতা প্রকাশিত হয়েছিল। লূক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সেই সময় কেউ অভাবগ্রস্থ ছিল না কারণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একে অপরের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে দিত (প্রেরিত ৪:৩৪)।

লূক ছ'বার প্রেরিত অধ্যায়ে মন্ডলীতে একতার কথা উল্লেখ করেছেন।[29] এর মানে এই নয় যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সবকিছুতে সহমত হত। বহু গুরুতর ঘটনায় মন্ডলী ভেঙে যাওয়ার উপক্রমও হয়েছিল। ইহুদী এবং অ-ইহুদী বিশ্বাসীরা মোশির বিধানের

[29] প্রেরিত ১:১৪, প্রেরিত ২:১, প্রেরিত ২:৪৬, প্রেরিত ৪:২৪, প্রেরিত ৫:১২, প্রেরিত ১৫:২৫

সাথে সহমত ছিল না (প্রেরিত ১৫:১-২৯)। পৌল এবং বার্ণবা দুজনে যোহন এবং মার্কের সাথে সহমত ছিলেন না (প্রেরিত ১৫:৩৯-৪০)। কিন্তু, পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, মন্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতে একক ছিল। বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার পরিচালনা অনুসরণ করার কারণেই মন্ডলী একটি সুতোয় বাঁধা ছিল।

যদি আপনি এবং আমি যিশুর গ্রেপ্তারের ঠিক আগে শিষ্যদের দেখতাম, আমরা বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে এই ব্যক্তিরা কখনো পরিচর্যা কাজে এতটা সক্রিয় হতে পারেন। তাঁরা ভীতু, একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এবং পুরোপুরি সন্দেহের বশবর্তী ছিলেন। কিছু মাস পরে, এই মানুষগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলেন। কী ঘটেছিল?

পঞ্চাশত্তমীর আগে, শিষ্যরা তাদের নিজেদের শক্তিতে খ্রিষ্টস্বরূপ জীবন যাপনের চেষ্টা করেছিলেন – এবং তাঁরা বারবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর পরে, শিষ্যরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করেছিলেন। এটাই হল একটি পবিত্র জীবন এবং সক্রিয় পরিচর্যা কাজের রহস্য।

প্রতিদিনের জীবনে পবিত্রতা : আমরা আত্মায় পরিপূর্ণ বলেই আমরা পবিত্র

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি পবিত্র জীবনযাপন করার চেষ্টা করেছে - এবং তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নিজস্ব আত্ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে, কিছু সময়ের জন্য বাহ্যিক পাপের উপর বিজয় বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। আমাদের নিজস্ব শক্তিতে, আমাদের প্রতিবেশীকে ক্ষণিকের জন্য ভালোবাসা সম্ভব হতে পারে। তবে, আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খুব তাড়াতাড়িই ব্যর্থ হব।

কেন আমরা সমস্যায় ভুগতে থাকি? কারণ আমরা নিজেদের ক্ষমতায় পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করছি। আমাদের নিজস্ব শক্তিতে খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের চেষ্টা করা ক্লান্তিকর। আমরা পাপপূর্ণ মনোভাব নিয়ে লড়াই করি; আমরা যথার্থ প্রেমের অভাব নিয়ে লড়াই করি; আমরা একটি বিভক্ত হৃদয় নিয়ে লড়াই করি। অপরদিকে, আত্মিক জীবন হল একটি প্রাচুর্যময় বিজয়ের জীবন।

ঈশ্বর কখনই চাননি আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপন করি। তিনি আমাদের পবিত্র আত্মার শক্তিতে বাস করার জন্য তৈরি করেছেন। প্রথম শতকের মন্ডলীতে, একটি পবিত্র জীবন কেবল পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। আজও মন্ডলীতে, একটি পবিত্র জীবন কেবল পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সম্ভব। প্রথম শতকের মন্ডলীর চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলি আজও মন্ডলীকে চিহ্নিত করবে যদি আমরা পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় বাস করি। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, আমাদের একটি পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র হাতের অধিকারী হতে পারি।

পরিচর্যা কাজে শক্তি, আধ্যাত্মিক সাহস, পাপের উপর বিজয়, এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য - সবই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থেকে আসে। যেহেতু আমরা আত্মায় পূর্ণ, আমরা প্রাচর্যপূর্ণ খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করার ক্ষমতা পেয়েছি যা ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য চান৷

পৌলের পত্রগুলি দেখায় যে পবিত্র হওয়ার অর্থ হল খ্রিস্টের মতো হওয়া। পবিত্র হওয়া মানে খ্রিষ্টের চিন্তা করা, কথা বলা এবং খ্রিষ্টের মতো কাজ করা। এটি একটি সুন্দর আদর্শ, কিন্তু আমরা দ্রুত দেখতে পাই যে আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় আমরা খ্রিস্টের মত চিন্তা করতে, কথা বলতে বা কাজ করতে অক্ষম।

কিছু কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের পোশাকে একটি WWJD প্রতীক ব্যবহার করে। WWJD মানে "যিশু কী করতেন? (What would Jesus do?)" এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদেরকে যিশুর মতোই জীবন যাপন বলা হয়েছে; আমরা খ্রিস্টের অনুকরণকারী। তবে, যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করে বাঁচার চেয়ে WWJD প্রতীক পরা অনেক সহজ ব্যাপার। পবিত্র আত্মার শক্তি ছাড়া, যিশু যা করতেন তা ধারাবাহিকভাবে করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এক যুব খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনা

"পবিত্র আত্মা, অনুগ্রহ করে আমাকে ততক্ষণ পরিপূর্ণ করতে থাকো যতক্ষণ না আমি উপচে পড়ছি। আমি হয়ত পুরোটা ধরে রাখতে পারব না, কিন্তু আমি এক মহান চুক্তিতে উপচে পড়তে পারব।"

- ড. ডেভিড বাব (David Bubb) এর লেখা থেকে গৃহিত

মনে করুন যে অ্যাথলিট নয় এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি বলছেন, "একজন ভাল বাস্কেটবল খেলোয়াড় হতে হলে তোমাকে অবশ্যই মাইকেল জর্ডানের মতো খেলতে হবে। প্রতিটি শটের আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'মাইকেল জর্ডান হলে কী করতেন?'" এই পরামর্শটি সাহায্য করবে না, কারণ এই ব্যক্তিটির মধ্যে মাইকেল জর্ডানের ক্ষমতা নেই।

যাইহোক, মনে করুন যে ব্যক্তিটিকে মাইকেল জর্ডানের যে প্রতিভা তা দেওয়া হয়েছে। মনে করুন যে তিনি - মাইকেল জর্ডানকে অনুকরণ করার মাধ্যমে - মাইকেল জর্ডান যা করেন তা করতে পারেন। এখন তার পক্ষে সেই মহান বাস্কেটবল খেলোয়াড়কে অনুকরণ করা সম্ভব হবে!

WWJD (যিশু কী করতেন?) যথেষ্ট নয়। যিশুকে অনুকরণ করার ক্ষমতা আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই। তবে, পবিত্র আত্মা যিনি যিশুর পরিচর্যা কাজকে শক্তি দিয়েছিলন তা আমাদের কাছে উপলব্ধ। আত্মার পূর্ণতার মাধ্যমে, আপনি এবং আমি খ্রিষ্টের মত হতে পারি। এটি একজন বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার প্রভাব।

পবিত্র আত্মা যিশুকে একটি বিজয়ী জীবন এবং ফলদায়ক পরিচর্যার জন্য শক্তিযুক্ত করেছিলেন; পবিত্র আত্মার পূর্ণতাই ছিল প্রেরিতদের বিজয়ী জীবন এবং ফলপ্রসূ পরিচর্যা কাজের রহস্য; পবিত্র আত্মার পূর্ণতাই আজও একটি বিজয়ী জীবন এবং ফলপ্রসূ পরিচর্যা কাজের রহস্য।

পৌল লিখেছেন, "তাই আমি বলি, তোমরা পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করো, তাহলে তোমরা শারীরিক লালসার অভিলাষ চরিতার্থ করবে না" (গালাতীয় ৫:১৬)। এক্ষেত্রে কেবল দুটি বিকল্প আছে: আত্মা দ্বারা চলা অথবা মাংসের অভিলাষ মেটানো। আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে মাংসের অভিলাষকে জয় করতে *পারি না*। হ্যাঁ, আমরা একদিন বা এক সপ্তাহের জন্য করতেই পারি কিন্তু মাংসিক চাহিদার ওপর দীর্ঘ-মেয়াদী জয়লাভের একমাত্র পথ হল পবিত্র আত্মার ,

► রোমীয় ৮:১-১৭ পড়ুন।

রোমীয় ৮ অধ্যায়ে, পৌল আত্মায় পরিপূর্ণ এই জীবনের দুর্দান্ত বিশ্লেষণে, দুই ধরণের জীবন যাপনের পার্থক্য তুলে ধরেছেন – মাংসিক জীবন এবং আত্মিক জীবন।

> কারণ তোমরা যদি রক্তমাংসের বশ্যতাধীনে জীবনযাপন করো, তোমাদের মৃত্যু হবে; কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা যদি শরীরের অপকর্মগুলি ধ্বংস করো, তোমরা জীবিত থাকবে। কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র (রোমীয় ৮:১৩-১৪)।

রোমীয় ৭ অধ্যায়ে, পৌল দেখিয়েছেন যে তিনি আগে নিজের শক্তিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। কেন? কারণ তিনি মাংসের অভিলাষে পাপের বিধানের দাসত্ব করেছিলেন (রোমীয় ৭:২৫)।

রোমীয় ৮ অধ্যায়ে, পৌল উল্লাস করেছেন যে, "অতএব, এখন যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাদের প্রতি কোনও শাস্তি নেই।" আমরা শাস্তিমুক্ত হয়েছি এই কারণে নয় যে ঈশ্বর আমাদের অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; আমরা শাস্তিমুক্ত **কারণ জীবনের আত্মার বিধান আমাদেরকে খ্রিষ্ট যিশুতে পাপ এবং মৃত্যুর বিধান থেকে মুক্ত করেছে।** আমরা দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্ত, কারণ আমরা এখন আত্মায় বাস করছি।

পৌল দেখিয়েছেন যে জীবন যাপনের দুটি উপায় আছে। এই জীবন যাপনের প্রথম উপায়টি হল মাংসে থাকা। এটি হল দৈহিক মন। এই দৈহিক মন ঈশ্বরের বিদ্বেষী। যে ব্যক্তি দেহে বাস করে তার পক্ষে ঈশ্বরকে খুশি করা অসম্ভব। জীবন যাপনের এই মাংসিক উপায় মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়: "রক্তমাংসের উপরে নিবদ্ধ মানসিকতার পরিণাম হল মৃত্যু" (রোমীয় ৮:৬)।

জীবন যাপনের দ্বিতীয় উপায় হল একটি মন যা আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি আত্মা অনুসারে জীবনযাপন করে সে বিধানের ধার্মিক চাহিদা পূরণ করে। আমাদের জীবন এবং শান্তি আছে কারণ পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান (রোমীয় ৮:১৬)।

রোমীয় ৬ অধ্যায়ে, পৌল আমাদের শিখিয়েছেন যে আমাদের অবশ্যই স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপরে গিয়ে জীবন যাপন করতে হবে। "আমরা পাপের পক্ষে মৃত, তাহলে কী করে আমরা আবার পাপে জীবনযাপন করব?" (রোমীয় ৬:২)। আমাদের নিজেদের শক্তিতে, স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপরে গিয়ে জীবন যাপন করা অসম্ভব। আমরা পাপের দিকে ঝুঁকে এবং ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। কীভাবে আমরা রোমীয় ৬-এর দাবী পূরণ করতে পারি? এর উত্তর পাওয়া যায় রোমীয় ৮ অধায়ে। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, আমরা দৈহিক ইচ্ছাগুলিকে হত্যা করতে পারি৷ ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে বলেই আমরা পবিত্র জীবনযাপন করতে পারি।

রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman) লিখেছেন:

> পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় বাস করা আজকের খ্রিষ্ট-অনুসারীদের জন্য ঠিক ততটাই বিশেষ সুবিধার ঠিক যেমন সেই প্রথম শিষ্যদের জন্য ছিল যারা উপরের ঘরে অবস্থান করেছিলেন...। সর্বব্যাপী, আত্মার খ্রিষ্ট-কেন্দ্রিক পবিত্রতার বাস্তবতা হল নতুন নিয়মের মৌলিক খ্রিষ্টধর্ম।[30]

একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের কাছে তার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক, তার মধ্যে পবিত্র আত্মার শক্তি একটি পবিত্র জীবনকে সম্ভব করে তোলে। পবিত্র আত্মা ছাড়া, খ্রিষ্টস্বরূপতা অসম্ভব। পবিত্র আত্মাই একটি পবিত্র জীবন যাপনের জন্য এটিকে আমাদের জীবনে সম্ভব করে তোলেন।

ভাববাদী সখরিয় একটি সোনার বাতিদান ও দু'টি জলপাই গাছের দর্শন দেখেছিলেন। একটি পাত্র থেকে ক্রমাগত সাতটি প্রদীপে তেল সরবরাহ হচ্ছিল। একজন স্বর্গদূত সেই দর্শনের অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন। যিহুদার শাসক সরুব্বাবিল মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বিশাল কাজটি পাহাড়-সমান ছিল। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই কাজটি "বল

[30] Robert E. Coleman, *The Mind of the Master* (CO: Waterbrook Press, 1977), 35-36

দ্বারা নয় শক্তি দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা” সম্পন্ন হবে। আত্মার দ্বারা, সেই পাহাড় একটি সমতল ভূমিতে পরিণত হবে (সখরিয় ৪:৬-৭)।

একইভাবে, আজকের দিনেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আবশ্যিকভাবে পবিত্র আত্মায় ক্রমাগত পরিপূর্ণ হতে হবে। পৌল ইফিষীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (ইফিষীয় ৫:১৮)। আদেশটি বর্তমানে কালে লেখা আছে; এটাই আমাদের জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাস হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের জীবন তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। যখন আমরা আত্মার পরিপূর্ণতায় থাকি, আমরা একটি পবিত্র জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি।

পবিত্রতার অনুশীলন : পবিত্র জীবনের বৈশিষ্ট্য

কল্পনা করুন যে আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কল্পনা করুন যে আপনি সমস্ত পাপকাজ *এবং* পাপপূর্ণ মনোভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কেউ কোনো ভুলের দিকে আঙুল তুলতে পারেনি। এটা কি একটি পবিত্র জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করবে?

না! পবিত্রতা পাপ এড়ানোর চেয়েও বড় বিষয়। পবিত্রতা ফল উৎপন্ন করে। পবিত্রতা জীবনের প্রতি কোনো একটি আইনগত, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সাথে একটি আনন্দময় সম্পর্ক। পবিত্রতা তখনই দেখা যায় যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে তার ফল উৎপন্ন করেন।

আত্মার ফল

► গালাতীয় ৫:১৩-২৬ পড়ুন।

গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল আত্মার জীবনের সাথে দেহের জীবনের সাথে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। গালাতীয় পত্রতে এই পর্যন্ত, পৌল গালাতীয় বিশ্বাসীদের তাদের খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা ত্যাগ করার এবং ইহুদি ধর্মের আচার ও আইনের দাসত্বে ফিরে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তারা ভালো কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তাদের আর কখনোই দাসত্বে ফিরে যেতে হবে না।

তবে, পৌল আরেকটি বিপদ চিহ্নিত করেছেন। যখন একজন ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়, তখন সে তার নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য তার নতুন পাওয়া স্বাধীনতা ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। তাই পৌল গালাতীয় বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছেন, “আমার ভাইবোনেরা, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হয়েছ, কিন্তু তোমাদের স্বাধীনতাকে শারীরিক লালসা, চরিতার্থ করার জন্য প্রশ্রয় দিয়ো না; বরং প্রেমে পরস্পরের সেবা করো।”

পৌল জীবনযাপনের দু’টি বিপরীত উপায় দেখিয়েছেন। জীবনের একটি ধরণ হল মাংসের আকাঙ্খাগুলিকে তৃপ্ত করা; অন্যটি হল আত্মার দ্বারা চলা। পৌল জীবনের প্রতিটি ধরণের ফল দেখানোর মাধ্যমে এই দু’টি বিপরীত ধরণকে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমে, পৌল মাংসের কাজগুলি দেখিয়েছেন। এটি মানব প্রকৃতির ফল যা পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে নেই। মাংসের কাজের অন্তর্ভুক্ত হল:

- যৌন পাপ: যৌন অনৈতিকতা, অপবিত্রতা, কামুকতাধর্মীয়
- ধর্মীয় পাপ: মূর্তিপুজো, কালোজাদু

- সামাজিক পাপ: শত্রুতা, কলহ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা, বিভেদ, হিংসা
- অভিলাষের পাপ: মদ্যপান, যৌনবিকৃতি।

তিনি সমাপ্ত করেছেন, "আগের মতোই আমি আবার তোমাদের সতর্ক করছি, যারা এ ধরনের জীবনযাপন করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না।"

পৌল এরপর আত্মার ফল দেখিয়েছেন। এই জীবনের উৎপাদিত ফল পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তির অধীনে যাপন করা হয়। এই ফলটি কেবল একটিই ফল, একগুচ্ছ ফল নয়। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে, পৌল একগুচ্ছ বরদানের তালিকা করেছেন এবং বলেছেন যে প্রতিটি বিশ্বাসীকে আত্মার দ্বারা বরদানগুলির মধ্যে একটি করে দেওয়া হবে, যিনি প্রত্যেককে পৃথকভাবে তাঁর ইচ্ছামতো ভাগ করে দেবেন (১ করিন্থীয় ১২:৫-১১)। তবে, গালাতীয় পত্রে কেবলমাত্র একটি ফল আছে, যা আত্মিকভাবে চলা প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়।

আত্মার এই ফলটি গুণাবলীর কোনো তালিকা নয় যা আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তিতে বিকাশ করতে পারি। এটি এমন ফল যা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে যখন আমরা আত্মায় পরিপূর্ণ হই। পবিত্র জীবন ঠিক এমনই হয়। এটি একটি পবিত্র হৃদয় থেকে স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হওয়া বস্তু।

পৌলের মাংসের ১৫টি ফলের তালিকা করেছেন। তিনি আত্মার ফলের নয়টি দিকের তালিকা করেছেন:

- ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত ফল: প্রেম, আনন্দ, শান্তি
- মানুষের সাথে সম্পর্কিত ফল: ধৈর্য, ভদ্রতা, ধার্মিকতা
- আমাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত ফল: বিশ্বাস, নম্রতা, সংযম

এই সময়ে গুণের মূল হল ভালোবাসা। প্রেম সবকিছুকে সঠিক ছন্দে একসাথে বাঁধে (কলসীয় ৩:১৪)। প্রেম বিধান পরিপূর্ণ করে এবং এই ফলের বেড়ে ওঠার এবং বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রদান করে।

আত্মার সাথে চলতে থাকা

আত্মার ফল হল জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ বিশেষত যখন আমরা আত্মায় পরিপূর্ণ থাকি। এটি গালাতীয় পত্রে পৌল এই বিষয়ের উপর জোর যেখানে তিনি এমন লোকদের সম্বোধন করেছেন যারা বিধানের প্রতি তাদের নিজস্ব সতর্ক আনুগত্যের মাধ্যমে এই ফল বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে। পৌল তাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা এই ফল উপার্জন করতে পারে না; এটি আত্মিক জীবনের ফলাফল।

পৌল সবসময় মনে রেখেছেন যে পবিত্র জীবন স্বেচ্ছায় যাপন করতে হয় এবং তিনি ভীষণভাবেই এই সত্যটির ভারসাম্য বজায় রাখতেন। পবিত্রতা কোনো হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া বিষয় নয়; আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে থাকতে হবে (ফিলিপীয় ৩:১২-১৪)। কলসীয় পত্রে দেখা গেছে যে বহু নতুন বিশ্বাসী মনে করত যে তারা তাদের পুরনো জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারে। সেখানে পৌল পবিত্র জীবনের সাথে সংযুক্ত প্রচেষ্টার ওপরে জোর দিয়েছেন। কলসীয় পত্রগুলিতে পৌল পবিত্র জীবনের গুণাবলী নিয়ে লিখেছেন। এটি পবিত্রতার সাথে সংযুক্তভাবে বহমান শৃঙ্খলার পরামর্শ দেয়:

> অতএব, ঈশ্বরের মনোনীত, পবিত্র ও প্রিয়জনরূপে সহানুভূতি, দয়া, নম্রতা, সৌজন্যবোধ এবং সহিষ্ণুতায় নিজেদের **আবৃত করো**। পরস্পরের প্রতি সহনশীল হও। একের বিরুদ্ধে অপরের কোনো ক্ষোভ থাকলে, পরস্পরকে ক্ষমা

করো। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনই করো। এসব গুণের ঊর্ধ্বে ভালোবাসাকে **পরিধান করো**, যা সেইসব গুণকে পূর্ণ ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করে (কলসীয় ৩:১২-১৪)।

একইভাবে, পৌল চাননি গালাতীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সাধারণভাবে ভেবে নিক যে আত্ম-শৃঙ্খলা এবং প্রচেষ্টা ছাড়া পবিত্র জীবন যাপন করা যেতে পারে। আইনবাদের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ায়, তাদের কখনোই উদাসীন হওয়া উচিত নয়। গালাতীয় ৫:১৬-২৫-এ, পৌল বলেছেন,

- "আত্মা দ্বারা চলা" (পদ ১৬)। চলা হল এমন একটি কাজ যার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন।
- "আত্মা দ্বারা পরিচালিত" হওয়া (পদ ১৮)। পরিচালিত হওয়ার জন্য, আমি অবশ্যই অনুসরণ করব। এটির জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন।
- "আত্মা দ্বারা জীবন যাপন" (পদ ২৫)। জীবন যাপন একটি পছন্দ এবং কাজ। এটির জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন।
- "আত্মার সাথে একই পদক্ষেপে থাকা" (পদ ২৫)। এটি চারটি কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এটি সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত একটি কথা যার মানে বোজায় যে সৈন্যরা একটি লাইনে একসাথে মার্চ করছে। আত্মার সাথে একই লাইনে মার্চ করার জন্য প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

আত্মায় পূর্ণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের কখনোই ভাবা উচিত নয় যে আমরা এতটাই আত্মিকভাবে পরিপক্ক যে আমরা কখনোই মাংসের অভিলাষে পতিত হব না (গালাতীয় ৫:১৭)। তাই, শয়তান যেন কখনোই আমাদের বোঝাতে না পারে যে আমরা ***আত্মার শক্তির মাধ্যমে*** মাংসের আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারি না। যত আমরা আত্মার সাথে চলতে থাকি, তত আমরা আমাদের জীবনে আত্মার ফল উৎপাদন করতে থাকি।

► প্রথম শতকের শিষ্যদের ওপর পঞ্চাশত্তমীর প্রভাব সম্পর্কে জানার পর এবং আত্মার ফলের বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর, আলোচনা করুন আজকের দিনে আত্মায় পরিপূর্ণ একটি জীবন কেমন হয়। আত্মার পরিপূর্ণতায় আমাদের আচরণ, দৈনন্দিন খ্রিষ্টীয় জীবন, এবং পরিচর্যার কাজ কীভাবে প্রভাবিত হওয়া উচিত?

তারা রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন - জোনাথন এবং রোজালিন্ড গফর্থ

জোনাথন এবং রোজালিন্ড গফর্থ (Jonathan and Rosalind Goforth) ১৮৮৮-১৯৩৩ পর্যন্ত চিনদেশে ক্যানাডিয়ান প্রেসবিটারিয়ান মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন। মিসেস গফর্থ তার জীবনে যিশুকে উদাহরণস্বরূপ অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তিনি বারবার ব্যর্থ হতেন। ২০ বছর এই সমস্যা চলার পর, রোজালিন্ড গফোর্থ জানতে পারেন যে একটি বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের রহস্যটি হল আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বসবাস এবং আমদের জীবনে খ্রিষ্টের চরিত্র গড়ে তোলা। মিসেস গফর্থ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে এই সময়টার পর তার জীবনকে শুধু একটি কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায়, "বিশ্রাম"।

যেহেতু গফোর্থ দম্পতি পবিত্র আত্মাকে তাদের মাধ্যমে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই তারা ঈশ্বরের অসাধারণ কাজ দেখেছিলেন। জোনাথন গফোর্থ চিনে ভাষা শিখতে বহু মাস কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। যখন তিনি চিনে ভাষায় প্রচার করার চেষ্টা করতেন, খুব কম শ্রোতাই তার কথা বুঝতে পারত। এমনই একদিন প্রচার করার সময়ে তিনি হঠাৎ করে স্পষ্টভাবে ভাষাটি বলতে শুরু করেন, এমনকি এমন এমন শব্দ বলতে শুরু করেননি যা তিনি কোনোদিনও শেখেননি। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ওইদিন কানাডার একদল ছাত্রছাত্রী তার মিনিস্ট্রির জন্য প্রার্থনা করেছিল। সেইদিন থেকে

জোনাথন গফোর্থ কোনোরকম জড়তা ছাড়াই ঝরঝরে চাইনিজ বলতে শুরু করেছিলেন। গফোর্থ যা করতে পারতেন না, একজন নিবেদিত দাসের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মা তা করিয়ে নিয়েছিলেন।

ঈশ্বর গফোর্থ দম্পতিকে চিনের সেইসব জায়গাগুলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে কখনোই সুসমাচার পৌঁছায়নি। গফোর্থ দম্পতির প্রচারকার্যের ফলে কয়েক হাজার মানুষ মন পরিবর্তন করেছিল। তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতা ছিল না; পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় জীবন যাপন করাটাই ছিল আসল চাবিকাঠি।

তার শেষকৃত্যের সময় নক্স প্রেসবিটারিয়ান চার্চের পাস্টার জোনাথন গফোর্থ'র সাফল্যের গোপন রহস্যের কথাটি বলেছিলেন। "তিনি ঈশ্বরে মত্ত এক ব্যক্তি ছিলেন – সম্পূর্ণ নিবেদিত এবং পবিত্র। তিনি পবিত্র আত্মা এবং আগুনের শক্তিতে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। তিনি আত্মায় পূর্ণ ছিলেন কারণ তিনি নিজেকে শূন্য করেছিলেন।"[31]

জোনাথন এবং রোজালিন্ড গফোর্থ দিন-প্রতিদিন আত্মায় হাঁটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তারা গীতিকার এডউইন হ্যাচের বিখ্যাত প্রার্থনা, "আমাতে শ্বাস নাও, ঈশ্বর রাখো তোমার নিঃশ্বাস, যতক্ষণ না আমার হৃদয় পবিত্র হয়"-এর অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। যখন আমাদের হৃদয় পবিত্র, তখন আমরাও ঠিক সেটাই চাই যা ঈশ্বর চান।

আমার উপর শ্বাস দাও, ঈশ্বর রাখো তোমার নিঃশ্বাস - এডউইন হ্যাচ (Breathe on Me, Breath of God - Edwin Hatch)

আমার উপর শ্বাস দাও, ঈশ্বর রাখো তোমার নিঃশ্বাস,
এক নতুন জীবন দিয়ে আমাকে পূর্ণ করো,
যেন আমি তোমার ভালোবাসাকেই ভালোবাসতে পারি,
এবং তোমার পছন্দের কাজই করতে পারি।

আমার উপর শ্বাস দাও, ঈশ্বর রাখো তোমার নিঃশ্বাস,
যতক্ষণ না আমার হৃদয় পবিত্র হয়,
যতক্ষণ না আমি আর তুমি মিলেমিশে এক হই,
একসাথে কাজ করি এবং সহ্য করতে পারি।

[31] Wesley L. Duewel, *Heroes of the Holy Life* (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 52-64 থেকে অভিযোজিত।

৯ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্র হওয়ার মানে হল পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় জীবন যাপন করা।

(২) যিশু তাঁর পার্থিব জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রচারকার্য করেছিলেন। যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের জন্যও এই একই শক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার কারণেই, তিনি তাঁর শিষ্যদের নিশ্চিত করেছিলেন যে "আমার যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গলার্থক।"

(৩) পঞ্চাশত্তমীর দিন যখন শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনটি চিহ্ন পবিত্র আত্মার এই নতুন কার্যকলাপ চিহ্নিত করেছিল:

- তীব্র ঝড়ের শব্দ বুঝিয়ে দিয়েছিল পবিত্র আত্মার শক্তি আসতে চলেছে।
- প্রত্যেকের উপর নেমে আসা বিভক্ত জিহ্বার মত আগুন পবিত্র আত্মার সাথে সম্পর্কিত পবিত্রতাকে উপস্থাপন করেছিল।
- পরভাষায় কথা বলার সক্ষমতা শিষ্যদের সারা জগতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তুলেছিল।

(৪) যেহেতু প্রথম শতকের মন্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলত, তারা দেখেছিল:

- পরিচর্যার বর্ধিত শক্তি
- সুসমাচার প্রচারের সাহস
- তাড়নার সামনে দৃঢ়তা
- বিজয়ী জীবন
- পরিচর্যা কাজের জন্য পরিচালনা
- বিশ্বাসীদের মধ্যে একতা

(৫) ঠিক যেমন শিষ্যরা কেবল পবিত্র আত্মার শক্তিতেই পবিত্র ছিলেন, সেই একইভাবে আমরাও কেবল পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করার কারণেই পবিত্র। পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতা ছাড়া, আমরা যিশুখ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলতে অক্ষম। কেবল আত্মার শক্তির মধ্যেই খ্রিস্টের ন্যায় জীবন যাপন করার ক্ষমতা আমাদের আছে।

(৬) যেহেতু আমরা আত্মায় জীবন যাপন করি, আমাদের জীবন পবিত্র জীবনের একটি স্বাভাবিক ফল হিসেবে আত্মার ফল প্রকাশ করবে।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে একটি চিঠি লিখুন যে আপনাকে বলেছে, "আমি জানি আমি খ্রিষ্টবিশ্বাসী, কিন্তু আমি ক্রমাগত মাংসিক আচরণ নিয়ে লড়াই করে চলেছি এবং সেই সব জায়গাতেও ভুগছি যেখানে আমি প্রলোভনের মুখে দুর্বল।" এই তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীটিকে আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করুন।

(২) গালাতীয় ৫:২২-২৫ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ১০
পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসদৃশতা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) পত্রগুলিতে উল্লিখিত পবিত্রতার মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে।

(২) তাঁর লোকেদের খ্রিষ্টসদৃশ করে তুলতে ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আনন্দ করবে।

(৩) আমাদেরকে পবিত্র করে তোলার জন্য ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কী করেছেন এবং পবিত্রতায় আমাদের বৃদ্ধির জন্য তিনি কী করে চলেছেন – এই দুটির মধ্যে একটি ভারসাম্য বুঝতে পারবে।

(৪) স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপর ক্রমাগত বিজয়ী একটি জীবনের সম্ভাবনার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

(৫) ফিলিপীয় ২:১-৫ মুখস্থ করবে।

খ্রিষ্টসদৃশ মানসিকতায় জীবন যাপন

যিশুর মৃত্যুর ৩০ বছর পর এটি একটি রবিবারের সকালের ঘটনা। একদল খ্রিষ্টবিশ্বাসী আরাধনা করার জন্য ফিলিপী শহরের একটি গোপন ঘরে একত্রিত হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই উল্লাসিত কারণ তারা তাদের প্রিয় পাস্টার পৌলের থেকে একটি চিঠি পেয়েছে।

লিডার পৌলের চিঠি পড়তে শুরু করেছেন। পৌলে এক আনন্দে উপচে পড়া হৃদয়ে চিঠিটি লিখেছেন। রোমীয় কারাগারে সত্ত্বেও তিনি খ্রিষ্টে আনন্দ করছেন। পৌল জানেন না তাকে মুক্তি দেওয়া হবে নাকি হত্যা করা হবে, তবুও তার হৃদয়ে শান্তি আছে। কেন? "কারণ আমার কাছে খ্রীষ্টই জীবন, আর মৃত্যু লাভজনক" (ফিলিপীয় ১:২১)।

তাদের আত্মিক পিতা হিসেবে, পৌল ফিলিপীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে তাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এই বিশ্বাসীদের পবিত্র মানুষ হিসেবে সেইরকম পরিপক্ব দেখতে চান যেমন ঈশ্বর তাদের হতে বলেছেন। পৌল লিখেছেন, "যাই ঘটুক না কেন, তোমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্য আচরণ করো" (ফিলিপীয় ১:২৭)। সুসমাচারের যোগ্য জীবন যাপন করো? এটি কীভাবে সম্ভব?

পৌলের উত্তর হল: খ্রিষ্টসদৃশ মানসিকতা নিয়ে জীবন যাপন করুন। "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)। ফিলিপীয়ের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের যদি খ্রিষ্টের মত

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

আমি আর আমার নিজের নই, আমি তোমার।
তোমার যা ইচ্ছা আমাকে দাও,
তোমার মনোনীত স্থানে আমাকে রাখো।
আমাকে করতে দাও,
আমাকে কষ্ট দাও।
আমাকে তোমার দাস হিসেবে নিয়োগ করো
অথবা তোমার জন্য আমাকে পৃথক করে রাখো,
আমি তোমার জন্য মহিমান্বিত হতে চাই
অথবা তোমার জন্যই কষ্ট ভোগ করতে চাই।
আমাকে পূর্ণ করো,
আমাকে শূন্য করো।
আমাকে সবকিছু দাও,
আমাকে নিঃস্ব করো।
আমি অবাধে আর আন্তরিকভাবে তোমার আনন্দে ও শাসনে উল্লাস করি।
আর এখন, হে মহিমান্বিত এবং ধন্য ঈশ্বর, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, তুমি আমার আর আমি তোমার।"

- জন ওয়েসলি (John Wesley)

মানসিকতা থাকে, তবে তারা খ্রিষ্টের মত হবে। পবিত্র জীবনের রহস্য হল খ্রিষ্টের মত মানসিকতা নিয়ে জীবন যাপন করা। পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসদৃশতা।

পত্রগুলির বার্তা : খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পবিত্র হতে হবে

পত্রগুলি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পবিত্রতায় আহ্বান জানায়

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে। ঈশ্বর জগতের ভিত্তির আগে খ্রিষ্টে আমাদের মনোনীত করেছেন যাতে আমরা তাঁর সামনে পবিত্র এবং নির্দোষ হতে পারি (ইফিষীয় ১:৪)। পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে পবিত্র মানুষে পরিণত করা। যিশুর সকল অনুসারীদের জন্য এটাই লক্ষ্য।

প্রথম শতকের কোনো ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসী এটা পড়ে অবাক হয়নি যে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্র হতে বলা হয়েছে। ঈশ্বর লেবীয়পুস্তকে পবিত্রতার আদেশ দিয়েছিলেন (লেবীয়পুস্তক ১৯:২, লেবীয়পুস্তক ২০:৭)। **ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসিরা জানত** যে ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা পবিত্র হোক।

তবে, পরজাতিরা পেগান দেবতাদের আরাধনা করত যারা পবিত্র ছিল না। পবিত্রতার বার্তা পরজাতিদের কাছে অজানা ছিল। পিতর পরজাতি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে লিখেছিলেন যারা সম্প্রতি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিরর্থক পথ থেকে মুক্তি পেয়েছিল (১ পিতর ১:১৮)। পেগান ধর্মে বিশ্বাসী এই সমস্ত লোকেদের সত্যিকারের ধার্মিকতার কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু পিতর তাদের একটি পবিত্র জীবনের জন্য আহ্বান করেছিলেন।

প্রেরিতেরা ধর্মান্তরিত পরজাতিদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে পবিত্র জীবন যাপন করতে হয়। তাঁরা এই বার্তাটি ইতিবাচকভাবে বুঝিয়েছিলেন: "এটাই যা তোমাদের আবশ্যিকভাবে করতে হবে।" তাঁরা এই বার্তাটি নেতিবাচকভাবে বুঝিয়েছিলেন: "এটাই যা তোমাদের কখনোই করা উচিত নয়।"

চল্লিশ বার এই পত্রগুলি বিশ্বাসীদেরকে "সাধু" হিসেবে উল্লেখ করেছে যার আক্ষরিক অর্থ হল "পবিত্র ব্যক্তি"। একজন সাধু হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঠিক সেইরকম জীবনযাপন করছেন যেভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে বাঁচতে বলেছেন। প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে; প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে সাধু হতে বলা হয়েছে।

প্রেরিতরা বিশ্বাসীদেরকে পবিত্রতা অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন

পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির (২ করিন্থীয় ৬:১৬)। মন্দির ছিল মূলত আরাধনার জন্য একটি পবিত্র স্থান। কারণ আমরা ঈশ্বরের মন্দির, "যা কিছু আমাদের শরীর ও আত্মাকে কলুষিত করে, এসো আমরা সেসব থেকে নিজেদের শুচিশুদ্ধ করি এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রমবশত পবিত্রতা সিদ্ধ করি" (২ করিন্থীয় ৭:১)।

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের তাদের অতীত জীবনধারার পুরনো এবং পাপী সত্তাকে পরিত্যাগ করে নতুন সত্তা পরিধান করতে বলেছেন (ইফিষীয় ৪:২২-২৪)। পৌল লিখেছেন যে খ্রিষ্ট "আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সব দুষ্টতা থেকে আমাদের মুক্ত করেন এবং নিজের জন্য এক জাতিকে, যারা তাঁর একান্তই আপন, তাদের শুচিশুদ্ধ করেন, যেন তারা সৎকর্মে আগ্রহী হয়" (তীত ২:১৪)। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক তার পাঠকদের সকলকের সাথে শান্তিতে বাস করার ও পবিত্রতার জন্য

আকাঙ্খী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কারণ এটি ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না (ইব্রীয় ১২:১৪)। ঈশ্বরের লোকেদের পবিত্র হতে বলা হয়েছে।

প্রেরিতেরা প্রার্থনা করেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পবিত্র করে তোলা হবে

পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বরের লোকেরা পবিত্র হয়ে ওঠে।

► ১ থিষলনীকীয় ১:২-১০ পড়ুন। থিষলনীকীয় পত্রের প্রথম দিকে পৌলের উল্লেখ করা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বর্ণনা দিন।

থিষলনীকীয় মন্ডলীতে যারা পৌলের চিঠি পেয়েছিলেন তারা প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিলেন। তারা তাদের বিশ্বাস, তাদের ভালোবাসা এবং তাদের আশার অবিচলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তারা ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়তম। সুসমাচার তাদের কাছে শুধু কথায় নয়, শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় এবং পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এসেছে। তারা পবিত্র আত্মার আনন্দে অনেক নির্যাতনের মধ্যেও বাক্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তারা মাকিদনিয়া এবং আখিয়াতে সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি উদাহরণ ছিলেন৷ জীবিত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করার জন্য তাঁরা মূর্তিপুজো থেকে মন ফিরিয়েছিলেন।

নতুন জন্মের মুহূর্ত থেকেই ঈশ্বর তাদের পবিত্র করা শুরু করেছিলেন। তবুও, পৌল প্রার্থনা করেছেন:

> শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)।

এই প্রার্থনাটি পৌলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি আকুল আগ্রহে দিনরাত আমরা প্রার্থনা করেছেন যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেন তাদের বিশ্বাসের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১০)। এই লোকেরা প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল; কিন্তু পৌল জানতেন যে তাদের মধ্যবর্তী পবিত্রতার উন্নতিসাধন প্রয়োজন। তার মানে এই নয় যে তাদের কোনো খুঁত ছিল; পৌল ইতিমধ্যেই তাদের খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতার জন্য তাদের প্রশংসা করেছিলেন।

তাদের খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতায় কোনো ত্রুটি ছিল না, কিন্তু পৌল জানতেন যে তাদের আরও বৃদ্ধি প্রয়োজন। তাদের পবিত্র করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাদের ***সম্পূর্ণরূপে*** পবিত্র করেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের সবদিক থেকে পবিত্র করবেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের আত্মা, মন এবং দেহকে শুদ্ধ করবেন।

পত্রগুলি প্রতিশ্রুতি দেয় যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পবিত্র হতে পারে

যখন পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে ইফিষীয়রা যেন ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়, তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেবেন কারণ তিনি এমন একজনের কাছে প্রার্থনা করেছেন "যিনি আমাদের অন্তরে তাঁর সক্রিয় ক্ষমতা অনুসারে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করতে অথবা কল্পনারও অতীত কাজ করতে সমর্থ…" (ইফিষীয় ৩:২০)। কিছু শারীরিক বা আর্থিক প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় আমরা প্রায়শই এই পদটি উদ্ধৃত করি, কিন্তু এই পদটি আসলে বাইবেলে উল্লিখিত সর্বোচ্চ আত্মিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয়েছিল: ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পূর্ণ হওয়া। একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান কোনো কঠিন বা অসম্ভব আদেশ নয়। ঈশ্বরের আহ্বান প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য উপলব্ধ।

যখন পৌল থিষলনীকীয়ের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন ঈশ্বর তার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। "যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই এই কাজ করবেন" – এই প্রতিজ্ঞাটির সাথে পৌল প্রার্থনা

করেছিলেন, “শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন” (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪)। পত্রগুলি প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমরা পবিত্র হতে পারি।

পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বিধান এবং ভাববাদীদের মাধ্যমে একটি পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র হাতের বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। যিশুখ্রিষ্টের জীবনের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর নিখুঁত প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। প্রেরিত অধ্যায়ে, প্রথম শতকের খ্রিস্টবিশ্বাসীরা দেখিয়েছিল যে সাধারণ বিশ্বাসীদের পক্ষে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপন করা সম্ভব। সুসমাচার পত্রগুলিতে পবিত্রতার বার্তা বিশ্বাসীর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা হয়েছে।

পবিত্রতা হল একটি খ্রিষ্টসাদৃশ্য হৃদয় এবং মানসিকতা

পত্রগুলি শেখায় যে পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা। বিশ্বাসীদেরকে খ্রিষ্টের মত হতে হবে। পবিত্র হওয়ার আসলে বাহ্যিক আচরণের চেয়েও বড় বিষয়; পবিত্রতা হৃদয় থেকে শুরু হয়। পবিত্র হওয়ার অর্থ হল আমাদের হৃদয়ে এবং মানসিকতায় খ্রিষ্টের মত হওয়া।

পৌল বলেননি, “তোমাদের খ্রিস্টের মত *অভিনয়* করা উচিত।” পরিবর্তে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, “তোমাদের যিশু খ্রিস্টের মতই *হওয়া* উচিত।” বাহ্যিকভাবে খ্রিস্টকে অনুকরণ করাই যথেষ্ট নয়; আমাদেরকে অন্তর থেকেও তাঁর মত হতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই হল তাঁর লোকেদের খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে তোলা। “কারণ ঈশ্বর যাদের পূর্ব থেকে জানতেন, তিনি তাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য দান করবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন” (রোমীয় ৮:২৯)। ঈশ্বরের শাশ্বত উদ্দেশ্য হল আমাকে খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিতে পরিণত করা।এটাই পবিত্র হওয়ার অর্থ।

করিন্থীয় মন্ডলীকে লেখা পৌলের পত্রে এই ধারণাটির সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায়। এই মন্ডলীটি নানারকম সমস্যায় পরিপূর্ণ ছিল, তবুও পৌল তাদের সাধু বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং তাদের একটি পবিত্র জীবনের জন্য আহ্বান করেছিলেন। কীভাবে এই অপরিণত বিশ্বাসীদের দল, তাদের পেগান বিশ্বাসের অতীত কাটিয়ে ওঠার সংগ্রাম করে, পবিত্র হওয়ার আশা করতে পারে? পৌল উত্তর দিয়েছেন, “যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি।” (২ করিন্থীয় ৫:২১)।

খ্রিষ্ট আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হয়েছিলেন, যেন আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার হয়ে উঠতে পারি। পুরাতন নিয়মে পাপের বলিদানের ঈশ্বরে বিশ্বাসী সকলের পাপ ধুয়ে দিত। আজকে, খ্রিষ্টের রক্ত তাদের পাপ ধুয়ে দেয় যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। কিন্তু পৌল এই আচ্ছাদিত করা ধুয়ে দেওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আর কেবল আচ্ছাদিত নই; আমরা রূপান্তরিত। যেহেতু আমরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছি, ফলত আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার হয়ে উঠেছি। পৌল লিখেছেন:

> অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে। এসবই ঈশ্বর থেকে হয়েছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন (২ করিন্থীয় ৫:১৭-১৮)।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমাগত পাপকে ঢাকার জন্য খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা নয়। খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা এক নতুন সৃষ্টি। আমরা আর উগ্র নই; আমরা হলাম সেই নতুন সৃষ্টি যারা এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছি।

এই রূপান্তর কেবল বাহ্যিক আচরণের বিষয় নয়, এটি আরো গভীর বিষয়। পৌল থিষলনীয়দের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।:

> শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক। (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)।

"সর্বোতভাবে" কথাটির মধ্যে দিয়ে তাদের চরিত্রের সবদিক থেকে পবিত্র করে তোলার ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই পদটিকে "সবকিছুতে পবিত্র করে তুলুন" - এইভাবেও অনুবাদ করা যায়। পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন এই বিশ্বাসীরা তাদের সম্পূর্ণ আত্মা, মন এবং দেহে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, "যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই এই কাজ করবেন" (১ থিষলনীকীয় ৫:২৪)।

এই রূপান্তর জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। ফিলিপীয় পত্রে পৌল একটি নতুন বিষয়ে চিন্তা করার সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি এটিকে "খ্রিষ্টের মন" বলেছেন। পৌল পিতার ইচ্ছার কাছে যিশুর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যুর সামনেও খ্রিষ্ট নিজেকে নম্র রেখেছিলেন (ফিলিপীয় ২:৮)।

পৌল কখনোই বলেননি, "খ্রিষ্টের নম্রতা জীবনযাপনের একটি ভালো উপায় হবে, কিন্তু অবশ্যই আপনার এবং আমার পক্ষে এই মনোভাব নিয়ে চলা অসম্ভব।" বরং তিনি বলেছেন, "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)। এই মনটি আপনার; আপনি চাইলেই খ্রিষ্টের মত হতে পারেন!

আমাদের কাছে প্রেমময় বশ্যতার সেই একই মনোভাব থাকতে পারে যা পিতার ইচ্ছার প্রতি যিশুর বশ্যতাকে পরিচালিত করেছিল। আমরা খ্রিষ্টের মানসিকতার অধিকারী হতে পারি। আমরা যিশুখ্রিষ্টের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখতে পারি। এটি কোনো ভালো বোধের মাধ্যমে নয়, বরং পরিবর্তিত হৃদয়ের মাধ্যমে ঘটে। আমাদেরকে কেবল কাজকর্মে নয়, একইসাথে হৃদয় থেকেও খ্রিষ্টের মত হতে বলা হয়েছে। আমাদের খ্রিষ্টের মতো মানসিকতার অধিকারী হতে বলা হয়েছে।

পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসাদৃশ্য আচরণ

কিছু লোক উত্তর দিতে পারে, "আমার হৃদয় খ্রিষ্টের মত, কিন্তু আমার কাজ নয়। অভ্যন্তরীণভাবে, আমার উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু বাহ্যিকভাবে আমি খ্রিষ্টের মত জীবনযাপন করি না।" প্রেরিতরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রকৃতির মধ্যে এই বিভাজন মেনে নিতে পারেননি। আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি আমাদের বাহ্যিক কর্মে প্রকাশিত হবে। পবিত্র হওয়া মানে আমাদের আচরণে খ্রিষ্টের মত হওয়া।

সুসমাচারের সব পত্রেই এই বার্তাটি দেখা গেছে। পৌল বলেছেন যে খ্রিষ্ট নিজেকে মন্ডলীর জন্য উৎসর্গ করেছেন যেন তিনি তাকে পবিত্র করতে পারেন। খ্রিষ্ট তাঁর বধূকে পবিত্র করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এক বধূকে সব রকম কলঙ্ক, বিকৃতি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত করে প্রস্তুত করে তুলছেন যেন সে পবিত্র ও অনিন্দনীয় হতে পারে (ইফিষীয় ৫:২৬-২৭)।

আপনি কি এমন একজন স্ত্রীয়ের কথা কল্পনা করতে পারেন যিনি তার স্বামীকে বলেছেন, "আমি তোমার কাছে শারীরিক দিকে থেকে বিশ্বস্ত থাকব না, কিন্তু আমার হৃদয় পবিত্র থাকবে"? অবশ্যই না! এমনকি পৌলও কল্পনা করতে পারেন না যে খ্রিষ্টের বধূ বলছেন, "আমার হৃদয় পবিত্র, কিন্তু আমার আচরণ অপবিত্র থাকবে।" মন্ডলীকে এক কলঙ্কহীন বা দাগহীন বধূ হিসেবে দেখা হয়েছে।

পৌল থিষলনীকীয়ের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে চিঠি লিখেছিলেন। এই মন্ডলীটিতে ইহুদি বিশ্বাসী এবং থিষলনীকীয়ের পেগান ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত দুই ধরণের লোকই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদি বিশ্বাসীরা পুরাতন নিয়মের পবিত্র আচরণের আদেশ জানত, কিন্তু পেগান ধর্মের এমন একটি সমাজে বাস করত যেখানে যৌন অনৈতিকতা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

পৌল নতুন বিশ্বাসীদের শিখিয়েছিলেন যে একটি পবিত্র জীবন যাপন করার অর্থ কী। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তাদের হৃদয়কে পবিত্রতায় নিষ্কলঙ্ক করেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১৩)। এই নতুন বিশ্বাসীদেরকে তাদের অন্তরে পবিত্র হতে হবে এবং তাদের আচরণেও পবিত্র হতে হবে। “ফলত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও।” পবিত্রতা কেবল তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে তা নয়; তাদের আচরণও নির্ধারণ করে (১ থিষলনীকীয় ৪:৩-৬):

- “তোমরা পবিত্র হও, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার থেকে দূরে থাকো”
- “যেন তোমরা প্রত্যেকে এই শিক্ষা লাভ করো যে শরীরকে সংযত রেখে কীভাবে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে হয়”
- “আর এই ব্যাপারে কেউ যেন তার ভাইয়ের (বা, বোনের) প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ বা প্রতারণা না করে”

পবিত্র হওয়ার অর্থ হল একটি খ্রিষ্টসদৃশ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া যা খ্রিষ্টসদৃশ আচরণকে অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র হওয়া মানে খ্রিষ্টের মত হওয়া।

পবিত্রতা হল খ্রিষ্টসদৃশ প্রেম

সুসমাচার পুস্তকগুলি দেখায় যে পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা। পৌল খ্রিষ্টের মতো আচরণ এবং খ্রিষ্টসদৃশ প্রেমকে সংযুক্ত করেছেন। তিনি ইফিষীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হিসেবে তাঁর অনুকরণকারী হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তারা কীভাবে ঈশ্বরকে অনুকরণ করবে? খ্রীষ্টের মত প্রেমে জীবন যাপন করার মাধ্যমে। “এবং প্রেমে জীবনযাপন করো, যেমন খ্রীষ্ট আমাদের ভালোবেসেছেন এবং নিজেকে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন” (ইফিষীয় ৫:১-২)।

যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসে, তখন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রকাশ করে। পবিত্র হওয়া মানে খ্রিষ্টের মত প্রেম করা। রোমীয় ১৪ অধ্যায়ে পৌল এই খ্রিষ্টসদৃশ প্রেমের একটি বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি একজন দুর্বল ভাইয়ের জন্য বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীনতা উৎসর্গ করার কথা বলেছেন। কেন? “তুমি যা খাও, সেই কারণে তোমার ভাই যদি অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে তুমি আর প্রেমপূর্ণ আচরণ করছ না।” (রোমীয় ১৪:১৫)। আমার স্বাধীনতা যদি কোন ভাইকে সমস্যায় ফেলে, তাহলে আমি প্রেমে হাঁটছি না। খ্রিষ্ট আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণেই তাঁর অধিকার সমর্পণ করেছিলেন; অন্যদেরকে ভালোবাসার জন্যই আমাদের অধিকার সমর্পণ করতে বলা হয়েছে। এটিই হল খ্রিষ্টসদৃশ প্রেম।

খ্রিষ্টসদৃশ প্রেম কী সেই বিষয়ে পৌলের সবচেয়ে বিখ্যাত বর্ণনাটি রয়েছে ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে। বিভাজন, স্বেচ্ছাচারী আচরণ, ঈর্ষা এবং অহংকারের চিহ্নস্বরূপ একটি মন্ডলীকে, পৌল লিখেছিলেন:

> প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম সদয়। তা ঈর্ষা করে না, আত্মঅহংকার করে না, গর্বিত হয় না। তা রূঢ় আচরণ করে না, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, অন্যায় আচরণ মনে রাখে না। প্রেম মন্দ কিছুতে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে উল্লসিত হয়(১ করিন্থীয় ১৩:৪-৬)।

১ যোহনে, প্রচারক খ্রিষ্টসদৃশ প্রেমের বাস্তবিক দিকটি তুলে ধরেছেন। ১ যোহন দেখায় যে খ্রিষ্টসদৃশ প্রেম ঠিক কেমন হয়।

- প্রেমের জন্য আনুগত্য প্রয়োজন। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে **আমরা তাঁকে মেনে চলি** (১ যোহন ২:৫; ১ যোহন ৫:৩)। আমরা কখনোই প্রেম এবং আনুগত্যকে আলাদা করতে পারি না।

- প্রেমের জন্য একাত্মতা প্রয়োজন। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, **আমরা জগতকে ভালোবাসব না।** "কেউ যদি জগৎকে ভালোবাসে, তাহলে পিতার প্রেম তার অন্তরে নেই" (১ যোহন ২:১৫)। আমরা একইসাথে ঈশ্বরকে এবং সেই জগতকে ভালোবাসতে পারি না যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়। একজন পবিত্র ব্যক্তি একটি অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসেন।

- প্রেমের জন্য সম্পর্ক প্রয়োজন। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, **আমরা অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ভালোবাসব**। "ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে তার ভাইবোনকেও প্রেম করবে।" পরিবর্তে, "কেউ যদি বলে, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি," অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী" (১ যোহন ৪:২০-২১)। যোহন শেখান যে আপনার খ্রিস্টীয় ভাইকে ঘৃণা করার পাশাপাশি ঈশ্বরকে ভালোবাসা অসম্ভব।

এই খ্রিষ্টসদৃশ প্রেমের ফলাফল কী? ঈশ্বরের কাছে আত্মবিশ্বাস। "কিন্তু আমরা যদি পরস্পরকে প্রেম করি, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং আমাদের মধ্যে তাঁর প্রেম পূর্ণতা লাভ করে" (১ যোহন ৪:১২)। এই নিখুঁত প্রেম আমাদের বিচারের দিনের জন্য আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং শাস্তির ভয় দূর করে। (১ যোহন ৪:১৭-১৮)।

কীভাবে আমরা এই নিখুঁত প্রেম যাপন করব? "আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি, কারণ এই জগতে আমরা তাঁরই মতো রয়েছি" (১ যোহন ৪:১৭)। কেবল আমাদের মধ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টের মাধ্যমেই আমরা খ্রিষ্টসদৃশ প্রেম প্রকাশ করতে পারি।

পবিত্রতার জীবন : আপনি পবিত্র; পবিত্রতা অনুসরণ করুন

জোনাথন একজন পবিত্র ব্যক্তি হতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, পবিত্রতা সম্বন্ধে জোনাথনের উপলব্ধি শাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি আবেগীয় অনুভূতি-নির্ভর ছিল। ফলস্বরূপ, জোনাথন এক চরম শিক্ষা থেকে অন্য বিপজ্জনক শিক্ষায় চলে গিয়েছিলেন।

একটা সময়ে জোনাথন ঘন ঘন উপবাস করতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রার্থনা করতেন এবং নিজেকে পবিত্রতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আমরা আমাদের আত্ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমেই পবিত্র হয়ে উঠি।

জোনাথন খুব দ্রুত নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন এবং এই প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আত্মিক অনুশাসনে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেন। যখন কেউ তাকে পাপের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, তখন জোনাথন উত্তর দিতেন, "আমি অনুগ্রহে বেঁচে আছি এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর আমাকে তখনই পবিত্র করবেন যখন তিনি তা করার জন্য প্রস্তুত।"

আরেকবার, জোনাথন এক নাটকীয় আত্মিক উপহারের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন যে পবিত্রতা হল আত্মিক উপহার এবং বাহ্যিক শক্তি সম্পর্কিত কোনো বিষয়।

জোনাথনের পবিত্রতার অনুসন্ধান মনোযোগ দিয়ে শাস্ত্র পড়ার চেয়ে আবেগের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে পবিত্রতা যাপন করা যায় তা বোঝার জন্য তিনি ভালো করে বাইবেল পড়েননি।

পত্রগুলি পবিত্র জীবনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের শিক্ষা দেয়। যদি আমরা এই নীতিগুলি ভুলে যাই, তাহলে আমরা আমাদের পবিত্রতা সম্পর্কীয় জ্ঞানে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ব। ঈশ্বর আমাদেরকে যে পবিত্র জীবনে আহ্বান করেছেন তা কীভাবে যাপন করতে হয়, সেটি বোঝানোর জন্যই প্রেরিতরা পত্রগুলি লিখেছিলেন।

আপনাকে পবিত্র করা হয়েছে; আপনাকে পবিত্র করা হচ্ছে

যখন পৌল সাধুদের চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "তোমরা পবিত্র।" একজন সাধু ইতিমধ্যেই পবিত্র, কিন্তু পৌল এই সাধুদের লিখেছিলেন, "তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।" আপনি পবিত্র; আপনাকে আবশ্যিকভাবে পবিত্রতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে হবে।

সুসমাচার পত্রগুলিতে এই ভারসাম্যটি বারবার দেখা গেছে। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা ইতিমধ্যেই পবিত্র, তবুও যেহেতু আমরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে পথ চলি, সেহেতু আমরা পবিত্রতায় বৃদ্ধি পেতে থাকি।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক দেখিয়েছেন যে আমরা খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা পবিত্র হয়েছি। "যীশু খ্রীষ্টের দেহ চিরকালের জন্য একবারই উৎসর্গ করা হয়েছে বলে আমরা পবিত্র হয়েছি" (ইব্রীয় ১০:১০)। খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা আমরা পরিশুদ্ধ হয়েছি।

লেখক আরো বলেছেন, "কারণ তাঁর একবার মাত্র বলিদানের জন্য যাদের পবিত্র করা হচ্ছে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য পূর্ণতা দান করেন" (ইব্রীয় ১০:১৪)। এই বাক্যটিতে পবিত্রতার সাথে সমার্থক দুটি শব্দ আছে। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে, খ্রিষ্ট তাদের পূর্ণতা (*teleios*) দান করেছেন যাদের পবিত্র করা হচ্ছে (*hagiazo*)। এই পদটিতে বলা হয়েছে যে:

আমাদের পবিত্র করা হয়েছে: "তিনি চিরকালের জন্য পূর্ণতা দান করেন..."

যিশু মারা গেছিলেন যাতে আমরা পাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পারি। যিশু তাঁর রক্তের মাধ্যমে প্রজাদের পবিত্র করার জন্য নগরদ্বারের বাইরে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইব্রীয় ১৩:১২)। তাঁর লোকেদের পবিত্র করতে চাওয়ার ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তা যিশুর মৃত্যুর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। আমাদেরকে নিখুঁত করা হয়েছে।

আমাদের পবিত্র করা হচ্ছে: "যাদের পবিত্র করা হচ্ছে"

খ্রিষ্টের মৃত্যু সর্বকালের জন্য ঈশ্বরের পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করেছিল, কিন্তু পবিত্রতায় আমাদের যে বৃদ্ধি, তা আমাদের সমগ্র জীবন জুড়ে চলতে থাকে। এটি একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। খ্রিষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, আমরা পবিত্র; খ্রিষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, আমরা পবিত্র হয়ে উঠছি।

পৌলের নিজের সাক্ষ্য এই নীতিটি তুলে ধরে। ফিলিপীয় ৩ অধ্যায়ে পৌল লিখেছেন যে তিনি ***এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি***, কিন্তু কয়েকটি পদ পরে, তিনি নিজেকে সেই ব্যক্তি হিসেবে নির্দেশ করেছেন যে ***ইতিমধ্যেই*** নিখুঁত ("আমাদের মধ্যে যারা

পরিপক্ব”)। নিম্নলিখিত পদে মোটা হরফে লেখা দুটি শব্দই *teleios* থেকে এসেছে। দুটি শব্দকেই “নিখুঁত” অর্থে অনুবাদ করা যেতে পারে।

> আমি যে ইতিমধ্যেই এসব পেয়েছি, বা **সিদ্ধিলাভ** করেছি (*teleios*), তা নয়, কিন্তু যে জন্য খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা আমি ধৃত হয়েছি, আমিও তা ধারণ করার জন্য প্রাণপণ ছুটে চলেছি... আমাদের মধ্যে যারা **পরিপক্ব** (*teleios*), তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরকমই হয়। যদি কোনো ক্ষেত্রে তোমরা ভিন্নমত পোষণ করো, ঈশ্বর সে বিষয়ও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলবেন (ফিলিপীয় ৩:১২-১৫)।

পৌল বলেছেন, “আমি এখনো নিখুঁত হইনি।” তিনি আরো বলেছেন, “আমাদের মধ্যে যারা পরিপক্ক।” পৌল এখনো লক্ষ্যে পৌঁছাননি; তিনি পবিত্রতায় বেড়ে উঠছেন। সেই অর্থে, তিনি এখনো নিখুঁত নন। কিন্তু, পৌল লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দৌড় শেষ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অর্থে, পৌল ইতিমধ্যে নিখুঁত। পৌল একই অনুচ্ছেদে “আমি এখনো নিখুঁত নই” এবং “আমি নিখুঁত” বলতে পারেন।

নিখুঁত হওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা একগুচ্ছ কাজের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি যা আমাদের নিখুঁত করে তোলে। পরিবর্তে, এর অর্থ হল আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি। এটি এতটাই তাৎক্ষণিক যে এক মুহূর্তের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে তাঁর ইচ্ছামতো পুনর্নির্মাণ করেন। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেটিতে তাঁর দিকে আমাদের এগিয়ে চলা আমাদের বাকি জীবন জুড়ে অব্যাহত থাকবে।[32]

একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের কথা ভাবুন[33] যে একটা কিক করে বলটাকে গোলে ঢুকিয়ে দিয়েছে; এটা একটা নিখুঁত শট। বলটা যখন গোলে ঢোকে, শট যে কেবল তখনই নিখুঁত হয় তা নয়,যখন এটা বাতাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন শট ইতিমধ্যেই নিখুঁত; এটি গোলের দিকে এগোচ্ছে মাত্র। খেলোয়াড় যখন বলে কিক-টা করেছেন সেই মুহূর্তটি থেকেই শটটি নিখুঁত।[34]

একইভাবে, চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে পৌল এগিয়ে গেছেন। তিনি তার গতিপথ ঠিক করে নিয়েছিলেন এবং অবিভক্ত হৃদয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখনও লক্ষ্যে পৌঁছাননি, তবে তিনি লক্ষ্যের পথে ছিলেন। তিনি তখনও নিখুঁত ছিলেন না; কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই হয়ে চলেছেন।

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা পবিত্র সাধু যারা খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা গৃহিত হয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে সেই জীবন্ত বলি হিসেবে আত্মসমর্পণ করার জন্য বলা হয়েছে যা প্রতিদিনের আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। (রোমীয় ১২:১)। আমাদেরকে ইতিমধ্যে পবিত্র করা হয়েছে; আমাদের পবিত্র করা হচ্ছে।

আপনি সাধুগণের মধ্যে একজন; আপনাকে অবশ্যই সাধুদের মত জীবন যাপন করতে হবে

পৌল করিন্থে বসবাসকারী সাধুদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন। ১ করিন্থীয় সেইসব পবিত্র লোকেদের নির্দেশ করা হয়েছে **“**খ্রীষ্ট যীশুতে যাদের শুচিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে আহ্বান করা হয়েছে” (১ করিন্থীয় ১:২)। ২ করিন্থীয়**“** করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের

---

[32] Timothy C. Tennent. *The Call to Holiness* (Franklin: Seedbed Publishing), 2014), 54-55
[33] আমেরিকায় এই খেলাটিকে বলা হয় ‘সকার’।
[34] উদাহরণটি T.A. Noble, *Holy Trinity: Holy People* (Eugene: Cascade Books, 2013), 23 থেকে অভিযোজিত।

মণ্ডলী এবং সমস্ত আখায়া প্রদেশের যত পবিত্রগণ আছেন, তাদের সবার প্রতি” উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে (২ করিন্থীয় ১:১)। তারা সাধু ছিল – কিন্তু সাধুদের মত জীবন যাপন করার জন্য তাদের অনেককিছুই শেখার বাকি ছিল।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা দুভাবে এই সত্যটিকে ভুল বোঝে। প্রথমত, কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে, “আমি সাধু বলা হয় কারণ ঈশ্বর আমার পাপের পরিবর্তে খ্রিষ্টের ধার্মিকতাকে দেখেন। আমার পবিত্রতা একটি ‘বৈধ অলীকতা।’ এই জগতে আমি কোনোদিনই পবিত্র হব না, কিন্তু ঈশ্বর যেকোনো উপায়েই আমাকে পবিত্র বলেছেন।” রোমীয় ৬ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই উত্তরটি পৌলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র মানুষকে আবশ্যিকভাবে পবিত্র জীবনযাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বলে, “আমি একজন সাধু। আমি কখনোই ঈশ্বরের যথার্থতার পরম মান থেকে নেমে যাই না। আমি কখনোই অনুতপ্ত হই না কারণ আমি কখনোই ভুল করি না। আমি একজন সাধু!” পৌল এই ত্রুটিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঠিক যেমনভাবে তিনি প্রথম ত্রুটিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। করিন্থের সাধুদের পবিত্র জীবনযাপন করতে শেখানোর জন্য পৌল চিঠি লিখেছিলেন। তাদের জ্ঞান এবং পরিপক্বতার অভাব রয়েছে, তাই পৌল এই সাধুদের শিখিয়েছেন কীভাবে সাধু হিসেবে জীবনযাপন করতে হয়। পবিত্র মানুষকে পবিত্র জীবনযাপন করতে হবে।

করিন্থ শহরটি এটির বাসিন্দাদের অসৎ কাজকর্মের জন্য কুখ্যাত ছিল। এই খারাপ শহরে বসবাসকারী বিশ্বাসীদের পৌল পবিত্র আচরণের পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গ এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তাদের দেহ খ্রিষ্টের দেহের অংশ (১ করিন্থীয় ৬:১৫)। পৌল কিছু আচরণের তালিকা করেছেন যেগুলি ঈশ্বরের রাজ্যে নিষিদ্ধ:

> তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। কারণ যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজক, বা ব্যভিচারী, বা সমকামী, বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী, বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার লাভ করবে না (১ করিন্থীয় ৬:৯-১০)।

পাপের এই তালিকার পর পৌল উল্লেখ করেছেন, “আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে।” পৌল এমন এক জাতির জন্য এটি লিখছেন যারা এই পাপগুলি করেছে। পৌল চান বিশ্বাসী হিসেবে তারা যেন তাদের পূর্ববর্তী জীবনধারা ত্যাগ করে। এই পাপময় অতীত নিয়ে, কীভাবে এই লোকেরা পবিত্রতার জীবন যাপন করতে পারে? পৌল এর উত্তর দিয়েছেন:

> কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ (১ করিন্থীয় ৬:১১)।

১ করিন্থীয় ৬:১১ পদের রূপান্তরের দ্বারা ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ পদে উল্লিখিত পাপগুলি মুছে দেওয়া হয়েছে। এই রূপান্তর কেবল একটি আইনি লেনদেন নয়; পৌল কোথাও এমন পরামর্শ দেননি যে, “তোমারা এই পাপগুলি করতে থাকবে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের খারাপ আচরণ বিবেচনা করবেন না, বরং তোমাদের ধার্মিক হিসেবেই দেখবেন।” করিন্থীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কখনোই তাদের অতীতের পাপে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। পৌল বলেছেন, “তোমরা পবিত্র সাধুবর্গ; সেইমতোই আচরণ করো!” তাদের পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, তাদের পবিত্র করা হয়েছে। তারা সাধু, তাদের আবশ্যিকভাবে সাধুদের মত জীবন যাপন করতে হবে।

যখন একজন যুবক সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, তখন তাকে একটি ইউনিফর্ম দেওয়া হয় যা তাকে একজন সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত করে। একই সময়ে, তাকে একটি ম্যানুয়াল দেওয়া হয় যেটিতে সেনাবাহিনীর আচরণবিধি বিষয়ে লেখা থাকে। শুধু ইউনিফর্ম যথেষ্ট নয়; তাকে অবশ্যই আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

ইউনিফর্ম পরার চেয়ে আচরণবিধি শিখতে বেশি সময় লাগে। নতুন সৈনিককে তার ইউনিফর্মের সাথে মানানসইভাবে জীবনযাপন করতে শিখতে হবে। তাকে সৈনিক হিসেবে পরিণত হতে হবে। অনেক সময় এই তরুণ সৈনিককে সামরিক নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। তার কাজকর্ম কি নিখুঁত? না। কিন্তু, একজন সৈনিক হিসেবে তার অঙ্গীকার কি সম্পূর্ণ? হ্যাঁ। সেনাবাহিনীতে প্রথম দিনে থেকেই সে একজন সৈনিক; কিন্তু সৈনিকের হিসেবে জীবনযাপন শেখার জন্য তার অনেকদিন লাগবে।

মনে করুন এক যুবক বলেছে, "আমি একজন সৈনিক হিসেবে পরিচিত হতে চাই, কিন্তু আমি আচরণবিধি মেনে চলতে চাই না।" সে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম কেনে, কিন্তু সে আচরণবিধি মেনে চলে না। সে কি সত্যিকারের সৈনিক? না। সে কেবল একজন সৈনিক হওয়ার ভান করে।

পত্রগুলি সেইসব বিশ্বাসীদের জন্য লেখা হয়েছে যারা খ্রিষ্টেকে পরিধান করেছে৷ এখন তারা পবিত্র জীবনযাপন করতে শিখছে। ইফিসীয় ৪-৬ পদে আমরা শিখি যে পারিবারিক সম্পর্ক, মন্ডলীর সম্পর্কে এবং ব্যবসায়িক নীতিতে একটি পবিত্র জীবন কেমন হয়। গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে আমরা আত্মার সাথে ধাপে ধাপে বসবাসকারী জীবনের ফল শিখি। ১ পিতরে আমরা শিখি কিভাবে অত্যাচারের মুখে পবিত্র জীবন যাপন করতে হয়। আমরা যখন যাকোবের পত্র পড়ি, তখন আমরা শিখি যে কীভাবে একজন পবিত্র ব্যক্তি তার জিভকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

পৌল কলসীয় বিশ্বাসীদের জন্য লিখেছিলেন, "কারণ তোমাদের মৃত্যু হয়েছে এবং এখন তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে।" এই বিশ্বাসীরা পাপের কাছে মারা গেছে; তারা খ্রিষ্টে জীবিত। তারা আর পাপে বন্দী নয়; তারা পবিত্র। তবে পৌল আরো বলেছেন, "তাই তোমাদের সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করো" (কলসীয় ৩:৩, ৫)। আপনি পাপের কাছে মৃত; পাপকে মৃত্যুতে ফেলে দিন। আপনি সাধুগণের একজন; আপনাকে সাধুদের মতোই জীবন কাটাতে হবে।

> "পৌল বলেছিলেন, 'আমি খ্রিস্টের সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি...' তিনি বলেননি, 'আমি যিশু খ্রিষ্টকে অনুকরণ করার সংকল্প করেছি,' বা, 'আমি সত্যিই তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করব'- বরং বলেছেন 'তাঁর মৃত্যুতে আমি তাঁর সাথে চিহ্নিত হয়েছি।'
>
> - ওসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

অধ্যায়ের শুরুতেই এই নীতিটি বিবৃত করা আছে।

> তাহলে, তোমরা যেহেতু খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছ, তাই ঈশ্বরের ডানদিকে, যেখানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করো। তোমরা পার্থিব বিষয়সমূহে নয়, স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগী হও। (কলসীয় ৩:১-২)।

পৌল বলেছেন, "দিন-প্রতিদিন, তোমরা স্বর্গীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করো, তোমরা ঐশ্বরিক বিষয়ে নিজেদের মনকে ক্রমাগত স্থির রাখো।" একটি পবিত্র জীবনের চাবিকাঠি হল নিজের মনকে ঐশ্বরিক বিষয়ে মনোযোগী করে তোলা। আপনাকে পবিত্র করা হয়েছে ("তোমরা যেহেতু খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছ"), তাই পবিত্র হন ("স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগী হও")।

এই পবিত্র জীবনের ফলাফল কী? "তোমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমায় প্রকাশিত হবে" (কলসীয় ৩:৪)। একটি পবিত্র জীবন আপনাকে একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবন কাটানোর জন্য প্রস্তুত করে তোলে। হনোক ঈশ্বরের সাথে হাঁটতেন, পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান, কারণ ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিয়েছিলনে

(আদিপুস্তক ৫:২৪)। এই জগতে ঈশ্বরের সাথে একটি পবিত্র পথচলা হনোককে ঈশ্বরের সাথে অনন্তকালীন জীবনে প্রস্তুত করে তুলেছিল। এই এই জগতে ঈশ্বরের সাথে একটি পবিত্র পথচলা আমাদেরকে খ্রিষ্টের সাথে মহিমাময় হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

পত্রগুলি সাধুদের কাছে লেখা হয়েছিল। যিশু খ্রিষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমরা সাধু হিসেবে গণ্য হয়েছি। আমরা পুরাতন মনুষ্যকে বাদ দিয়ে নতুন মনুষ্যকে পরিধান করেছি। এখন, আমরা প্রতিদিন শিখছি পবিত্র হওয়ার অর্থ কী। আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি। আমাদের কাজ কি নিখুঁত? না। কিন্তু পবিত্র হওয়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার কি সম্পূর্ণ? হ্যাঁ। আমরা সাধু; আমরা সাধু হিসেবে জীবন যাপন করতে শিখছি।

ঈশ্বর আপনাকে পবিত্র করেছেন; আপনাকে অবশ্যই পবিত্রতার অনুসরণ করতে হবে

লেবীয়পুস্তকে ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরা নিজেদের উৎসর্গ করো ও পবিত্র হও।" এটি একটি আদেশ ছিল যা লোকেদের অনুসরণ করতে হবে। পরবর্তী পদে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমিই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন।" (লেবীয় পুস্তক ২০:৭-৮)। এটি একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যা ঈশ্বর সম্পন্ন করেছেন। পবিত্রতা বোঝার জন্য আমাদেরকে দুটি সত্যের ভারসাম্য করতে হবে:

১। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের একটি উপহার; ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পবিত্র করেন।

২। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের একটি আদেশ; ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পবিত্র অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

ফরিশীরা কেবল মনে রেখেছিল, "তোমাদের পবিত্রতার সাধনা কর।" তারা বিশ্বাস করত তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতায় পবিত্র হতে পারবে। কিন্তু পত্রগুলি এর উত্তরে বলে, "ঈশ্বর তোমাদের পবিত্র করেছেন।"

প্রথম শতকের মন্ডলীর কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী একদম বিপরীত স্রোতে ভেসেছিল। তারা বিশ্বাস করত, "যদি ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করতে চান, তিনি তা করবেন। আমাদের কিছু করার নেই।" কিন্তু পত্রগুলি এর উত্তরে বলে, "তোমাদের অবশ্যই পবিত্রতার সাধনা করতে হবে।"

আত্মসমর্পণ এবং সাধনা উভয়ই পবিত্রকরণে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন; আমাদের পবিত্রতা অনুসরণ করতে হবে। আমরা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছি এবং আমাদেরকে রূপান্তরিত করার অনুমতি তাঁকে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তার দিকে আমাদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে চলতে হবে (ফিলিপীয় ৩:১৩)। পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে আমাদের আর প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। আমরা পবিত্রতা অনুসরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারণ ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেন।

যখন স্টিফেনের বাচ্চারা ছোটো ছিল, তারা পারিবারিক প্রার্থনার সময়ে কখনো কখনো বাইবেল পড়ত। একদিন স্টিফেনের ছোটো মেয়ে ফিলিপীয় ২:১২-তে আসে এবং এটি তারই পড়ার পালা ছিল। অতি অনুগ্রহ-সহকারে, রূথ জোরে জোরে পড়ে, "কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করো!" "তোমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করো" – এই আদেশটি পড়ে সে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছল। কিন্তু পরের পদটিই বলছে "কারণ ঈশ্বর তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন ও কাজ করার জন্য সক্রিয় আছেন।" *আমাদের কাজ* সম্পন্ন হয় কারণ *ঈশ্বর কাজ করেন*।

অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মতের বিপরীতে, ঈশ্বরের কাজ তখনই সম্পন্ন হয় যখন আমরা আমাদের নিজেদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করি। এর মানে কি এই যে আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি? একদমই তা নয়! পৌল আরো বলেছেন, "কারণ ঈশ্বর তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন ও কাজ করার জন্য সক্রিয় আছেন।" (ফিলিপীয় ২:১৩)। ইনি ঈশ্বর যিনি আকাঙ্খা দেন ("ইচ্ছা"); ইনি ঈশ্বর যিনি কাজের ক্ষমতা দেন। ঈশ্বর যিনি আমাদের মধ্যে কাজ করেন, তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত কাজই ব্যর্থ। আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারি না, কিন্তু আমাদের নিজেদের পবিত্র হতে চাওয়ার ইচ্ছা ব্যতীত ঈশ্বর আমাদেরকে পবিত্র করবেন না।

"তোমরা হবে আমার পুত্রকন্যা"- ঈশ্বরের এই অসাধারণ প্রতিজ্ঞাটির বিষয়ে পৌল করিন্থীয়দের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ৬:১৮)। এরপর তিনি তাদেরকে পবিত্র জীবন যাপন করার আদেশ দিয়েছেন। "প্রিয় বন্ধুরা, যেহেতু আমাদের কাছে এসব প্রতিশ্রুতি আছে, তাই যা কিছু আমাদের শরীর ও আত্মাকে কলুষিত করে, এসো আমরা সেসব থেকে নিজেদের শুচিশুদ্ধ করি এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রমবশত পবিত্রতা সিদ্ধ করি" (২ করিন্থীয় ৭:১)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কারণে, আমরা নিজেদেরকে সমস্ত কলুষতা থেকে শুদ্ধ করতে পারি। আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা তা আমাদেরকে পবিত্রতা অনুসরণ করার আত্মবিশ্বাস প্রদান করে।

থিষলনীকীয়ের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখার সময়ে, পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর তাদের হৃদয়কে পবিত্রতায় নিষ্কলঙ্ক করেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১৩)। এটাই হল ঈশ্বরের কাজ। এরপর, পৌল শেখাতে শুরু করেছিলেন কীভাবে তাদের চলা উচিত এবং ঈশ্বরকে খুশি করা উচিত। কেন? "ফলত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও" (১ থিষলনীকীয় ৪:১, ৩)। ঈশ্বর থিষলনীকীয়ের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্র করছিলেন, তাই তাদের একটি পবিত্র জীবনের অনুসরণ করা উচিত।

গালাতীয়ের পত্রগুলি সেইসব বিশ্বাসীদের জন্য লেখা হয়েছে যারা নিয়ম সংক্রান্ত কাজ দ্বারা পরিত্রাণের দিকে ফিরে আসতে প্রলোভিত হয়। পৌল তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়েছেন এবং বিধান পালনের দ্বারা নয়, কারণ নিয়ম মেনে কেউ ধার্মিক হতে পারবে না (গালাতীয় ২:১৬)। যদি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার বিষয়টিই সুসমাচারের শেষ হয়, তবে পৌলের জন্য চিঠিতে এটি বলা যথার্থ হত যে, "আপনি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়েছেন৷ এখন আপনি আপনার ইচ্ছা মত জীবনযাপন করতে পারেন এবং আপনি স্বর্গে যাবেন। স্বর্গে আপনার স্থান নিশ্চিত।" কিন্তু পৌল তা বলেননি! পরিবর্তে, তিনি বলেছেন:

> আর যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা শারীরিক লালসার সমস্ত আসক্তি ও অভিলাষকে ক্রুশার্পিত করেছে। আমরা যেহেতু পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করি, এসো আমরা আত্মার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি। (গালাতীয় ৫:২৪-২৫)।

সারিবদ্ধ থাকার অর্থ হল একজন অধিনায়কের পিছনে সঠিক পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলা। এটি শৃঙ্খলা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেয়। এটি আমাদের নিজস্ব ইচ্ছায় নয়, বরং আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপনের পরামর্শ দেয়। ঈশ্বর গালাতীয়দের পবিত্র করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাদেরকেও আবশ্যিকভাবে পবিত্রতার অনুসরণ করে চলতে হবে।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক লিখেছেন যে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের শাসন করেন, যাতে আমরা তাঁর পবিত্রতায় অংশ নিতে পারি। কি অসাধারণ এক সত্য! পতিত মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতায় অংশ নিতে পারে। এটি পেগান ধর্মের মত কিছু রহস্যময় একাত্মতা বা মিলন নয়। এটি আত্মিক শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি খুব বাস্তব শিক্ষা। তিনি ধার্মিকতার ফল সম্পর্কে, অন্যদের সাথে শান্তি সম্পর্কে এবং তিক্ততা ও যৌন অনৈতিকতার মতো পাপের বিষয়ে লিখেছেন (ইব্রীয় ১২:১০-১৬)।

এটা অবিশ্বাস্য কিছু নয়; এটি স্বাভাবিক খ্রিস্টধর্ম। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পবিত্র হতে ডেকেছেন; তিনি আশা করেন তাঁর সন্তানরা তাঁর পবিত্রতায় অংশ নেবে।

আমরা কীভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতায় অংশ নিতে পারি? আমরা যখন ঐশ্বরিক প্রকৃতি ভাগ করে নিই তখন আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতায় অংশীদার হই।[35] আমাদেরকে নিজের মত করে গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বরের শক্তি এবং তাঁর প্রতিমূর্তিতে বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা – পিতর দুটি দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রথমে, পিতর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি:

> যিনি নিজ মহিমা ও মহত্ত্বে আমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর ঐশ্বরিক পরাক্রম আমাদের জীবন ও ভক্তিপরায়ণতা সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই দান করেছেন। এসবের মাধ্যমে তিনি আমাদের তাঁর অত্যন্ত মহান ও বহুমূল্য সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যেন সেগুলির মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হও। সেই সঙ্গে মন্দ কামনাবাসনার দ্বারা উদ্ভূত যে জগতের কলুষতা, তা থেকে তোমরা পালিয়ে যেতে পারো। (২ পিতর ১:৩-৪)।

ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন। তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের আত্মিক জীবন এবং ধার্মিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস প্রদান করেছে। ঐশ্বরিকতা কোনো অসম্ভব স্বপ্ন নয়; ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মূল্যবান এবং মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে একটি হল আমরা ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি। এই যে প্রতিশ্রুতি, আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার মতো দেখতে পারি তা মূলত ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানের জন্য। এটা আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না; ধার্মিকতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। ঈশ্বরের শক্তির মাধ্যমে, আমরা ঈশ্বরের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করে তোলেন।

তারপর, পিতর আরো বলেছেন:

> বিশেষ এই কারণেই তোমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করো সৎ আচরণ, সৎ আচরণের সঙ্গে জ্ঞান, জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ও ভক্তির সঙ্গে একে অপরের প্রতি স্নেহ এবং একে অপরের প্রতি স্নেহের সঙ্গে ভালোবাসা। কারণ তোমরা যদি এই সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে সেগুলির বৃদ্ধি ঘটাও, তাহলে সেগুলিই তোমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথে তোমাদের নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ফল হতে দেবে না। (২ পিতর ১:৫-৮)।

যেহেতু ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের ঐশ্বরিক চরিত্রের অংশীদার করেছে, তাই আমাদের অবশ্যই সদগুণ, জ্ঞান, আত্মসংযম, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বর যা করেছেন, তার জন্য আমাদের অবশ্যই পবিত্রতার অনুসরণ করতে হবে।

পিতর কখনোই এই পরামর্শ দেন না যে আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে পবিত্র করি। তিনি আইনের শিক্ষা দিচ্ছেন না। আমরা আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করি না। কিন্তু, পিতর আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে আমরা আত্ম-শৃঙ্খলা ছাড়া পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি না।

---

[35] Dr. A. Philip Brown, “Divine Holiness and Sanctifying God: A Proposal,” unpublished paper থেকে গৃহিত উপাদান।

আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্যেই পবিত্রতার অনুসরণ করতে পারি। তাঁর অনুগ্রহ আমাদের পবিত্র জীবনের সাধনাকে শক্তিশালী করে। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তির কারণে (পদ ৩-৪), আমরা বেড়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করি (পদ ৫-৮)। আমাদের পবিত্রতার সাধনা আইনবাদ নয়; এটি একটি রূপান্তরিত হৃদয়ের স্বাভাবিক ইচ্ছা। আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহলে আমরা পবিত্রতায় বেড়ে উঠতে চাইব। আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহলে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হতে দেখতে চাইব।

কীভাবে আমি একটি পবিত্র জীবন যাপন করব? "আমি নই, কিন্তু খ্রিষ্ট"

ফিলিপীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের চিঠি লেখার সময়, পৌল যিশুকে তাদের মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন। মৃত্যুতে, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত অনুগত থেকে খ্রিষ্ট নিজেকে অবনত করেছিলেন (ফিলিপীয় ২:৮)। পৌল এই বিশ্বাসীদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ঈশ্বরের সন্তানদের পথ হল নম্রতার পথ, তা আত্ম-প্রচারের পথ নয়। আমাদের অবশ্যই খ্রিষ্টসাদৃশ্য মনোভাব থাকা উচিত।

আমরা এমন উত্তর দিতে প্রলোভিত হতে পারি, "অবশ্যই, যিশু একটি নিখুঁত জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু সেটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি যিশু নই!" কীভাবে আমরা খ্রিস্টের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারি? পৌল শিখিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টের আত্মা বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করে।

পৌল তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য লিখেছেন, "তোমরা অবশ্য রক্তমাংসের দ্বারা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন। আর যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই, সে খ্রীষ্টের নয়" (রোমীয় ৮:৯)। আমরা নিজেদের ক্ষমতায় নয় বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতে একটি পবিত্র জীবন যাপন করি।

পৌলের নিজের সাক্ষ্যটি এই রূপান্তরকে প্রকাশ করে। পৌল নিজের জীবনকে অনেকটা সেই ফরিশী হিসেবে নির্দেশ করেছেন যে তার নিজের ক্ষমতায় বিধানের সবকিছু পূরণ করার চেষ্টা করেছিল। তিনি সেই সময়টির কথা স্মরণ করেছেন যখন তাঁর মধ্যে ন্যায্য বিষয়টি করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। তিনি বলেছেন, "তাই যদি হয়, আমি আর নিজে থেকে এ কাজ করি না, কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে তাই করে" (রোমীয় ৭:১৭)। পৌলের নিজের ক্ষমতায় ধার্মিক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

খ্রিষ্টকে জানার পর পৌলের সাক্ষ্য "আমি নই, কিন্তু পাপ" থেকে বদলে হয়েছিল "আমি নই, কিন্তু খ্রিষ্ট" (গালাতীয় ২:২০)। পৌল একটি বিজয়ী জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন কারণ খ্রিষ্ট তাঁর মধ্যে বাস করতেন।

পৌল করিন্থীয়দের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, "তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারো না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে আছেন?" (২ করিন্থীয় ১৩:৫)। আমরা খ্রিষ্টসাদৃশ্য হতে পারি কারণ খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন। লুথেরান ঈশতত্ত্ববিদ ডিট্রিচ বনহফার (Dietrich Bonhoeffer) এটিকে অনেকটা এইভাবে বলেছেন: একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার মানে হল "ঠিক যে স্থানটি আগে পুরাতন মনুষ্য দ্বারা অধিকৃত ছিল, একদম ঠিক স্থানটিই এখন যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা অধিকৃত।"[36]

খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন, অথবা একই নীতিকে অন্যভাবে বলা যায়, "আমরা খ্রিষ্টে বাস করি।" পৌলের সবচেয়ে ব্যবহৃত বক্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল "খ্রিষ্টের মধ্যে"। পৌল তার চিঠিতে ১৫০ বারেরও বেশি "খ্রিষ্টে", "তাঁর মধ্যে,"

[36] Dietrich Bonhoeffer, *Ethics* (New York: Macmillan, 1965), 41

"যাঁর মধ্যে" বা "পুত্রে" ইত্যাদির কিছু সংস্করণ ব্যবহার করেছেন। পৌল বারবার খ্রিষ্টীয় জীবনের গোপনীয়তা বা নিগূঢ় তত্ত্ব হিসেবে খ্রিষ্টে আমাদের স্থানের দিকে নির্দেশ করেছেন। প্রতিদিন বিজয় আসে কারণ আমরা খ্রিষ্টে আছি।

আমাদের পুরানো জীবন "আদমে" ছিল, যা আমাদের পতিত পাপী আত্মায় ছিল। আমাদের নতুন জীবন "খ্রিষ্টে" যাপিত হয়, সেই পুনরুত্থিত প্রভুর শক্তিতে যিনি প্রতিদিন আমাদেরকে পাপের উপর বিজয় দেন।

- আদমে আমরা অন্ধকারে চলেছিলাম; খ্রিষ্টে আমরা আলোয় হাঁটি।
- আদমে আমরা পাপের দাস ছিলাম; খ্রিষ্টে আমরা ধার্মিকতার অনুচর।
- আদমে আমরা মাংসের পাপে আনন্দ করতাম; খ্রিষ্টে আমরা "নতুন সত্তাকে পরিধান করেছি, যা তার স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞানে নতুন হয়ে উঠছে" (কলসীয় ৩:১০)।

এই উপলব্ধি বিজয়ী জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা নিজেদেরকে আদমের মধ্যে দেখি ("ক্ষমাকৃত পাপীরা" যারা পাপের দাসত্বে বাস করে), আমরা ক্রমাগত প্রলোভনে পড়তে থাকব। যখন আমরা নিজেদেরকে খ্রিষ্টের মধ্যে দেখি ("রূপান্তরিত সাধুগণ" যাদের খ্রিষ্টের মাধ্যমে ক্ষমতা রয়েছে), আমরা পাপের উপর বিজয়ী হয়ে বাস করব। পৌল কলসীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পবিত্র জীবনের গোপন কথা বলেছিলেন: "সুতরাং,খ্রিষ্ট যিশুকে যেমন প্রভুরূপে গ্রহণ করেছ, তেমনই তাঁর মধ্যেই জীবনযাপন করতে থাকো" (কলসীয় ২:৬)। যেহেতু আমরা খ্রিষ্টে চলি, ফলত আমরা পবিত্র হয়ে উঠি।

কিছু মানুষ পবিত্রতাকে অসুখের টিকার মতো মনে করে যা ডাক্তার আপনাকে অসুস্থতা প্রতিরোধ করার জন্য দিয়ে থাকেন। তারা মনে করে যে আমরা যখন আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য ঈশ্বরকে বলি, তখন তিনি আমাদের একটি "পবিত্র টিকা বা ইঞ্জেকশন" দেন যা আমাদের পাপী হতে বাধা দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করার পরে, আমরা আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায় একটি পবিত্র জীবন যাপন করি।

পবিত্র বাইবেল কোথাও এমন চিত্র প্রকাশ করে না। বরং, আমরা খ্রিষ্টে বাস করি। আমরা খ্রিস্টে পবিত্র। আমরা পাপ এবং মৃত্যুর কবল থেকে খ্রিষ্ট যিশুতে মুক্ত (রোমীয় ৮:২)। আমরা খ্রিষ্টে পরিশুদ্ধ (১ করিন্থীয় ১:২)। আমাদের নিজেদের শক্তিতে যিশুকে অনুকরণ করার মরিয়া প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা পবিত্র হয়ে উঠি না। যিশুকে আমাদের মধ্যে বাস করতে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা পবিত্র হয়ে উঠি। যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক (১ করিন্থীয় ১:৩১)।

পৌল সাক্ষ্য দিয়েছেন:

> আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি। আমি আর জীবিত নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। আর এই শরীরে আমি যে জীবনযাপন করছি, তা আমি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস দ্বারাই যাপন করছি; তিনি আমাকে প্রেম করেছেন ও আমার জন্য নিজেকে প্রদান করেছেন (গালাতীয় ২:২০)।

> "একটি পবিত্র জীবনের রহস্য যিশুকে অনুকরণ করার মধ্যে নয়, কিন্তু যিশুর পবিত্রতা আমার মধ্যে প্রকাশ করার মধ্যে রয়েছে।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
> (Oswald Chambers)

পৌলের সাক্ষ্যকে এভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে: "আমার দেহে এখন যে আছে **তা** আমি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে যাপন করছি।" পৌল মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও পবিত্রতার আহ্বানকে অস্বীকার করেননি। পৌল সাক্ষ্য দেন যে তিনি এখন পবিত্র জীবনযাপন করছেন। তিনি কীভাবে পবিত্র জীবন যাপন করেন? ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস দ্বারা। পৌল কেবল একটি পবিত্র জীবনই যাপন করেছিলেন কারণ "আমি আর জীবিত নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন।"

যোহন ১৫ অধ্যায়ে যিশুর শিক্ষার সাথে পৌলের বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে।

> আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না (যোহন ১৫:৫)।

পবিত্রতা আমাদের খ্রিযিয় জীবন থেকে আলাদাভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো বস্তু নয়; পবিত্রতা একটি সম্পর্ক যা বজায় রাখতে হয়। আমরা বেঁচে আছি কারণ আমরা দ্রাক্ষালতার সাথে সংযুক্ত থাকি। আমরা কেবল খ্রিযিয় জীবনের মাধ্যমে একটি পবিত্র জীবন যাপন করি। একজন পবিত্র ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং আমরা তাঁর সাথে চলার মাধ্যমে পবিত্র।

"কারণ তোমাদের মৃত্যু হয়েছে এবং ***এখন তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে"*** (কলসীয় ৩:৩)। আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় পবিত্র জীবন অর্জিত হয় না; একটি পবিত্র জীবন ঈশ্বরের মধ্যে খ্রিষ্টের সাথে লুকানো আছে। আমরা খ্রিষ্টের মানসিকতার সাথে প্রতিদিন বসবাস করে একটি পবিত্র জীবন যাপন করি। যেহেতু আমরা খ্রিষ্টে চলি, তাই পাপপূর্ণ জগতে পবিত্র জীবন যাপন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র হওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। পবিত্র হওয়া বলতে এটাই বোঝায়।

পবিত্রতার অনুশীলন : একটি বিজয়ের জীবন যাপন করা

পবিত্র জীবনের বার্তা একটি চমৎকার বার্তা। তবে কোন মতবাদ যদি দৈনন্দিন জীবনে না মানা হয়, তাহলে সেটির ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই কম। ইচ্ছাকৃত পাপের উপর বিজয়ী জীবন কি যাপন করা সম্ভব নাকি পবিত্র জীবনের বার্তা কেবলই একটি স্বপ্ন?

পাপের ওপর বিজয় কি সম্ভব?

পৌল প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যিনি আমাদের ভালোবাসেন তাঁর মাধ্যমে আমরা বিজয়ীর থেকেও বেশি বিজয়ী হতে পারি (রোমীয় ৮:৩৭)। নিশ্চিতভাবেই খ্রিষ্টে একটি বিজয়ী জীবনের এই প্রতিজ্ঞা পাপের ওপর বিজয়কে প্রকাশ করে। যদি ইচ্ছাকৃত পাপের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন বিজয়ে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে কেন বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিজয়ীভাবে জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়? আত্মিক পরাজয়ের কারণগুলি কী কী?

যদি আমরা বিশ্বাস না করি যে একটি বিজয়ের জীবন সম্ভব তাহলে আমরা পরাজিত হব

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটি বিজয়ের জীবন যাপন করে না কারণ তারা মেনে নিয়েছে যে একটি বিজয়ের জীবন অসম্ভব। তারা এমন কিছু প্রচার শুনেছে যেগুলি শেখায় যে আমরা অবশ্যই ক্রমাগত ইচ্ছাকৃত পাপে পতিত হতে থাকব – এবং তারা পাপের ওপর যে কোনো রকম বিজয়ের ক্ষেত্রেই হতাশ মনোভাব রাখে। যদি আমরা পাপের ওপর একটি বিজয়ী জীবনযাপন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যোহনের বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে: "আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো" (১ যোহন ২:১)। যোহন এক আত্মবিশ্বাস সহ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে তাদের পক্ষে একটি বিজয়ের জীবন যাপন করা সম্ভব। প্রলোভনের মুখে আমাদের আত্মবিশ্বাস দেওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের সাথে এই আশার দাবি করতে হবে।

যদি আমরা অতীতের আত্মিক অভিজ্ঞতা বা মন্ডলীর অবস্থানের ওপর নির্ভর করি তাহলে আমরা পরাজিত হব

কিছু লোক পবিত্র জীবনকে এককালীন অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখে যার জন্য কোনো **দৈনন্দিন** শৃঙ্খলা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। তারা বিশ্বাস করে যে একবার তারা সাক্ষ্য দিয়ে দিয়েছে, "ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা আমার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেছেন

এবং আমাকে পবিত্র করেছেন”– এরপর আর কিছুই করার নেই। **তবে, পৌল** যেমন দেখিয়েছেন, তেমনভাবেই আমাদের অবশ্যই ক্রমাগত কাজ করে যেতে হবে। পাপের উপর বিজয়ের জন্য শৃঙ্খলার একটি অবিরাম জীবন প্রয়োজন। আমাকে অবশ্যই পাপকে “না” বলে যেতে হবে যাতে আমি ঈশ্বরের কাছে “হ্যাঁ” বলতে পারি।

যিশুর প্রলোভন সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রচার শয়তানের প্রলোভনের ওপর যিশুর বিজয় দিয়ে শেষ হয়। তবে, লূক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে কাহিনীটি শেষ করেছেন, “প্রলোভনের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হলে দিয়াবল কিছুকালের জন্য যীশুকে ছেড়ে চলে গেল, এবং পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় রইল” (লূক ৪:১৩)। যিশুর প্রলোভিত হওয়ার এটাই শেষবার নয়। যদিও সুসমাচারগুলিতে পরবর্তী প্রলোভনগুলির ব্যাপারে বিশদে লেখা নেই, তবে লূক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে শয়তান যিশুকে আবার প্রলোভইত করার পরিকল্পনা করেছিল।

আমাদের কখনোই এমন ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে আমরা আত্মিক পরিপক্কতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখান থেকে আমরা কখনো পড়ে যাব না। বরং, আমাদের সবসময় আমাদের দেহ এবং মনের ওপর কঠোর নজর রেখে চলতে হবে। শয়তান ঠিক সেই সময়ে আঘাত করতে ভালোবাসে যখন আমরা আমাদের বর্ম খুলে রেখেছি। একটি পবিত্র জীবনের জন্য সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন।

পালক এবং মন্ডলীর নেতারা আত্মিক বিজয়ের জন্য আমাদের সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করতে প্রলোভিত হতে পারে। আমরা এটি অনুমান করতে পারি কারণ আমরা সত্য প্রচার করি এবং ঈশ্বরের অভিষেক অনুভব করি যে আমরা পড়ে যেতে পারি না। তবে, রবিবার প্রচার করা এবং সোমবার শয়তানের প্রলোভনে পড়া সম্ভব। আমাদের কখনোই অতীত অভিজ্ঞতা বা মন্ডলীতে আমাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

যদি আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ব্যর্থ হব

একটি বিজয়ীর জীবন আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় নয় বরং পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় আসে। আত্মার নিরবচ্ছিন্ন শক্তিতে পবিত্র জীবন ***দৈনন্দিনভাবে*** যাপন করতে হয়। আমরা কখনোই সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি না যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় শয়তানের প্রলোভনকে পরাজিত করতে পারি। পিতর আবেগজনিত করে বলেছিলেন, “সবাই আপনাকে ছেড়ে গেলেও, আমি যাব না... আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়, তাহলেও আমি আপনাকে কখনোই অস্বীকার করব না” (মার্ক ১৪:২৯-৩১)। তিনি মনে করেছিলেন তিনি নিজের ক্ষমতাতেই শয়তানের আঘাত সামলাতে পারবেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তবে, যেহেতু আমরা আত্মার শক্তিতে বাস করি, তিনি আমাদেরকে প্রলোভনের ওপরে বিজয় দেন। ঠিক যেইভাবে যিশু আত্মার শক্তিতে প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমরাও আত্মার শক্তিতে প্রলোভনের মুখোমুখি হতে পারি।

পুনরায়, পালক এবং মন্ডলীর নেতারা নিজেদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করার জন্য প্রলোভিত হতে পারে। যদিও আমরা সভায় প্রার্থনা করি, তবুও আমরা ঈশ্বরের সাথে একাকী সময় কাটাতে ব্যর্থ হতে পারি। যদিও আমরা জনসমক্ষে ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার করার কথা পড়ি, তবুও আমাদের সাথে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যে ব্যক্তিগত কথাগুলি বলেন তা শোনার জন্য সময় দিতেও আমরা ব্যর্থ হতে পারি। আমরা অবশ্যই আমাদের পরিচর্যার প্রচেষ্টাকে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত পথ চলা এবং আত্মিক বিজয়ের জন্য তাঁর আত্মার শক্তির উপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস করতে দেব না।

যদি আমরা পতিত হই

যোহন বিশ্বাসীদেরকে পাপের ওপরে বিজয়ের একটি জীবনে আহ্বান করেছিলেন। "আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো" (১ যোহন ২:১)। আত্মিক ব্যর্থতা ছাড়া জীবন যাপন করা সম্ভব। তবে, যোহন তাদের জন্যও বিধান দিয়েছেন যারা পাপে পতিত হয়েছে, "কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ" (১ যোহন ২:১)। এই ভারসাম্যটি গুরুত্বপূর্ণ – এবং প্রায়শই এটি অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে।

একদিকে, কিছু ব্যক্তি আছে যারা এই পদটির কেবল প্রথম অংশের উপর জোর দিয়েছে: "আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো।" তারা প্রচার করে যে আমরা ইচ্ছাকৃত পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারি এবং থাকতে পারি। তবে যারা দুর্বলতার মুহূর্তে ব্যর্থ হয় তাদের উদ্দেশ্যে এই দলের লোকেদের কোনো বার্তা নেই।

অন্যদিকে, এমন বহু লোক আছে যারা এই পদটির কেবল পরবর্তী অংশটির ওপর জোর দিয়েছে: "কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ।" তারা মনে করে যে একটি বিজয়ী জীবন অসম্ভব এবং সেইজন্য আমরা অবশ্যই ক্রমাগত পাপে পতিত হতেই থাকব।

এক্ষেত্রে যোহন যথার্থ ভারসাম্য প্রদান করেছেন। প্রথমত, **একটি বিজয়ী জীবন সম্ভব;** আমাকে শয়তানের প্রলোভনের কাছে মাথা নত করতে হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়ত, যদি আমি দুর্বলতা মুহূর্তে ব্যর্থ হই, তাহলে **আমার জন্য একজন উকিল আছেন**। আমাকে খ্রিষ্টীয় জীবনের পথ ত্যাগ করতে হবে না। আমার হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলবেন। কিন্তু তিনি আমাকে ঠিক সেইভাবেই শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলবেন যেভাবে একজন স্নেহশীল পিতা তাঁর সন্তানকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলেন – "যে শাসন ধার্মিকতার ও শান্তির ফসল উৎপন্ন করে।" তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা তাঁর পবিত্রতার অংশীদার হতে পারি (ইব্রীয় ১২:১০, ১১)।

শয়তান খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বোঝাতে চায় যে ঈশ্বরকে খুশি করার উপায় হিসেবে আমাদেরকে কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে। সে চায় আমরা যেন ভুলে যাই যে আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছি এবং এখন আমরা তাঁর সন্তান। আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। সেই কথা বিবেচনা করলে, আমরা আরও কত বেশি সুনিশ্চিত যে, তাঁর জীবনের দ্বারা আমরা রক্ষা পাব (রোমীয় ৫:১০)।

পাপী হিসেবে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে পারিনি; তিনি আমাদেরকে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন। তাই, পৌল বলেছেন, "আরও কত বেশি সুনিশ্চিত যে, তাঁর জীবনের দ্বারা আমরা রক্ষা পাব!" বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে দেখলে মনে হয় তারা বিশ্বাস করে যে "আমি বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু আমি ঈশ্বরের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো হয়ে থেকে পরিত্রাণের জীবন যাপন করছি।"

এটা অনেকটা সেইসব বাবা-মাদের মত যারা বলে, "হ্যাঁ, এই পৃথিবীতে আনার জন্য আমি তোমাকে অনেক আদর-যত্ন দিয়েছি – কিন্তু এখন তোমাকে তোমার দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে আমার ভালোবাসা অর্জন করে নিতে হবে।" এটা কোনো স্নেহশীল বাবা-মা নয়! এবং আমাদের প্রেমময় স্বর্গীয় পিতা এরকম নন।

পরিবর্তে, আমি যেমন প্রথমে আমাকে আত্মিক জীবনে নিয়ে আসার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেছিলাম, আমি আমার আত্মিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করি। ***এবং***, যদি আমি ব্যর্থ হই, আমাকে আবার আত্মিক স্বাস্থ্যে ফিরে আসার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – হাডসন টেলর

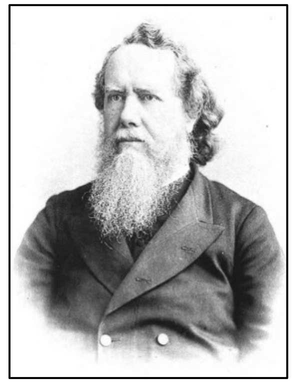

আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিশনারিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাডসন টেলর (Hudson Taylor), যিনি চাইনা ইনল্যান্ড মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা।[37] টেলর ১৭ বছর বয়সে তাঁর মায়ের প্রার্থনার মাধ্যমে মন পরিবর্তন করেন। তিনি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং মাত্র ২১ বছর বয়সে একজন মিশনারি হিসেবে চিন দেশে পাড়ি দেন।

২৮ বছর বয়সে তিনি হেপাটাইটিসের কারণে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। পরের পাঁচ বছরে তিনি ঈশ্বরের নেতৃত্বের সন্ধান করেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর চান যে তিনি যেন মিশনারিদের চিনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করেন যেখানে প্রচারের কাজ হয়নি। ৩৪ বছর বয়সে হাডসন এবং মারিয়া টেলর তাদের সন্তানদের নিয়ে অন্য ১৬ জন মিশনারির একটি দলের সাথে যাত্রা করেছিলেন, যা ছিল চাইনা ইনল্যান্ড মিশনারি-এর প্রথম মিশনারিদের দল।

হাডসন টেলরের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিগুলির মধ্যে একটি হল, "ঈশ্বরের পদ্ধতিতে করা ঈশ্বরের কাজে কখনোই ঈশ্বরের দেওয়া সরবরাহের অভাব হবে না।" আমরা প্রায়শই এটিকে অর্থ সম্পর্কিত একটি বিবৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকি, কিন্তু টেলরের কাছে এটি আরো বেশি কিছু ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর অর্থ, আশ্বাস, বিশ্বাস, শান্তি, শক্তি এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করবেন। চাইনা ইনল্যান্ড মিশন-এর প্রধান হিসেবে পঞ্চাশ বছরে হাডসন টেলর এই প্রতিশ্রুতি অগণিত বার পূরণ হতে দেখেছিলেন।

১৯৬৯ সালে টেলর তার আত্মিক জীবনে সবচেয়ে বড় সংকটের সম্মুখীন হন। তিনি নানারকম প্রলোভন এবং ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মা'কে লিখেছিলেন, "আমি কখনো জানতেই পারিনি আমার মানসিকতা কতটা খারাপ।" আবার তিনি এটাও লিখেছিলনে, "আমি জানি যে আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং তাঁর কাজকে ভালোবাসি, এবং কেবল তাঁকেই সর্বতভাবে সেবা করতে চাই। ***ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুক যেন আমি তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতে পারি এবং আরো ভালোভাবে তাঁর সেবা করতে পারি।***"

১৮৬৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হাডসন টেলর সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেলরের জীবনে ঈশ্বর নতুনভাবে তাঁর আত্মাকে সেচন করেছেন। টেলর এক সহকর্মীকে লিখেছেন, "ঈশ্বর আমাকে এক নতুন মানুষ তৈরি করেছেন!" টেলরের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁর নতুন আশ্বাসের চাবিকাঠিটি ছিল একজন সহ-মিশনারি জন ম্যাকার্থির লেখা একটি চিঠিতে উল্লিখিত একটি বাক্য। টেলর তাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তা অর্জনের পথ খুঁজছিলেন। ম্যাকার্থি লিখেছেন, "কীভাবে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারি? বিশ্বাসের জন্য চেষ্টা করে নয়, বরং বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর নির্ভর করার মাধ্যমে।"

---

[37] ছবি: "HudsonTaylorin1893", *The Story of The China Inland Mission* (1893), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HudsonTaylorin1893.jpg, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহীত।

টেলর তার বোনকে লিখেছেন,

> যেমনটা আমি পড়েছি, ঠিক তেমনটাই আমি দেখেছি! "আমরা যদি বিশ্বাসবিহীন হই, তিনি থাকবেন চিরবিশ্বস্ত।" আমি যিশুর দিকে তাকিয়েছিলাম এবং দেখেছিলাম (আর যখন আমি দেখলাম, ওহ, কী অনাবিল আনন্দ)! তিনি বলেছেন, "আমি তোমাকে কখনো ত্যাগ করব না।"
>
> "আহা, এখানেই বিশ্রাম!" আমার মনে হয়। "আমি তাঁর মধ্যে বিশ্রাম করার জন্য বৃথাই চেষ্টা চালিয়ে গেছি। আমি আর চেষ্টা করব না। তিনি কি আমাকে আমার সাথে থাকার, আমাকে ছেড়ে না যাওয়ার, আমাকে ব্যর্থ না করার প্রতিশ্রুতি দেননি?" এবং, প্রিয় বোন, তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভাঙবেন না।
>
> আমি শুধু এইটুকুই দেখিনি যে যিশু আমাকে ছেড়ে যাবেন না, সাথে এটাও দেখেছি যে আমি তাঁর দেহের, তাঁর মাংসের এবং তাঁর হাড়ের অংশ। দ্রাক্ষালতা কেবল শিকড় নয়, সবই—মূল, কাণ্ড, শাখা, ডাল, পাতা, ফুল, ফল। এবং যিশু শুধু এগুলিই নন - তিনি মাটি এবং রোদ, বাতাস এবং ঝরনা, এবং আমরা যতটা স্বপ্ন দেখেছি, চেয়েছি বা প্রয়োজন বোধ করেছি, তিনি তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি। আহা, এই সত্যকে দেখতে পাওয়ার কী যে আনন্দ! আমি প্রার্থনা করি যে তোমারও জ্ঞানের চোখ আলোকিত হোক, যেন তুমিও খ্রিষ্টে আমাদেরকে অবাধে দেওয়া সম্পদগুলি জানতে এবং উপভোগ করতে পারো।

এই মুহূর্তটিতে টেলর বুঝতে পেরেছিলেন যে খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয় বরং সেই দ্রাক্ষালতার সাথে একতার মাধ্যমে আসে যা জীবন প্রদান করে। এই খ্রিষ্টের সাথে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আসে। পরবর্তীকালে তাঁর ছেলে লিখেছন, "তিনি আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানতেন, তবে এটি আরও বেশি কিছু ছিল; এটি ছিল একটি নতুন প্রাপ্তি, নিজেকে এবং সবকিছুকে তাঁর কাছে হস্তান্তর করার একটি আনন্দ।"

এটি কোনো সাময়িক আবগেজনক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিরিশ বছর পরে, টেলর স্মৃতিচারণ করতে করতে লিখেছেন, "যোহন ৪:১৪-তে লেখা 'কিন্তু আমি যে জল দান করি, তা যে খাবে, সে কোনোদিনই তৃষ্ণার্ত হবে না' এই পদটি থেকে যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি, তা আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যখন আমরা বুঝতে পারি খ্রিষ্ট যা বলছেন তাতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 'তৃষ্ণার্ত' মানে 'তৃষ্ণার্ত', 'কখনো হবে না' মানে 'কখনোই হবে না' - তখন আমাদের হৃদয়ে আনন্দ উপচে পড়ে ***কারণ আমরা সেই উপহার গ্রহণ করেছি।***" এই কথাটি লক্ষ্য করুন - "কারণ আমরা সেই উপহার গ্রহণ করেছি।" টেলর বুঝতে পেরেছিলেন ঈশ্বরের পবিত্রতার অনুগ্রহ একটি উপহার যা গ্রহণ করতে হয়, কোনো বস্তু নয় যা অর্জন করা যায়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই অভিজ্ঞতা টেলরের বাকি জীবনকে মোটেই সহজ করে তোলেনি। পরের বছরটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন বছরগুলোর অন্যতম। সেই বছরেই তার দুই সন্তান মারা যায় এবং মারিয়া ৩৩ বছর বয়সে মারা যায়। পরবর্তীতে, টেলর বক্সার বিদ্রোহের (Boxer Rebellion) আতঙ্কের মধ্য দিয়ে চাইনা ইনল্যান্ড মিশন-এর নেতৃত্ব দেন। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে মিশনের ৭৯ জন সদস্য নিহত হন।

কিন্তু এই সবের মধ্য দিয়েও, টেলর তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে ঈশ্বর যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করবেন। একজন এপিস্কোপাল যাজক যিনি এক কঠিন সময়ে টেলরকে দেখতে গিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন, "এখানে প্রায় ৬০ বছর বয়সী একজন মানুষ ছিলেন, যিনি মারাত্মক বোঝা বহন করা সত্ত্বেও একেবারে শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন।" কেন? কারণ টেলর

দ্রাক্ষালতার সাথে ছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি যা করতেন তা "ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির গুণেই, যেন সব বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশংসিত হন।" (১ পিতর ৪:১১)।

এই অভিজ্ঞতা টেলরের আত্মিক বৃদ্ধিকে স্থগিত করে দেয়নি। বা তাঁর "খ্রিষ্টে বিশ্রাম" এর অর্থ এই নয় যে কোনো প্রচেষ্টা জড়িত ছিল না। প্রতি সকালে, পরিচর্যার কাজ সামলে টেলর দৈনন্দিন কাজ শুরু করার আগে দুই ঘন্টা প্রার্থনা করতেন এবং বাইবেল পড়তেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পৌলের মতই আমাদের লক্ষ্যের দিকে প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাটি ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর ছিল, হাডসন টেলরের শক্তির উপর নয়। টেলর জানতেন যে তার বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করার জন্য বিছানা থেকে সরে যাওয়ার শক্তিও ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল। তিনি খ্রিষ্টের মত হতে পারেন ***কারণ তিনি 'খ্রিষ্টে ছিলেন'***।

টেলরের ছেলে তার প্রার্থনা এবং বাক্যে নির্ভরশীল জীবনের কথা স্মরণ করেছেন। খ্রিষ্টে বিশ্রামের অর্থ এই নয় যে টেলর আত্মিক অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছিলেন।

> তিনি মনে করতেন সবকিছু থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই পথ – ঈশ্বরের সাথে দৈনন্দিন, প্রতিমুহূর্তের সহভাগিতা; এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি কেবল গোপন প্রার্থনা আর বাক্যের ওপর বেঁচে থাকার মাধ্যমেই বজায় রাখা যায়, কারণ এটির মাধ্যমেই ঈশ্বর নিজেকে আকাঙ্খিত হৃদয়গুলির কাছে প্রকাশ করেন। টেলরের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনে প্রার্থনা করা এবং বাইবেল পড়ার জন্য সময় বের করা সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি জানতেন যে এটি গুরুত্বপূর্ণ।
>
> প্রায়শই তারা তাদের বাবার সাথে একটি বড় ঘরে থাকত; মূলত তাদের জন্য একটি দিক ছিল, আর তাদের বাবার জন্য আরেকটি দিক ছিল, আর পুরো জায়গাটাই একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকত। অল্প কিছুক্ষণের ঘুমের পরেই, তারা দেশলাই কাঠি জ্বালানোর আওয়াজ পেত আর সেটা জ্বলে উঠতে দেখত, যার মানে হল টেলর ওই ঘুমন্ত-ক্লান্ত অবস্থাতেও খুব মন দিয়ে তার ছোট্ট দুই খন্ডের বাইবেলটি পড়ছেন। রাত দুটো থেকে ভোর চারটে পর্যন্তই তিনি সাধারণত প্রার্থনায় সময় কাটাতেন; যে সময়টায় তিনি সবচেয়ে নিশ্চিত এবং অবিচলভাবে এক অবিভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের অপেক্ষা করতেন... টেলর বুঝতে পেরেছিলেন একটি মিশনারি জীবনের সবচেয়ে কঠিন অংশ হল একটি দৈনন্দিন প্রার্থনাময় বাইবেল পাঠ। তিনি বলতেন, "শয়তান আপনাকে দিয়ে সবসময়ই কিছু না কিছু করানোর চেষ্টা করবে, তাই আপনার সবসময় নিজেকে প্রার্থনা আর শাস্ত্রপাঠে মগ্ন রাখা উচিত।"

বর্তমানে ১,৬০০ জন মিশনারি OMF ইন্টারন্যাশনাল-এ কাজ করে, যেটি চাইনা ইনল্যান্ড মিশন-এর উত্তরাসুরি। কয়েক লক্ষ চৈনিক বিশ্বাসী এই মিশনের পরিচর্যা কার্যের মাধ্যমে খ্রিষ্টের পথে এসেছে। এটি এমন একজন ব্যক্তির ফল যিনি খ্রিষ্টের সাথে একতায় জীবন যাপন করেছিলেন।[38]

---

[38] Dr. and Mrs. Howard Taylor, *Hudson Taylor's Spiritual Secret* থেকে অভিযোজিত।

ঐশ্বরিক প্রেম – চার্লস ওয়েসলি (Love Divine - Charles Wesley)

ঐশ্বরিক প্রেম, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ভালবাসে, পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গের আনন্দ;
স্থাপন করো আমাদের মধ্যেই তোমার বিনয় তাম্বু; তোমার সমস্ত বিশ্বস্ত করুণার মুকুট!
যিশু, তুমিই করুণা, পবিত্র, তুমিই এক অনন্ত প্রেম;
তোমার পরিত্রাণেই আমাদের পরিদর্শন করো; প্রবেশ করো প্রতিটি কম্পিত হৃদয়ে।

তারপর সম্পন্ন করো তোমার নতুন সৃষ্টি; আমাদের করে তোলো বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক।
তোমার মহান পরিত্রাণ পুরোপুরি আপনার মধ্যে পুনঃস্থাপিত হতে দেখার সুযোগ দাও;
গৌরব থেকে গৌরবে পরিবর্তিত, স্বর্গ পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করি আমাদের স্থান,
আমরা তোমার সামনে মাথা নত করি, আর বিস্ময়, ভালোবাসা এবং প্রশংসায় হারিয়ে যাই।

১০ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) প্রেরিতরা প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে পবিত্র হতে বলেছেন।

(২) পবিত্র হওয়ার মানে হল খ্রিষ্টের মত হওয়া।

- পবিত্র হওয়ার মানে হল একটি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া: একটি খ্রিষ্টসাদৃশ্য হৃদয় এবং মন।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল পবিত্র হাতের অধিকারী হওয়া: খ্রিষ্টসাদৃশ্য আচরণ।
- পবিত্র হওয়ার মানে হল খ্রিষ্টসাদৃশ্য প্রেমের অধিকারী হওয়া।

(৩) পত্রগুলি দেখায় যে দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা কেমন দেখতে হবে।

- আপনাকে পবিত্র করা হয়েছে; আপনাকে পবিত্র করা হচ্ছে।
- আপনি সাধুগণের মধ্যে একজন; আপনাকে অবশ্যই সাধুদের মত জীবন যাপন করতে হবে।
- ঈশ্বর আপনাকে পবিত্র করেছেন; আপনাকে অবশ্যই পবিত্রতা অনুসরণ করতে হবে।

(৪) আমাদের মধ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টের আত্মার মাধ্যমে আমরা পবিত্র জীবন যাপনে সক্ষম।

(৫) আমরা “খ্রিষ্টের মধ্যে” একটি পবিত্র জীবন যাপন করি। আমাদের পুরনো জীবন “আদমের মধ্যে” যাপিত হয়েছে। আমাদের নতুন জীবন “খ্রিষ্টের মধ্যে” যাপিত হয়।

(৬) একটি পবিত্র জীবন দ্রাক্ষালতার সাথে দৈনন্দিন সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) “একটি খ্রিষ্টস্বরূপ জীবন”– এই বিষয়টির ওপর একটি প্রচার তৈরি করুন। জীবনযাপনের দু’টি উপায়কে তুলনা করুন: আদমে আমাদের পুরানো জীবন এবং খ্রীষ্টে আমাদের নতুন জীবন। দেখান কিভাবে ‘খ্রিষ্টে থাকা‘ আমাদেরকে পাপের উপর বিজয়ের জন্য শক্তি দেয়।

(২) ফিলিপীয় ২:১-৫ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ১১
পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সহভাগিতা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের মুখনির্গত প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতায় আনন্দ করবে।

(২) বুঝতে পারবে যে মন্ডলীর সাথে সহভাগিতা হল আসলে স্বর্গে সহভাগিতার জন্য প্রস্তুতি

(৩) স্থানীয় মন্ডলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করবে যা পবিত্রতায় বৃদ্ধি পেতে অনুপ্রাণিত করে।

(৪) প্রকাশিত বাক্য ২১:২-৩ মুখস্থ করবে।

যোহন: এক ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা দেখেছিলেন

চলুন এজিয়ান সাগরের পাটম দ্বীপে যাই। এটি কোনো সুন্দর ক্যারিবিয়ান বা দক্ষিণ প্রশান্ত-মহাসগরীয় দ্বীপ নয়। এটি হল একটি কারাগার-দ্বীপ। পাটম পরিত্যক্ত এবং নির্জন। এখানেই আপনি প্রিয় শিষ্য যোহনকে নির্বাসনের জীবন কাটাতে দেখবেন।

যোহন একজন বৃদ্ধ লোক। তিনি বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করেছেন এবং পবিত্র জীবনের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ছেন। তিনি ইফিষে অবস্থিত মন্ডলীতে পরিচর্যার কাজ করেছেন, যিশুর বিধবা মায়ের দেখাশোনা করেছেন, এবং সমগ্র এশিয়া মাইনর জুড়ে প্রচার করেছেন।

যে বয়সে যিশুর শেষ জীবিত শিষ্য হিসেবে তাঁর সম্মান উপভোগ করার কথা, সেইসময়ে যোহন পাটম দ্বীপে নির্বাসিত হন। তিনি নিঃসঙ্গ এবং তাঁর মনে হয়েছিল ইনি হয়ত আর ঈশ্বরের কাজের জন্য উপযোগী নন। কিন্তু যিশুর মৃত্যুর প্রায় ৬০ বছর পরে, এক রবিবারের সকালে, যোহন প্রভুর দিনে যখন আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তিনি তূরীধ্বনির মতো একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান (প্রকাশিত বাক্য ১:১০)।

যখন যোহন কণ্ঠস্বরের দিকে ফেরেন, তিনি সেই খ্রিষ্টকে দেখতে পান যাঁকে তিনি তাঁর জীবন সমর্পণ করেছিলেন। যিশুর চুল ছিল পশমের মতো সাদা, তাঁর চোখ ছিল আগুনের শিখার মতো, পিতলের ন্যায় তাঁর পায়ের পাতা ছিল উজ্জ্বল, এবং তাঁর স্বর ছিল এক বিশাল জলপ্রপাতের গর্জনের মতো। তাঁর মুখ ছিল দৃপ্ত (প্রকাশিত বাক্য ১:১২-১৬)। যোহন দেখেছিলেন "পিতার নিকট থেকে আগত এক ও অদ্বিতীয় পুত্রের মহিমা, যা অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ" (যোহন ১:১৪)।

প্রকাশিত বাক্যে আমরা আসলে ঈশ্বরের পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা দেখার জন্য যোহনের সাথে স্বর্গে ভ্রমণ করি। পবিত্র লোকেরা এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে অবিভক্ত সহভাগিতায় অনন্তকাল বসবাস করবে।

একটি নিখুঁত পৃথিবী

পতিত এক নিখুঁত পৃথিবী

এই কোর্সের প্রথম পাঠে, আপনাকে সৃষ্টির পরবর্তী সময়ের এদন উদ্যানটি কল্পনা করতে বলা হয়েছিল। এটি একটি নিখুঁত পৃথিবী ছিল। নানারকম গাছপালা, ফুল-ফলে চারিদিক ভরে ছিল। এটি পাপ এবং তার প্রভাবমুক্ত পৃথিবী ছিল। এটি যন্ত্রণা, চোখের জল, বা মৃত্যুহীন এক পৃথিবী ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে নিখুঁত সম্পর্কের একটি পৃথিবী ছিল। কোনোকিছুই মানুষকে ঈশ্বরকে পৃথক করতে পারেনি।

দুঃখের বিষয়, পাপ এই পৃথিবীকে নষ্ট করেছিল। সুন্দর ফুলের মাঝখানে আগাছা গজিয়ে উঠিয়েছিল। শান্ত প্রাণীরা ভয়ঙ্কর শিকারীতে পরিণত হয়েছিল। মানুষকে দুর্দশা, যন্ত্রণা এবং মৃত্যু ভোগ করতে হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে নিখুঁত সম্পর্কটি নষ্ট হয়েছিল। পাপের কারণে, মানুষ এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং জীবনবৃক্ষ থেকে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এটি অনেকটা এরকম ছিল যে শয়তান ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্যকে পরাজিত করেছিল।

পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা

“আমাদের নিয়ে চলো, হে প্রভু,
আমাদের শেষ জাগরণে
স্বর্গের বাড়িতে এবং দরজায়,
যে দরজা দিতে ঢুকে সেই বাড়িতে
বাস করতে পারি
যেখানে অন্ধকার থাকবে না, কিন্তু
একটি আলো থাকবে৷
কোন শব্দ থাকবে, কিন্তু একটি স্তব
থাকবে;
কোন শেষ বা শুরু থাকবে না,
কিন্তু তোমার গৌরব এবং
আধিপত্যের আবাসে
এক অনন্তকাল, অন্তহীন বিশ্ব
থাকবে।”

– জন ডন (John Donne) -এর
লেখা থেকে গৃহিত

প্রতিশ্রুত এক নিখুঁত পৃথিবী

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের তাঁর মতো করে তোলার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর পরিকল্পনা দেখিয়েছেন; তিনি এক পবিত্র জাতি তৈরি করতে চান। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ঈশ্বর একদিন তাঁর লোকেদের পবিত্র করবেন এবং তাদের একটি পবিত্র স্থানে ফিরিয়ে আনবেন। পুনরাবৃত্তি করে, প্রকাশক যোহন এই প্রতিজ্ঞাগুলোর পরিপূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

যিহিষ্কেল এমন একটি দিনের দর্শন পেয়েছিলেন যেদিন ঈশ্বর তাঁর পবিত্র লোকেদের মধ্যে বাস করবেন।

> আমার বাসস্থান তাদের মধ্যে হবে; আমি তাদের ঈশ্বর হব এবং তারা আমার প্রজা হবে। তখন জাতিগণ জানবে যে **আমিই সদাপ্রভু যে ইস্রায়েলকে পবিত্র করেছে**, যখন আমার পবিত্রস্থান চিরকাল তাদের মধ্যে থাকবে (যিহিষ্কেল ৩৭:২৭-২৮)।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে পবিত্র করবেন; তিনি তাঁর লোকেদের পবিত্র করবেন। তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে বসবাস করবেন। যিহিষ্কেল ৩৭:২৭-এর প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত বাক্য ২১:৩-এ পরিপূর্ণ হয়েছে:

> দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।

ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন তিনি তাঁর পবিত্র লোকেদের মধ্যে বাস করবেন। যিহিষ্কেলের মতো, সখরিয় এমন একটা দিনের দর্শন দেখেছিলেন যেদিন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তাঁর লোকেদের জন্য পরিপূর্ণ হবে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, “আমি তোমাদের মধ্যে বাস করব” (সখরিয় ২:১০-১১)।

সখরিয় ৩ অধ্যায়টি ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য পরিকল্পনাকে তুলে ধরে। সখরিয়র দর্শনে, মহাযাজক অপরিষ্কার পোশাক পরেছিলেন যা ইস্রায়েলের অশুচিতাকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর একদিন তাঁর লোকেদের শুচি করবেন; ইস্রায়েলের অপরিষ্কার পোশাক সুন্দর পোশাক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

> যারা তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল তাদের সেই স্বর্গদূত বললেন, "তার নোংরা কাপড় খুলে ফেলো।" তারপর তিনি যিহোশূয়কে বললেন, "দেখো, আমি তোমার পাপ দূর করে দিয়েছি, এবং আমি তোমাকে দামি পোশাক পরাব।" (সখরিয় ৩:৪)।

সখরিয়'র শেষ পদগুলি পুরাতন নিয়মের অন্যতম মহিমাময় চিত্রকে তুলে ধরে।

> সেদিন "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র" এই কথা ঘোড়ার গলার ঘণ্টার উপরে খোদাই করা থাকবে, এবং সদাপ্রভুর গৃহের রান্নার হাঁড়িগুলি বেদির সামনের পবিত্র পাত্রগুলির মতো পবিত্র হবে। জেরুশালেমের ও যিহূদার সমস্ত হাঁড়ি সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে, এবং যারা পশু উৎসর্গ করতে আসবে তারা সেইসব পাত্রের কয়েকটা নিয়ে সেগুলিতে রান্না করবে। সেদিন সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর গৃহে কোনও কনানীয় আর থাকবে না। (সখরিয় ১৪:২০-২১)।

ঘোড়ার ঘণ্টাগুলিতে মহাযাজকের পাগড়িতে ঈশ্বরের বাক্য খোদাই করা হবে (যাত্রাপুস্তক ২৮:৩৬-৩৮)। সাধারণ পাত্রগুলিও পবিত্র বেদীর সামনে থাকা শুচি পাত্রগুলির মতোই পবিত্র হবে। জেরুশালেম ঠিক তেমনই হবে যেমন ঈশ্বর এটিকে বানাতে চেয়েছিলেন; সমগ্র শহরটিই ঈশ্বরের বাসস্থান হবে।

ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবেন; তিনি পবিত্র লোকেদের সাথে একটি পবিত্র শহরে বাস করবেন। সখরিয়ের দর্শন প্রকাশিত বাক্য ২১ এবং ২২-এ পূর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর উপস্থিতিতে বাস করবে। "তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন, তারা তাঁর প্রজা হবে" (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)।

পুনর্গঠিত এক নিখুঁত পৃথিবী

পবিত্র বাইবেল একটি নিখুঁত পৃথিবীর বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে যেটি পতনের কারণে হারিয়ে গিয়েছিল। এটি একটি নিখুঁত পৃথিবীর বর্ণনা দিয়ে শেষ হয়েছে যেটি সেইসব মানুষদের জন্য অপেক্ষা করছে যারা তাদের জীবনে ঈশ্বরকে তাঁর পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার অনুমতি দেয়। ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের জন্য একটি পবিত্র নগরী প্রস্তুত করা হয়েছে।

এদন উদ্যানের মতোই, এই পবিত্র নগরীও চারিদিকে নানারকম ফুল, গাছপালা, এবং সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ এক নিখুঁত পৃথিবী। এখানে সবকিছুই সুন্দর:

> তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন। তার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং তা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে নির্গত হয়ে নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীর দুই পাশে ছিল জীবনদায়ী গাছ, যা বারো মাসে বারো রকমের ফল উৎপন্ন করে। আর সেই গাছের পাতা সব জাতির আরোগ্যলাভের জন্য (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২)।

পাপের কারণে মানবজাতি এদন উদ্যান এবং জীবনবৃক্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্যে, জীবনবৃক্ষ আবার মানুষের জন্য উপলব্ধ।

এটি পাপহীন একটি পৃথিবী হবে। পাঠকেরা মাঝে মাঝে প্রকাশিত বাক্যের মাঝখানের অধ্যায়গুলি পড়ে ভয় পেয়ে যান। এই অধ্যাগুলিতে বিচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীর ওপর নেমে আসবে। বহু পাঠকই সেটা এড়িয়ে শেষের অধ্যায়গুলিতে চলে যেতে পছন্দ করে যেখানে স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। তবে, আমরা বইয়ের মধ্যভাগটি এড়িয়ে যেতে পারি না। এক পবিত্র ব্যক্তির এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে অবিভক্ত সহভাগিতায় থাকার জন্য, পাপের ক্ষমতাকে চূর্ণ হতেই হবে।

প্রকাশিত বাক্য মূলত ঈশ্বরের লোকদের প্রতি শয়তানের ঘৃণাকে দেখায়। যোহন দশটা শিং এবং সাতটা মাথাসহ একটি পশুকে সমুদ্র থেকে উঠতে দেখেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১)। সেই পশুকে সাধুদের ওপর আঘাত করার এবং তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৭)। কিছুক্ষণের জন্য, এটি হয় যে শয়তান ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের পরাজিত করেছে। কিন্তু, সেই পশু বা শয়তান শেষপর্যন্ত পরাজিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৫:২)। ঈশ্বরের লোকেরাই অবশেষে বিজয়ী হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে।

ইতিহাসে যুগে যুগে, ঈশ্বরের লোকেরা বিশ্বাস করেছে যে এক পবিত্র ঈশ্বরে সেটাই করবেন যা ন্যায্য। ঈশ্বরের পবিত্রতা গীতরচককে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল যখন তিনি ন্যায়বিচারের জন্য কেঁদেছিলেন। “কারণ তুমি এমন ঈশ্বর নও যিনি দুষ্টতায় সন্তুষ্ট হন; কারণ তুমি দুষ্টদের পাপ সহ্য করতে পারো না” (গীত ৫:৪)। প্রকাশিত বাক্যে, যোহন শহীদদের কান্না শুনেছিলেন, “পবিত্র ও সত্যময়, সর্বশক্তিমান প্রভু, পৃথিবী নিবাসীদের বিচার করতে ও আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে আর কত কাল দেরি করবেন?” (প্রকাশিত বাক্য ৬:১০)।

ঈশ্বরের পবিত্রতা ঈশ্বরের লোকেদের আশ্বস্ত করে যে ন্যায়বিচার জয়ী হবে। যোহন রোমের অত্যাচারে অত্যাচারিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে পবিত্র এবং ন্যায়বাদী বিচারক একদিন তাঁর লোকেদের জন্য ন্যায়বিচার নিয়ে আসবেন। প্রকাশিত বাক্য ঈশ্বরের লোকেদেরকে বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান জানায়, সাথে জানায় যে একজন পবিত্র ঈশ্বর তাঁর পবিত্র লোকেদের হয়ে প্রতিশোধ নেবেন। প্রকাশিত বাক্য এমন এক সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখে যেদিন শয়তান পরাজিত হবে, এবং ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা শান্তিতে বসবাস করবে।

স্বর্গ একটি পবিত্র শহর। এটি এমন একটি শহর যেখানে পাপ বা পাপের প্রভাব নেই। এটি যন্ত্রণা-চোখের জল-দুর্দশা-মৃত্যুহীন এক শহর। “তিনি তাদের সমস্ত চোখের জল মুছে দেবেন। আর কোনো শোক বা মৃত্যু বা কান্না বা ব্যথাবেদনা হবে না, কারণ পুরোনো সমস্ত বিষয় গত হয়েছে” (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)।

কিন্তু সেখানে আরো সুন্দর কিছু আছে। এদন উদ্যানের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিষয়টি ছিল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে নিখুঁত সহভাগিতা। আদম ও হবা বাগানে ঈশ্বরের সাথে হাঁটতেন। তাঁরা তাঁর সাথে মুখোমুখি কথা বলতেন। কোনোকিছুই ঈশ্বর এবং মানুষকে আলাদা করতে পারেনি। স্বর্গে, আমরা ঈশ্বরের সাথে নিখুঁত সহভাগিতায় থাকব। কোনোকিছুই এক পবিত্র ব্যক্তিকে এক পবিত্র ঈশ্বরের থেকে আলাদা করে দিতে পারবে না।

> আর আমি সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা বলছিল, “দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন” (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)।

যোহন স্বর্গকে এক ভয়-যন্ত্রণা-মৃত্যুহীন স্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পুরনো পৃথিবীতে যা কিছু ভয়ের কারণ ছিল (সমুদ্রের ভয়াল ঢেউ, রাতের বিপদ, রোগের ভয়াবহতা) তা আর থাকবে না। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অন্তনকালীন শান্তি বিরাজ করবে।

> সেখানে আর কোনও অভিশাপ থাকবে না। সেই নগরের মধ্যে থাকবে ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন, আর তাঁর দাসেরা তাঁর উপাসনা করবে। তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে এবং তাঁর শ্রীনাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। সেখানে আর রাত্রি হবে না। তাদের প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বরই তাদের আলো প্রদান করবেন। আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবে (প্রকাশিত বাক্য ২২:৩-৫)।

পবিত্র লোকেরা সবসময়েই ঈশ্বরকে দেখতে চায়। মোশি ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারেননি (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮-২০)। দায়ূদ প্রার্থনা করেছিলেন, "কখন আমি গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি?" (গীত ৪২:২)।[39] যিশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে নির্মল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের দর্শন পাবে (মথি ৫:৮)। প্রকাশিত বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়েছে। "তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে এবং তাঁর শ্রীনাম তাদের কপালে লেখা থাকবে" (প্রকাশিত বাক্য ২২:৪)।

ডালাস উইলার্ড (Dallas Willard) একটি বাচ্চা ছেলের কথা বলেছিলেন যার মা মারা গিয়েছিলেন। একদিন রাত্তিরে, প্রচন্ড ভয় পেয়ে, বাচ্চাটি তার বাবার ঘরে শুতে চায়। মাঝরাতে ছেলেটি উঠে পড়ে এবং তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি আমার দিকে মুখ করে শুয়ে আছ?" বাবা উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আমার মুখ তোমার দিকেই আছে।" এটাই যথেষ্ট ছিল; বাচ্চাটি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বর্গে পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাবে। তাঁর মুখ অনন্তকালের জন্য আমাদের দিকে থাকবে; আমরা শান্তিতে বাস করব।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হবে! এদন উদ্যান আবার ভরে উঠবে। পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র হাতের অধিকারী ব্যক্তিরা এক পবিত্র ঈশ্বরের জন্য চিরকাল বাস করবে। এটাই হল ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য পরিকল্পনা।

পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সাথে অবিভক্ত সহভাগিতা

যোহন ঈশ্বরের লোকেদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি দর্শন দেখেছিলেন। এটি পবিত্র লোকেদের একটি পবিত্র নগরে বাস করার একটি দর্শন। প্রকাশিত বাক্যে তিনবার, যোহন আমাদের অন্তনকালীন বাসগৃহের স্থানটিকে পবিত্র নগরী হিসেবে বর্ণনা করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:২, ১০; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৯)। এটি এক পবিত্র ঈশ্বরের, পবিত্র স্বর্গদূতেদের এবং , পবিত্র লোকেদের বাড়ি। এই সুন্দর শহরটি প্রকৃত পবিত্রতার একটি স্থান। কেবল পবিত্র লোকেরাই এখানে থাকতে পারে।

প্রকাশিত বাক্য ২১ স্বর্গরাজ্যের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরে, কিন্তু সেইসাথে এটি এই সতর্কতাটিও সংযুক্ত করে:

> কিন্তু যারা কাপুরুষ, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য স্বভাববিশিষ্ট, খুনি, অবৈধ যৌনাচারী, যারা তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে, যারা প্রতিমাপূজা করে এবং যত মিথ্যাবাদী, তাদের স্থান হবে জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে। এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু (প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)।

[39] এই প্রার্থনাটির একটি বিকল্প অনুবাদ হল, "কখন আমি উপস্থিত হব আর ঈশ্বরের মুখ দর্শন করব?" ["When shall I come and see the face of God?"– *English Standard Version*-এর ফুটনোট অনুযায়ী]

স্বর্গ একটি পবিত্র শহর। ঈশ্বর কখনোই পাপকে সেই শহরের পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য ঢুকতে দেবেন না। পুরনো দিনের প্রচারকেরা বলতেন, “স্বর্গ হল পবিত্র লোকেদের জন্য প্রস্তুত করা এক পবিত্র শহর।” কেবলমাত্র একজন পবিত্র ব্যক্তিই এই পবিত্র শহরে বাস করা ***উপভোগ*** করবে।

একজন আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষ কখনোই এমন একটি শহরে আনন্দ উপভোগ করবে না যে শহরের মূল আকর্ষণ হল ঈশ্বরের মেষশাবক। একজন ব্যক্তি যে পাপময় আনন্দের জন্য জীবন যাপন করে, সে সেই শহরে নিরানন্দে থাকবে যেটি শুচি। একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না, সে সেই শহরে বিরক্ত হয়ে যাবে যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা অনন্তকালীন। পবিত্র নগরীটি পবিত্র লোকেদের জন্য বানানো হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরের লোকেরা পবিত্র এবং শুচি, তারা সেই নগরীতে ঈশ্বরের সাথে চিরকাল বাস করবে।

যিহিষ্কেল ৪০-৪৮ অধ্যায়ের প্রতিজ্ঞা নতুন যিরুশালেমে পরিপূর্ণ হয়েছে। তবে, পাঠক খুব তাড়াতাড়িই যিহিষ্কেলের দর্শন এবং প্রকাশিত বাক্যে এটির প্রকাশের মধ্যে পার্থক্যটি দেখতে পাবেন। যিহিষ্কেলের দর্শনে, মন্দিরটি নগরের মাঝখানে অবস্থিত। নতুন যিরুশালেমে কোনো মন্দির নেই, কারণ এটির মন্দির হল সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং সেই মেষশাবক (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২)। ঈশ্বর নিজেই সেই মন্দির! সমগ্র নগরীই এখন ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের জন্য পৃথক হওয়া এক পবিত্র ভূমি।

উদ্যানে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে যে অবিভক্ত সহাভাগিতা ছিল তা পুনর্নির্মিত হয়েছে। সেই গ্লানি এবং ভয় যা পাপে পরিপূর্ণ আদম ও হবাকে ঈশ্বরের সামনে লুকোতে বাধ্য করেছিল তা চলে গেছে। আমরা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখব। পবিত্র লোকেরা এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে অবিভক্ত সহাভাগিতা উপভোগ করবে।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যাজকদের এক রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতি হিসেবে পৃথক করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৯:৬)। প্রকাশিত বাক্যে, মন্ডলী হল ঈশ্বরের কাছে একটি রাজ্য এবং যাজকবর্গ (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)। ইস্রায়েল জাতির মতো, এই রাজ্য এক বিভিন্ন দেশের, গোষ্ঠীর, জাতির ও ভাষাভাষী লোকের এক বিশাল জনারণ্য হবে যাদের গণনা করার সামর্থ কারও নেই (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯)। আদিপুস্তক ১২:৩-এর প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-তে পরিপূর্ণ হয়েছে।

ঠিক যেভাবে ইস্রায়েল কেবল পবিত্র থেকেই যাজকদের এক রাজ্য হিসেবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছিল, তেমনই মন্ডলীও তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে যদি সে পবিত্র থাকে। ঈশ্বরের লোকেদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পুরাতন নিয়মে, লেবীয়রা তাদের পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য সাদা মসলিনের পোশাক পরত। একইভাবে, যোহন দেখিয়েছেন যে সাধুদের পবিত্র হতে হবে (প্রকাশিত বাক্য ৩:৪-৫; প্রকাশিত বাক্য ৬:১১; প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮)। কেবল তারাই নগরে প্রবেশ করতে পারবে যারা তাদের পোশাক পরিষ্কার করে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪)। একজন পবিত্র ব্যক্তি একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে বসবাস করবে।

পবিত্রতার অনুশীলন : যখন আমি পবিত্র বোধ করি না

এটা কি পরিচিত শোনাচ্ছে? আপনি একটি প্রচার শুনেছেন যেটি আপনাকে গভীরতর পবিত্রতায় অনুপ্রাণিত করেছে। আপনি প্রার্থনা করলেন এবং পরিত্র জীবনের জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন। পরবর্তী আট সপ্তাহ আপনি আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠলেন। আপনি আপনার জীবনে আত্মার ফল বৃদ্ধি পেতে দেখলেন। ঈশ্বর এবং আপনার প্রতিবেশীর জন্য আপনি প্রচন্ড ভালোবাসা অনুভব করলেন।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল উন্নতি এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি এখনো ঈশ্বরের সাথে হাঁটছেন; আপনি এখনো একটি বিজয়ের জীবন যাপন করছেন; আপনি আমরা ঈশ্বর এবং আপনার প্রতিবেশীকেও ভালোবাসেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক চাপ, বা এমনকি পরিচর্যাকাজের চাপে আপনি অনুভব করলেন, "আমার মনে হচ্ছে না আমি পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাচ্ছি। সমস্যাটা কোথায়?"

আপনি কীভাবে পবিত্র জীবন যাপন করা বজায় রাখবেন যখন আপনি পবিত্র বোধ করতে পারছেন না? আপনি কি হাল ছেড়ে দেবেন আর বলবেন, "পবিত্রতা অসম্ভব"? আপনি কীভাবে পবিত্রতায় চলা বজায় রাখবেন?

► আপনি কখনো এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন? আপনি কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন?

"যখন আমি পবিত্র বোধ করি না, তখন আমার অবশ্যই বিশ্বাসে পথ চলা উচিত।"

২ নং পাঠে আমরা দেখেছি যে পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সঙ্গে চলা। অব্রাহাম ঈশ্বরের সঙ্গে এমন এক দেশে গিয়েছিলেন যে দেশ তিনি কখনো দেখেননি। তিনি আনুগত্য এবং বিশ্বাসে ঈশ্বরের সঙ্গে হেঁটেছিলেন। ৪,০০০ বছর পরে, অব্রাহামের বিশ্বাস সম্বন্ধে পড়া খুবই রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি নিজেকে তার জায়গায় বসান - ধূসর পাথুরে জমির মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন হেঁটে চলা। যেখানে ধূ-ধূ দিগন্ত, এবং এমনকি আপনি জানেনও না যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনার কি মনে হয় যে অব্রাহাম প্রতিদিন সেই দিনটার জন্য একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতেন? খুব সম্ভবত একদমই না! এমনও কোনো কোনো দিন ছিল যেদিন তিনি বলতেন, "আমার আজকে হাঁটতে একটুও ইচ্ছা করছে না।" কিন্তু অব্রাহাম ঈশ্বরের সঙ্গে চলা বজায় রেখেছিলেন।

আমরা পড়েছি যে নোহ একটি পাপময় পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গে চলতেন। চারিদিকে প্রতিমাপূজক এবং যারা সবসময় পাপের নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করে সেইসব মানুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে (আদিপুস্তক ৬:৫) নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে চলতেন। আপনার কি মনে হয়, তিনি প্রতিদিন সেই দিনটার জন্য একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতেন? কখনো কখনো তিনি নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে যেতেন এবং নিরাশ হতেন। কিন্তু নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে চলা বজায় রেখেছিলেন।

পবিত্রতার জীবনের একটি চাবিকাঠি হল এটি মনে রাখা যে আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি; আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পবিত্র হয়েছি; আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই পবিত্রতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছি। কিছু মানুষ বোঝে যে তারা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে। এমনকি তারা জানেও যে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পবিত্র হয়েছে। কিন্তু তারপর তারা এই বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে যায় যে ক্রমাগত বৃদ্ধি তাদের নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

পবিত্রতার জীবনে কী শৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত? অবশ্যই! আমাদের কি সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করা উচিত? (কলসীয় ৩:৫)। হ্যাঁ। আমাদের কি পিছনের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে সামনে যা আছে, তারই দিকে প্রাণপণ প্রয়াসে লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়ানো উচিত, যাতে ঈশ্বর খ্রিষ্ট যিশুতে স্বর্গীয় যে আহ্বান দিয়েছেন, সেই পুরস্কার লাভ করতে পারি? (ফিলিপীয় ৩:১৩-১৪)। অবশ্যই!

কিন্তু, কখনো ভুলে যাবেন না যে আপনার পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করা, সামনে যা আছে তারই দিকে প্রাণপণ প্রয়াস, এবং লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়ানো, ঈশ্বরের শক্তিতে হয়, যিনি আপনার মধ্যে কাজ করেন, ইচ্ছা ও কাজ উভয়ই তাঁর শুভ সন্তুষ্টির জন্য। (ফিলিপীয় ২:১৩)। তিনিই একমাত্র যিনি ইচ্ছা (সংকল্প) দিয়েছেন; তিনি একমাত্র যিনি শক্তি (কাজ) দেন। আমাদের

পবিত্র করার জন্য তাঁর যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণ করার জন্য তিনি আমাদের মধ্যে কাজ করছেন। যখন আপনি পবিত্র বোধ করেন না, তখন মনে রাখবেন যে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্রাম নেন যিনি আপনাকে প্রতিদিন তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করছেন।

"যখন আমি পবিত্র বোধ করি না, তখন আমার অবশ্যই তাঁর পবিত্রতায় বিশ্রাম নেওয়া উচিত।"

৫ নং পাঠে আমরা দেখেছি যে পরিপূর্ণতা একটি ত্রুটিহীন কর্মক্ষমতার বিষয় নয়, বরং একটি হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অবিভক্ত। ৭ নং পাঠে আমরা শিখেছি যে যিশুর আদেশ, "নিখুঁত হও" হল ঈশ্বরের প্রতি অবিভক্ত ভালোবাসা আদেশ। খ্রিষ্টীয় পরিপূর্ণতা কর্মক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; এটি প্রেম সম্পর্কিত বিষয়।

ঈশ্বর পবিত্র বলেই আমরা পবিত্র। আমাদের পরিচয় খ্রিষ্টে। তিনি আমাদের পবিত্র করেন। সুসমাচারের একটি মহান সত্য হল যে আমরা আর নিজেদের ক্ষমতায় পবিত্রতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করি না। আমরা খ্রিষ্টে বিশ্রাম করতে পারি। আমাদের পরিচয় খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের পরিচয় সাধু হিসেবে, আমাদের পরিচয় পবিত্র মানুষ হিসেবে তাঁর মধ্যে রয়েছে।

রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman) একবার একটি গল্প বলেছিলেন যার বিষয় ছিল যখন আমরা নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারি না তখন ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে ভালবাসার অর্থ কী। ডাঃ কোলম্যান গ্রীষ্মকালে একদিন তার বাগানে কাজ করছিলেন। যখন তার ছোট ছেলে দেখে যে তার বাবাক রোদে ঘেমে যাচ্ছে, তখন সে তার জন্য এক কাপ জল আনার সিদ্ধান্ত নেয়। ছেলেটি একটি নোংরা কাপ তুলে উঠোনের একটি পুকুর থেকে সেটিতে জল ভরে তার বাবার কাছে নিয়ে আসে। ডাঃ কোলম্যান বলেন, "গ্লাসটি নোংরা ছিল এবং জলটাও ঘোলাটে ছিল। কিন্তু পানীয়টি নিখুঁত ছিল, কারণ এটি ভালোবাসার এক হৃদয় থেকে এসেছিল।" এটা আমাদের সীমিত পরিপূর্ণতার ছবি। আমরা আমাদের ভগ্ন, খুঁতযুক্ত কাজকে এমন একজন ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি যিনি এটি গ্রহণ করেন শুধু এই কারণে যে এটি প্রেমের হৃদয় থেকে এসেছে।

ঈশ্বর আমাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলি গ্রহণ করেন এবং সেগুলিতে এমন কিছুতে রূপান্তর করেন যা আমাদের কল্পনার বাইরে – কারণ আমাদের পবিত্রতা তাঁর সীমাহীন পবিত্রতার একটি নিছক ছায়া মাত্র। এমনকি আমাদের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাও আমাদের মানবিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যখন আমরা তাঁর পবিত্রতায় বিশ্রাম নিই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর "পবিত্র হও" আদেশের আনুগত্য কেবল তাঁর নিজের মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। অবিভক্ত ভালোবাসার হৃদয় সহকারে, আমরা তাঁর কাছে আমাদের মাটির পাত্র নিয়ে আসি – এবং তিনি সেটিকে বিশুদ্ধ এবং ঝকঝকে কিছুতে রূপান্তরিত করেন। আমাদের পবিত্রতা তাঁর পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়।

"যখন আমি পবিত্র বোধ করি না, তখন আমার অবশ্যই স্মরণ করা উচিত যে আমি এক পবিত্র জাতির অংশ।"

প্রকাশিত বাক্যের একটি প্রধান - কিন্তু প্রায়শই উপেক্ষিত একটি বিষয় হল – মন্ডলী৷ সাতটি মন্ডলীকে বার্তার একটি সিরিজ দিয়ে প্রকাশিত বাক্য শুরু হয়েছে। এই বার্তাগুলি খ্রিষ্টের বৃহত্তর দেহের মধ্যে স্থানীয় মন্ডলীর সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু এটিই মন্ডলী সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রকাশিত বাক্যের জোর দিয়ে বলার শেষ নয়।

উদ্ধারপ্রাপ্ত ১,৪৪,০০০-এর একটি সম্প্রদায় সমগ্র মন্ডলী অর্থাৎ খ্রিষ্টের দেহের একটি রূপক প্রতিনিধি হতে পারে। এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে, মন্ডলী মেষশাবকের বধূ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৭-৮)। মন্ডলী হল প্রকাশিত বাক্যের কেন্দ্রবিন্দু।

যদি এটি সত্য হয়, পৃথিবীতে একটি মন্ডলী হিসেবে আমাদের উপাসনা এবং সহভাগিতা হল চিরন্তন মন্ডলী হিসেবে আমাদের উপাসনা এবং সহভাগিতা করার জন্য একটি প্রস্তুতি। মন্ডলী হিসেবে আজকে আমাদের জীবনের জন্য এটির অর্থ কী?

▶ যদি প্রকাশিত বাক্য খ্রিষ্টের নববধূর একটি ছবি হয়, তাহলে মন্ডলীর চিত্রায়ন কীভাবে মন্ডলীর জীবনকে প্রভাবিত করা উচিত? অথবা অন্য উপায়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে – কোন ক্ষেত্রে আপনার মন্ডলীকে প্রকাশিত বাক্যের মন্ডলীর মত দেখায়? কোন ক্ষেত্রে আপনার মন্ডলীকে প্রকাশিত বাক্যের মন্ডলীর মত দেখায় না?

এই সত্যের একটি বাস্তব ফলাফল হল যে আমাদের পবিত্র জীবন মন্ডলীর সাথে সহভাগিতায় যাপিত হয়। ব্যক্তিবাদী আধুনিক পৃথিবীতে, বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী *কেবলমাত্র* ব্যক্তিগত, একান্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্রাণের কথা ভাবেন।

যাই হউক না কেন, হনোকের মত ব্যক্তি যাঁরা ঈশ্বরের সাথে চলতেন তেমন উদাহরণের পাশাপাশি ঈশ্বরের এমন সন্তানদের উদাহরণ আছে যাঁরা ঈশ্বরের সাথে ***একই দেহের অংশ হিসেবে*** পথ চলেছেন। ইস্রায়েলে পবিত্রতার বিধান ঈশ্বরের লোকদের জন্য ছিল (লেবীয় পুস্তক ২০:২৬)। ইস্রায়েল একটি সাধারণত জাতির চেয়েও বেশি কিছু ছিল; এটি মূলত ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে একসাথে বেড়ে ওঠা এক সম্মিলিত দেহ ছিল।

নতুন নিয়মের মন্ডলী একই ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের একটি গ্রুপের চেয়েও অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। মন্ডলী খ্রিষ্টের দেহ ছিল এবং আজও তাই আছে। প্রকাশিত বাক্যের সাধুরা একটি শরীরের অংশ হিসেবে শহীদ হয়েছেন। এমনকি যখন তারা একাকী মারা যান, তারা জানতেন যে তারা এক সর্বজনীন মন্ডলীর অংশ। প্রকাশিত বাক্যের সাধুরা একটি দেহের অংশ হিসেবে পবিত্র জীবনযাপন করেছেন। তারা এক পবিত্র বধূর অংশ। এমনকি যখন যোহন পাটম দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তখনও তিনি জানতেন যে তিনি সর্বজনীন মন্ডলীর একটি অংশ।

এখন প্রায়শই লোকেদের বলতে শোনা যায়, "আমি যিশুকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি মন্ডলীকে ভালোবাসি না।" এটি মন্ডলী সংক্রান্ত একটি দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝি উপর ভিত্তিশীল! যদি মন্ডলী খ্রিষ্টের নববধূ হয় এবং আমি খ্রিষ্টকে ভালোবেসে থাকি, তাহলে আমাকে ***অবশ্যই*** মন্ডলীকে ভালোবাসতে হবে। মন্ডলী হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একত্রে বেড়ে ওঠা বিশ্বাসীদের একটি দেহ।

আমাদেরকে একা থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছেন, "সমস্ত পবিত্রতাই সামাজিক পবিত্রতা।" তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আমরা একটি দেহের অংশ হিসেবে বেড়ে উঠি। ওয়েসলি আত্মিক দায়বদ্ধতার জন্য বিশ্বাসীদেরকে ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ছিলেন, কারণ লোকেরা অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

> "যখন কেউ পবিত্র জীবন গড়ে তোলার কথা চিন্তা করে তখন তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে একা হতে হবে, তখন তার আর অন্য কোনো কাজ নেই।"
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
> (Oswald Chambers)

এটি আজকের দিনে আমাদের জন্য কী অর্থ প্রকাশ করে? পবিত্র লোকেরা একটি পবিত্র মন্ডলীর অংশ। আমরা একটি পবিত্র শরীরের অংশ হিসেবে পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাই। আমি যখন কোনো সমস্যায় সংগ্রাম করি, তখন ঈশ্বর পবিত্রতার সন্ধানকারী একজন সহকর্মীকে উপস্থিত করেন যিনি আমার দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহিত করতে পারেন। অন্যদিকে ঈশ্বর যখন আমাকে কোনো স্থানে বিজয়ী করেছেন, আমি সেই একই ক্ষেত্রে দুর্বল কোনো ভাইকে উৎসাহ দিতে পারি। পবিত্র জীবনের

উদ্দেশ্য হল আত্মায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করা যারা আমাদের পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেমকে প্রকাশ করে চলেছে।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক খুব ভালোভাবে এটি বুঝতে পেরেছিলেন।

> আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। এসো, আমরা সভায় একত্রিত হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ না করি, কেউ কেউ যেমন এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বরং এসো পরস্পরকে উৎসাহিত করি, বিশেষত আরও বেশি তৎপর হয়ে করি, কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রভুর আগমনের সেইদিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে (ইব্রীয় ১০:২৪-২৫)।

নির্যাতিত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করে, তিনি তাদের একসাথে মিলিত হওয়ার পাশাপাশি একে অপরকে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করতে বলেছিলেন। মন্ডলীর কাজের একটি অংশ হল প্রতিটি সদস্যকে গভীরভাবে ভালোবাসা এবং পবিত্রতার জন্য উৎসাহিত করা।

যখন আপনি কোনো কারণে পবিত্র বোধ করেন না, তখন ঈশ্বর আপনাকে যে দেহে রেখেছেন সেই দেহেই আপনার খ্রিষ্টবিশ্বাসী বন্ধুদের মাধ্যমে আপনাকে আরও বৃদ্ধি পেতে উৎসাহিত করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিন। আপনি সার্বজনীন মন্ডলীর অংশ, কিন্তু আপনি একটি স্থানীয় সংস্থারও অংশ। ঈশ্বর আপনাকে একটি কারণেই সেখানে রেখেছেন। আপনার সহবিশ্বাসীদেরকে অনুমতি দিন যেন তারা আপনাকে পবিত্র জীবনে আরও বেশি বৃদ্ধির জন্য নাড়া দিতে পারে।

তিনি রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন – ফ্যানি ক্রসবি

যখন ফ্যানি ক্রসবি (Fanny Crosby)[40]-র বয়স মাত্র দু'মাস, তখন একজন ডাক্তারের ভুলের কারণে তিনি চিরকালের মতো অন্ধ হয়ে যান। তার কিছু মাস পরে তার বাবা মারা যান। তার মা পরিচারিকার কাজ করার জন্য দীর্ঘসময় পরিবারকে একা ছেড়ে যেতেন। পাপে-অভিশপ্ত এক পৃথিবীতে জীবন কাটানোর জটিলতাগুলি ফ্যানি ভালোবাবেই বুঝতে পেরেহিলেন।

ফ্যানি ক্রসবি-র লেখা গানগুলি খ্রিস্টের প্রতি তার প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দেয়। তিনি সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। একটি সুন্দর ভাষায় মিস ক্রসবি প্রার্থনা করেছেন যে তার ইচ্ছা ঈশ্বরের নিখুঁত ইচ্ছায় বিলীন হয়ে যাবে।

> তোমার সেবায় আমাকে পৃথক করো, প্রভু,
> তোমার স্বর্গীয় অনুগ্রহের শক্তিতে।
> আমার আত্মা এগিয়ে চলুক অবিচল আশায়,
> আর আমার ইচ্ছা বিলীন হয়ে যাক তোমাতে।

ফ্যানি ক্রসবি বুঝতে পেরেছিলেন যে পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রতি এবং আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য নিখুঁত ভালোবাসা। তিনি মদ্যপ এবং গৃহহীনদের পরিচর্যাকারী মিশনগুলিতে তার সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী বেঁচে থাকার

---

[40] ছবি: "Francis Jane Crosby, 1820-1915" by W.J. Searle, the Library of Congress Prints and Photographs Division, http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3b17084, থেকে সংগৃহীত। 'কোনো পরিচিত নিষেধাজ্ঞা নেই।'

জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সমস্তকিছু দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন এবং তিনি তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতেন। দিনে দিনে ফ্যানি ক্রসবি খ্রিষ্টের স্বরূপে এবং নিখুঁত প্রেমে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন।

ফ্যানি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন যেদিন "তারা তাঁর মুখ দর্শন করবে" -এই প্রতিজ্ঞাটি পরিপূর্ণ হবে। যখন কেউ তার পরিস্থিতির জন্য তাকে করুণা দেখাত, ফ্যানি ক্রসবি উত্তকে দিতেন যে তিনি তার দৃষ্টিহীনতায় আনন্দ করেন কারণ, "যেদিন আমি স্বর্গে যাব, প্রথম মুখ যা আমার দৃষ্টিকে উচ্ছ্বসিত করবে তা হবে আমার পরিত্রাতার মুখ। আমি তাঁকে সামনাসামনি দেখব।"

আমার পরিত্রাতা সবার আগে – ফ্যানি ক্রসবি (My Savior First of All – Fanny Crossby)

যখন আমার জীবনের কাজ সব শেষ, এবং আমি অতিক্রম করে যাই সেই জোয়ার,
যখন আমি দেখব সেই উজ্জ্বল আর মহিমাময় ভোর।
আমি চিনে নেব আমার মুক্তিদাতাকে যখন আমি পৌঁছাব সেই প্রান্ত,
আর তাঁর হাসিই আমাকে জানাবে প্রথম স্বাগত।

সেই শহরে দরজা দিয়ে এক নিষ্কলঙ্ক শুভ্র পোশাকে,
তিনি নিয়ে যাবেন আমাকে যেখানে আর নেই কোনো অশ্রুজল;
আমি আনন্দে আত্মহারা হব সেই সব গানে যা গেয়েছি যুগে যুগে;
আমার মুক্তিদাতার সাথে দেখা করব সবার আগে।

১১ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সহভাগিতা।

(২) আদিপুস্তক ৩ থেকে শুরু করে প্রেরিতদের মাধ্যমে, ঈশ্বর মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সহভাগিতাকে পুনর্নির্মাণ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত বাক্যে পরিপূর্ণ হয়েছে।

(৩) প্রকাশিত বাক্য এক পবিত্র ব্যক্তিকে এক পবিত্র ঈশ্বরের সাথে অবিভক্ত সহভাগিতায় থাকতে দেখায়।

(৪) মন্ডলীর সাথে সহভাগিতা হল স্বর্গে সহভাগিতার জন্য প্রস্তুতি। পার্থিব মন্ডলী (ক্ষয়ণীয়) হল শাশ্বত মন্ডলীর একটি নমুনা। এটির কারণেই, সেইখানের মন্ডলীর সাথে একতায় আমাদের এখানের মন্ডলীতে জীবনকে সাজিয়ে তোলা উচিত।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) মনে করুন কেউ আপনাকে বলেছেন, "আমি যিশুকে ভালোবাসি, কিন্তু মন্ডলীকে নয়।" ১-২ পাতার একটি চিঠি লিখুন যেখানে আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখাবেন যে যিশুকে ভালোবাসা মূলত যিশুর বধূ অর্থাৎ মন্ডলীকেও ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করা উচিত। দেখান কীভাবে একটি পবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের মন্ডলীর জন্য ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হবে। দেখান কীভাবে মন্ডলীর অংশ হওয়া আমাদের পবিত্রতায় বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।

(২) প্রকাশিত বাক্য ২১:২-৩ পাঠ করে পরবর্তী ক্লাস সেশনটি শুরু করুন।

পাঠ ১২

একটি পবিত্র জীবন কি সম্ভব?

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বুঝতে পারবে যে আমাদের পবিত্র করার জন্য ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা তাতে তাঁর পবিত্রতার আদেশ পরিপূর্ণ হয়েছে।

(২) পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানে সম্পূর্ণ সমর্পণ করবে।

(৩) পবিত্রতায় দৈনন্দিন বৃদ্ধিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

(৪) ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪ মুখস্থ করবে।

পৌল : সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্রতার অনুসরণ করেছিলেন

মনে করুন ৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আপনি তর্শীষের শৌলের সাথে কথোপকথনে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কি একজন পবিত্র ব্যক্তি?" শৌলের উত্তর, "হ্যাঁ, আমি পবিত্র! বিধান অনুযায়ী আমার সুন্নত হয়েছে। আমি একজন ফরীশী। আমি বিধানের প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। আমি ধার্মিক।" শৌল বিধানের প্রতি তার সতর্ক আনুগত্যের কারণে নিজেকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তিনি ভালো কাজের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন (ফিলিপীয় ৩:৪-৬)।

কিন্তু দামাস্কাসের পথে শৌল পুনরুত্থিত প্রভুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার ধার্মিকতার অনেকটা কলুষিত পোশাকের মত ছিল (যিশাইয় ৬৪:৬)। তিনি কোনো মিথ্যা শিক্ষকের বিরোধীতা করেননি, স্বয়ং মশীহের বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার যথার্থ বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দামাস্কাসের পথে শৌল পবিত্রতার একটি নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন: "...যে ধার্মিকতা বিধান থেকে পাওয়া যায় তা আজ আর আমার মধ্যে নেই; কিন্তু সেই ধার্মিকতা আছে যা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্য—যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে" (ফিলিপীয় ৩:৯)।

এবার ৬০ খ্রিষ্টাব্দে পৌলের সাথে একটি কথোপকথন কল্পনা করুন, "পৌল, আপনি এখন জানেন যে সত্যিকারের ধার্মিকতার একমাত্র উপায় হল খ্রিষ্টে বিশ্বাস করা। এর মানে কি আপনি পবিত্র হতে পারবেন না? এর মানে কি এই যে আপনি পাপে পূর্ণ হলেও খ্রিষ্ট আপনাকে পবিত্র বলে গণ্য করবেন?"

পৌল খুব চমকে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানাতেন, "এটা ভুল! ধার্মিকতা কেবল খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আসে – কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই পাপপূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দেন না যে অবস্থায় তিনি আমদের দেখেছিলেন। আমার সাক্ষ্য পড়ুন। আমার উদ্দেশ্য হল 'আমি খ্রীষ্টকে এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে জানতে চাই; তাঁর কষ্টভোগের সহভাগীও হতে চাই; এভাবেই তাঁর মৃত্যুতে যেন তাঁরই মতো হই।' আমার উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টের মতো হওয়া। বিশ্বাসে মাধ্যমে পাওয়া পরিত্রাণ কখনোই আমাদের একটি পাপের জীবন যাপন করার অনুমতি দেয় না; বিশ্বাসে মাধ্যমে পাওয়া পরিত্রাণ আমাদের খ্রিষ্টস্বরূপ হয়ে

ওঠার শক্তি দেয়। একজন প্রেমিক পিতা তাঁর সন্তানদেরকে অন্তরে বসবাসকারী আত্মার সাহায্যে পবিত্র জীবন যাপনের শক্তি দেন!” (ফিলিপীয় ৩:১০)।

► আপনি পবিত্রতার বিষয়ে যা শিখেছেন তা পর্যালোচনা করুন। আপনার কাছে পবিত্রতার সৌন্দর্য্যের কোনো চিত্র আছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এই পবিত্র জীবন ঈশ্বরের লোকদের জন্য প্রতিশ্রুত?

একটি পবিত্র জীবন কি সম্ভব?

এই কোর্সে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পবিত্র হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বহু লোকই ঈশ্বরের আদেশ পড়ে এবং প্রত্যুত্তরে বলে, “এটা অসম্ভব। আমি পবিত্র হতে পারব না।” খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কি নিয়মিত পরাজয় এবং হতাশ আশা নিয়ে জীবন কাটাতেই হবে? আমাদের কি একটি পবিত্র জীবনের জন্য ঈশ্বরের বিধান উপভোগ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতেই হবে? নাকি আমরা কি ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য যে মহান পরিকল্পনা তা উপভোগ করতে পারি?

ঈশ্বরের বাক্য সাক্ষ্য দেয় যে একটি পবিত্র জীবন সম্ভব

হনোক থেকে শুরু করে, থিষলনীকীয়তে মন পরিবর্তন করা পরাজাতীয়রা, সবক্ষেত্রেই পবিত্র বাইবেল দেখায় যে একটি পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব।

প্রথমে লেবীয় পুস্তকে এবং আবার ১ পিতরে, ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন, “তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র” (লেবীয় পুস্তক ১৯:২; ১ পিতর ১:১৫-১৬)। আনুগত্যের বিধান ব্যতীত ঈশ্বর কখনো কোনো আদেশ দেন না। ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা যিনি তাঁর সন্তানদের কোনো অসম্ভব আদেশ দিয়ে হতাশ করেন না। যদিও আমরা মূলত আমাদের নিজের ক্ষমতায় তাঁর আদেশ পালন করতে পারি না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদেরকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করার ক্ষমতা দেয়।

প্রফেসর বিল উরি (Bill Ury) বলেছেন, “প্রতিটি আদেশ হল ঈশ্বর আসলে কে তার একটি ছবি এবং আমরা কী হতে পারি তার একটি প্রতিশ্রুতি।”[41] “পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র” এই আদেশটি দেখায় যে ঈশ্বর আসলে কে? তিনি একজন পবিত্র ঈশ্বর। এই আদেশটি সেইসাথে দেখায় যে আমরা কী হতে পারি; আমরা পবিত্র হতে পারি।

ইতিহাস জুড়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রকাশ করে এসেছে যে একটি পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব

প্রতিটি প্রজন্মের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বুঝতে পেরেছে যে একটি পবিত্র জীবন হল ঈশ্বরের সন্তানদের বিশেষাধিকার। জীবনের প্রতিটি স্তরের মানুষ পবিত্র আত্মার শক্তিতে বিশ্রামের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। তারা সেই শান্তি খুঁজে পেয়েছে যা ঈশ্বরকে অবিভক্ত হৃদয়ে ভালোবাসা এবং তাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মত করে ভালোবাসার মাধ্যমে আসে।

পবিত্রতার জন্য আমাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষুধা সাক্ষ্য দেয় যে একটি পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব

প্রত্যেক বিশ্বাসীই ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য আকাঙ্খিত। সত্যিকারের খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খ্রিষ্টের মতো হতে চায়। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে তার নিজের সাথে একটি গভীর সম্পর্কের জন্য আকাঙ্খার বীজ রোপণ করেছেন। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে একজন প্রেমময় স্বর্গস্থ পিতা আমাদের ক্ষুধা মেটানোর উপায়টি প্রদান না করে এই ক্ষুধা দেবেন না। পবিত্রতা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য হল এক আনন্দময় সুযোগ।

---

[41] ইমেল বার্তা, জুন ২৭, ২০১৬

একটি পবিত্র হৃদয় কি আপনার জন্য?

বহু বছর আগে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি জাহাজে করে সাগর পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তিনি বছরের পর বছর তার অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন যাতে তিনি একটি টিকিট কিনতে পারেন। টিকিট কেনার পর তার হাতে সামান্য কিছু টাকাই অবশিষ্ট ছিল। তিনি শুনেছিলেন জাহাজে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে সেই খাবারগুলি ব্যয়বহুল হবে। টাকা বাঁচাতে এই ব্যক্তিটি তার স্যুটকেসে কিছু রুটি এবং পনির নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রতিদিন যখন যাত্রীরা খাবার ঘরে যেতেন, এই লোকটি তার ঘরে গিয়ে রুটি এবং পনির খেতেন। তিনি জাহাজে থাকতে পেরেই খুশি ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায়শই ডাইনিং রুমে সুস্বাদু খাবার উপভোগ করতে চাইতেন। সমুদ্রযাত্রার শেষ দিনে লোকটি ডাইনিং রুমে একবেলা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর কাছে থাকা প্রতিটি খুচরো নিয়েছিলেন, এই আশায় যে এটি একবেলার খাবার কেনার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে স্টুয়ার্ড জিজ্ঞেস করে, "আপনি কোথায় ছিলেন? আমরা সারা সপ্তাহ আপনার জন্য টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিলাম! খাবারের দাম আপনার টিকিটের দামের মধ্যেই পড়ে। সমস্ত দাম ইতিমধ্যে মেটানো হয়ে গেছে।"[42]

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী এই দরিদ্র মানুষটির মত। একটি পবিত্র জীবনের আনন্দ, ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকার শান্তি, এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে বেঁচে থাকার বিজয় - সবকিছুই ক্রুশে খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। খ্রিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেছেন, কিন্তু আমরা আমাদের সুযোগ-সুবিধাগুলি না জেনেই জীবন যাপন করে থাকি।

যদি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি পবিত্র হৃদয় উপলব্ধ হয়ে থাকে, তাহলে কেন কোনো খ্রিষ্টবিশ্বাসী এই বিশেষ সুযোগ উপভোগ করতে ব্যর্থ হবে? আমরা প্রায়শই বাইবেলের শিক্ষাকে ভুল বোঝার জন্য শয়তানকে আমাদের প্রতারিত করার অনুমতি দিয়ে থাকি। শয়তানের সমস্ত মিথ্যা আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সন্তানদের জন্য যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি আছে তা উপভোগ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

"একটি পবিত্র হৃদয় অসম্ভব"

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী মনে করে যে একটি পবিত্র হৃদয় অসম্ভব। তারা শাস্ত্রের আদেশ এবং প্রতিশ্রুতিগুলি পড়ে, কিন্তু তারা মনে করে, "এটা আব্রাহামের জন্যই ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো কখনোই 'ঈশ্বরের বন্ধু' হতে পারব না।"

এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "একটি পবিত্র হৃদয় অসম্ভব" তারা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বলে। তারা পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা করেছে - এবং ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত তারা বাহ্যিক নিয়মকানুন অনুসরণ করেছিল যেগুলিকে তারা পবিত্রতার সাথে যুক্ত করেছিল; সম্ভবত তারা কঠোর আত্ম-শৃঙ্খলার দ্বারা পাপপূর্ণ মনোভাব এবং কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল; সম্ভবত তারা বিশুদ্ধ হৃদয়ের সাক্ষ্যও দিয়েছে। আজ, তারা স্থির করেছে যে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন পবিত্র তেমন পবিত্র হওয়া অসম্ভব।

এমন একজন মানুষের কথা কল্পনা করুন যে পাখির ডাক নকল করে ডাকতে শিখেছেন। তিনি ততক্ষণ অনুশীলন করেন যতক্ষণ না তিনি টিয়া পাখির মতো একই সুরে শিষ দিতে পারছেন। তিনি এতটাই পারদর্শী যে একজন প্রতিবেশী ভাববে একটি টিয়া পাখি শিষ দিচ্ছে। কিন্তু এই ব্যক্তি তো পাখি নয়! তিনি সুর অনুকরণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন না সেই

[42] এই গল্পটি John N. Oswalt, *Called to be Holy* (Nappanee: Evangel Publishing, 1999), 149-150 থেকে অভিযোজিত।

সুরের অর্থ কী। তিনি একটি পাখির অনুকরণ করতে পারেন, কিন্তু একটি পাখি যখন গান গায় তখন সে কী অনুভব করে তা তিনি জানেন না। তার বাহ্যিক প্রকাশ আছে; কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা নেই।

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভাষা শিখেছে এমনকি একজন পবিত্র ব্যক্তির কাজও শিখেছে। তারা বাক্য বলে, কিন্তু তাদের অন্তরে অভিজ্ঞতা নেই। তারা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে বাহ্যিক ক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে ফেলেছে। এটি দ্রুত হতাশা এবং বিরক্তির দিকে পরিচালিত করে থাকে।

"পবিত্র হৃদয় অসম্ভব" শয়তানের এই মিথ্যার উত্তর কী? ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে আমাদের বিশ্বাস স্থির রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের প্রেমময় পিতা আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করার ক্ষমতা দেবেন।

হ্যাঁ, আপনি এবং আমি সেই ভ্রান্ত মানুষ যারা কখনোই ঈশ্বরের ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের আদেশ দিয়েছেন, "পবিত্র হও।" আমাদের ভ্রান্ত প্রকৃতি সত্ত্বেও, আমরা একজন উত্তম ঈশ্বরকে অনুগ্রহ এবং শক্তি প্রদানের জন্য বিশ্বাস করতে পারি যা আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করতে সক্ষম করে তোলে।

"আমি একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য আকাঙ্খিত নই"

দুঃখের বিষয়, নিজেদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবী করা কিছু ব্যক্তি পবিত্রতার জন্য ক্ষুধার্ত নয়। তারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে তাদের বেড়ে ওঠার ইচ্ছা খুবই কম বা কোনো ইচ্ছাই নেই।

জেসি নিজেকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করেন, কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রতি তার আগ্রহ খুবই কম। তিনি স্বেচ্ছায় পাপের অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন; তিনি নিজেকে খ্রিষ্টের বলে দাবি করার আগে যেমন জীবনযাপন করতেন ঠিক তেমনই জীবন তিনি যাপন করেন। আমরা যখন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, জেসি এমন কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছিলেন যারা তাদের জীবনযাপনের বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক ছিল। তাদের মনোভাব ছিল ভালোবাসায় পূর্ণ; তাদের সমস্ত কাজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করেছিল। তারা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র হাতের অধিকারী ছিল।

জেসি তাদের পবিত্রতার ক্ষুধা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এবং তারপর বলেছিলেন, "আমি পবিত্র হওয়া নিয়ে চিন্তা করি না। আমার পাস্টার আমাকে বলেছেন যে আমি যদি আমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হই এবং যিশুকে আমার ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করি, তাহলেই আমি স্বর্গে যাব। আমি কেবল স্বর্গে যাওয়া নিয়েই চিন্তিত। এর চেয়ে বেশি আমার দরকার নেই!"

জেসির সমস্যাটা আসলে কী? তার পবিত্রতার জন্য আকাঙ্খা নেই। এটা থেকে বোঝা যায় যে খ্রিষ্টবিশাসী বলতে কী বোঝায় সে ব্যাপারে জেসির কোনো ধারণাই নেই। একজন ব্যক্তি যে নতুন-জন্ম লাভ করেছে সে খ্রিষ্টের মত হতে চায়। একজন প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য ক্ষুধার্ত হওয়া উচিত।

যদি আপনি পবিত্র হৃদয়ের জন্য ক্ষুধার্ত না হন তাহলে তার উত্তর কী? হয়ত আপনি সত্যিই আবার নতুন-জন্ম লাভ করেছেন, কিন্তু আপনি অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা হতাশ হয়েছেন, ভণ্ডদের দ্বারা ঠকেছেন হয়েছেন যারা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করেছে, বা শাস্ত্রে পবিত্র হৃদয়ের বার্তাটি কখনো দেখেননি। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে পবিত্র হৃদয়ের আকাঙ্খা দেন।

"আমি যথেষ্টই পবিত্র"

সম্ভবত সবচেয়ে বিপজ্জনক যে মিথ্যেটি আমরা নিজেদেরকে বলতে পারি, "আমি যথেষ্টই পবিত্র।" কিছু লোক বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে পোশাক পরে, তাদের মন্ডলীতে মেম্বারশিপ থাকা বা তাদের কাছে থাকা একটি আত্মিক উপহারের কারণেই তারা পবিত্র। যদি একবার আমরা নিজেদেরকে বুঝিয়ে ফেলি যে "আমরা যথেষ্টই পবিত্র", তাহলে পবিত্রতার আর কোনো বৃদ্ধি হবে না।

একজন পবিত্র ব্যক্তির একটি নির্ভুল লক্ষণ হল পবিত্রতায় বেড়ে ওঠার ইচ্ছা। শাস্ত্র বা মন্ডলির ইতিহাসে এমন কোনো উদাহরণ নেই যেখানে একজন পবিত্র ব্যক্তি বলেছেন, "আমি যথেষ্টই পবিত্র।" একজন ব্যক্তি খ্রিষ্টসদৃশতার মধ্যে যত গভীরভাবে বৃদ্ধি পায়, তত বেশি সে বৃদ্ধির জন্য ক্ষুধার্ত হয়।

যারা ঈশ্বরের সাথে নিবিড়ভাবে চলে তারা বলে, "আমি ঈশ্বরের সাথে আমার পথ চলায় খুশি, কিন্তু আমি তাঁর সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চলতে চাই!" পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় আনন্দিত হয়, তবুও তারা ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠতা খোঁজে। তারা খ্রিষ্টসদৃশতায় বেড়ে ওঠায় আনন্দ করে, তবুও তারা প্রার্থনা করে যে ঈশ্বর তাদের আরো বেশি খ্রিষ্টের মত করে তুলবেন।

পবিত্রতার একটি অগভীর প্রকাশের উত্তর কী? আপনি যদি মিথ্যা সন্তুষ্টিতে নিজেকে প্রতারিত করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতার সামনে নম্রতাই হল এর উত্তর। আপনি যদি তাঁর নিখুঁত পবিত্রতা দেখতে পান, আপনি কখনোই আপনার পবিত্রতার অগভীরতায় সন্তুষ্ট হবেন না। যখন যিশাইয় সদাপ্রভুকে একটি উর্ধ্বস্থানে সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছিলেন, তিনি পবিত্রতার জন্য তার নিজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন:

> ধিক্ আমাকে! আমি শেষ হয়ে গেলাম! আমি অশুচি ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট মানুষ। আর আমার দুই চোখ মহারাজকে, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুকে দেখেছে! (যিশাইয় ৬:১, ৫)।

যখন যিশাইয় ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতা দেখেছিলেন, তখন তিনি পবিত্রতার জন্য নিজের প্রয়োজনীয়তাটি উপলব্ধি করেছিলেন। পবিত্রতার একটি অগভীর প্রকাশের নিরাময় হল ঈশ্বরের প্রতি গভীর উপলব্ধি। আমরা যখন ঈশ্বরকে দেখি, তখন আমাদের পবিত্র হৃদয়ের জন্য আকাঙ্খা বেড়ে যায়। আমরা যত বেশি ঈশ্বরকে দেখব, ততই আমরা তাঁর মতো হতে চাইব।

পবিত্রতার পথ

কীভাবে আমরা খ্রিষ্টের মত হতে পারে? আপনি, একজন বিশ্বাসী, যিনি ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হতে চান, এই চমৎকার উপহারটি কীভাবে পেতে পারেন? একটি পবিত্র হৃদয়ের পথ কী?

পবিত্রতার পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের কষ্ট করতে হবে না। ঈশ্বরের বাক্য একটি পবিত্র জীবনের পথটিকে দেখায়।

প্রাথমিক শুচিকরণ

আপনার নতুন জন্মের সময় থেকেই, পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে বাস করছেন (রোমীয় ৮:১-২, ৯-১১)। এক মুহূর্তের মধ্যেই আপনি অন্ধকার থেকে আলোয় চলে এসেছিলেন। সেই সময় থেকেই, নতুন নিয়ম আপনাকে একজন সাধু বা একজন "পবিত্র ব্যক্তি" হিসেবে বর্ণনা করছে।

যদিও আপনি হয়ত এখনো প্রলোভনের সাথে লড়াই করছেন, তবে পবিত্র আত্মা আপনাকে স্বেচ্ছাকৃত পাপের ওপরে বিজয় দেবেন। আপনার চারপাশের লোকেরা খ্রিষ্টে আপনার নতুন জীবন যাপনের রূপান্তর দেকেছে। ঈশ্বর যা করেছেন তাতে আনন্দ করুন!

শুচিকরণে বৃদ্ধি

যেহেতু আপনি খ্রিষ্টকে অনুসরণ করেন, তাই পবিত্র আত্মা আপনার অন্তরাত্মার রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। যেহেতু আপনি আত্মা দ্বারা চলেন, আপনি আর কোনোমতেই মাংসের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবেন না (গালাতীয় ৫:১৬)। পুরনো সমস্ত প্রলোভন আপনার ওপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য আপনাকে অন্তনকালীন আনন্দে নিয়ে এসেছে।

যাই হোক, আপনি সমস্যার জায়গাগুলো দেখেছেন। আপনি ঈশ্বরকে মান্য করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু সময়ে ঈশ্বরের আদেশ এবং আপনার অন্তরের ইচ্ছার মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন আর আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। আপনার কাছে হয়ত ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা এবং আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা কঠিন বলে মনে হতে পারে। আপনি এমন উপলব্ধি করা শুরু করতে পারেন যে আপনার হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত।

হৃদয়ের শুচিতা

যেহেতু ঈশ্বর সেই ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশ করেন যেখানে আপনার গভীর পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন, ফলস্বরূপ আপনি ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ পদের প্রতিশ্রুতির জন্য ক্ষুধার্ত হতে শুরু করবেন। আপনি পৌলের প্রার্থনার বাস্তবতা জানতে চাইবেন, "শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের ***সর্বতোভাবে*** পবিত্র করে তুলুন।" আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করবেন, "তুমি কি আমার জীবনে আরো কিছু করতে চাও? আমি কি শুদ্ধ হতে পারি? আমার অভ্যন্তরীণ আকাঙ্খাগুলি কি সেই অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে যেখানে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার জন্য আমাকে আর সংগ্রাম করতে হবে না?

ইতিহাস জুড়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রার্থনা করেছে যেন ঈশ্বর তাদেরকে একটি পবিত্র হৃদয় দেন। ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ অনুযায়ী, অনেকে এই অভিজ্ঞতার জন্য "সমগ্র পবিত্রীকরণ"[43] নামটি ব্যবহার করেছে। অন্যেরা এটিকে একটি "গভীরতর জীবন" বলেছে। কেউ কেউ আবার এটিকে আত্মার পরিপূর্ণতা বলে উল্লেখ করেছে। জন ওয়েসলি "নিখুঁত প্রেম" কথাটি ব্যবহার করেছেন। পরিভাষা যাই হোক না কেন, এটি ঈশ্বরের একজন সন্তানের স্বাভাবিক ক্ষুধা, যে খ্রিষ্টের সাদৃশ্যে বেড়ে উঠতে চায়।

আপনি এই গভীর সম্পর্কের জন্য প্রার্থনা করার সময়, আপনি তিনটি ক্ষেত্র খুঁজে পেতে পারেন যেখানে ঈশ্বর আপনাকে নেতৃত্ব দেবেন। অবিশ্বাসী হিসাবে আপনি যে দণ্ডাজ্ঞা অনুভব করেছিলেন তা নয়; আপনি এখন ঈশ্বরের সন্তান! বরং, এগুলি হল এমন ক্ষেত্র যেখানে ঈশ্বর আপনাকে একটি পবিত্র হৃদয়ের উদ্দেশ্যে ডাকছেন।

ঈশ্বর আপনাকে সম্পূর্ণ আনুগত্যে আহ্বান করবেন

কিছু বিশ্বাসী একটি পবিত্র হৃদয় খুঁজে পেতে সংগ্রাম করে কারণ তারা এখনও অবাধ্যতার কিছু ক্ষেত্রের সাথে লড়াই করে চলেছে। যতক্ষণ না আমরা আনুগত্যের মধ্যে চলি ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে চলতে পারি না।

---

[43] "সমগ্র" হল 'সম্পূর্ণ' এর আরেকটি পরিভাষা, যে শব্দটি ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ পদে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'সম্পূর্ণ পরিপক্কতা' নয়; বরং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্নতা।

কোনো প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহে জীবন যাপন করে না। তবে, বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী অসাবধানতার কিছু ক্ষেত্র অজুহাত বা অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পেয়েছে (এমনকি নিজেদের কাছেও)। তারা কখনোই বলবে না, "ঈশ্বর, আমি তোমার আনুগত হব না," বরং তারা বলে, "ঈশ্বর, আমি মনে করি না এটি বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।" তারা কেবল অবাধ্যতার কিছু ক্ষেত্র উপেক্ষা করে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের যেমন পবিত্র করার জন্য আহ্বান করেছেন, আমরা যদি তেমন পবিত্র লোক হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই ***প্রতিটি*** ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাধ্য হতে হবে।

পতিত মানুষ হিসেবে, আমাদের পাপের গভীরতায় আমরা নিজেদেরকেও প্রতারিত করে থাকি। এই কারণেই গীতরচক প্রার্থনা করেছেন:

> হে ঈশ্বর, তুমি আমার অনুসন্ধান করো আর আমার হৃদয়ের কথা জানো; আমাকে পরীক্ষা করো আর জানো আমার উদ্বেগের ভাবনা। দেখো, আমার মধ্যে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, আর আমাকে অনন্ত জীবনের পথে চালাও। (গীত ১৩৯:২৩-২৪)।

গীতরচক প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর হৃদয় অনুসন্ধান করবেন এবং প্রকাশ করবেন। তিনি জানতেন যে আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জানতে অক্ষম। কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পূর্ণ হতে চাই, তখন আমরা প্রার্থনা করব যেন ঈশ্বর আমাদের পাপপূর্ণ প্রকৃতির প্রতিটি দিক প্রকাশ করেন।

দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন, "আমার গোপন অপরাধ ক্ষমা করো।" (গীত ১৯:১২)। তিনি জানতেন যে আমরা আমাদের পাপের বাস্তবতাটি নিজেদের থেকেও লুকিয়ে রাখতে পারি। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের হৃদয়ের গোপন কোণে আলো জ্বালাতে পারেন।

আপনি যখন একটি বিশুদ্ধ হৃদয়ের সন্ধান করবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বর সেই ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশ করবেন যেখানে আপনার আচরণ এবং কাজকর্ম তাঁর চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। যেহেতু আপনি খ্রিষ্টের মতো হতে চান, আপনি স্বেচ্ছায় এই ক্ষেত্রগুলিকে স্বীকার করবেন এবং সম্পূর্ণ আনুগত্যে ঈশ্বরের আহ্বান মেনে চলবেন।

ঈশ্বর আপনাকে একটি সমর্পিত হৃদয়ের জন্য আহ্বান করবেন

যখন আপনি একটি বিশুদ্ধ হৃদয় খুঁজছেন, ঈশ্বর আপনাকে আপনার জীবনের প্রতিটি দিককেই সমর্পণ করার জন্য আহ্বান করবেন। এটি বাহ্যিক প্রলোভনকে "না" বলার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করা। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আপনার ইচ্ছার সম্পূর্ণ সমর্পণ।

পৌল রোমের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আহ্ববান দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদেরকে জীবন্ত বলিদান, পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে উৎসর্গ করে (রোমীয় ১২:১)। এরা ঈশ্বরের আনুগত্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পৌল তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আরো গভীর আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করেছিলেন। পৌল তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে চিরন্তন হ্যাঁ বলার জন্য ডেকেছিলেন। তিনি তাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন।

যিশুখ্রিষ্টের সাথে এক হওয়ার জন্য, একজন ব্যক্তিকে কেবল পাপ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হলেই হবে না, বরং সবকিছুর প্রতি তার দৃষ্টির সম্পূর্ণ উপায়টিকেই সমর্পণ করতে হবে। ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ হল যে আমরা অন্য কিছু উপলব্ধি করার আগে আমাদের অবশ্যই প্রথমে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হতে হবে….

> “খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জীবনে সবচেয়ে বড় সংকট হল আমাদের ইচ্ছার পূর্ণ সমর্পণ।”
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
>
> (Oswald Chambers)

এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে, আমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য আমাদের সমস্ত দাবি ত্যাগ করতে হবে। আমাদের যা কিছু আছে, আমাদের আকাঙ্খা এবং আমাদের জীবনের অন্য সব কিছুর ওপর আমাদের দখল সমর্পণ করতে আমরা কি ইচ্ছুক? আমরা কি যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর সাথে চিহ্নিত হতে প্রস্তুত?

…সঙ্কটের মধ্য দিয়েও এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করুন, আপনার যা কিছু আছে এবং আপনার যা পরিচয় সমস্তটাই তাঁর কাছে সমর্পণ করুন। আর তখনই ঈশ্বর আপনাকে সেই সবকিছুই করার জন্য সজ্জিত করবেন যা তিনি আপনার কাছ থেকে চান।[44]

জর্জ ম্যাথেসন (George Matheson) একজন স্কটিশ প্রেসবিটারিয়ান পাস্টার ছিলেন যিনি তার হৃদয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি একটি প্রতিরোধের মানসিকতার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। তিনি একটি অবিভক্ত হৃদয়ের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলেন যা তিনি স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি সমর্পণের এই প্রার্থনাটি করেছিলেন:

আমাকে বন্দী কর, প্রভু, তবেই আমি মুক্ত হব। আমাকে আমার তরবারি সমর্পণ করতে বাধ্য কর, তবেই আমি বিজয়ী হব। যখন আমি একাকী দাঁড়িয়ে থাকি, আমি জীবনের সতর্কতায় ডুবে যাই; আমাকে তোমার অস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ কর, তবেই আমার হাত শক্তিশালী হবে।[45]

ম্যাথেসন বুঝতে পেরেছিলেন যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রকৃত বিজয় খুঁজে পাই। আমরা যখন নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিই, তখন তিনি আসলে আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। যখন আমরা দুর্বল, তিনি আমাদের সবল করেন। আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় ঠিক তখনই খুঁজে পাই যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিন্দুতে পৌঁছাই।

বিশ্বাস সহকারে তাঁর ওপর ভরসা করার জন্য তিনি আপনাকে আহ্বান করবেন

যদি আপনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে থাকেন, তাহলে আপনি তাঁকে ভরসা করতে পারেন যে তিনি আপনাকে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে পবিত্র করবেন (প্রেরিত ১৫:৯)।

একজন পাপী হিসেবে, আপনি খ্রিষ্টের কাছে কিছুই না নিয়ে এসেছিলেন। আপনি নিজেকে তাঁর অনুগ্রহের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। বিশ্বাসে, আপনি বিনামূল্যে তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি আপনাকে এক নতুন সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

---

[44] Oswald Chambers, *My Utmost for His Highest* (March 8 entry). ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে https://utmost.org/the-surrendered-life/ থেকে উপলব্ধ।

[45] George Matheson, “Make Me a Captive, Lord”, জুন ১, ২০২০ তারিখে https://library.timelesstruths.org/music/Make_Me_a_Captive_Lord/ থেকে উপলব্ধ।

একইভাবে, আপনি যেমন একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য ক্ষুধার্ত, আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাসে খ্রিষ্টের নিকটবর্তী হতে হবে। ঈশ্বর যিনি আপনাকে পবিত্রতার দিকে আহ্বান করেছেন, তিনিই আপনাকে পবিত্র করবেন। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে তাঁর প্রতিশ্রুতি আপনার জন্য। "শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন," পৌলের এই প্রার্থনাটি আপনার জীবনে একটি বাস্তবতা হতে পারে। আপনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পারেন। "যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই এই কাজ করবেন" (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪)।

যিশাইয় ৬ – পরিশুদ্ধ করার একটি কাহিনী

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র" স্বর্গদূতেরা উচ্চকণ্ঠে গেয়েছিলেন, যার ফলে যিশাইয় কেঁপে উঠেছিলেন! এক পবিত্র ঈশ্বর যাতে তার উপর জাতির আত্মার আস্থা রাখতে পারেন তাই তার আগে যিশাইয়ের তার নিজেকে অশুচি হিসেবে দেখা প্রয়োজন ছিল।

যখন যিশাইয় তার নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "ধিক্ আমাকে! আমি শেষ হয়ে গেলাম! আমি অশুচি ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট মানুষ।" তিনি তার নিজের পাপী চরিত্রের গভীরতা দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে এইরকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একা ছেড়ে দেননি।

> তখন সরাফদের মধ্যে একজন, তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আমার কাছে উড়ে এলেন। সেই অঙ্গার তিনি বেদির মধ্য থেকে চিমটা দিয়ে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "দেখো, এটি তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছে; তোমার অপরাধ অপসারিত এবং তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।"

পরিশুদ্ধ করার কাজটি সাধারণত বেদনাদায়ক। আপনি কি জ্বলন্ত মাংসের কথা শুনেছে যেখানে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে স্বর্গদূত যিশাইয়ের ঠোঁট স্পর্শ করেছিলেন? এটা কোনো সস্তা অনুগ্রহ ছিল না; পরিশুদ্ধ করা যন্ত্রণা-হীন নয়।

তবে, এই কাহিনীটি একটি বিস্ময়কর এবং উৎসাহজনক সত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা যদি তাঁকে করতে দিই, তাহলে ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করবেন। যিশাইয়কে কষ্ট দেওয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল না; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল যিশাইয়কে শুচি করা। তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ *হতে পারে*। আমরা পরিশুদ্ধ হতে *পারি*।

পবিত্রতায় অবিরাম বৃদ্ধি

পৌল প্রার্থনা করেছেন, "শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন।" তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক" (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরাগমন পর্যন্ত আপনি খ্রিস্টসদৃশতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। যেহেতু আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে চলেন, ফলস্বরূপ আপনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে থাকবেন (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। আপনি পবিত্রতায় পরিপক্ক হবেন। আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আনন্দের সাথে সমর্পণ করা অব্যাহত রাখবেন। আপনি ঈশ্বরের কাছে নিয়মিত এবং স্বেচ্ছা সমর্পণের মাধ্যমে পথ চলবেন।

আপনার বিয়ের দিনের কথা চিন্তা করুন। আপনার বিয়েতে আপনি একটি আজীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি প্রতিদিন সকালে মোটেই প্রশ্ন করেন না, "আমি কি আজকে বিবাহিত? বিবাহের চুক্তি কি এখনও কার্যকর আছে?" আপনি এককালীন-এবং-সবকিছুর জন্য-অঙ্গীকার করেছেন। আপনার চুক্তিভঙ্গ করার একমাত্র উপায় হল আপনি আপনার বিবাহে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

আপনার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিন আপনি আপনার বিবাহের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। যখন কোনো সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হন, তখন আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কাজটিই বেছে নেন। এককালীন-এবং-সবকিছুর জন্য-প্রতিশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবন যাপন করা হয়।

একইভাবে, ঈশ্বরের কাছে আপনার সমর্পণ হল এককালীন-এবং-সবকিছুর জন্য-প্রতিশ্রুতি। আপনার প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই, "আমি কি এখনো ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত আছি?" পরিবর্তে,আপনি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার সময় আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী আপনি প্রতিদিন জীবনযাপন করুন।

একজন বিখ্যাত স্কটিশ প্রচারক, হোরাশিয়াস বোনার (Horatius Bonar), একজন পবিত্র ব্যক্তির অবিরাম বৃদ্ধির বিষয়ে লিখেছেন।

> একটি পবিত্র জীবন একাধিক ছোটো ছোটো জিনিসের সমষ্টি নিয়ে তৈরি। অল্প কথা, বাকপটু বক্তৃতা বা উপদেশ নয়; সামান্য কাজ, অলৌকিক ঘটনা বা যুদ্ধ নয়, একটি মহান বীরত্বপূর্ণ কাজ বা পরাক্রমশালী শহীদ নয়, প্রকৃত খ্রিষ্টীয় জীবন তৈরি করে। এটি কিছু একগুচ্ছ ছোটো ছোটো জিনিস যা দিয়ে একটা শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ে ওঠে।[46]

এটাই হল পবিত্রতার দৈনন্দিন জীবন। আপনি আপনার নিজের শক্তিতে নয়, বরং পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় পবিত্র জীবন যাপন করেন। একটি পবিত্র জীবন হল ঈশ্বরের প্রতি অবিভক্ত প্রেমের সম্পর্ক। এটি তার কাছে একটি আবেগজনিত ভালোবাসা। এটি হল সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁর জন্য আকাঙ্খিত হওয়া। এই আবেগ আপনাকে ঈশ্বরের সাথে একটি চির-নির্ভরশীল সম্পর্কের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে, মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করেছে। "তুমি ঈশ্বরের মতো হবে", এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই শয়তান হবাকে প্রলোভিত করেছিল (আদিপুস্তক ৩:৫)। বাবিলে লোকেরা ঠিক করেছিল তারা নিজেদের জন্য একটি শহর এবং আকাশছোঁয়া একটি স্তম্ভ বানাবে, যেন তাদের যথেষ্ট নামডাক হয় (আদিপুস্তক ১১:৪)। মানুষ তার আত্ম-কেন্দ্রিকতায়, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চায়। অপরদিকে, একটি পবিত্র জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেই যাপন করতে হয়।

পবিত্রতা ঈশ্বরের; আপনি এবং আমি পবিত্র ***কেবলমাত্র*** আমরা তাঁর সাথে অবিরত সম্পর্ক বাস করি বলেই। আপনি কখনই সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন না যেখানে আপনি বলছেন, "আমি আমার নিজের শক্তিতে পবিত্র।" পরিবর্তে, আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে, "আজ, পবিত্র আত্মা আমাকে একটি পবিত্র জীবন যাপন করার ক্ষমতা দিচ্ছেন। আজ আমি তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছি। আজ, আমি এমন এক হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য করছি যে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ভালোবাসে। আজ, আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসি। আজ, পবিত্র আত্মা আমাকে সেইভাবে তৈরি করছেন যার জন্য ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন।" এটাই হল পবিত্রতার জীবন।

---

[46] Horatius Bonar, *God's Way of Holiness* (Chicago: Moody Press, 1970), 125-126

পবিত্রতার একটি দৈনন্দিন জীবন গড়ে তোলার দশটি ব্যবহারিক উপায়

পবিত্রতার একটি সুসংগত, ফলদায়ক জীবনের জন্য আজীবন চর্চা ও লালন-পালনের প্রয়োজন।[47] হৃদয় পরিশুদ্ধ করাই আমাদের পবিত্রতার সাধনার শেষ নয়। আমরা সেই পাইলটদের মতো যারা আমাদের প্লেনকে রানওয়েতে সারিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু বিমান অবতরণ করার আগে তাদের অনেককিছু সংশোধন করতে হবে।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে আত্মিক মৃত্যু হল একটি ***জীবন্ত*** মৃত্যু—একটি অবিরাম মৃত্যু। আমাদের ত্যাগ হল একটি ***জীবন্ত*** বলিদান—একটি অবিরাম ত্যাগ। "আত্মমৃত্যু" এর মতো শব্দের উদাহরণগুলি কেবল আমাদের আত্মিক বাস্তবতা শেখানোর জন্য বোঝানো হয়েছে, তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিপথগামী না হয়ে যাই। একটি বিশুদ্ধ হৃদয়ই পবিত্রতার জন্য আমাদের অনুসন্ধানের শেষ নয়। একটি বিশুদ্ধ হৃদয় এবং একটি আত্মসমর্পণ আমাদেরকে এই যাত্রার জন্য আরো ভালোভাবে সাজিয়ে তুলবে, তবে আমাদের জন্য আসলে আজীবন আরোহণ রয়েছে!

একটি আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন হল বৃদ্ধির এবং **প্রগতিশীল পবিত্রীকরণের** (progressive sanctification) জীবন। ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমরা অনুগ্রহের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পরিবর্তিত হচ্ছি (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। যারা পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল একটি জীবনের আকাঙ্খা করে তাদের জন্য এখানে পরামর্শ রয়েছে (১ করিন্থীয় ৬:১১)।

(১) আত্মিকভাবে নমনীয় থাকুন।

একটি প্রকৃত পবিত্র জীবন হল একটি ***অবিরাম অনুতাপের*** (constant repentance) জীবন (মথি ৬:১২) কারণ ঈশ্বর ক্রমাগত আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে চলেছেন এবং খ্রিষ্টের যথার্থ প্রতিমূর্তিতে আমাদের রূপান্তর করে চলেছেন। আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে খুশি রাখার উপায় হল দ্রুত আমাদের ভুলগুলি স্বীকার করে নেওয়া এবং আমাদের চলার পথে ঈশ্বর যে আলো রেখেছেন সেই আলোতেই এগিয়ে চলা (১ যোহন ১:৭)।

(২) ঈশ্বরের সংশোধন গ্রহণ করুন।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এটি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার শাসন **অবজ্ঞা** করার পরিবর্তে তা **গ্রহণ** করলে সেটি আমাদেরকে তাঁর পবিত্রতার সহভাগী করে তুলবে (ইব্রীয় ১২:১০)। কেউই ঐশ্বরিক তিরস্কার উপভোগ করে না, মূলত এর কারণ হল এটি প্রায়শই সাধারণ মানুষের মাধ্যমে আসে যাদের নিজস্ব ত্রুটি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বেদনাদায়ক সংশোধনকে অমান্য করার প্রবণতা রয়েছে, বিশেষ করে যখন এটি কোনো ত্রুটিপূর্ণ জীবনসঙ্গী বা ত্রুটিপূর্ণ আত্মিক নেতাদের কাছ থেকে আসে যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা হল ঈশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা আমাদের কঠিন জায়গাগুলিকে বাদ দিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিতে রূপ দান করে।

আমরা যদি কখনো এমন জায়গায় পৌঁছাই যেখানে আমরা সংশোধন গ্রহণ করতে পারছি না, এমনকি যারা কম আধ্যাত্মিকভাবে পরিণত তাদের কাছ থেকেও, তাহলে আমরা পবিত্রতার উর্ধ্বগামী পথ থেকে সরে এসেছি।

(৩) ঈশ্বরের কাছে এক দৈনন্দিন নৈবেদ্য হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করুন।

---

[47] এই বিভাগটি Rev. Timothy Keep-এর একটি পাঠ থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে আমাদেরকে অবশ্যই সমস্ত সহজাত স্বভাব এবং আকাঙ্খাসহ আমাদের শরীরকে ঈশ্বরের কাছে একটি জীবন্ত বলিস্বরূপ উৎসর্গ করতে হবে (রোমীয় ১২:১)। আমাদের দেহ যা এক সময়ে দুষ্টতার উপকরণ ছিল তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে ধার্মিকতার উপকরণে রূপান্তরিত হয়েছে (রোমীয় ৬:১৩)।

পৌল খ্রিষ্টীয় জীবনের একটি সুস্পষ্ট ছবিতে ঈশ্বরের কাছে ক্রমাগত ত্যাগের এই চলমান প্রক্রিয়াটি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কারণ তোমাদের মৃত্যু হয়েছে এবং এখন তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে।" তিনি আরো বলেছেন, "তাই তোমাদের সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করো" (কলসীয় ৩:৩, ৫)। এটি করুন, তাহলেই আপনি প্রচুর অনুগ্রহ আপনার জীবনে লাভ করতে পারবেন।

(৪) প্রতিদিন শাস্ত্র ধ্যান করুন।

পবিত্র, খ্রিষ্টসদৃশ চরিত্র কোনো এক মুহূর্তের ফলাফল নয় বরং ঈশ্বরের বাক্যের ওপর এবং তা নিয়ে সারাজীবনের ধ্যানের একটি ফলাফল। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তারা বাক্যের মাধ্যমে শুচি হয়েছে। "আমার বলা বাক্যের দ্বারা তোমরা ইতিমধ্যেই শুচিশুদ্ধ হয়েছ" (যোহন ১৫:৩)। যিশু তারপর প্রার্থনা করেছেন যেন তারা বাক্যের মাধ্যমে ক্রমাগত পবিত্র হতে থাকে। "সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো, তোমার বাক্যই সত্য" (যোহন ১৭:১৭)। ঈশ্বর তাঁর শুচিকরণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজটি তাঁর বাক্য দ্বারা ধারাবাহিকভাবে পালন করেন।

(৫) প্রতিদিন যিশুকে পরিধান করুন।

খ্রিষ্টের আচরণ এবং গুণাবলীতে নিজেদেরকে ক্রমাগত সজ্ঞানে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমেই একটি পবিত্র জীবন গ্রহণ করা যায়। "বরং, তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করো..." (রোমীয় ১৩:১৪)। "পরিধান" শব্দটির অর্থ হল যিশুর মত চিন্তা করা, তাঁর আত্মার অনুকরণ করা, এবং তাঁর মত আচরণ করা। বিশ্বাসীদের অবশ্যই প্রতিদিন তাঁর পবিত্র প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ক্ষমা, নম্রতা, ধৈর্য, দয়া, মঙ্গল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে যিশুর মতো হতে বেছে নিতে হবে।

(৬) রক্ত-মাংসের অভিলাষকে কোনো জায়গা দেবেন না।

যিশুকে পরিধান করার পর আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আমরা রক্ত-মাংসের অভিলাষ পূরণের জায়গা না দিই (রোমীয় ১৩:১৪)। আত্মায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে কি স্ব-আগ্রহ ফিরে পাওয়া সম্ভব? এটা সম্ভব না হলে, পৌল এই উপদেশ দিতেন না। যতদিন আমরা বেঁচে আছি আমাদের অবশ্যই নম্রতা বেছে নিতে হবে। আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলা শিখেছে যে ধার্মিকতা শুধুমাত্র যত্নশীল চর্চা, অবিরাম মনোযোগ এবং সতর্ক প্রার্থনার মাধ্যমেই বজায় রাখা যায়। যদি মাংস ক্রুশবিদ্ধ না থাকে, তবে এটি মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং আত্মিক পরাজয়ের কারণ হবে, অনেকটা সেই আফ্রিকান লোকটির মতো যে কুকুরটিকে তার পায়ে কামড় বসানোর থেকে আটকাতে পারেনি কারণ সে তার পকেটে মাংস নিয়ে ঘুরে বেড়াত!

(৭) প্রতিদিন আপনার মনকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলুন।

আপনার মন হল আপনার জীবনের আদেশ কেন্দ্র এবং এর রূপান্তরের রহস্য। আপনার জীবনের উপর আপনার মনের এমন কর্তৃত্ব রয়েছে যে আপনি আপনার মনে যেমন স্থির করে নেবেন আপনি তেমনই হয়ে উঠবেন। পৌল শিখিয়েছেন, "আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ" (রোমীয় ১২:২)।

(৮) ঈশ্বরের সমগ্র রণসজ্জা পরিধান করুন।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা হল যে আমরা শয়তানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াই (ইফিষীয় ৬:১১)। আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের অস্ত্র-সত্য, ধার্মিকতা, প্রস্তুতি, বিশ্বাস, পরিত্রাণের নিশ্চয়তা এবং ঈশ্বরের বাক্য পরিধান করে এটি করি। আপনার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখুন কারণ আমাদের শত্রুর সাথে লড়তে আর বেশি বাকি নেই!

(৯) পবিত্র আত্মার একটি ক্রমাগত সচেতনতা গড়ে তুলুন।

আপনি যদি পবিত্র হতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার জীবনের প্রতিটি 'ঘর' পূরণ ও পরিষ্কার করার জন্য পবিত্র আত্মাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে: আপনার বসার ঘর (আপনার সামাজিক জীবন এবং বিনোদনের ঘর), আপনার শোওয়ার ঘর (আপনার নৈতিক জীবন এবং যৌনতার ঘর) , আপনার রান্নাঘর (আপনার ক্ষুধা এবং ইচ্ছার ঘর), এবং আপনার অফিস (আপনার আর্থিক এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ঘর)। প্রায়শই, আমরা পবিত্র হওয়ার জন্য সংগ্রাম করি কারণ আমরা প্রতি মুহূর্তে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং আন্তরিকভাবে পিতার প্রতিশ্রুতি চাইতে ব্যর্থ হই, যাকে যিশু আমাদের কাছে দিতে পেরে আনন্দিত। সম্ভবত ভয়ই হল আমাদের জিজ্ঞাসা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার অংশ। আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। যিশু এই চমৎকার প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছিলেন: "তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি নিজেদের সন্তানদের ভালো ভালো উপহার দিতে জানো, তাহলে যারা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে চায়, তাদের তিনি আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন!" (লূক ১১:১৩)

(১০) অনুগ্রহে বাস করুন।

যিশু বলেছেন, "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না" (যোহন ১৫:৫)। আমরা পবিত্র হয়েছি কারণ আমরা দ্রাক্ষালতার অন্তর্গত। দ্রাক্ষালতাই ফল দেয়। আমরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করে নয় বরং যিশুকে আঁকড়ে ধরে আরও বেশি ফলপ্রসূ হয়ে উঠি।

অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের পথ চলার বিষয়ে প্রচণ্ড সমস্যা ভোগ করে। কেউ কেউ, যাদেরকে গভীর আত্মা-অনুসন্ধান করতে শেখানো হয়েছে, তারা খুব আত্মদর্শী হয়ে ওঠে। তাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির স্তর নির্বিশেষে, তারা ভয় পায় যে তারা এখনও ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বর তাদের হৃদয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করার পরে একটি বিশেষ আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা আশা করতে শেখানো হয়েছে। তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে নিজেদের দিকে এবং তাদের নিজস্ব আবেগের দিকে মনোনিবেশ করে। তবে, বাইবেল শিক্ষা দেয় যে পবিত্রতা হল খ্রিষ্টের মধ্যে থাকার ফল। আমরা যখন আত্মায় চলি, প্রার্থনা করি, শব্দের উপর ধ্যান করি, খ্রিষ্টীয় উপাসনা এবং সভায় অংশগ্রহণ করি, আমাদের দোষ স্বীকার করি এবং আলোতে চলি, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে গঠন করেন। আমরা এক সপ্তাহ বা এক মাসে যতটা উন্নতি দেখতে চাই তা নাও দেখতে পারি, কিন্তু আমরা যদি এক বছর আগে বা পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে তাকাই, আমরা অবশ্যই উন্নতি দেখতে পাব!

পৌল প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এটা জানতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে সেই একই ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে পবিত্র করার কাজ শুরু করেছিলেন তিনি সেই কাজ সম্পূর্ণ করবেন: "এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, যিনি তোমাদের অন্তরে শুভকর্মের সূচনা করেছেন, খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্যন্ত তিনি তা সুসম্পন্ন করবেন" (ফিলিপীয় ১:৬)।

হৃদয় এবং জীবনের পবিত্রতা একটি যাত্রা। বাইবেলের এই ১০টি নীতি প্রতিকূলতা এবং প্রলোভনের অশান্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মাকে রক্ষা করবে এবং আমাদেরকে আমাদের স্বর্গীয় বাড়ির সাথে সংযুক্ত রাখবে।

আপনি কি নিগূঢ়তত্ত্বটি খুঁজে পেয়েছেন?

প্রতিটি অধ্যায়ে, মন্ডলীর ইতিহাস থেকে আমরা এমন কারোর ব্যাপারে পড়েছি যিনি একটি পবিত্র হৃদয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কেউ কেউ খুব বিখ্যাত খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তি যাঁরা নীরবে একটি পবিত্র জীবন যাপন করেছেন।

এখন এবার আপনার পালা। আপনি কি একটি পবিত্র হৃদয়ের জন্য ক্ষুধার্ত? আপনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্য আকাঙ্ক্ষিত? আপনি কি আপনার স্বর্গস্থ পিতার মতো হতে চান? আপনি পবিত্র হতে পারেন।

আপনি কি আত্মার পূর্ণতার জন্য ক্ষুধার্ত? আপনি কি অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে চান? আপনি ঠিক তেমনই নিখুঁত হতে পারেন যেমন আপনার স্বর্গস্থ পিতা নিখুঁত। আপনি আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে এবং আপনার প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারেন।

সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবেন? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি যখন তাঁর কাছে আসবেন তখন আপনি সমৃদ্ধ পরিপূর্ণতা পাবেন। আপনি আনন্দ করবেন কারণ ঈশ্বর আপনাকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপ গড়েছেন৷ আপনি এমন একটি হৃদয়ের শান্তি পাবেন যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। আপনি পবিত্র আত্মার পূর্ণতার মাধ্যমে প্রতিদিন বিজয়ে চলবেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনি একটি পবিত্র জীবন যাপন করতে পারেন।

১২ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রকৃত সন্তানের জন্য একটি পবিত্র জীবন সম্ভব।

- ঈশ্বরের বাক্য শেখায় যে একটি পবিত্র জীবন সম্ভব।
- ইতিহাস জুড়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রকাশ করে এসেছে যে একটি পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব।
- পবিত্রতার জন্য আমাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষুধা সাক্ষ্য দেয় যে একটি পবিত্র জীবন সম্ভব।

(২) ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র জীবনের জন্য পথ প্রদর্শন করে।

- আমাদের নতুন জন্মের মুহূর্তে, ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করতে শুরু করেন। এই প্রাথমিক পরিশুদ্ধতা।
- যেহেতু আমরা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করি, আমরা পবিত্রতায় বেড়ে উঠি।
- ঈশ্বর আমাদের একটি পবিত্র হৃদয় দিতে চান। হৃদয়ে পবিত্রতার আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত হল:
    - সম্পূর্ণ আনুগত্যের একটি আহ্বান
    - একটি সমর্পিত হৃদয়ের জন্য আহ্বান
    - সম্পূর্ণ বিশ্বাসে একটি আহ্বান
- আমাদের হৃদয় পবিত্র হওয়ার পর, আমরা খ্রিস্টস্বরূপতায় বেড়ে উঠতে থাকি।

(৩) পবিত্রতার একটি দৈনন্দিন জীবন নিয়ে আমাদের ক্রমাগত চর্চার জন্য কিছু উপায়:

- আত্মিকভাবে নমনীয় থাকুন।
- ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করুন।
- ঈশ্বরের কাছে এক দৈনন্দিন নৈবেদ্য হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করুন।
- প্রতিদিন শাস্ত্র ধ্যান করুন।
- প্রতিদিন যিশুকে পরিধান করুন।
- রক্ত-মাংসের অভিলাষকে কোনো জায়গা দেবেন না।
- প্রতিদিন আপনার মনকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলুন।
- ঈশ্বরের সমগ্র রণসজ্জা পরিধান করুন।
- পবিত্র আত্মার একটি ক্রমাগত সচেতনতা গড়ে করুন।
- অনুগ্রহে বাস করুন।

পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪ পাঠ করুন।

(২) প্রতিটি পাঠে আমরা পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনায় প্রার্থনা করেছি। এই অধ্যায়ের শেষে পবিত্রতার জন্য আপনার নিজস্ব প্রার্থনাটি লিখুন। তাঁর প্রতিমূর্তিতে ক্রমাগত বেড়ে ওঠার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে আপনার প্রার্থনাটি লিখুন। আপনার জীবনে তাঁর নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করুন। বিশ্বাসে প্রার্থনা করুন যে ঈশ্বর যিনি আপনাকে রক্ষা করেছেন তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিতে আপনাকে রূপান্তরিত করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করবেন।

ফাইনাল প্রজেক্ট

আপনাকে পবিত্রতার মতবাদ এবং অনুশীলনের ওপর তিনটে সারমন প্রচার করতে হবে বা তিনটি বাইবেল স্টাডির শিক্ষা দিতে হবে। আপনাকে আপনার ফাইনাল প্রজেক্টের জন্য এই সারমনগুলির রেকর্ড আপনার ক্লাস লিডারের কাছে জমা দিতে হবে। আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিটির ওপর একটি সারমন বা বাইবেল স্টাডি প্রস্তুত করতে পারেন:

(১) পবিত্রতার একটি ঈশতাত্ত্বিক দিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর একটি সারমন বা বাইবেল স্টাডি প্রস্তুত করুন। যে কোন একটি বেছে নিন:

- সম্পর্ক হিসেবে পবিত্রতা
- পবিত্রতা হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি
- পবিত্রতা হল পৃথকীকরণ
- একটি অবিভক্ত হৃদয় হিসেবে পবিত্রতা
- একটি ধার্মিক জীবন হিসেবে পবিত্রতা
- নিখুঁত প্রেম হিসেবে পবিত্রতা
- আত্মার পূর্ণতায় পবিত্র জীবন যাপন করা
- খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা হিসেবে পবিত্রতা

(২) পবিত্রতার বাস্তবিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর একটি সারমন বা বাইবেল স্টাডি লিখুন। আপনি এই কোর্সের আলোচিত যে কোনো টপিক বেছে নিতে পারেন বা আপনার নিজের পছন্দের টপিক বেছে নিতে পারেন। সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়গুলি হল:

- ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানো
- পবিত্রতা এবং ব্যক্তিত্ব
- জগত থেকে পৃথক হওয়া বলতে কী বোঝায়?
- পবিত্রতা এবং ব্যবসা
- পবিত্রতা এবং পারিবারিক জীবন
- ইচ্ছাকৃত পাপের উ পর বিজয় বজায় রাখা
- পবিত্রতা এবং মন্ডলীর জীবন

(৩)যিনি পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন, বাইবেলের এমন একটি চরিত্রের উপর একটি সারমন বা বাইবেল স্টাডি প্রস্তুত করুন।

সুপারিশকৃত সহায়ক গ্রন্থসমূহ

এই বইগুলিই এই পাঠগুলির প্রাথমিক উৎস। সমগ্র পাঠ জুড়ে এই বইগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু বিশেষ উল্লেখ ছাড়া, এই বইগুলি ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়নি।

Brower, Kent E. and Andy Johnson, ed. *Holiness and Ecclesiology in the New Testament.* Grand Rapids: William Eerdmans, 2007.

Brown, A. Philip, II. *Loving God: The Primary Principle of the Christian Life.* Cincinnati: Revivalist Press, 2005.

Cattell, Everett L. *The Spirit of Holiness* (revised edition). Newberg: Barclay Press, 2015.

Greathouse, William M. *Wholeness in Christ.* Kansas City: Beacon Hill Press, 1998.

Kinlaw, Dennis. *The Mind of Christ*. Wilmore: Francis Asbury Press, 1998.

Kinlaw, Dennis. *This Day with the Master*. Grand Rapids: Zondervan, 2010.

Noble, T.A. *Holy Trinity: Holy People.* Eugene: Cascade Books, 2013.

Oswalt, John N. *Called to Be Holy: A Biblical Perspective*. Nappanee: Evangel Publishing House, 1999.

२०२

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম ____

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। পরীক্ষাগুলি 'সম্পূর্ণ' হিসাবে বিবেচিত হয় যখন শিক্ষার্থী ৭০% বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	লিখিত অ্যাসাইনমেন্ট	শাস্ত্র মুখস্থ পদ
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		

ফাইনাল প্রজেক্ট			

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।